অন্য এক মার্ক্স

অন্য এক মার্ক্স

প্রারম্ভিক পাণ্ডুলিপি থেকে প্রথম আন্তর্জাতিক

মার্চেলো মুস্তো

অনুবাদ

শঙ্কর রায়

আখর

অন্য এক মার্ক্স
প্রারম্ভিক পান্ডুলিপি থেকে প্রথম আন্তর্জাতিক

প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০২২
প্রচ্ছদ প্রিয়দর্শী মণ্ডল
গ্রন্থস্বত্ব মার্চেলো মুস্তো
অনুবাদস্বত্ব শঙ্কর রায়

আখর-এর তরফে রৌনক মৌলিক এবং প্রিয়দর্শী মণ্ডল কর্তৃক
বাদু, পঞ্চাননতলা রোড, বারাসাত , উত্তর চব্বিশ পরগনা,
কলকাতা ৭০০১২৮ থেকে প্রকাশিত।

বর্ণসংস্থাপক সুকন্যা সাহা,বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

মুদ্রক ডি. পি. গ্রাফিক্স প্রা: লি:, গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০১৩২

প্রাপ্তিস্থান ধ্যানবিন্দু, বইচিত্র, মনীষা গ্রন্থালয়

৪০০.০০ (চারশো টাকা)

জর্জ এবং অ্যান-কে তাদের উষ্ণ আতিথেয়তা,
নিঃশর্ত সাহায্য, সীমাহীন সমর্থন,
এবং, সর্বোপরি, অসীম ধৈর্য্যের জন্য

বন্ধু ও সাথী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

প্রাক-কথা	৯
অনুবাদকের কৈফিয়ত	১১
উপক্রমনিকাঃ মার্ক্স -এর পুনরুজ্জীবন	১৩
গবেষণার নতুন পথ	১৬
মার্কসের রচনাবলীর কালপঞ্জি	১৯
প্রথম পর্য্যায়ঃ বৌদ্ধিক প্রভাব ও প্রথম দিকের রচনাগুলি	২৯
শৈশব, যৌবন ও প্রথম দিকের বিশ্ববিদ্যালয়জীব	৩১
রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মোকাবিলা	৫৭
দ্বিতীয় পর্য্যায়ঃ রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা	৮৫
অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতীক্ষা	৮৭
গ্রুন্দ্রিসি লেখার সময়	১২৫
কার্ল হ্বেগট-এর সঙ্গে বিতর্ক	১৭২
পুঁজি : অসমাপ্ত সমালোচনা	১৯৫
তৃতীয় পর্যায়ঃ রাজনৈতিক জঙ্গিপনা	২৩৯
আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির জন্ম	২৪১
প্যারিসে বিপ্লব	২৬৮
বাকুনিনের সঙ্গে সংঘাত	২৯৫
গ্রন্থপঞ্জি	৩৩১

প্রাক-কথা

এই বইএর অনেকগুলি অধ্যায় পূর্ণত বা অংশত কোন পন্ডিতমন্য পত্রিকায় বা কোন গ্রন্থের অধ্যায় হিশেবে প্রকাশিত হয়েছে। তবু সে সবগুলির পিছনে ছিল একটি দীর্ঘ বইএর ভাবনা। এখানে দ্বিতীয় অধ্যায় সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি-তে (খন্ড ৭৩,২০০৯- পৃ ৩৮৬-৪০২) প্রকাশিত 'মার্ক্স ইন প্যারিসঃ ম্যানুস্ক্রিপ্টস অ্যান্ড নোটবুক্স অফ এইট্টিন ফর্টিফোর' এর পরিবর্ধিত ও সংশোধিত এক পূর্ণাঙ্গ সন্দর্ভ, তৃতীয় অধ্যায় সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসিতে (খন্ড ২৪, পৃ ৬৬-১০০) প্রকাশিত 'দি ফর্মেশ্যন অফ মার্ক্স'স ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমিঃ ফ্রম দি স্টাডিজ অফ এইট্টিন ফর্টিথ্রি টু দি গ্রুন্দ্রিসি'র সংশোধিত নিবন্ধ,চতুর্থ অধ্যায় মার্চেলো মুস্তো সম্পাদিত 'ফাউন্ডেশ্যনস অফ কার্ল মার্ক্স'জ গ্রুন্দ্রিসিঃ ফাউন্ডেশ্যন্স অফ ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স লেটার; রাটলেজ ২০০৮) অন্তর্ভুক্ত 'মার্ক্স'জ লাইফ অ্যাট দি টাইম অফ গ্রুন্দ্রিসিঃ বায়োগ্রাফিকাল নোটস অফ এইট্টিন ফিফটিসেভেন-এইট'(পৃ ১৪৭-৬১)এর পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সন্দর্ভ, ষষ্ঠ অধ্যায় ক্রিটিক-এ প্রকাশিত (খন্ড ৪৬ ২০১৮, পৃ ১১-২৬) 'দি রাইটিং অফ ক্যাপিটালঃ জেনেসিস অ্যান্ড স্ট্রাকচার অফ মার্ক্স'স ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি'র সংশোধিত নিবন্ধ, আর সপ্তম,অস্টম ও নবম অধ্যায়গুলির ভিত্তি মার্চেলো মুস্তো সম্পাদিত সংকলন 'ওয়ার্কার্স ইউনাইট! দি ইন্টারন্যাশনাল ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ইয়ার্স লেটার' (ব্লুমসবেরি ২০১৪।পৃ ১-৬৮)।

মার্ক্সের লেখা থেকে উদ্ধৃতিগুলি ১৯৭৫-২০০৫এ মূলত ৫০-খন্ডে প্রকাশিত মার্ক্স-এঙ্গেলস সংগৃহীত রচনাবলী (এমইসিডবলু), প্রোগ্রেস পাব্লিশার্স, মস্কো, লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট,লন্ডন ও ইন্টারন্যাশনাল পাব্লিশার্স, ন্যু ইয়র্ক থেকে। কোথাও কোথাও তর্জমা পরিমার্জিত হয়েছে মূল জর্মন অনুসরণে, গ্রুন্দ্রিসি থেকে উদ্ধৃতি মার্টিন নিকোলাউস-এর অনুদিত ১৯৭৩-এর পেঙ্গুয়িন সংস্করণ থেকে, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সঙ্ঘের সময়কার মার্ক্সের ভাষণগুলি, বক্তৃতাদি,প্রস্তাবসমূহ মার্চেলো মুস্তো-সম্পাদিত 'ওয়ার্কার্স ইউনাইট! দি ইন্টারন্যাশনাল ওয়ান হাণ্ড্রেড ইয়ার্স ল্যাটার থেকে।তাছাড়া কোন কোন জায়গায় ইংরেজীতে অনুদিত রচনা সন্নিবেশিত হলেও

এমইসিডবলু-তে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ইংরেজীতে তর্জমা হয় নি এমন টেক্সট উল্লেখিত হয়েছে যা আছে মার্ক্স-এঙ্গেলস-রচনাসমগ্র২-তে (Marx-Engels-Gesamtausgabe-MEGA2ঃ Berlin: Dietz/Akademie/De Gruyter 1975) যার পরিকল্পিত ১১৪টি খন্ডের মধ্যে ৬৫টি মুদ্রিত হয়েছে। অ-প্রাথমিক রচনাদি, বই,,প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি, যা ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় নি, সে সব এই গ্রন্থে আছে। উল্লেখিত সাময়িকপত্র,সংবাদপত্রগুলির মূল নাম বন্ধনীমধ্যে ইংরেজপ্রতিশব্দসহ দেওয়া হয়েছে।

উপক্রমনিকা

মার্ক্স-এর পুনরুজ্জীবন

যদি লেখকের কাছে শ্বাশ্বত যৌবনের অর্থ নতুন নতুন ভাবনা সঞ্চার অব্যাহত রাখা, নিঃসন্দেহে কার্ল মার্ক্স ছিলেন চিরযুবা।

পুঁজিবাদের ২০০৮ সালে উদ্ভূত সাম্প্রতিকতম সংকট মার্ক্সকে আবার তেমনই প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।বার্লিনের প্রাচীর পতনের পরে তিনি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেন, এ ভবিষ্যৎবানী নস্যাত করে মার্ক্সের চিন্তামালা আবার বিশ্লেষণ, বিকাশ ও বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। অনেকের কাছে নতুন ভাবে প্রশ্ন জেগেছে যে একদা 'প্রকৃত বিদ্যমান সমাজতন্ত্র' ও ১৯৮৯ সালে অপসৃত হওয়াকে ভ্রান্তভাবে এক চিন্তাবিদের ভাবনার সাথে অন্বিত করা হচ্ছে।

ব্যাপক পাঠক সংখ্যার নামীদামী সংবাদপত্র ও সাময়িকী মার্ক্সকে প্রবল প্রাসঙ্গিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্ববিদ হিশেবে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রায় সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনিই বিষয়বস্তু। দু দশকেরও বেশী অবহেলিত থাকার পরে তাঁর রচনাবলী পুনর্মুদ্রিত বা নব সংস্করণ হয়ে পুস্তক বিপণি ও বইয়ের থাক জুড়ে বেগবান হয়ে উঠেছে, কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ ও নূতন দিক উন্মোচিত করছে।[১] সবচেয়ে উল্লেখ্য মার্ক্স-এঙ্গেলস-গেজামট্আউসগাবে (মার্ক্স-এঙ্গেলস-রচনাসমগ্রর ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক সংস্করণ বা মেগা-২)।

সেই রচনাসম্ভার প্রচার করা এক দীর্ঘ ও জটিল কাহিনী। মার্ক্সের প্রয়াণের (১৮৮৩) পরে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) প্রথম সেই সুকঠিন দায়িত্বপালনে নিজেকে নিবেদিত করেন- কারণ পান্ডুলিপি, খাতাপত্র ও লেখাজোখা ছড়ানো-ছিটনো, দুরূহ ভাষা ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর-তাঁর বন্ধুর উত্তরাধিকার সম্পাদনা।তাঁর রচনাবলী সেই সংগৃহীত মূল তথ্য-অধ্যয়ন উপকরণের চয়ন ও পুন র্নিমানে কেন্দ্রীভূত, অগ্রন্থিত বা অসম্পূর্ণ পাঠলিপি প্রকাশিত, তাঁর ইতিমধ্যে মুদ্রিত রচনাবলীর অনুবাদ পুনর্প্রকাশিত করা। অগ্রাধিকার 'পুঁজি'র কাজ সম্পূর্ণ করা, যার প্রথম খন্ড মার্ক্স জীবদ্দশায়

প্রকাশ করে গেছেন।

তাঁর রচনাবলী সেই সংগৃহীত মূল তথ্য-অধ্যয়ন উপকরণের চয়ন ও পুন র্নিমানে কেন্দ্রীভূত, অগ্রন্থিত বা অসম্পূর্ণ পাঠলিপি প্রকাশিত, তাঁর ইতিমধ্যে মুদ্রিত রচনাবলীর অনুবাদ পুনর্প্রকাশিত করা। অগ্রাধিকার 'পুঁজি'র কাজ সম্পূর্ণ করা, যার প্রথম খন্ড মার্ক্স জীবদ্দশায় প্রকাশ করে গেছেন।

এঙ্গেলসের জীবনাবসানের দুবছর বাদে ১৮৯৭ সালে ইতালীয় সমাজতন্ত্রী আন্তনিও লাব্রিওলা (১৮৪৩-১৯০৪) প্রশ্ন তুললেনঃ "মার্ক্স ও এঙ্গেলসের রচনাবলীর সম্পূর্ণ পাঠ কি তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুগামী ছাড়া কেউ করেছিলেন।" তাঁর মন্তব্যে কোন দ্ব্যর্থবোধকতা ছিল না। 'এ যাবত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের রচনাবলী অধ্যয়নের প্রাধিকার ছিল সেই সূচনাকারদের;' ছিল 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' প্রচারণায় 'অন্তহীন দ্ব্যর্থবোধকতা, ধারণাগত দিক, কিম্ভূত রদবদল, অদ্ভূত প্রচ্ছন্নতা ও অপ্রতিপন্ন আবিস্কার।'[২] বস্তুত, পরে ইতিহাস গবেষণায় দেখা গেল যে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের রচনাবলী অধীত হয়েছে, এমন মিথ্যা ধারণা তাঁদের জীবনীরচনায়[৩] যে সব পাঠ্যবস্তু মূল ভাষাতেও মেলা দুস্প্রাপ্য।ইতালীয় পণ্ডিতের 'মার্ক্স ও এঙ্গেলসের সমগ্র রচনাবলীর সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশের' প্রস্তাব বাস্তবিক ছিল।

ল্যাব্রিওলার বিবেচনায় কোন সংকলন বা মরনোত্তর বর্ণন নয়, বরং 'সমালোচনাত্মক সমাজতন্ত্রের দুই প্রতিষ্ঠাতার সমস্ত রাজনৈতিক ও বিজ্ঞানবিষয়ক কার্যকলাপ,সব লিখিত সম্পদ,শ্রমজীবি মানুষদের কাছে লভ্য হোক, এমনকি নৈমিত্তিক হলেও...। কারণ যাঁরা সেসব পড়তে আগ্রহী, তারা বাগ্ময় হয়ে উঠবে।'[৪] তারপরে ১২০ বছর কেটে গেলেও, সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

এঙ্গেলসের প্রয়াণের পরে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের সমগ্র রচনাবলীর স্বাভাবিক নির্বাহক হ'ল জর্মন সামাজিক গণতান্ত্রিক দল (এসপিডি)। আক্ষরিকভাবে এগুলি ছিল দুই জনের হেফাজতে ছিল-কার্ল কাউটস্কি (১৮৫৪-১৯৩৮) ও এদুয়ার্দ বার্ণস্তাইন (১৮৫০-১৯৩২), কেন না এরাঁই ছিলেন সর্বোত্তম ভাষাবিদ ও তত্ববিদ। তথাচ দলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে মার্ক্সের বিপুল অপ্রকাশিত রচনাবলী মুদ্রণেই ব্যাঘাত ঘটল না, পান্ডুলিপিগুলি এতই

অবিন্যস্ত হ'ল যে সেগুলির সুসংবদ্ধ সংস্করণও ব্যাহত হ'ল।[৫] আর এসপিডি-ও কোন উদ্যোগ নিল না এবং মার্ক্স-এঙ্গেলসের রচনাবলীর উত্তরাধিকারও অতিশয় অবহেলিত থেকে গেল।[৬] পার্টির কোন তত্ত্ববিদই তাঁদের রচনাবলীর তালিকা নির্মাণ বা তাঁদের বিশাল চিঠিপত্র সুসংবদ্ধভাবে সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিলেন, যা তাঁদের রচনাবলী উপলব্ধির মূল্যবান সহায়ক, এমনকি তাঁদের চিন্তাধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর সমগ্র রচনাবলী (মেগা) প্রকাশের প্রথম প্রয়াস হয়েছিল সোহ্বিয়েত ইউনিয়নে ১৯২০-র দশকে। এটা সম্ভব হয়েছিল দাভিদ রিজানভের (১৮৭০-১৯৩৮) অক্লান্ত প্রয়াসের ফলেই। তবে ১৯৩০-এর দশকে স্তালিনীয় রেচনের শিকার হতে হয়েছিল ঐ সংস্করণের সাথে যুক্ত অনেক গবেষক-পন্ডিত, আর জর্মনিতে নাৎসিবাদের উন্মেষে সেই কাজ আকস্মিক রুদ্ধ হয়ে গেল। পূর্ব জর্মনিতে যে 'দ্বিতীয়' মেগা প্রকল্প ১৯৭৫-এ শুরু হ'ল, তা ছিল দুই চিন্তাবিদের রচনাবলী এক পরিব্যাপ্ত সমালোচনামূলক কাঠামোর মাধ্যমে পরিকল্পিত। বার্লিনের প্রাচীর ভেঙ্গে দেবার পরে তাও বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। তারপরে এল পুনর্সংগঠনের এক কঠিন সময়। নূতন সম্পাদকীয় নীতিমালা গড়া ও অনুমোদিত হ'ল, মেগা-২এর সুপারিশ করা হ'ল ১৯৯৮ সালে। তারপর থেকে ২৬টি খন্ড মুদ্রিত হয়েছে। অন্যান্যগুলির প্রস্তুতি চলছে,যাতে আছে মার্ক্সের রচনাবলীর নূতন বয়ান; 'পুঁজি'র প্রস্তুতিমূলক পান্ডুলিপি, তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের চিঠিপত্র, তাঁকে লেখা চিঠিপত্রও আর প্রায় ২০০ খাতাপত্র। শেষোক্ত ছিল বছরের পর বছর মার্ক্স যেসব বইপত্র পড়েছিলেন, তাঁর উদ্ধৃতাংশ ও সে সম্পর্কে মার্ক্সের মন্তব্য। সেগুলিই ছিল তাঁর সমালোচনামূলক ঔপপত্তিক কর্মশালা, যা থেকে তিনি তাঁর ধারণা নির্মাণ করেছিলেন।[৭]

এই অমূল্য উৎস উপকরণসমূহ থেকে (যার অনেকগুলি কেবল জর্মন ভাষায় লেখা, আর তাই এগুলি ছোট ছোট গবেষকদের মহলে লভ্য) আমরা দেখতে পাই যে একজন গ্রন্থকার যিনি অসংখ্য সমালোচক বা স্ব-নিযুক্ত অনুসারীরা এতকাল দেখা লেখকদের থেকে আলাদা। বস্তুত মেগা ২ থেকে পাওয়া নতুন পাঠ্য সম্ভার থেকে আমরা বলতে পারি যে রাজনৈতিক ও

দার্শনিক চিন্তার ধ্রুপদী রচনাবলীর মধ্যে মার্ক্স সেই লেখক যাঁর ভাবমূর্তি সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে বেশী পরিবর্তিত হয়েছে। সোহ্বিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্বিস্ফোরণের পর গড়ে ওঠা রাজনৈতিক চিত্রপট মার্ক্সকে রাষ্ট্র যন্ত্র-অধিষ্ঠিত পৌত্তলিকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

গবেষণার অগ্রগতি আর তার সাথে পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থা তাই মার্ক্স চিন্তাভাষ্যের নবায়ন এনেছে, যা এক নতুন প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেছে।

গবেষণার নতুন পথ

মেগা ২-এর মুদ্রিত ও আজও অমুদ্রিত বিষয় সূচীর এই গ্রন্থটি লেখার পুষ্ঠি যুগিয়েছে। আরো অনেক সরণি এখনও অনুন্মোচিত আর তাই মার্ক্স এমন এক লেখক যাঁকে নিয়ে সব কিছু বলা বা লেখা হয়ে গেছে, এ ধারণা মোটেই সত্য নয়।[৮] বরং মার্ক্সবাদ প্রায়শ তাঁর ভাবনা বিকৃত করেছে।

'সমাজতান্ত্রিক' রাজত্বের মতাদর্শের সমর্থনে প্রায়ই মার্ক্সের নাম আনা হয় ও তাদের নীতির দায় তাঁর ওপর বর্তানো হয়।তাঁর বিশুদ্ধ সমালোচনামূলক তত্বকে বাইবেলীয় পদ্যে সঙ্কুচিত করে আধা-ধার্মিক ভাষ্যে পর্যবসিত করা হয়েছিল। এর ফলে সবচেয়ে অসম্ভাব্য কূটাভাস উদ্ভূত হ'ল। 'ভবিষ্যতের রন্ধনশালার জন্য নির্দেশনামা'[৯] দিয়ে যাবার তীব্র বিরোধী ছিলেন যে চিন্তাবিদ, তাঁকে এক নূতন সমাজ ব্যবস্থার জনক বানানো হয়েছিল। কঠোর যত্নশীল যে চিন্তাবিদ কখনো তাঁর উপলব্ধ সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন না, তাঁকে তুলে ধরা হ'ল এক অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত তত্বের উৎস। যে কোন গ্রন্থকারের চেয়ে ইতিহাসের বস্তুবাদী ভাবনায় তন্নিষ্ঠ প্রহরীকে পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করা হ'ল। এমনকি 'শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের মুক্তি অর্জন নিজেদের করতেই হবে'[১০] সেই স্থির প্রত্যয় এক মতাদর্শে(ইডিওলজি) বদ্ধ করে জোর করে রাজনৈতিক অগ্রগামীদের ও রাজনৈতিক দলগুলিকে শ্রেণী চেতনা সঞ্চারণ ও বিপ্লবে নেতৃত্বদানের শক্তি হিশেবে জাহির করা হ'ল। মানবিক বিকাশ ক্ষমতা প্রস্ফূটনের জন্য দৈনিক কাজের সময় হ্রাসের প্রবক্তাকে স্তাখানভবাদের

উৎপাদনবাদী বিশ্বাসের সমর্থক বলে তুলে ধরা হ'ল। রাষ্ট্রের অবলুপ্তির দৃঢ় প্রত্যয়ীকে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের পক্ষাবলম্বী বলা হ'ল। ব্যষ্ঠির মুক্ত বিকাশপ্রত্যাশী কতিপয় চিন্তাবিদের মত তিনি সওয়াল করেছিলেন যে শুধু আইনী সাম্যের অন্তরালে বুর্জোয়া অধিকার সামাজিক অসাম্যকে আবৃত রাখে, 'অধিকারে সাম্যের চেয়ে অসাম্য বড় হয়ে ওঠে।[১১] অথচ মার্ক্সকে ভ্রান্তভাবে এক ধারণার বাহক বলা হচ্ছে যা তাঁর নিরবয়ব সুষমতার যৌথ মাত্রার ঐশ্বর্যকে মুছে দিচ্ছে।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য মার্ক্স রচনানলীর নানা ভাষ্যের পর্যালোচনা লালন করা। পাঠকের সামনে তার ফলাফল বিনীতভাবে পেশ করা হলেও তা অসম্পূর্ণঃ বিনীত এ কারণে যে মার্ক্সের বিপুল সমালোচনাত্মক রচনা সম্ভার মানব প্রজ্ঞার নানা শাখায় ব্যাপৃত,যা পরিশ্রমী পাঠকদের পক্ষেও সংশ্লেষণ দুরূহ, এবং অসম্পূর্ণ। কেন না এই গ্রন্থ মার্ক্সের জীবনের তিনটি কালপর্বকে নিয়ে লেখাঃ প্রথম জীবন। 'পুঁজি'র বিষয়বিবৃতি ও আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সমিতিতে রাজনৈতিক কার্যকলা। তাছাড়া প্রত্যেক কালপর্বে কিছু কিছু পাঠসম্পদ বেছে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে,বাকি অংশ অনিবার্যভাবে বাদ দিতে হয়েছে।বইটির শব্দ সংখ্যার উচ্চ সীমার বাধ্যকতাও ছিল, যে কারণে মার্ক্সের জীবনের নানা অধ্যায় আলোচনা সম্ভব হয় নি।যেমন ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ,ন্যু ইয়র্ক ট্রিব্যুনে দীর্ঘকালের সাংবাদিকতা-শ্রম, ১৮৭০ দশকের রাজনৈতিক ও ঔপপত্তিক প্রতিভাস এবং শেষ জীবনের গবেষণা।[১২] ভবিষ্যতে এ নিয়ে লেখার বাসনা রইল।এইসব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হয়েও, পাঠকের সম্মুখে যথাসম্পন্ন গবেষণার ফলাফল অর্পিত করা হ'ল, কিন্তু এর বাইরে গভীরতর চর্চার অবকাশ আছে। অন্য বিশ্লেষণ করা বিষয়গুলির মধ্যে,প্রথম খন্ডে মার্ক্সের প্রথম দিকের লেখাগুলি ও পরবর্তী কালে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার মধ্যে যে ভাষাতাত্বিক বৈপরীত্য দেখাতে চায়(প্রথমোক্তকে অগ্রাধিকার দিতে আগ্রহী) 'সংশোধনবাদী' মার্ক্সবাদীরা ও গোঁড়া কমিউনিস্টরা তা ভিত্তিহীন। এরা পরিণত মার্ক্সকে প্রাধান্য দেয় ও আলাদাভাবে 'তরুণ মার্ক্স'কে তুলে ধরতে চায় বা এক ঔপপত্তিক ছেদ জোর করে দেখাতে চায়।

মার্ক্সের ১৮৪৩-৪৪এর লেখাগুলি ও পান্ডুলিপিসমূহ কৌতূহলী দৃষ্টিতে ও তাঁর সমালোচনাত্মক আবক্র পথের প্রারম্ভিক স্তর হিশেবে দেখতে হবে।

দ্বিতীয় খন্ডে মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা সম্পর্কে বিদ্যমান গবেষণার ঐশ্বর্য,যাতে তার বিকাশের নির্দিষ্ট কাল পর্যায় বিবেচিত হয়েছে, প্রায়ই ১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পান্ডুলিপি থেকে গ্রুন্দ্রিসিতে ও তা থেকে পুঁজি-র ১ম খন্ডে বিচরণ করা হয়েছে। এই বইতে সাম্প্রতিক প্রকাশিত প্রধান প্রধান পান্ডুলিপিগুলি চর্চার ফলে মার্ক্স-এর চিন্তনের নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ বিধৃত আছে।

তৃতীয় খন্ডে আছে ১৮৬৪ থেকে মার্ক্সের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বৃত্তান্ত। 'আন্তর্জাতিক'-এর জীবনে তাঁর অপরিহার্য অবদানের অস্বীকার না করেও এটা দেখাতে চেস্টা করা হয়েছে যে সেই সংগঠন 'একক' কোন ব্যক্তির অনেক উপরে, দীর্ঘদিন ধরে 'মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী কিংবদন্তীর বিপ্রতীপ। তাছাড়া নিজেকে শ্রমিকা/শ্রমিকদের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত করে মার্ক্স তাঁর চিন্তাধারণার বিকাশ উদ্দীপিত করেছিলেন ও মাঝে মাঝে তাঁর ভাবনা সংশোধিত করেছেন, আলোচনায় সাবেক নিশ্চয়তাসমূহ উপস্থাপিত করেছেন, নতুন নতুন প্রশ্ন সামনে এনেছেন এবং পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনায় শান দিয়ে সাম্যবাদী সমাজের বিস্তৃত রূপরেখা তৈরি করেছেন।

মার্ক্সকে কেবল অ্যাকাডেমিকদের জন্য সুবাসিত ধ্রুপদী গ্রন্থ সম্ভারে নামিয়ে আনা মস্ত বড় ভুল, যা 'প্রকৃত বিদ্যমান সমাজতন্ত্রে' তত্বান্ধ উৎসে রূপান্তরের সমান। কারণ বাস্তবে আজ তাঁর বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা অতীতের চেয়ে সত্য।

এই গ্রহে বাজার অর্থনীতির প্রসারের ফলে পুঁজিতন্ত্র প্রকৃতই এক বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, মানব অস্তিত্বের সমস্ত ক্ষেত্রে আগ্রাসন ও পরিবর্তন বর্তাচ্ছে। তা শুধু আমাদের কাজের সময়ের জীবন নির্ধারণ করে না, সমাজ ব্যবস্থা ক্রমাগত পুনর্বিন্যাস করে চলেছে। পুঁজিতন্ত্র তার বিরুদ্ধবাদীদের পরাস্ত করেছে,রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যস্থতার অবসান ঘটিয়েছে, তার নিজের নিয়মে মানব সম্পর্ক নতুন ছাঁচে বদলে দিচ্ছে। তদুপরি আগের চেয়ে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর সামাজিক অন্যায় ও অস্থিতিশীল

পরিবেশ ধ্বংস ঘটাচ্ছে।

অবশ্য দেড়শো বছর আগে লেখা মার্ক্সের রচনাবলীতে আজকের দুনিয়ায় যা ঘটছে তার অনুপুঙ্খ বর্ণন প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু তৎসত্বেও অন্তর্বর্তী কালে যে সব গভীর পরিবর্তন ঘটে গেছে পুঁজিতন্ত্রের প্রকৃতি ও বিকাশ অনুধাবনের অনেক সরঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

গত তিরিশ বছর ধরে বিপণন সমাজের গৌরবগাঁথার পরে মানব মুক্তির পক্ষে সওয়াল করার পক্ষে ক্রমবর্ধমান মানুষজনের পাশে আছে মার্ক্সের ভাবনা। মানব কল্যাণ জাগরণে তাঁর 'প্রেতাত্মা' সারা বিশ্বে সঞ্চরমান।

মার্ক্সের রচনাবলীর কালপঞ্জি

মার্ক্সের বিপুল বৌদ্ধিক নিবেশের নিরিখে, শুধু তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যময় নিম্নরূপ রচনাবলীর কালপঞ্জি শ্রেয়, যার উদ্দেশ্য মার্ক্সের অনেক অসম্পূর্ণ পাঠ্যপঞ্জি ও সেগুলির প্রকাশনার বর্ণময় ইতিহাস তুলে ধরা।

প্রথম কলামে কোন বছরে কোন রচনা লেখা হয়েছিল, দ্বিতীয় কলামে শিরোনাম। চৌকো বন্ধনীতে ছাপাখানায় মার্ক্সের অপ্রেরিত রচনাবলী, যাতে বোঝা যায় এগুলির সাথে সমাপ্ত ও মুদ্রিত বই ও প্রবন্ধের পার্থক্য। এর ফলে দ্বিতীয়োক্তের তুলনায় প্রথমোক্তের গুরুত্ব স্ফুট হয়। তৃতীয় কলামে আছে এগুলির প্রকাশনার ইতিহাস, বিশেষত যে পাঠ্যবস্তুগুলির প্রথম প্রকাশ তাঁর মরণোত্তর কালে ও তার প্রকাশনা বর্ষ, গ্রন্থ-পঞ্জি সূত্রনির্দেশ, সম্পাদিত হলে সম্পাদকদের নামোল্লেখ; মূলপাঠে পরিবর্তনগুলির নির্দেশ; যে সব রচনা বা পান্ডুলিপি জর্মনে লেখা নয়, তাও পরিজ্ঞাপন।

সারণিতে নিম্নলিখিত শব্দসংক্ষেপ ব্যবহৃত হয়েছে। MEGA (MarxEngels-Gesamtausgabe, 1927–1935); SOC (K. Marks i F. Engel's Sochineniya, 1928–1946); MEW (Marx-Engels-Werke, 1956–1968); MECW (Marx-Engels Collected Works, 1975–2005); MEGA 2 (Marx-Engels-Gesamtausgabe, 1975–...).

মার্ক্সের রচনাবলীর কালানুক্রমিক পঞ্জি

পাঠকদের সুবিধার্থে এই অংশটি অনুবাদ করা হ'ল না। কিন্তু সারণির প্রকারে নয়।

Table 1 Chronological table of Karl Marx's writings

Year	Title(Information about editions in parenthesis)
1841	Diff erence Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature (1902: in Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle, ed. by Mehring (partial version). 1927: in MEGA I/1.1, ed. by Ryazanov.)
1842–43	Articles for the Rheinische Zeitung -Rhenish Newspaper (Daily published in Cologne.)
1843	Critique of Hegel's Philosophy of Right. (1927: in MEGA I/1.1, ed. by Ryazanov.)
1844	Essays for the DeutschFranzösische Jahrbücher - German-French Yearbooks (Including 'On the Jewish Question' and 'A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right'. Only one issue, published in Paris. Th e majority of copies were confi scated by the police.)
1844	Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 (1932: in Der historische Materialismus, ed. by Landshut and Mayer, and in MEGA I/3, ed. by Adoratskii, the editions diff er in content and order of the parts. Th e text was omitted from

the numbered volumes of MEW and published separately.)

1845 The Holy Family -(with Engels (Published in Frankfurt- am-Main.)

1845 Theses on Feuerbach (1888: appendix to republication of Ludwig Feuerbach and the End of German Classical Philosophy by Engels.)

1845–46 The German Ideology,with Engels (1903–1904: in Dokumente des Sozialismus, ed. by Bernstein -partial version with editorial revisions. 1932: in Der historische Materialismus, ed. by Landshut and Mayer, and in MEGA I/3, ed. by Adoratskii: the editions diff er in content and order of the parts.)

1847 Poverty of Philosophy (Printed in Brussels and Paris. Text in French.)

1848 Speech on the Question of Free Trade (Published in Brussels. Text in French.

1848 Manifesto of the Communist Party, with Engels (Printed in London. Began to circulate widely in the 1880s.)

1848–49 Articles for the Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie,New Rhenish Newspaper: Organ of Democracy, (Daily appearing in Cologne. Includes Wage Labour and Capital.)

1850 Articles for the Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue,New Rhenish

Newspaper: Political-Economic Review. (Monthly printed in Hamburg in small runs. Includes Th e Class Struggles in France, 1848 to 1850).

1851–62 Articles for the New-York Tribune (Many of the articles were written by Engels.)

1852 The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (Published in New York in the fi rst issue of Die Revolution. Most of the copies were not collected from the printers for fi nancial reasons. Only a small number reached Europe. Th e second edition – revised by Marx – appeared only in 1869.)

1852 Great Men of the Exile, with Engels (1930: in Arkhiv Marksa i Engel'sa (Russian edition). Th e manuscript had previously been hidden by Bernstein.)

1853 Revelations concerning the Communist Trial in Cologne (Published as an anonymous pamphlet in Basle; nearly all two thousand copies were confiscated by the police. And in Boston. Republished in 1874 in Volksstaat,with Marx identified as the author, and in 1875, in book form.)

1853–54 Lord Palmerston Text in English. (Originally published as articles in the New-York Tribune and Th e People's Paper, and subsequently in booklet form)

1854 Th e Knight of the Noble Consciousness (Published in New York in booklet form.)

1856–57 Revelations of the Diplomatic History of the 18th Century Text in English. Th ough already published by Marx, it was subsequently omitted from his works and published in the 'socialist' countries only in 1986, in MECW

1857 Introduction (1903: in Die Neue Zeit, ed. by Kautsky, with various discrepancies from the original)

1857–58 Grundrisse: Outlines of the Critique of Political Economy (1939–1941: edition with small print run. 1953: republication allowing wide circulation.)

1859 Contribution to the Critique of Political Economy (Published in Berlin in a thousand copies.)

1860 Herr Vogt (Published in London with little resonance.)

1861–63 Contribution to the Critique of Political Economy: manuscript of 1861–1863 (1905–1910: Economic Manuscript of 1861–63, ed. by Kautsky -in revised version. A text conforming to the original appeared only in 1954-(Russian edition and 1956 -German edition. 1976–1982: manuscript published in full in MEGA 2 II /3.1–3.6.)

1863–64 On the Polish Question (1961: Manuskripte über die polnische Frage, ed. by the IISH.)

1863–67 Economic manuscripts of 1863–1867 (1894: Capital, Volume III. The Process of Capitalist Production as a Whole, ed. by Engels, who also

I. Unpublished Chapter VI, in Arkhiv Marksa i Engel'sa. 1988: publication of manuscripts of Volume I and Volume II, in MEGA 2 II /4.1.)

1864–72 Addresses, resolutions, circulars, manifestos, programmes, statutes of the International Working Men's Association (Texts mostly in English, including the Inaugural Address of the International Working Men's Association and Th e Fictitious Splits in the International, with Engels).

1865 Wages, Price and Profit (1898: ed. by Eleanor Marx. Text in English.)

1867 Capital, Volume I. Th e Process of Production of Capital (Published in 1,000 copies in Hamburg. Second edition in 1873 in 3,000 copies. Russian translation in 1872.)

1870 Manuscript of Volume Two of Capital(1885: Capital, Volume II. Th e Process of Circulation of Capital, ed. by Engels, who also used the manuscript of 1880–1881 and the shorter ones of 1867–1868 and 1877–1878, published in MEGA 2 II /11).

1871 The Civil War in France (Text in English. Numerous editions and translations in a short space of time.)

1872–75 Capital, Volume I, Th e Process of Production of Capital :French edition. (Text reworked for the French edition which appeared in instalments. According to Marx, it had a 'scientific value independent of the original')

1874–75 Notes on Bakunin's Statehood and Anarchy (1928: in Letopisi marxisma, with a preface by Ryazanov -Russian edition. Manuscript with excerpts in Russian and comments in German.)

1875 Critique of the Gotha Programme (1891: in Die Neue Zeit, ed. by Engels, who altered a few passages from the original.)

1875 Relationship between Rate of Surplus-Value and Rate of Profit Developed Mathematically (2003: in MEGA 2 II /14.)

1877 'From Kritische Geschichte' :a chapter in Anti-Dühring by Engels. (Published in part in Vorwärts and then in full in the book edition.)

1879–80 Notes on Kovalevskii's Rural Communal Property (1977: in Karl Marx über Formen vorkapitalistischer Produktion, ed. by the IISH)

1879–80 Marginal Notes on Adolph Wagner's Textbook of Political Economy (1932: in Das Kapital (partial version). 1933: in SOC XV :Russian edition.)

1880–81 Excerpts from Morgan's Ancient Society (1972: in Th e Ethnological Notebooks of Karl Marx, ed. by the IISH. Manuscript with excerpts in English.)

1881–82 Chronological excerpts 90 bc to approx. 1648 (1938–1939: in Arkhiv Marksa i Engel'sa -partial version, Russian edition. 1953: in Marx, Engels, Lenin, Stalin Zur deutschen Geschichte : partial version).

টিকা নির্দেশ

১। গবেষণা-সাহিত্যে প্রধান সাম্প্রতিক সংযোজন সমীক্ষার জন্য দ্রস্টব্যঃ ‘Marx’s Global Reception Today’, in Marcello Musto (ed.), Marx for Today. London: Routledge, 2012, pp. 170–234. Cf. also Marcello Musto (ed.), Th e Marx Revival. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

২। Antonio Labriola, Socialism and philosophy. Chicago: C.H. Kerr & Company, 1907, pp. 16–18.

৩। মার্ক্সের জীবনীকার বরিস নিকোলায়েভস্কি ও অটো ম্যেনশেন-হেলফেন যথার্থ তাঁদের বইয়ের ভূমিকায় ঠিকই বলেছেন, ‘কয়েক হাজার প্রতি সমাজতন্ত্রীদের গড়ে একজন মার্ক্সের অর্থনৈতিক রচনা পড়েছেন আর কয়েক হাজার প্রতি মার্ক্সবাদবিরোধীর একজনও মার্ক্স পড়েন নি। দ্রস্টব্যঃ. Karl Marx: Man and Fighter.Philadelphia/London: J.P. Lippincott Company, 1936, p. v.

৪। দ্রস্টব্যঃ Labriola, Socialism and philosophy, pp. 22–3.

৫। দ্রস্টব্যঃ. Maximilien Rubel, Bibliographie des oeuvres de Karl Marx. Paris: Rivière, 1956, p. 27.

৬। দ্রস্টব্যঃ David Ryazanov, ‘Neueste Mitteilungen über den literarischen Nachlaß von Karl Marx und Friedrich Engels’, Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, vol. 11 (1925), see esp. pp. 385–6.

৭। দ্রস্টব্যঃ Marcello Musto, ‘Th e Rediscovery of Karl Marx’, International Review of Social History, vol. 52 (2007), n. 3, pp. 477–98.

৮। মার্ক্স নিয়ে বিপুল সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে আছে তাঁর বহুসংখ্যক জীবনী।তাদের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ John Spargo, Karl Marx: His Life and Work. New York: B. W. Huebsch, 1912; Franz

Mehring, Karl Marx. Geschichte seines Lebens. Leipzig: Leipziger Buchdruckerei AG, 1918; Otto Rühle, Karl Marx. Leben und Werk. Hellerau bei Dresden: Avalun-Verlag, 1928; Karl Vorländer, Karl Marx. Leipzig: F. Meiner, 1929; Marx-Engels-Lenin-Institut, Karl Marx. Chronik seines Lebens in Einzeldaten. Moscow: Marx-Engels- Verlag, 1934; Boris Nikolaevskij and Otto Maenchen-Helfen, Karl Marx: Man and Fighter, op. cit. 1936; Isaiah Berlin, Karl Marx : His Life and Environment. London: Th ornton Butterworth, 1939; Maximilien Rubel, Karl Marx. Essai de biographie intellectuelle. Paris: Librairie M. Rivière et Cie, 1957; Institut für Marxismus-Leninismus, Karl Marx. Biographie. Berlin: Dietz, 1968; David McLellan, Karl Marx: His Life and His Th ought. London: Macmillan, 1973; Francis Wheen, Karl Marx: A life. New York: Norton, 2000. Mary Gabriel, Love and Capital: Karl and Jenny Marx and the Birth of a of a Revolution. New York/Boston/London: Little, Brown and Company, 2011; and most recently Gareth Stedman Jones, Karl Marx: Greatness and Illusion,London: Allen Lane, 2016. অনেক দশকব্যাপী এ নিয়ে বিপুল অবদান সত্বেও, আজ অবধি মার্ক্সের এখনও কোন পূর্ণাঙ্গ বৌদ্ধিক জীবনী লেখা হয় নি।

৯। The eimmense literature on Marx includes numerous biographies. Among the most important are: Despite the many contributions made during decades of scholarship, to date a complete intellectual biography of Marx still has to be written.

১০। Karl Marx, 'Aft erword to the Second German Edition', in MECW, vol. 35, p. 17.

১১ Karl Marx and Friedrich Engels, 'General Rules of the International Working Men's Association', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York: Bloomsbury, 2014, p. 265.

১২। Karl Marx, Critique of Gotha Programme, in MECW, vol. 24, p. 87.

১৩। এ সম্পর্কে দ্রস্টব্য For this last topic see Marcello Musto, Th e Last Marx (1881–1883): An Intellectual Biography. London: Oxford University Press, 2018.

প্রথম পর্য্যায়

বৌদ্ধিক প্রভাব ও প্রথম দিকের রচনাগুলি

প্রথম অধ্যায়

শৈশব, যৌবন ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন

১। ইহুদী আইন শিক্ষক পরিবার

জর্মনির প্রাচীনতম শহর ত্রিয়েরে ১৮১৮ সালের ৫ মে কার্ল মার্ক্সের জন্ম। অগুস্তা ত্রেভোরোরুম এর এই রোমীয় উপনিবেশের এক প্রধান দূর্গ হিশেবে খৃস্টপূর্ব ১৬ সালে এর পত্তন, যেখানে অনেক সম্রাট বাস করেছেনঃ খৃস্টপূর্ব ৩০০ সালে এর জন সংখ্যা ছিল ৮০,০০০।শহরটি অচিরেই ফরাসী অধ্যক্ষতা-দপ্তর হয়ে ওঠে।দীর্ঘকাল মধ্যযুগে ছিল খৃস্টান ধর্মযাজকদের রাজধানী, অতীতের ব্যাপৃত ধর্মীয় জাঁকজমক অটুট ছিল। য়োহান হ্বোলফগাঙ্গ গ্যয়েটে (১৭৪৯-১৮৩২) ১৭৯২ সালে ঘুরে গিয়ে বলেছিলেন 'এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় শহর'ঃ 'অভ্যন্তরে দেয়ালগুলো ভারাক্রান্ত নয়, গির্জা, খৃস্টীয় ভজনগৃহ,আশ্রম, কনভেন্ট ও কলেজে পূর্ণ তৎসহ শৌর্যচিহ্নবাহী ও সন্ন্যাসীগৃহ। বাইরে সন্ন্যাসীগৃহ, নিধিমালা ও কার্থুসিয় আশ্রম।'[১] তবু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ত্রিয়েরের অবনমনের প্রক্ষেপ মার্ক্সের জন্মকালে তার জনসংখ্যা ১১,৪০০তে কমে গিয়েছিল।[২]

জর্মনি ও ফ্রান্সের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় (১৭৯৫ থেকে ১৮১৪ ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত) নেপোলিয়নীয় ন্যায়সংহিতা মোতাবেক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার এবং আলোকনোত্তর সাংস্কৃতিক পরিবেশের সুফল ভোগ করত ত্রিয়েরের জনগন। কৃষকেরা সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব ও বুদ্ধিজীবিরা ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হল।অন্যদিকে বুর্জোয়ারা নিজেদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আইনবিধি শিথিল করাতে সক্ষম হ'ল। প্রুশীয় রাইনভূমির দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে ১৮১৫ সালের পরে (ধাতব ও সূতাকল শিল্পের জন্য উত্তরাঞ্চল থেকে উন্নত হবার কারণে ভিন্নতর ছিল) ত্রিয়ের আদতে ছোটজোতের কৃষকঅধ্যুষিত কৃষিকেন্দ্র থেকে গেল, প্রলেতারিয়েত

প্রায় ছিলই না।[৩] তথাপি ব্যাপক দারিদ্র্যের জন্য সেটাই কতিপয় প্রথম জর্মন শহরের অন্যতম যেখানে ফরাসী কল্পনানির্ভর সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব আবির্ভূত হয়, যার প্রবর্তক লুড্বিগ গল (১৭৯১-১৮৬৩)।

মার্ক্সের জন্ম এক সাবেক ইহুদী পরিবারে। তার বংশ লতিকা যাচাই করতে হলে শতাব্দীকালের ইহুদী আইন শিক্ষকদের পরম্পরার দীর্ঘ তালিকায় হারিয়ে যেতে হবে।[৪] তাঁর পিতৃব্য স্যামুয়েল ত্রিয়েরে ১৮২৭ অব্দি আইন শিক্ষক ছিলেন, আমৃত্যু যে পদ অধিকার করেছিলেন স্যামুয়েলের বাবা লেভি মোরদেচাই (১৭৪৩-১৮০৪) –যে পদবির অপভ্রংশ মার্ক্স। সেই বংশের অনেকেই ইহুদী ছিলেন। লেভির স্ত্রী এভা ল্বোয়াও (১৭৫৪-১৮২৩) ছিলেন মোজেস ল্বোয়াও (১৭৬৪-১৭৮৮), যিনি নিজেও তাঁর বাবা যোশুয়ো হেসচেল ল্বোয়াও-এর (১৬৯২-১৭৭১) মতো ইহুদী আইন শিক্ষক ও সেই সময়ে ইহুদী সমাজে এক পুরোধা ছিলেন। তাঁর পিতামহ অ্যারণ ল্বোয়া-র (১৬৬০-১৭১২) পিতৃভূমি পোল্যান্ড, পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন হেসে। তারও আগে মধ্য-ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীতে। আসলে পাঁচ প্রজন্ম আগে ইহুদী-বিরোধী নিপীড়ন এব্রাহাম হা-লেভি মিনৎস(১৪৪০-১৫২৫)কে জর্মনি থেকে পাদুয়ায় দেশান্তরী হতে বাধ্য করে, যেখানে তিনি ইহুদী আইন শিক্ষক ও তাঁর জামাতা মেয়ার ক্যাৎসেলিয়েনবোগেন (১৪৮২-১৫৬৫) তালমুডিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর পদে বৃত হন।৫মায়ের দিক থেকেও মার্ক্সের ইহুদী আইন শিক্ষকতার প্রাচীন পারিবারিক ইতিহাস ছিল। যদিও এ সম্পর্কে তথ্য অপ্রতুল, আমরা জানি মার্ক্সের মা হেনরিয়েটা (১৭৮৮-১৮৬৩) ছিলেন নিজমেগেনের ইহুদী আইন শিক্ষক আইজ্যাক প্রেসবুর্গ (১৭৪৭-১৮৩২), আর তাঁর পূর্বপুরুষেরা হাঙ্গেরীয় ইহুদী, যাঁরা অত্যাচারিত হওয়ার কারণেই নেদারল্যান্ডে দেশান্তরী হন প্রেসবুর্গে (এখন যা ব্রাতিস্লাভা)।[৬] যাযাবরের মত ঘুরে হয়রাণ প্রেসবুর্গ পরিবার কিছুদিন পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক য়েহুদা বেন এলিয়েজার হালেভি মিনৎস (১৪৫০-১৫০৮)-এর স্বভূমি ইতালিতে অতিবাহিত করেন। সে পরিবারের সদস্যা ও মার্ক্সের কনিষ্ঠতম কন্যা এলিয়ানর (১৮৫৫-১৮৯৮) জানিয়েছেন, 'শত শত বর্ষ ধরে পুরুষেরাই ইহুদী আইন শিক্ষক।'[৭]

এই প্রেক্ষাপট ও পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান হবার সুবাদে সেই পথ ধরে আইন শিক্ষক হতে পারতেন, কিন্তু ভবিতব্য তাঁকে অন্যদিকে নিয়ে গেল। তাঁর বাবা হার্শেল (১৭৭৭-১৮৩৮)তরুণ ইহুদি প্রজন্ম সদস্য হাইনরিখ হাইনে[৮] (১৭৯৭-১৮৫৬) ও এদুয়ার্দ গ্যান্স (১৭৯৭-১৮৩৯)এর মত সেই পেশা নিয়েছিলেন। তিনি চূর্ণ করতে পেরেছিলেন খৃস্টানদের থেকে গোষ্ঠীগত বৈরিতা, যা বাইরের দুনিয়া ও তার ঘটমান পরিবর্তন থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।[৯] হাইনে লিখেছিলেন সেই সময় ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করলে শুধু চাকরী বাঁচানো নয়, ইয়োরোপীয় সভ্যতার বৌদ্ধিক ছাড়পত্রও মিলত।[১০]

যৌবনের জটিলতা ও পারিবারিক সমস্যার পথ পেরিয়ে, হার্শেল মার্ক্স ত্রিয়ের-এর আপিল আদালতে আইনী উপদেস্টার চাকরি পেলেন-যা নিরাপত্তা সুনিশ্চিতও করেছিল। রাইনভূমি ১৮১৫ সালে প্রুশিয়ার দখলে এলে সব সরকারী দপ্তর থেকে ইহুদিরা অপসারিত হ'ল। পেশাত্যাগ ও পূর্বপুরুষদের ধর্মমত পরিত্যাগ এ দুটির একটি বেছে নেবার বাধ্যতার মুখোমুখি হয়ে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে নাম নিলেন হাইনরিখ। যদিও ত্রিয়ের-এ ক্যাথলিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, তিনি ৩০০জন-সমন্বিত ছোট প্রোটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীতে শামিল হলেন, যা ব্যাপকতর উদারপন্থার জন্য চিহ্নিত ছিল। কার্লসহ তাঁর সন্তানেরা ১৮২৪ ধর্মান্তরিত হ'ন। পরের বছর তাঁর স্ত্রী।[১১] ধর্মগত পরিবর্তন ও পরিবারে আলোকান্বিত পরিবেশ সত্বেও মার্ক্স পরিবার ইহুদি আচার-আচরণ বজায় রেখেছিল। কার্ল-এর শৈশব ও কৈশোর নিয়ে বর্ণনায় তার প্রভাব ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

মার্ক্সের জীবনের একেবারে প্রথম কয়েক বছর সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। হয়ত কোন বুর্জোয়া পরিবারের মত শান্ত ও সংস্কৃতিবান আবহাওয়াতেই গড়ে ওঠা এক প্রতিভাচ্ছায়া শিশুটির মধ্যে স্ফূট ছিল। বারো বছর বয়স অব্দি গৃহেই তাঁর শিক্ষা, যাতে তিনি আহরণ করতে পেরেছিলেন পৈতৃক যুক্তিবাদ,যা তাঁর বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এক অতি সংস্কৃতিবান হাইনরিখ মার্ক্স আলোকনের তত্বে বিশ্বাসী এবং ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), জাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) ও গটহোল্ড এফ্রেম লেসিং (১৭২৯-১৭৮১) সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।[১২] ধর্ম-সংস্কারমুক্ত, রাজনীতিতে

উদারপন্থী প্রবনতার সমর্থক, হাইনরিখ তাঁর পুত্রকে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের রীতি মেনে গড়ে তুলেছিলেন। মার্ক্স তাঁর পিতার প্রতি এক গভীর আকর্ষণ ছিল; 'তাঁর সম্পর্কে অক্লান্তভাবে বলতেন এবং নিজের কাছে সদাই সাবেক দাগেরিয় প্রতিকৃতি রাখতেন। [১৩]

অন্যদিকে মার্ক্সের মা হেনরিয়েটা বইয়ের পরে নিজমেগেন থেকে চলে আসার পরে জর্মন ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত না করতে পারার জন্য শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছিলেন। গৃহকন্নায় রত থাকায় ও স্বভাবের দিক থেকে উদ্বিগ্ন ও সহজবুদ্ধি হবার কারণে পুত্রের বৌদ্ধিক বিকাশে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না, তাঁর আশা-আকাঙ্খাও বুঝতেন না। বাকি জীবনে তাঁদের সম্পর্ক বিরল ছিল,কখনো সখনো কলহ হত, প্রধানত পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে আর্থিক বিরোধ নিয়ে। তাঁর তিন বোনের সঙ্গে মার্ক্সের সম্পর্ক ছিল খাপছাড়া, যাদের প্রভাব আদৌ ছিল না তাঁর ওপর। নয় সন্তানের মধ্যে তৃতীয়, তাঁর ছোট পাঁচ ভাই যক্ষ্মা রোগে মৃত, মার্ক্স বাল্য বয়স থেকেই একাকী। অত্যল্প যে স্মৃতি জানা আছে, তিনি 'নিজেকে এক ভয়ঙ্কর উৎপীড়নকারী' হিশেবে বর্ণনা করেছেন, 'ত্রিয়েরের মার্কুসবার্গে তাদের (বোনেদের) ঘোড়দৌড় করাতেন', বাধ্য করতেন 'অপরিচ্ছন্ন হাতে আরো অপরিচ্ছন্নভাবে বানানো কেক খেতে'। তবু তাঁরা এসব মেনে নিতেন তাঁর কাছে পুরস্কারসুলভ 'চমৎকার গল্প' শোনার জন্য।[১৪]

২। ত্রিয়েরের স্কুল ও বন-এর স্টুডিওসুস জুরিস-এ

মার্চ ১৮৩০ থেকে ১৮৩৫ ত্রিয়েরের ফ্রিডরিশ হ্বিলহেইম জিমন্যাসিয়ামে পড়াশুনো করেন। ষোড়শ শতাব্দীর জেসুয়িট যাজকদের প্রতিষ্ঠিত ও রাইনভূমি প্রুশিয়ার দখলে যাবার পরে নীতিগতভাবে পুনর্গঠিত, সেই উচ্চ বিদ্যালয়ে গর্ব করার মত উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষক ছিলেন, যাঁরা যুক্তিবাদী উদারপন্থী শিক্ষাদান করতেন, যা খানিকটা তাঁর বাবার কাছে পেয়েছিলেন। এভাবে গোড়া থেকেই মার্ক্সের মনন তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু সেই সময় প্রুশিয়ার পরিবেশে কায়েম ছিল সেন্সর প্রথা ও খর্বিত

মানবাধিকার।এক শ্বাসরোধকারী ডিক্রি জারী ছিল যা ১৮৩২ সালে হ্যামবাখে প্রবর্তিত হয়েছিল। ত্রিয়েরে রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক গোষ্ঠীগুলিকে বিনাশ করার জন্য একটি বিশেষ কমিশ্যন গঠিত হ'ল। মার্ক্সের স্কুলে সরেজমিনে তদন্ত করে তার কয়েকজন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তাঁরা ছাত্রদের মন বিষিয়ে তুলছেন। আলোকনের জীবন্ত প্রেরণাস্বরূপ প্রধান শিক্ষক উগো হ্বিটেনবার্গের (১৭৬৭-১৮৪৮) বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র পেশ করা হয়। এক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি ভিটাস লোএর্স (১৭৯২-১৮৬২) কে তাঁর মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়, যাঁর প্রতি মার্ক্সের এতই বিতৃষ্ণা জন্মেছিল যে পাঠশেষে প্রথামত বিদায়জ্ঞাপন করেন নি।

সরকারী কমিশ্যনের শ্যেন দৃষ্টি ছিল ক্যাসিনো সাহিত্য সমাজের উপরেও, যা ছিল ত্রিয়েরের প্রগতিশীল নাগরিকদের মিলন ক্ষেত্র ও উদারপন্থী বিরোধীদের হৃদকেন্দ্র। রাইনভূমির আইনসভার স্থানীয় সদস্যদের সম্মানার্থে এক ভোজসভার পরে বাড়িটি ১৮৩৪ সালে পুলিশ প্রহরায় রাখা হয়।সেই ভোজসভায় হাইনরিখ মার্ক্স এক মধ্যপন্থী সাংবিধানিক ব্যবস্থার সমর্থনে এক ভাষণ দেন এবং একটি সভা হয় যাতে লা মার্সাই গীত হয় ও ফরাসী তেরঙ্গা প্রতাকা উত্তোলিত হয়।[১৫]

সেই ঘটনাবলী মার্ক্সের জীবনের প্রেক্ষাপট রচিত করে। সম্ভবত ক্লাসে কনিষ্ঠতমদের একজন ও গোটা স্কুলে অত্যল্প অ-ক্যাথলিক থাকায় মার্ক্সের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রায় ছিলই না। কিন্তু সহপাঠীরা তাঁর 'শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রহসনমূলক কবিতা লেখার সহজাত ক্ষমতার জন্য' তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত।[১৬]

মার্ক্সের পরীক্ষার ফল ভালো হলেও দারুণ ভালো হয় নি। স্কুলে থাকাকালে বছরের শেষে দু'বার মার্ক্স মেধাসম্পন্ন ছাত্র হিশেবে উল্লেখিত হয়েছিলেন- একবার প্রাচীন ভাষায় ব্যুৎপত্তির জন্য, আরেকবার জর্মনে রচনার জন্য। চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলিতে ভালো ফল করেছিলেন, কিন্তু উচ্চ স্থান লাভ করেন নি।তাঁর প্রাপ্ত ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটে বলা হয়েছে তাঁর জর্মনে রচনা ও ব্যাকরণ জ্ঞান 'খুব ভালো', লাতিন ও গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করতে পারতেন, অনুচ্ছেদগুলি অনায়াসে প্রাঞ্জল ও নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে

পারতেন এবং বিষয়বস্তু চিন্তাশীল ভাবে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লিখতেন। ঐ সব ভাষা স্বচ্ছন্দভাবে বলতে পারতেন।ইতিহাস ও ভূগোলে 'বেশ পারদর্শী ছিলেন' এবং একটু সাহায্য নিয়ে কঠিন ফরাসী পড়তে পারতেন। গণিতে 'ভালো' দখল ছিল, 'মোটামুটি' দখল ছিল 'পদার্থবিদ্যায়', 'বেশ স্বচ্ছ জ্ঞান ছিল ক্রিশ্চিয়ান গির্জার ইতিহাস সম্পর্কেও'। এসব কারণেই পরীক্ষক মন্ডলী তাঁকে উত্তীর্ণ করেন, 'প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর মেধানুসারে প্রত্যুৎপন্ন প্রতিপন্ন হবেন।[১৭]

মার্ক্স প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ১৮৩৫ সালে আর ধর্ম, লাতিন ও জর্মনে প্রাপ্ত ফল তাঁর প্রাথমিক বৌদ্ধিক বিকাশের ইঙ্গিত দিয়েছিল।[১৮] বিশেষ করে চিত্তাকর্ষক ছিল জর্মন ভাষায় রচিত রচনা, 'পেশা চয়নে এক তরুণের অনুধ্যান'। যদিও সেই সময়কার জর্মনিতে বিদ্যমান আলোকনের মানবিকতাবাদী প্রবণতার প্রচ্ছায়া ছিল,[১৯] ঐ রচনা নানা গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল,কারণ তাতে পেশা চয়নের মত এক কঠিন বিষয়ে মার্ক্সের ভাবনার সারসংক্ষেপ ছিল। তাঁর মতে মানুষের কল্যাণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান নির্দেশিকা এবং জনগণ যাঁদেরকে ইতিহাসে মহান গণ্য করেছে তাঁরা আপামর জনের স্বার্থে কাজ করেছে। সবশেষে লিখেছিলেনঃ 'আমরা যদি এমন অবস্থান নিতে পারি যাতে জীবনে প্রায় সব কাজ মানুষের স্বার্থে কাজ করতে পারি, যাতে কোন বোঝাই আমাদের নত করতে পারবে না,কারণ সেই সব স্বার্থত্যাগ সবার কল্যাণের জন্য। তাহলে আমাদের তুচ্ছ, সীমিত ও স্বার্থপর সুখ নয়, আমাদের সুখ অযুত অযুত মানুষের জন্য। আমাদের কাজ থেকে যাবে প্রশান্তিতে, শ্বাশ্বত হয়ে, আমাদের চিতাভস্ম মহান মানুষদের অশ্রুসিঞ্চিত হবে।[২০]

ঐ রচনায় আরেকটি বাক্য ছিল যা মার্ক্স-ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে বিতর্ক উস্কে দিয়েছিলঃ 'আমরা কিন্তু সবসময় এমন অবস্থান নিতে পারব না যা আমরা বিশ্বাস করি; এক দিক থেকে সমাজে আমাদের সম্পর্কগুলি আমরা নির্ধারণ করতে পারার আগেই প্রতিষ্ঠা পায়।[২১] কোন কোন মার্ক্সবাদী মনে করেন রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে মার্ক্সের দীর্ঘকালব্যাপী ও গভীর অধ্যয়নের অনেক আগে এই ভাবনা মঞ্জরিত হয়েছিল এবং এই বাক্য তাঁর ইতিহাসের

বস্তুবাদী ব্যাখ্যায়নের প্রথম প্রকাশ। ব্যাপারটি আদৌ জটিল ছিল না। মাত্র সতেরো বছর বয়সে মার্ক্স যুক্তি দিচ্ছেন যে মানুষের পেশা চয়ন তাঁর জীবনের বিষয়গত পরিস্থিতির সাথে অন্বিত।[২২]

জিমনাসিয়ামের পাঠ চুকিয়ে যুবক মার্ক্স বাবার পেশা অর্থাৎ আইন জীবিকা বেছে নেবেন, যদিও তিনি সে দিকে কোন প্রবণতা ব্যতিরেকেই ১৮৩৫ সালে ত্রিয়েরের নিকটতম বিশ্ববিদ্যালয় বন-এর আইনবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হলেন। রাইনভূমির বৌদ্ধিক কেন্দ্রও বন। ত্রিয়েরের চেয়ে একটু বেশী, কিন্তু অনেক প্রাণবন্ত।

বন-এর জনসংখ্যা ছিল ৪০,০০০।বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত প্রায় ৭০০ ছাত্রছাত্রী এবং অনেক কর্মকান্ডে মুখর ছিল। শহরের সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমন্ডলী,যাঁদের মধ্যে ছিলেন সেই সময়কার সম্মানিত দার্শনিক অগাস্ট ডব্লু শ্লেজেল (১৭৬৭-১৮৪৫)। সেই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল প্রভাবিত করেছিল ফ্রিডরিশ জে শেলিং (১৭৭৫-১৮৮৪)এর রোমান্টিকতা তত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অবারিত স্বাধীনতা ছিল। তারা সমাজের সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল অংশ ছিল ও নানা রাজনৈতিক উদ্যোগ নিত।

পরিস্থিতির এক গভীর পরিবর্তন ঘটেছিল ১৮৩৩-এর এপ্রিল মাসে।একদল ছাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভা ছত্রভঙ্গ করে স্বাধীন রাইনভূমি সরকার গঠনের চেস্টা করেছিল। সেই বিদ্রোহ সাথে সাথে চূর্ণ করে ছাত্র সংগঠনের উপর আঘাত হানে। বিশেষত একটি সংগঠন দি স্টূডেন্ট লিবারাল অ্যাসোসিয়েশ্যন সরকারীভাবে ভেঙ্গে দেওয়া ও তার সদস্যদের সরকারীভাবে বহিস্কার বা গ্রেপ্তার করা হয়। মার্ক্স যখন বন-এ এলেন, তখন নিপীড়ন পূর্ণ মাত্রায় চলছে এবং পুলিশ কিছু গুপ্ত সংবাদদাতার মাধ্যমে সন্দেহভাজনদের উচ্ছেদ করতে চেস্টা করে। শাস্তির আশঙ্কা বহু সংখ্যক ছাত্র রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে,মদ্য-আসক্তি ও পারস্পরিক কলহে ঠেলে দেয়। অভিজাতদের ও বিভিন্ন শহরের তদ্রূপ মহলের সন্তানদের ছাত্রসভা ধরণের সঙ্ঘ গড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। মার্ক্স জনা তিরিশ ছাত্রের সাথে যোগ দেন, তার এক ঘনিষ্ঠ সদস্য হ'ন ও তার

অন্যতম সহ-সভাপতি হ'ন।[২৩]

বাবাকে বন থেকে লেখা চিঠিগুলি হারিয়ে যাওয়ায়, তাঁর সেই সময়কার জীবন কথা পুনর্নির্মানের প্রত্যক্ষ সূত্র তাঁকে লেখা তাঁর বাবার চিঠিপত্র। হাইনরিখ তাঁর 'আইন শাস্ত্রের ছাত্রকে' এক চিন্তাশীল পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং [২৪] তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চাশা প্রকাশ করে বলেছিলেনঃ 'তোমার সদিচ্ছা ও পরিশ্রমী প্রকৃতি বা তোমার বড় কিছু হয়ে ওঠার দৃঢ় বাসনা সম্পর্কে আমার কোন সংশয় নেই।'

মার্ক্স আপাতত তাঁর অধ্যয়নে মহোৎসাহে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর শিক্ষার্জনে ইচ্ছাশক্তি এমনই ছিল যে প্রথম শীতের সেমেস্টারে ন'টি পাঠক্রমে নথিভুক্ত হলেন। কিন্তু বাবা তাঁকে মৃদু তিরস্কার করে লিখলেন, "ন'টি বক্তৃতামালা আমার কাছে বড্ড ভারবহ মনে হচ্ছে, যা তোমার শরীর ও মন বইতে পারবে না।[২৫] তিনি মার্ক্সকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছটিতে কমিয়ে আনলেন এবং পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র বাদ দিতে বললেন। তিনি প্রত্যেকটি বক্তৃতা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন – শুধু আইনবিজ্ঞান, আইন ব্যবস্থা ও রোমের আইনেতিহাস নয়, গ্রিক ও রোমের পুরাণ, আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাস ও হোমার বিষয়ক পাঠ (হোমার-শিক্ষা শ্লেজেলের কাছে)। সেই পাঠক্রম-চয়ন তরুণ মার্ক্সের জ্ঞানলিপ্সার বিস্তারবৃদ্ধি করেছিল, আর তার সাথে কাব্যপাঠপ্রবণতা। তখনই মার্ক্সের কবিতা লেখার সূত্রপাত [২৬] ও কবিদের ক্লাবের সদস্য হওয়া।

আমরা তাঁর বাবার চিঠিপত্র ও অর্থপ্রেরণের কথা জানতে পারি, যে টাকায় মার্ক্স অনেক বই কিনেছিলেন, বিশেষত ইতিহাস গ্রন্থাবলী।[২৭] বাবা উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ভুলে যেও না, তোমার মানসের স্বাস্থ্যকর ও সবল পুষ্টির জন্য এই দুর্দশাময় পৃথিবীতে শরীরের প্রতি সতত নজর দেওয়া দরকার,কেন না গোটা শরীরটা এক যন্ত্র'।[২৮] মানতেন না। গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়তেন। বনে থাকাকালীন কয়েক মাসের মধ্যেই অত্যধিক পরিশ্রমে মার্ক্সের শরীর ভেঙ্গে পড়ে।

বাবা তাঁর চিঠিগুলিতে বারবার সাবধান করেছিলেনঃ 'আশা করব এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে অন্তত এটা মানবে যে তোমার শরীরের প্রতি যত্ন

নওেয়া উচিৎ।... এ ক্ষত্রেে অত্যধকি অধ্যয়ন একরকম পাগলামো। রুগ্ন পন্ডতি হয়ে বঁচেে থাকার চয়েে দুঃখজনক আর কছিু নইে।[২৯] তাই গ্রীষ্মরে সমেস্টোরে পরস্থিতিরি চাপে মার্ক্স চারটি পাঠক্রম বছেে নলিনেঃ জর্মন আইনরে ইতহিাস, ইয়োরোপীয় আন্তর্রজাতকি আইনবদ্যিা, প্রাকৃতকি আইন ও প্রপার্টয়িাসরে (খৃষ্টপূর্ব ৫০/৪৫-খৃষ্টপূর্ব ১৫)। তার সাথে শ্লজেলে-এর বক্তৃতামালা।

পুঞ্জীভূত শ্রান্তি ছাড়াও পাঠক্রম লাঘবের আরেক কারণ ছাত্রজীবনের চাঞ্চল্যে লিপ্ত থাকা। বেশ খরুচে স্বভাবের জন্য ধারবাকি হয়ে যেত, প্রায়শ বাবাকে বাধ্য হয়েই অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে হ'ত। তিনি একটা পিস্তলও কিনেছিলেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পরে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা শনাক্ত হওয়ায় গ্রেপ্তার হতে হয়। একদিন 'গুণ্ডামি ও মাতলামো'র অভিযোগে আটক রাখা হয়।[৩০] তিনি এক ছাত্রের সাথে মারপিট হয়, যাতে তাঁর বাঁ চোখে আঘাত লাগে।

মোট কথা, বন-এর সেই বছরটা মার্ক্স প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন নি, আর তাই তাঁর বাবা তাঁকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরিয়ে নিলেন। প্রুশিয়ার রাজধানীতে যাবার আগে গ্রীষ্মের ছুটি কাটালেন ত্রিয়েরে এবং সেখানেই প্রেমে পড়লেন উত্তরকালে তাঁর জীবনসঙ্গিনী ইয়েনি ফন ওয়েস্টফ্যালেনের (১৮১৪-১৮৮১) সাথে, সমাজে তাঁর সৌন্দর্য ও পরিচিতি ছিল আকর্ষণীয়।পাছে তিনি ইহুদী বংশোদ্ভূত, সাধারণ বুর্জোয়া ও অস্টাদশবর্ষীয় (দয়িতার চেয়ে চার বছরের ছোট, যা তখন ভাবাই যেত না) বলে ওয়েস্টফ্যালেন পরিবার তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁরা তাঁদের প্রণয়-সূচনার কথা পরিবারের মানুষদের থেকে গোপন রেখেছিলেন।

ইয়েনি ছিলেন একেবারে অন্য জগতের নারী। বাবা ব্যারন লুদ্বিগ ফন ওয়েস্টফ্যালেন (১৭৭০-১৮৪২) নামজাদা সরকারী আধিকারিক, উদারপন্থা-ঘেঁষা সংস্কৃতিবান উচ্চ শ্রেণীর প্রতিনিধি। এক মুগ্ধকর ও খোলামেলা মানুষ, শুদ্ধ ইংরেজী বলতেন, লাতিন, ইতালিয়ান। ফরাসী ও স্প্যানিশ পড়তে পারতেন। তাই তরুণ মার্ক্সের সাথে তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাঁর বিপুল বৌদ্ধিক প্রাণোচ্ছ্বলতার তারিফ করতেন। তিনি অধ্যয়ন-প্রিয়

ছিলেন,যদিও ফরাসী যুক্তিবাদী ও ধ্রুপদী সাহিত্যের চেয়ে রোমান্তিক ধারার অনুগামী ছিলেন। তাই কার্লের বাবা মার্ক্সকে শোনাতেন ভলত্যের (১৬৯৪-১৭৭৮) ও রাসিন (১৬৩৯-১৬৯৯) পড়ে শোনাতেন, আর ব্যারন আবৃত্তি করতেন হোমার (জন্ম খৃঃপূ ৭৫০) ও শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬), যাঁরা মার্ক্সের প্রিয় লেখক ছিলেন।[৩১] ফন ওয়েস্টফ্যালেনের সামাজিক বিষয়ে নিবিড় অনুসন্ধিৎসা ছিল এবং মার্ক্সের অঁরি দু সাঁ সিমঁর (১৭৬০-১৮২৫) প্রতি প্রথমদিকের অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক তিনিই জাগান।[৩২] আসলে মার্ক্সের উপর তাঁর প্রভাবই পড়ে, যা তাঁর পরিবার বা স্কুল পারে নি।। তাই মার্ক্স তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। এমনি এমনি কয়েক বছর পরে লেখা তাঁর ডক্টরেট থিসিস ব্যারনকে উৎসর্গ করেন নি।

৩। শত্রুপক্ষের কবলে

ভিয়েনার পরেই জর্মনভাষীদের মধ্যে ৩২০,০০০ বাসিন্দা নিয়ে বার্লিন ছিল সবচেয়ে জনবহুল শহর, প্রুশীয় আমলাদের হৃদকেন্দ্র। প্রাণবন্ত বৌদ্ধিক কেন্দ্র ও মার্ক্সের দেখা প্রথম মহানগরী।

ভিয়েনার পরেই জর্মনভাষীদের মধ্যে ৩২০,০০০ বাসিন্দা নিয়ে বার্লিন ছিল সবচেয়ে জনবহুল শহর, প্রুশীয় আমলাদের হৃদকেন্দ্র। প্রাণবন্ত বৌদ্ধিক কেন্দ্র ও মার্ক্সের দেখা প্রথম মহানগরী।

সেই সময়ে ফ্রিড়রিশ হ্বিলহেইম বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৮১০ সালে প্রতিষ্ঠিত)[৩৩] ২১০০ ছাত্র-ছাত্রী ছিল। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ ছিলেন গিয়র্গ হ্বিলহেইম ফ্রিড়রিশ হেগেলও (১৭৭০-১৮৩১) ১৮১৮ থেকে আমৃত্যু ১৮৩১ অব্দি পড়িয়েছেন। তাই মার্ক্সের কাছে ঐ শিক্ষাঙ্গন তাঁর অধ্যয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। লুদ্বিগ ফয়ারবাখও (১৮০৪-১৮৭২) সেখানকার ছাত্র ছিলেন, তিনিও ১৮২০ দশকে বলেছিলেন ‘এই শিক্ষা মন্দিরের তুলনায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আসলে বোঝাস্তপ ছিল।[৩৪]

সেই নব প্রেক্ষাপট ও বাগদত্ত হবার ফলে বর্তানো নতুন দায়িত্ব মার্ক্সকে বন-এ দ্বিতীয় সেমেস্টারে উন্নীত প্রেরণা যোগালো। তাঁর কাজে এলো

নবায়িত আসক্তি ও পরিশ্রমশক্তি।বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর মনোভাব পাল্টে গেল। অবশ্য তাঁর মনোনিবেশ তেমন ছিল না সেমেস্টারের বক্তৃতামালায়। বার্লিনে নয়টি সেমেস্টারে তিনি ১৩টি বক্তৃতামালায় নথিভুক্ত করেছিলেন, সেমেস্টারে উপস্থিত থাকেন নি। সেখানে ১৮৩৬-৩৭ সালে রোমান আইনের জাস্টিন সাম্রাজ্যের পাঠক্রম,ফৌজদারী আইন ও নৃকুলবিদ্যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রথম দুটি পাঠক্রম সোৎসাহে পড়েছিলেন,শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন তখনকার সবচেয়ে বড় আইনজীবিদের অন্যতম ও ঐতিহাসিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান তত্ববিদ ফ্রিড়রিশ ফন স্যাভিগ্নি(১৭৭৯-১৮৬১), যিনি অতীতকে রোমান্তিকতায় উচ্চে তুলে ধরেছিলেন ও রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলেন। ছিলেন বার্লিনের প্রগতিবাদীদের গুরুপ্রতিম হেগেল ও সাঁ সিমঁর শিষ্য এদুয়ার্দ গ্যান্স যিনি রাজনীতিতে উদারপন্থী ছিলেন। মার্ক্সের বৌদ্ধিক বিকাশে ও হেগেলের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিলেন।

সে যাই হোক, মার্ক্সের লেখাপড়ায় মনোনিবেশের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা খুব একপেশে। বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় আইন, দেওয়ানী আইন, প্রুশীয় দেওয়ানী বিধি, দন্ডবিধি ও উত্তরাধিকার আইন পাঠক্রম-এর পরীক্ষায় বসার পাশাপাশি তিনি আরো চারটি বিষয় বেছে নিয়েছিলেনঃ তর্কশাস্ত্র, ভূগোল, ইসাইয়ার গ্রন্থ ও ইউরিপিডিস। কিন্তু দূরে গিয়ে নিজেকে ঘরে আবদ্ধ রেখে বিস্ময়করভাবে স্বাধীন অধ্যয়ন শুরু করলেন, যা দ্রুত তাঁর প্রজ্ঞার বিস্তৃতি নির্দিষ্ট পাঠক্রম ছাড়িয়ে যেতে সাহায্য করল।

তাঁর বাবাকে ১৮৩৭-এর নভেম্বরে লেখা চিঠি থেকে মার্ক্সের শিক্ষা কর্মসূচি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বছরে এটাই একমাত্র অমূল্য দলিল (অর্থাৎ তাঁর লেখা চিঠি-অনুবাদক)। প্রেমিকার প্রতি প্রবল প্রেমাসক্তি ও তখনও অঘোষিত মিলন নিয়ে অনিশ্চয়তা ঘিরে উদ্বেগ তাঁকে কবিতা লেখায় প্রবণতা যোগাল। অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৮৩৬-এ তিনি তিনটি কাব্যগ্রন্থ লিখে পাঠালেন প্রেমিকাকেঃ 'আমার প্রিয় শ্বাশ্বত ভালোবাসার ইয়েনি ফ. ওয়েস্টফ্যালেন'[৩৬] –দুই খন্ডে প্রেমের কবিতার বই ও গীতিকাব্যের বই। সেগুলোর বিষয়বস্তু ছিল প্রচলিত

বেদনাবহ প্রেম ও তার সাথে কঠিন ও বেঢপ গীতিকাব্য রীতি, যাতে কাব্যগুণ প্রতিফলিত হয়নি।[৩৭]

মার্ক্সের কাছে 'কাব্য হয়ে উঠেছিল একান্ত সঙ্গী।' বরং তিনি সব সময় 'দর্শনের সঙ্গে টক্কর দেবার' প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করতেন। বস্তুত তিনি জর্মন আইনবিদ য়োহান গটক্লিড হাইনেক্কিয়াস (১৬৮১-১৭৪১) ও আন্তন ফ্রিডরিশ জাস্টাস থিবাউট(১৭২২-১৮৪০)-এর লেখা পড়া শুরু করেন ও জাস্টিনিয় আইনকোষ অনুবাদের কাজে হাত দেন এবং 'সমগ্র আইন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করে আইনের দর্শন ব্যাখ্যায়নের প্রয়াস নেন।[৩৮] দুটিকে একত্র করার বাসনা-তাড়িত হয়ে তিনি আইনের প্রয়োগবাদী পাঠ থেকে দর্শনে উত্তরণ অর্জন করেন।[৩৯] প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা লিখে ফেলেন, কিন্তু কাজটি অসম্পুর্ণই থেকে যায়। পরে তাও নিখোঁজ হয়ে যায়। তার দুটো অংশঃ 'দর্শনের অধিবিদ্যা' ও 'আইনের দর্শন।' যদিও মার্ক্স তা কখনো শেষ করতে পারেন নি, সেই লেখনের অভিজ্ঞতা তাঁকে 'পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা গড়ে দিয়েছিল ও তাঁর সেটা ভালোও লেগেছিল'। তিনি গোটা বিষয়ের ভিতরের 'মিথ্যা দেখতে পেয়েছিলেন, যার বুনিয়াদী ছক কান্ট-এর সমীপবর্তী ছিল।' তাঁর স্থির প্রত্যয় জন্মেছিল যে 'দর্শন ব্যতিরেকে অন্তর্ভেদ সম্ভব নয়।' তিনি তাই 'অধিবিদ্যা নীতিমালার এক নতুন খসড়া তৈরি করলেন। কিন্তু সবশেষে 'তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে আগেকার পর্যাসের মত এবারও তিনি ভ্রান্ত।'

ধীরে ধীরে আইন অধ্যয়নের স্থান নিল দর্শন আর সেটাই তাঁর বাবার ইচ্ছানুসারে আইনী পেশার পরিবর্তে উন্মোচিত করল অ্যাকাডেমিক চর্চার জীবনের সম্ভাবনা। একই সঙ্গে মার্ক্স-এর নানা দিকে অনুসন্ধিৎসা জাগরিত হ'ল। যে কোন বই পড়তেন, 'তা থেকে অংশবিশেষ উৎকলিত করার অভ্যেস গড়ে উঠল। তার সাথে তাঁর অভিমতও লিখে রাখতেন'।[৪০] এই অভ্যেস আজীবন লালন করেছিলেন। ছোট ছোট অক্ষরে প্রায় পাঠ-অসাধ্য হাতের লেখা। মার্ক্স তাঁর উৎকলিত লেখাজোখার (নোটবুকগুলি)শুরু গটহোল্ড এফ্রেইম লেসিং-এর লাওকুন (১৭৬৭), কার্ল ডব্লু এফ সোলগারের (১৭৮০-১৮১৯)এর আরুইন (১৮১৫),ইয়োহান জে উইঙ্কেলম্যানের (১৭১৭-

১৭৬৮) প্রাচীন শিল্পকলার ইতিহাস ও হাইনরিখ লুডেনের (১৭৭৮-১৮৪৭) জর্মন জনগণের ইতিহাস দিয়ে।[৪১] ঐ সময়েই তিনি দুটি ধ্রুপদী লাতিন গ্রন্থ অনুবাদ করেন- টেসিটাস-এর (৫৬-১২০ খৃষ্টাব্দ) জার্মানিয়া (৯৮ খৃষ্টাব্দ) ও ওভিডের (খৃঃপূঃ ৪৩-১৭/১৮ খৃষ্টাব্দ) ট্রিসটিয়া (১২-১৭খৃষ্টাব্দ) এবং ইংরেজী ও ইতালিয় ব্যাকরণ পাঠ শুরু করেন। আর্ন্সট এফ ক্লাইনের (১৭৪৪-১৮১০) প্রুশিয় ফৌজদারী আইন ও কাহিনী পড়েন এবং প্রায় সমস্ত সমকালীন সাহিত্য উল্টে-পাল্টে পড়তেন।

'অত্যধিক পড়াশুনা ও পরিশ্রান্ত থেকে বিরত থাকতে' বাবার বারংবার বারণ সত্বেও,[৪২] মার্ক্স শ্রান্তিহীনভাবে অধ্যয়নমগ্ন হয়ে রইলেন। আর একটা কাব্যগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করলেন একটি খাতায়। সেটা বাবাকে তাঁর ৬০তম জন্মদিনে উৎসর্গ করলেন। তাতে ছিল কুলানেম কাব্যনাট্যের প্রথম অঙ্ক, কবিতায় লেখা এক চমকপ্রদ নাটক। আর হাস্যরসাত্মক রোমান্স স্করপিয়ন অ্যান্ড ফেলিক্স-এর কতিপয় অধ্যায়,যদিও তা বার্লিনের অশিক্ষিতদের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশের এক দুর্বল প্রয়াস। ঐ নোটবুকে অধিকতর সুপাঠ্য তাঁর ছোট ছোট 'শ্লেষাত্মক কবিতাগুলি, যাতে প্রথম তাঁর হেগেলের প্রতি সমালোচনা লিপিবদ্ধ আছে। শেষত, থিয়েটারে মার্ক্সের বিশেষ আগ্রহ।আর ১৮৩৭ থেকে তিনি সাহিত্য সমালোচনার একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন, তখন তাঁর বয়স উনিশ।[৪৩]

অবশেষে আইন,দর্শন, সাহিত্য, নানা ভাষাশিক্ষা ও কবিতা [৪৪] গভীর আবেগে বিপুল অধ্যয়নের জেরে মার্ক্স অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে হাওয়া বদলের জন্য [৪৫] বিশ্ববিদ্যালয় এক ঘন্টা ভ্রমন দূরত্বে স্ট্র্যালো [৪৬] নামে মৎস্য-শিকারের গ্রামে কিছুদিন কাটিয়ে এলেন।

বিশ্রাম ও হাওয়া বদল ছাড়াও, সেখানে কিছুদিন কাটানো মার্ক্সের বৌদ্ধিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।'এক যবনিকাপাত ঘটেছিল, আমার পবিত্রের পবিত্রতম ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, নতুন অবতারেরা অধিষ্ঠিত হ'লেন''। এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে তিনি রোমান্তিকতাকে ছুটি দিলেন, কান্ট ও ফিক্টের আদর্শবাদ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন, 'উপনীত হলেন বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবনার অন্বেষণ-চর্চায়'। এতদিন

অব্দি তিনি শুধু 'হেগেলের দর্শনের টুকরো টুকরো পড়েছিলেন, যার অদ্ভূত বন্ধুর সুরধারা তাঁকে আকৃষ্ট করে নি।' কিন্তু স্ট্রাালোতে 'আদ্যন্ত হেগেলকে তাঁর শিষ্যদের সান্নিধ্যে আহরণ করতে পারলেন'। তবু তাঁর আশু হেগেলবাদ-মান্যীকরণ ঘটে নি। নিজের ধারণাগত স্বচ্ছতার জন্য তিনি ২৪ পৃষ্ঠার এক সংলাপ [৪৭] লিখলেন, নাম দিলেন ক্লিন্থেস বা 'প্রারম্ভ ও দর্শনের প্রয়োজনীয় ধারাবাহিকতা',যা এখন নিরুদ্দিষ্ট, যাতে তিনি 'বিজ্ঞান ও কলা-কে' ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শেলিং-এর রচনাবলী অধ্যয়নের সুফল মার্ক্সের 'বুদ্ধিশক্তি আলোড়িত করেছিল।' অবশেষে এর ফল তাঁকে নিরাশ করেছিলঃ 'এই কাজ,যা আমার সন্তান, চন্দ্রাতপে লালিত হয়েছিল, একটি ভূয়া সাইরেন আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দিল' অর্থাৎ হেগেলীয় দর্শনের কাছে।

তাঁর অনুধ্যানে নিরাশ মার্ক্স 'কিছুদিন যেন ভাবনারহিত হয়ে পড়েছিলেন' [৪৮] তার জেরে তিনি দর্শন চর্চা স্থগিত রেখে আবার আইন পাঠে মনোনিবেশ করলেনঃ স্যাভিগ্নির সম্পত্তি আইন (১৮০৫), আনসেল্ম আর ফয়ারবাখের (১৮২৯-১৮৮০) ফৌজদারী আইনের নির্দেশিকা (১৮০১), কার্ল ফন গ্রোহামের ফৌজদারী আইন বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিমালা (১৮১২), য়োহান আন্দ্রিয়াস ক্র্যামারের (১৭২৩-১৭৮৮) ইহুদি আইনের সম্পত্তির শব্দাবলীর তাৎপর্য, য়োহান এন ফন ওয়েনিং ইঙ্গেনহেইমের (১৭৯০-১৮৩১) সাধারণ দেওয়ানী আইনের নির্দেশিকা (১৮২২), ক্রিশ্চিয়ান এফ ম্যুহলেনব্রুখ-এর (১৭৮৫-১৮৪৩)ইহুদি আইনের বিজ্ঞান, গ্রেশিয়ানের (১০৭৫/৮০-১১৪৫/৪৭) কনকর্ডিয়া ডিসকর্ড্যান্টিয়াম ক্যানোনাম (১১৪০) ও গিওভান পাওলো ল্যাঙ্গেলোট্টির (১৫২২-১৫৯০) রাজকীয় আইনের প্রতিষ্ঠান সমূহ (১৫৬৩)। ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) শিক্ষার অগ্রারোহন-এর মূল লাতিন গ্রন্থ (১৬২৩) ও হারম্যান এস রেইমারাস-এর (১৬৯৪-১৭৬৮) প্রাণীদের শৈল্পিক অনুভূতি(১৭৬) পড়েছিলেন, অ্যারিস্টটলের (খৃ পূ ৩৮৪-৩২২) রেটরিক (খৃ পূ ৩৬৭)।[৪৯]

অবশেষে, 'ব্যর্থ ও নিষ্ফল বৌদ্ধিক শ্রম' ও 'কোন কিছুকে পৌত্তলিক(অর্থাৎ হেগেলের দর্শন) চোখে দেখতে হবে তা ঘৃণা করা সত্বেও আমাকে সবিরক্তি

মানতে হচ্ছে'। এতে মার্ক্সকে ভেঙ্গে পড়লেন। তা থেকে মুক্তি পাবার পরে তিনি সে অবধি লেখা সব কবিতা ও গল্পের রূপরেখা প্রভৃতি পুড়িয়ে ফেললেন।[৫০] তখনও তার গবেষণার দীর্ঘ পথ পরিক্রমা বাকি।

৪। বার্লিনে তরুণ হেগেলপন্থী

সেই সময়কার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু অ্যাডলফ রুটেনবার্গ(১৮০৮-১৮৬৯) ১৮৩৭এ তাঁকে ডক্টর্স ক্লাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন- বার্লিনের বাম হেগেলপন্থী লেখক, অধ্যাপক ও ছাত্র গোষ্ঠীর মিলন ক্ষেত্র, যার সাথে মার্ক্স ঘন ঘন যোগাযোগ ঘটেছিল। সে বছরেই তার সূচনা। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন ব্রুনো বয়ার(১৮০৯-১৮৮০) ও লুদ্বিগ বুহ্ল (১৮১৬-১৮৮০)।[৫১] তাঁদের জন্যেই মার্ক্স আধুনিক বিশ্ব দর্শনের সাথে 'অভূতপূর্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, যা থেকে আগে তিনি মুক্তি চাইছিলেন।এখন থেকে তিনি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন ও লেখন শুরু করলেন। বাবাকে নভেম্বরে লিখলেন, 'আধুনিকতা ও সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অর্জন না করা অবধি আমি বিশ্রাম নিতে পারছি না,যদিও কিছু নিম্ন মানের নাটকও দেখলাম, যেমন দি ভিজিট।[৫২] বাবা তার কড়া জবাব দিয়ে লিখলেন তাঁর কাজের পদ্ধতির ও যে সব বিষয় পাঠ করছেন, তা অনুমোদন করলেন নাঃ "ঐশ্বরিক শোকার্তি! জ্ঞানের সব বিভাগে দুর্গন্ধময় বিচরণ, কুপির আবছা আলোয় দুর্গন্ধময় লালন,... আর এখানেই কান্ডজ্ঞানহীন ও অবিচক্ষণ জ্ঞানার্জন কি তোমাকে আর তোমার প্রিয়তমাকে সুফল দিয়ে চাঙ্গা করবে ও তার ফসল কি তোমার পবিত্র বাধ্যবাধকতা পালন করবে? তুমি কেমন ভাবে তোমার প্রতিভা হেলায় নস্ট করছ ও নিশীথগুলি দৈত্যজন্মদানে অতিবাহিত করছ আর যারা তোমার শব্দ গুলিকে বিকৃত করছে যতক্ষণ না তারা শুনতে পাচ্ছে, সেই নব্য নীতিহীনদের পদচিহ্ন অনুসরণ করছো।" [৫৩]

এর কিছুদিন বাদেই, হাইনরিখ হাইনের নিজের স্বাস্থই আরো ভেঙ্গে পড়ে, ১৮৩৮-এর মে মাসে যক্ষ্মা রোগে তাঁর জীবনাবসান। তাঁর পরিবারের সাথে মার্ক্সের বন্ধন অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়ে, বিশেষ করে তাঁর বাবার সমালোচনাত্মক নজর না থাকায় সম্ভবত কালক্রমে তা সংঘাতের রূপ

নেয়।[৫৪] মার্ক্সকে নিজেকেই অচিরে তাঁর পথ বেছে নিতে হয়। [৫৫]

মার্ক্সের গড়ন ও কার্যকলাপের উদ্দীপনার হয়ে উঠল ডক্টর্স ক্লাব। সেই সময়েই হেগেলপন্থীরা দ্বিধাবিভক্ত হলেনঃ দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী। বার্লিনে প্রুশিয়ার সবচেয়ে প্রগতিশীল ভাবুকদের অনেকে সেই চক্রে (অর্থাৎ বাম হেগেলপন্থী-অনুবাদক) শামিল হলেন –যাঁরা রক্ষণশীলতাবাদ ও উদারপন্থী মুক্তিবাদের মধ্যে শেষোক্তকে বেছে নিয়েছিলেন। ডক্টর্স ক্লাবে মার্ক্স যখন যোগ দেন, তাঁর বয়স তখন কুড়ি। তাঁর ব্যক্তিত্ব এমনই চোখধাঁধানো ছিল যে সদস্যেরা তাঁর চেয়ে গড়ে দশ বছরের বড়ো হলেও তাঁদের সমান মনে করতেন, তাঁরা প্রভাবিত হতেন মার্ক্সের বিপুল বৌদ্ধিক মেধায়, প্রায়শ আলোচনার বিষয়সূচি নির্ধারণও তাঁর ভাবনামতো হত।[৫৬]

মার্ক্স ১৮৩৯এর শুরু থেকেই বয়ারের দিকে ঝুঁকছিলেন, যিনি তাঁকে বারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ তাড়াতাড়ি সমাপনের অনুরোধ করছিলেন।মার্ক্স তাই গভীরভাবে এপিকিউরাসের রচনাবলী পড়া শুরু করলেন, ১৮৪০এই গ্রিক দর্শনের উপর থিসিসের জন্য তাঁর মন্তব্য সহ সাতটি খাতাভর্তি হল লেখাজোখায়। শিরোনাম প্রকৃতির দর্শনে ডেমক্রিটাস ও এপিকিউরাসের মধ্যেকার পার্থক্যঃ[৫৭] প্রকৃতপক্ষে দর্শন নিয়ে তাঁর জীবনে একমাত্র কাজ।৫৮ হয়ত তাঁর ইচ্ছে ছিল প্রাচীন দর্শন নিয়ে একটা বড় কাজে হাত দেবার। থিসিসটা লিখেছিলেন ১৮৪০-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৮৪১-এর মার্চে লেখা। তাতে ছিল ভূমিকা, দুটি বিভাগ, দুটিতেই পাঁচটি অধ্যায়। প্রথম বিভাগের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় হারিয়ে গেছে। পরিশিস্টে এপিকিউরাসের উপর প্লুটার্কের সমালোচনা ও তৎসহ তাঁর লিপিবদ্ধ নোট, তাও হারিয়ে গেছে।[৫৯]

চিন্তনে মার্ক্সের অতিযত্নবানতা ও কঠোর আত্মসমালোচনার জন্য অনেক সময় অতিবাহিত হত।[৬০] বাম হেগেলপন্থীদের রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহনে তাঁর আকুলতা তীব্র ছিল,কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন যে গবেষণাই তাঁর চারণ ক্ষেত্র, তাঁর জ্ঞানান্বেষণ ও বিশ্ব চেতনায় স্বচ্ছতার প্রয়োজনে। যে সব লেখক নিয়ে ১৮৪০-এর প্রথমার্ধ কাটিয়েছিলেন এপিকিউরাস তাঁদের অন্যতম। অ্যারিস্টটল-এর দ্য অ্যানিমা (খৃ পূ ৩৫০ -আত্মা সম্পর্কিত)থেকে উৎকলিত নির্য্যাস পড়তে শুরু করেন, ফ্রিডরিশ

অ্যাডলফ ট্রেন্ডেলেনবুর্গ (১৮০২-১৮৭২) এর লজিক্যাল ইনভেস্টিগেশ্যন্স (১৮৪০) -এর একটি সমালোচনা লেখার পরিকল্পনা করেন। তাঁর বাসনা ছিল জর্জ হারমিস-এর (১৭৭৫-১৮৩১) ধর্মচিন্তার বিরুদ্ধে একটা বই লেখা ও কার্ল ফিশারের (১৮০৭-১৮৮৫) 'দি আইডিয়া অফ ডিভিনিটি (১৮৩৯) খন্ডন করে একটি পুস্তিকা লেখা।[৬১] এই পরিকল্পনার একটিও রূপায়ন হয়নি।

মার্ক্স যে কঠোর অধ্যয়নে (বিচ্ছিন্ন,অংলগ্ন বিষয়সহ)[৬২] শক্তিক্ষয় করতেন, তার প্রমাণ ১৮৪০-এ জানুয়ারি থেকে এপিলে থিসিসের শেষ অংশ লেখা। গটফ্রিড হ্বিলহেইম লিবনিৎসের (১৬৪৬-১৭১৬) চিঠিপত্র ও রচনাবলী, ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) মানব প্রকৃতি-গ্রন্থ, বারুচ স্পিনোৎসার (১৬৩২-১৬৭৭) ধর্মবিদ্যা-রাজনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থ (১৬৭০) ও কার্ল রোজেনক্রানৎসের (১৮০৫-১৮৭৯) কান্টিয় দর্শনের ইতিহাস (১৮৪০) থেকে উৎকলিত নির্য্যাস - সম্বলিত সাতটি নোটবুক হাতে লিখে অনুলিপি করেন।[৬৩] গোটা সংকলনটি আধুনিক দর্শনের এবং তার থিসিস থেকে স্বতন্ত্র। এসবের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর জ্ঞানের প্রসারণ যাতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে পারেন। কিন্তু ১৮৪১-এর এপিলে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে [৬৪] (বার্লিন থেকেও উদারপন্থী) তাঁর থিসিস জমা দেন এবং ডক্টরেট ডিগ্রিলাভ করেন। কিন্তু নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যেন তার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে দিল। চতুর্থ ফ্রিডরিশ হ্বিলহেইম (১৭৯৫-১৮৬১) সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার পরে এক তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল রোমান্তিক-ক্রিশ্চিয়ান প্রবাহ প্রুশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে বর্জিত হয় হেগেলীয় দর্শন, যা এতকাল রাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েছিল।

ইত্যবসরে, মার্ক্স তাঁর সাহিত্যিক হবার আকাঙ্ক্ষা ছেঁটে ফেলেছেন,যদিও ১৮৪১-এর গোড়ায় এথেনিয়াম প্ত্রিকায় তাঁর দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।[৬৫] তাই তিনি বন-এর পাট চুকিয়ে তাঁর বন্ধু বয়ারের সাথে যোগ দিলেন। দুজনে মিলে পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করলেন। আর্কিভ দে এথেইস্মাস (নাস্তিক্যবাদের লেখ্যাগার), যা ধর্মীয় বিষয়ে সমালোচনাত্মক অবস্থান নেবার সিদ্ধান্ত নিল। ঐ সময়কালে মার্ক্স একেবারে নতুন নির্য্যাস

উৎকলিত করেছিলেন-বিশেষত শার্ল দি ব্রোস-এর (১৭০৯-১৭৭৭) প্রতিমা পূজা (১৭৭০), ক্রিস্তফ মেইনার্স-এর (১৭৪৭-১৮১০) ধর্মের সাধারণ সমালোচনামূলক ইতিহাস (১৮০৬-১৮০৭) ও বেঞ্জামিন কন্সট্যান্ট (১৭৬৭-১৮৩০) এর ধর্ম সম্পর্কিত (১৮২৪-১৮৩০)।[৬৬] কিন্তু পত্রিকা প্রকল্প মৃত শিশু প্রসব করল। কেন না বয়ারের সঙ্গে বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রশ্নে দূরত্ব বাড়ল। মার্ক্স সে সব নিয়ে পড়াশোনায় আর এগোলেন না।[৬৭]

বেশ কয়েক বছর আইনশাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে নিবিড় কেতাবী অধ্যয়ন শেষে, আইন ব্যবসা জীবিকা হিশেবে বেছে নিতে বাবার সুপারিশ নাকচ করা অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ লাভে ব্যর্থতার পরে মার্ক্স স্থির করলেন যে তিনি নিজেকে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত করবেন। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হল ১৮৪২-এর মে মাসে, রাইনিশ ৎসাইটুং সংবাদপত্রে। সে বছরের অক্টোবর থেকে ১৮৪৩ -এর মার্চ বৃত ছিলেন তার অত্যন্ত প্রাণবন্ত প্রধান সম্পাদক।

অচিরেই তিনি অনুভব করলেন যে তাঁকে রাজনৈতিক রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে, যে বিষয়টি প্রুশিয়ায় সদ্য আলোচিত হচ্ছিল, আর তাঁকে রাজনীতিতে আরো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হতে হবে। সেই সময় ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)-এর সাথে মোলাকাৎ সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রেরণা যোগালো,যেমন প্রভাবিত করেছিল মোজেস হেস-এর (১৮১২-১৮৭২) লেখাপত্র।[৬৮] এঙ্গেলস তার আগেই ইংল্যান্ড থেকে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র পাঠক্রম সম্পূর্ণ করে এসেছেন।আর সেই বছরটা তার ফ্রান্সে কাটানোও তাঁকে রাজনীতির প্রতি আকর্ষিত করেছিল, যেখানে তিনি লাগাতর সামাজিক সংগ্রাম পরখ করেছিলেন।পাঁচ বছরে জর্মনির একটি ইহুদি পরিবার-সম্ভূত ছাত্র ফ্রান্সের রাজধানীর সবচেয়ে আমূল পরিবর্তনকামী কতিপয় গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে তরুণ বিপ্লবী হয়ে উঠলেন।তাঁর উত্তরণের সেই আবক্র পথ ছিল দ্রুতগামী ও বহুধা-বিস্তৃত কিন্তু আশু ভবিষ্যতে তা কিছুটা পান্ডুর ছিল।

টিকা নির্দেশ

১ Johann Wolfgang von Goethe, Campaign in France in the Year 1792. London: Chapman and Hall, 1849, pp. 178–9.

২ s.n., Trierische Kronik, n.p., 1818, p. 85.

৩ ঐ সময়ে শহরের বিশদ তথ্যের জন্য দ্রস্টব্য Emil Zenz, Geschichte der Stadt Trier im 19 Jahrhundert. Trier: Spee, 1979.; তার মার্ক্সের উপর প্রভাবের মুল্যায়নের জন্য দ্রস্টব্য Heinz Monz, Karl Marx. Grundlagen der Entwicklung zu Leben und Werk. Trier: NCO, 1973.

৪ দ্রস্টব্য David McLellan, Marx before Marxism. Harmondsworth: Penguin, 1972, p. 42f. 5 H. Horowitz, 'Die Familie Lwów', Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, vol. (1928), pp. 487–99.

৫ মার্ক্সের পরিবার সম্পর্কে বিশদ তথ্যের জন্য দ্রস্টব্য Mannfred Schöncke (ed.), Karl und Heinrich Marx und ihre Geschwister. Bonn: Pahl-Rugenstean Nachfolger, 1993.

৬ এলিয়ানর মার্ক্সের আঁরি পোলাককে লেখা চিঠি দ্রস্টব্য 31 October 1893, in Werner Blumenberg, 'Ein unbekanntes Kapitel aus Marx' Leben: Briefe an die holländischen Verwandten', International Review of Social History, vol. I (1956), n. 1, p. 56.

৭ Wilhelm Liebknecht, Karl Marx zum Gedächtnis. Nuremberg: Wörlein & Co., 1896, p. 92.

৮ তাঁর জীবদ্দশায় হাইনেকে ভালোই চিনতেন, পরস্পর বন্ধুও ছিলেন।দ্রস্টব্য Walter Victor, Marx und Heine. Berlin: Bruno Henschel und Sohn, 1951.

৯ Isaiah Berlin, Karl Marx. London: Oxford University

Press, 1963, p. 26.

১০ Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, vol. I. Paris: Presses Universitaires de France, p. 57.

১১ দ্রস্টব্য David McLellan, Karl Marx: A Biography. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006, p. 4. Cf. Cornu, pp. 49–67.

১২ দ্রস্টব্য Boris Nikolaevsky and Otto Maenchen-Helfen, Karl Marx: Man and Fighter, p. 52. Cf. Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, p. 69.

১৩ Eleanor Marx, in Hans Magnus Enzensberger (ed.), Gespräche mit Marx und Engels, vol. 1. Frankfurt: insel taschenbuch, 1973, p. 268.

১৪ ঐ, p. 1.

১৫ Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, pp. 72–3.

১৬ Eleanor Marx, in David Rjazanov (ed.), Karl Marx als Denker. Frankfurt: Makol, 1971, p. 27.

১৭ Karl Marx, 'Certifi cate of Maturity for Pupil of the Gymnasium in Trier', in MECW, vol. 1, p. 643.

১৮ মার্ক্সের স্কুলে পারদ র্শিতার জন্য দ্রস্টব্য Carl Grünberg, 'Marx als Abiturient', Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, vol. XI (1925), pp. 424–33; Monz Heinz, Manfred Henke, Rüdiger Th omas and Hans Pelger, Der unbekannte junge Marx: neue Studien zur Entwicklung des Marxschen Denkens, 1835–1847. Mainz: Hase ও Koehler, 1973, pp. 9–146; and Marco Duichin, Il primo Marx. Rome: Cadmo, 1982, pp. 45–67.

১৯ দ্রস্টব্য McLellan, Marx before Marxism, p. 54.

২০ Karl Marx, 'Refl ections of a Young Man on the Choice of a Profession', in MECW, vol. 1, p. 9.

২১ ঐ., p. 6.

২২ যে দুজন মহারথী এ ভুল করেছিলেন, তাঁরা হলেন ফ্রানৎ মেহরিং (যাঁর মাথায় 'এই ভাবনা উদয় হয় যে তার বিকাশ ও সম্পুর্ণকরণ মানব জাতির জন্য চিরকালীন সেবা Karl Marx: Th e Story of His Life, p. 5) ও আগুস্ত কর্নু (যিনি পাঠককুলকে সতর্ক করেছিলেন যে 'বাক্যটিকে অতি-গুরুত্ব যেন না দেওয়া হয়। মার্ক্স সেই প্রথম মানুষের জীবনের গড়নে সামাজিক সম্পর্কের ভূমিকার কথা বলেন, Karl Marx et Friedrich Engels, p. 7)

২৩ মার্ক্সের বন-এর জীবন সম্পর্কে দ্রস্টব্য Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, pp. 82–7.

২৪Heinrich Marx to Karl Marx, 19 March 1836, in MECW, vol. 1, pp. 652–3.

২৫ Heinrich Marx to Karl Marx, 18–29 November 1835, in MECW, vol. 1, p. 645.

২৬ মার্ক্স স্কুল জীবনেই কিছু ছোট কবিতা লিখেছিলেন। সেগুলো তাঁর ছোট বোন সোফি নকল করে সযত্নে রেখেছিলেন। তার একটি ১৮৩৩ সালে লেখা 'চার্লমের প্রতি',যাতে তাঁর হুবউটেনবাখের প্রভাব আছে, যিনি স্কুলে সবচেয়ে দীর্ঘজীবি ছিলেন।See Karl Marx, 'Gedichte. Aus einem Notizbuch von Sophie Marx', in MEGA 2, vol. I/1, pp. 760–3.

২৭ Heinrich Marx to Karl Marx, beginning of 1836 [February or early March], in MECW, vol. 1, p. 649.

২৮ Heinrich Marx to Karl Marx, 18–29 November 1835, in MECW, vol. 1, p. 647.

২৯ Heinrich Marx to Karl Marx, beginning of 1836

[February or early March], in MECW, vol. 1, pp. 649, 651.

৩০ 'Certifi cate of Release from Bonn University', in MECW, vol. 1, p. 658.

৩১ Eleanor Marx, 'Karl Marx', Die Neue Zeit, vol. I (1883), n. 10, p. 441.

৩২ দ্রস্টব্য See Maxim Kovalevsky, in Institut für Marxismus-Leninismus (ed.), Mohr und General. Erinnerungen an Marx und Engels. Berlin: Dietz, 1964, p. 394. Cf. Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, p. 82.

৩৩ ১৯৪৮ সালে পরিবর্তিত নাম, হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৪ Ludwig Feuerbach to his father, 6 July 1824, in Karl Grün (ed.), Ludwig Feuerbach, Sein Briefwechsel und Nachlass. Leipzig and Heidelberg: C. F. Winter'sche Verlagshandlung, 1874, p. 183.

৩৫ দ্রস্টব্য Sepp Miller and Bruno Sawadzki, Karl Marx in Berlin. Berlin: Das Neue Berlin, 1956, p. 113, and Nicolaevsky and Maenchen-Helfen, Karl Marx: Man and Fighter, p. 35f.

৩৬ Karl Marx, Buch der Liebe, in MEGA 2, vol. I/1, p. 479.

৩৭ দ্রস্টব্য Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, pp. 89–90. আরো দ্রস্টব্য Franz Mehring, 'Einleitung', in Franz Mehring (ed.), Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle, vol. 1. Stuttgart: Dietz 1902, pp. 25–6, সেখানে মার্ক্সের দ্বিতীয়া কন্যা লরা-র মন্তব্যও আছেঃ 'সব্বাইকে এও বলছি যে আমার বাবা এগুলিকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। আমার বাবা-মা যখনই এ প্রসঙ্গ উঠত। তাঁরা সেই যৌবনের ভ্রান্তিকে

অট্টহাস্য করে উঠতেন।' অল্প কথায় মেহরিং লিখেছেনঃ 'কাব্য শক্তি তাঁর প্রতিভার ক্রোড়ে লালিত হয় নি' Karl Marx: Th e Story of His Life, p. 11। তাঁর বাবাকে ১৮৩৭-এর নভেম্বরে অর্থাৎ কবিতাটি লেখার এক বছর পরে একটি চিঠিতে মার্ক্স নিজেই কঠোর ভাষায় লিখেছিলেনঃ', 'প্রথম তিন খন্ডের সব কবিতা ইয়েনিকে পাঠানো হয়েছিল,যখন আক্রান্ত আমাদের সময়। সেই কবিতাগুলি ভাবনার দিক থেকে বিকীর্ণ, অপরিণত ও অস্বাভাবিক, সবই চন্দ্রাতপে রচিত, যা ঘটে আর ঘটা উচিৎ তার মধ্যে সম্পর্ক একেবারেই বিপরীত, কাব্যিক ভাবনার পরিবর্তে ছিল আলঙ্কারিক প্রক্ষেপন, কিন্তু মনে হয় কিছুটা অনুভূতির কবোষ্ণতা ও কাব্যগত আগুনও ছিল। যে বাসনার সমস্ত বিস্তারের কোন সীমা ছিল না, তা নানা প্রকারে অভিব্যক্তি পেয়েছে,আর বিকীর্ণ হয়েছে কাব্যিক 'রচনা' Karl Marx, 'Letter from Marx to His Father in Trier', in MECW, vol. 1, p. 11; এখন থেকে সংক্ষেপিত hereaft er 'Letter to His Father'. মার্ক্স কবিতাগুলি Deutscher Musenalmanach [Almanach of German Muses] পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মনোনীত হয় নি।

৩৮ Marx, 'Letter to His Father', pp. 11–12.

৩৯ István Mészáros, 'Marx fi losofo', in Eric Hobsbawm (ed.), Storia del marxismo, vol. 1. Turin: Einaudi, 1978, pp. 122–3.

৪০ Marx, 'Letter to His Father', pp. 12, 15.

৪১ এই উদ্ধৃতাংশগুলির কোন হদিশ নেই।

৪২ Heinrich Marx to Karl Marx, 9 November 1836, in MECW, vol. 1, p. 662.ঐ চিঠিতে আরো লেখা আছে "ভগবান করুন, তুমি অনেক দিন বাঁচবে, তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য, আমি যদি ভুল না করে থাকি, মানবজাতির জন্য", ঐ।

৪৩ ঐ প্রকল্পের প্রসঙ্গ আছে, তাঁকে লেখা তাঁরবাবার চিঠিতে। দ্রস্টব্যঃ see Heinrich Marx to Karl Marx, 16 September 1837, in

MECW, vol. 1, pp. 679–83.

৪৪ঃ Cf. Marx, 'Letter to His Father', p. 11 'আমি মনে করি সাধারণভাবে মানুষের জীবন বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি, যা সব দিকে বিকশিত হয় – বিজ্ঞান, কলা ও ব্যক্তিগত বিষয়ে।'

৪৫ ঐ 'সেই সব কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যে প্রথম পাঠক্রমে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটেছে, অনেক লড়াই করতে হয়েছে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উত্তেজনা সইতে হয়েছে। কিন্তু অবশেষে ভাবসমৃদ্ধ হয়েছি। তাছাড়া বুঝেছি আমি প্রকৃতি, কলা ও চারপাশের বিশ্বকে দেখায় অবহেলা করেছি, আমার বন্ধুদের দূরে সরিয়ে রেখেছি। এই পর্যবেক্ষণ গুলি শারীরবিদ্যাগত, এক চিকিৎসক বলেছিলেন ও আমাকে শহরের বাইরে যেতে বলেছিলেন।

৪৬ স্ত্রালাউ আজ বার্লিনের উপকণ্ঠে।

৪৭ এক পাতা (Druckbogen) বলতে মার্ক্স বুঝিয়েছেন ১৬ পৃষ্ঠা, যাতে বইটা ৩০০-রও বেশী পৃষ্ঠার পান্ডুলিপি হতে পারে।

৪৮ Marx, 'Letter to His Father', pp. 16–17.

৪৯ঐ,পৃ ১৭

৫০ ঐ

৫১ দ্রস্টব্যঃ See Miller and Sawadzki, Karl Marx in Berlin, pp. 68–75.

৫২ Marx, 'Letter to His Father', p. 17.

৫৩ Heinrich Marx to Karl Marx, 9 December 1837, in MECW, vol. 1, pp. 685–91. Cf. Ernst Bloch, On Karl Marx. New York: Herder & Herder, 1971.

৫৪ দ্রস্টব্যঃ Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, p. 126.

৫৫ হাইনরিখ মার্ক্সের প্রয়াণে এক অমূল্য পত্রাবলীতে ছেদ টানল, যাতে মার্ক্সের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অনেক কথা আমরা জানতে পারি। মার্ক্সের কনিষ্ঠা কন্যা এলিয়ানরের মতে, ঐ চিঠিগুলিতে 'ফুটে উঠেছে মার্ক্সের কৈশোর হতে তারুণ্যে পরিণত হওয়া। বোঝা যায় তাঁর নিজের কাজে নিমগ্ন

থাকার বিরল ক্ষমতা ও গভীর আসক্তি, যা তাঁর আজীবন বৈশিস্ট্য। কোন কাজই তাঁর কাছে দুর্বহ ছিল না, কোন লেখায় অবসাদ বা অবহেলার লেশমাত্র ছিল না।... তাঁর লক্ষ্য ছিল নিজের উপলব্ধির স্বচ্ছতা। সেখানেও আত্ম-সমালোচনা করেছেন নিজেকে, নিজের কাজকে।... এখানে ও উত্তরকালে, আমরা পাই এক পাঠককে যিনি কোন একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করছেন না, সব বিষয়েই পাঠোৎসাহ- আইন শাস্ত্র, ইতিহাস, কবিতা, চারুকলাতেও। এমন কিছু নেই যা কাজে লাগবে না, সব কিছুতেই নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। Eleanor Marx, 'Marx' Briefe an seinen Vater', Die Neue Zeit, vol. 16 (1898), n. 1, pp. 4–12.

৫৬ দ্রস্টব্যঃ Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, p. 151.

৫৭ সম্ভবত এই সাতটি খাতায় তাঁর থিসিসের প্রস্তুতিগত লেখাজোখা ছিল। দ্রস্টব্যঃ Maximilien Rubel, 'Philosophie Épicurienne. Notice', in Maximilien Rubel (ed.), Karl Marx, Oeuvres III. Philosophie. Paris: Gallimard, 1982, p. 786. Th e so called 'Notebooks on Epicurean Philosophy' have been published in English in MECW, vol. 1, pp. 403–516.

৫৮ দ্রস্টব্যঃ Maximilien Rubel, 'Diff érence de la philosophie naturelle chez Démocrite et chez Épicure, avec un appendice. Notice', in Karl Marx, Oeuvres III. Philosophie, p. 6.

৫৯ দ্রস্টব্যঃ Mario Cingoli, Il primo Marx (1835–1841). Milan: Unicopli, 2001; and Roberto Finelli, Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx. Turin: Bollati Boringhieri, 2004, pp. 40–74.

৬০ Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, p. 225.

৬১ ঐ, pp. 194–7.

৬২ দ্রস্টব্যঃ Mario Rossi, Da Hegel a Marx. III La scuola hegeliana. Il giovane Marx. Milan: Feltrinelli, 1977, p. 164.

৬৩ এই উদ্ধৃতাংশ– অ্যারিস্টটলের De anima সহ – আছে Karl Marx and Friedrich Engels, Exzerpte und Notizen bis 1842 (MEGA 2, vol. IV /1, pp. 153–288.)

৬৪ দ্রস্টব্যঃ Karl Marx to Carl Friedrich Bachmann, 6 April 1841, in MECW, vol. 1, p. 379; and Karl Marx to Oskar Ludwig Bernhard Wolff, 7 April 1841, in MECW, vol. 1, pp 380–1

৬৫ এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ঐ জর্মন সাময়িক প ত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায়। ইংরেজী তর্জমার জন্য দ্রস্টব্যঃ Karl Marx, 'Th e Fiddler' and 'Nocturnal Love', in MECW, vol. 1, pp. 22–4.

৬৬ বন-এর দিনগুলি সম্পর্কে উদ্ধৃতাংশ দ্রস্টব্যঃ MEGA 2, vol. IV /1, pp. 289–381.

৬৭ মার্ক্স ও বয়ার-এর সম্পর্ক; দ্রস্টব্যঃ Zvi Rosen, Bruno Bauer and Karl Marx. Th e Hague: Martinus Nijhoff, 1977, esp. 223–40 তাঁদের বিরোধ-বৃত্তান্ত - David Leopold, Th e Young Karl Marx. Cambridge: Cambridge Universisty Press, 2007.

৬৮ দ্রস্টব্যঃ Zvi Rosen, Moses Hess und Karl Marx. Hamburg: Christians, 1983.

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মোকাবিলা

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজধানী প্যারিস

মহানগরীর প্রভাব কিভাবে অনবধান মানুষের উপর বর্তায় অনর দ্য বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০) একটি গল্পে বলেছিলেন, প্যারিস 'এক দৈত্যাকার অলৌকিকতা, নানা সংগ্রাম, মেশিন ও ভাবনা, সহস্র রকম রোম্যান্স, ও দুনিয়ার নানা চিন্তাধারার বিস্ময়কর সমাবেশ।[১]

ঐ শহরটি ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আগে কারিগর ও শ্রমিকা/শ্রমিকদের রাজনৈতিক বিক্ষোভে মুখর ছিল। উপনিবেশগুলি থেকে নির্বাসন-দন্ডিত,বিপ্লবী,লেখক,শিল্পীদের আশ্রয়, সামাজিক বিক্ষোভ ইত্যাদি অন্যান্য যুগের মত শহরটিকে সরব করে রেখেছিল। বৌদ্ধিক প্রতিভার ফারাক সত্বেও মানুষ-মানুষীরা বই, সাময়িকী ও সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন, সভাসমিতিতে ভাষণ দিতেন, কফিখানায়, রাস্তায়, এবং উপবেশন-কেদারায় আলোচনা করতেন।তাঁদের পারস্পরিক নৈকট্য একের উপর অন্যের অবিচ্ছিন্ন প্রভাব ফেলত।[২]

রাইন পেরোনোর সিদ্ধান্ত নিয়ে মিহাইল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬) অকস্মাৎ 'এমন সব মানুষের মাঝে গিয়ে পড়লেন যাদের মত কেউ জর্মনীতে তখনও জন্মায় নি... এমন এক পরিবেশ যেখানে রাজনৈতিক ধারণাদি সমাজের সমস্ত স্তরে চালাচালি হ'ত।' [৩] লরেনৎস ফন স্টেইন (১৮১৫-১৮৯০) লিখলেন, 'জনসাধারণ্যে জীবন নতুন সঙ্ঘ নির্মাণের সূচনা হচ্ছে ও নতুন নতুন বিপ্লব ভাবনা উপ্ত হচ্ছে। [৪] আর্ণল্ড রুগে-র (১৮০২-১৮৮০) মতে' প্যারিসে আমরা জয় –পরাজয়ের মধ্যে বেঁচে থাকব।' [৫] সংক্ষেপে বলতে হলে, এ এমন এক জায়গা যেখানে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকা যায়।

বালজাকের চোখে 'প্যারিসের পথে পথে ছিল মানবিক আশ্লেষ আর সেই বাহ্যিক চেহারায় অভিব্যক্ত ছিল যে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারব না তা নয়'।[৬] এই রকম ধারণা ১৮৪৩-এর অক্টোবরে সেখানে যাওয়া পঞ্চবিংশ বর্ষীয় কার্ল মার্ক্সেরও মনে সঞ্চারিত হচ্ছিল।তাঁর বৌদ্ধিক উদ্বর্তনে গভীর প্রভাবও পড়েছিল সেই সময়ের প্যারিস তাঁর পরিণতিপথে নির্ণায়ক হয়ে উঠেছিল।[৭]

রাইনিশ ৎসাইটুং সংবাদপত্রে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার পরে ফ্রান্সের রাজধানীতে এসে মার্ক্সের হেগেলীয় যুক্তিবাদী রাষ্ট্রের ধারণার দিকচক্রবাল পরিত্যাগ, আনুসঙ্গিক গণতান্ত্রিক আমুল পরিবর্তনবাদের দিশার অর্থ তাঁর মধ্যে কিছুটা তাত্ত্বিক মুক্ত চিন্তার উন্মেষ।[৮] কিন্তু প্রলেতারিয়েতদের সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টিভাবনা তাঁকে নাড়া দিল। সেই সময়ের সমস্যাকীর্ণ পরিপার্শ্ব-সৃষ্ট অনিশ্চয়তার সময় প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণী এবং তাঁদের জীবন যাত্রা ও কর্মগত পরিস্থিতির সঙ্গে মার্ক্সের যোগসূত্র স্থাপিত হতেই নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা তত্বগত ও প্রায়োগিক উভয় দিকেই দ্রুত সংহত হ'ল।

প্রলেতারিয়েত আবিস্কার ও তার মাধ্যমে বিপ্লব, তখনও অসংজ্ঞায়িত ও আধা-কাল্পনিক হলেও সাম্যবাদের প্রতি দায়বদ্ধতা গিয়র্গ হ্বিলহেইম ফ্রিডরিশ হেগেলের স্বজ্ঞামূলক দর্শন ও বাম-হেগেলীয়দের সমালোচনা, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার প্রথম রূপরেখা এবং রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা –এবম্বিধ মৌলিক বিষয় মার্ক্সের চিন্তনে বিকশিত হচ্ছিল।

২। ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ও বিযুক্ত শ্রম

রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র মার্ক্সের প্রাথমিক আবেগ নয়, তাঁর যৌবনকালে সদ্য বিকাশমান চর্চা ছিল। অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। রাইনিশ ৎসাইটুং-এ কাজ করার সময় মার্ক্স বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত ছিলেন, যদিও কেবলমাত্র আইনী ও রাজনৈতিক দিক থেকেই।[৯] অবশ্য ঐ পত্রিকার কাজকর্ম বিবাচন (সেন্সরশিপ)-ব্যাহত হওয়ায় তিনি সেখানে টিকতে পারেন নি। তাঁর কথায়, 'জনমঞ্চ ছেড়ে পাঠ চর্চায় নিয়োজিত

হলাম'।[১০] তাই তিনি রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্ক নিয়ে চর্চ্চা চালিয়ে গেলেন, যাতে অগ্রণী পন্ডিত ছিলেন হেগেল; ১৮৪৩-এ লিখে ফেললেন 'হেগেলের অধিকারের দর্শনের সমালোচনা'-র পান্ডুলিপি,যা তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি। রাজনৈতিক রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি সুশীল সমাজ, তাঁর এই প্রত্যয় ও সামাজিক সম্পর্কে যে অর্থনৈতিক গুণক, তখনই প্রথম সূত্রায়িত করলেন।

কিন্তু প্যারিসেই শুরু মার্ক্সের 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের বিবেকী সমালোচনা-চর্চা,' [১১] যার শক্তি অর্জন করলেন আইন ও রাজনীতির দ্বন্দ্বগুলি, যেগুলির নিরসন তাদের পরিধির মধ্যে সম্ভব ছিল না, সামাজিক সমস্যাদির সমাধানের অক্ষমতার কারণেও।

সেই সময় এঙ্গেলসের 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার রূপরেখা (Deutsch- französische Jahrbücher অর্থাৎ ফরাসী-জর্মন বর্ষপঞ্জীর একমাত্র প্রকাশিতব্য খন্ডে অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রবন্ধের একটি) প্রভাবিত করেছিল। তা থেকে তাঁর পাঠচর্চা আগেকার প্রধানত দর্শন, রাজনীতি আর ইতিহাস থেকে এক নতুন বিষয়ের দিকে মোড় নিল যা তার পরে তাঁর বিজ্ঞানান্বেষণের অবিচল উপস্তম্ভ হয়ে উঠেছিল ও চিন্তনের নবদিগন্ত উন্মোচিত করেছিল।[১২]

মোজেস হেস-এর 'অর্থ মুদ্রার অন্তঃসার' (১৮৪৫) এবং তাঁর বিযুক্তি ধারণার (ফাটকা বাজার থেকে আর্থ- সামাজিক দিকে) প্রভাবে মার্ক্স তাঁর সমালোচনাকে নিবদ্ধ রাখলেন অর্থ মুদ্রার অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপে যা মানব সত্তা সিদ্ধির পথে অন্তরায়। 'ইহুদী প্রশ্ন' (১৮৪৩) প্রবন্ধে ব্রুনো বয়ারের সঙ্গে বিতর্কে ইহুদী প্রশ্নকে সামাজিক সমস্যা হিশেবে তুলে ধরে বললেন যে তা সামগ্রিকভাবে পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতার দর্শনগত ও সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রাক-ধারণাঃ 'বিযুক্তির বাস্তব দিক হ'ল বিকিকিনি।ঠিক মানুষ যেমন যতদিন ধর্মের খপ্পরে থেকে তার মূল স্বভাবকে বিযুক্ত ও কাল্পনিক কিছুতে রূপান্তরিত করে,তেমনি একান্ত আত্ম-প্রেয়াজননির্ভরসর্বস্বতায় সে কার্যসিদ্ধির জন্য সক্রিয় ও উৎপাদক এবং তাদের উপর বর্তায় এক বিযুক্ত সত্তার তাৎপর্য- অর্থমুদ্রা।... যেহেতু সুশীল সমাজে ইহুদীদের আসল প্রকৃতি সর্বজনীনভাবে প্রতীত ও নিরপেক্ষায়িত,সুশীল সমাজ ইহুদীদের প্রত্যয়িত করতে পারে নি যে তাদের ধার্মিক প্রকৃতি বাস্তবরহিত,যে উপলব্ধি সততই

বাস্তবিক প্রয়োজনে কাম্য।...সমাজ একবার ইহুদীধর্মমত ফেরি করার প্রয়োগবাদী অন্তঃসার ও তার পূর্বশর্তাদি অবলোপ করতে পারে, তাহলে ইহুদীর গোঁড়ামি আর টিকবে না,কারণ তাঁর চেতনার বিষয় বলে আর কিছু থাকবে না, ইহুদীধর্মমতের বিষয়মুখী ভিত্তি, বাস্তব প্রয়োজনীয়তা, মানবিক রূপ নেবে,কারণ মানুষের ব্যষ্টিক-ইন্দ্রিয়গত অস্তিত্ব ও প্রজাতি-অস্তিত্বের সংঘাতের অবলুপ্তি ঘটবে।[১৩]

ইহুদী মানে ছিল এক রূপক আর তৎ-সৃষ্ট সম্পর্কগুলির ঐতিহাসিক অগ্রণী, এক পার্থিব বস্তু যার অর্থ পুঁজিবাদের নজরদার আদালত।[১৪]

এর পরেই মার্ক্স এক নতুন বিষয় নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন শুরু করলেন, সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করলেন অনেক খসড়া ও লেখাজোখা, অনেক সমালোচনা সংকলিত করলেন। এই কাজের লক্ষ্য রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সর্বাত্মক রহস্যায়ন উন্মোচন ও বিরোধিতা – যে ধারণা তার সব প্রকারভেদকে সব সময় সব ক্ষেত্রে সচল রেখেছে।মার্ক্সকে পীড়িত করেছিল অর্থশাস্ত্রবিদদের এ বিষয়ে অন্ধতা ও ইতিহাসবোধের অভাব,যে কারণে সে কালে তাঁরা অর্থনৈতিক অবস্থার অমানবিক দিকগুলি প্রাকৃতিক বলে আড়াল করতেন ও যৌক্তিক মনে করতেন। জাঁ বাপ্তিস্ত সে (১৭৬৭-১৮৩২) একটি নিবন্ধে লিখলেন, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি এমন যার গড়ন রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র-সম্পর্কিত নয় অথচ তার ভিত্তিমূল।... তাই আসলে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র সামগ্রিকভাবেই প্রয়োজন-রহিত।' [১৫] অনুরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পাণ্ডুলিপি'তে যেখানে মার্ক্স জোর দিয়ে লিখেছিলেন 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের শুরুতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি,যার ব্যাখ্যা আমরা পাই নি।...অর্থশাস্ত্রবিদ তথ্য,ঘটনা থেকে অনুমান করে সিদ্ধান্ত নেন।[১৬]

রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সহযোগী উৎপাদন ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বিভাগগুলি চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়রূপে চালু থাকবে। বুর্জোয়া সমাজের মানুষ স্বাভাবিক মানুষ হিশেবে প্রতিভাত।সংক্ষেপে বললে, "কেউ যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা বলে, সে মানব-বহির্ভূত কিছু লেনদেনের কথা ভাবে।"[১৭] সত্তা-বিষয়ান্তর বাতিলকরণ মার্ক্স এত স্বচ্ছভাবে আর কোথাও লেখেন নি। তাঁর গভীর ও ব্যাপক ইতিহাস অধ্যয়ন তাঁকে

সামাজিক কাঠামোগুলির সাময়িক বিবর্তন সমীক্ষার চাবিকাঠি দিয়েছিল, আহরণ করতে পেরেছেন যা তিনি বলেছিলেন পিয়ের যোসেফ প্রুধোঁর (১৮০৯-১৮৬৫) সর্বোত্তম অন্তর্দৃষ্টি, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বাভাবিক অধিকার-এর সমালোচনাও।[১৮] এগুলির সাহায্যে মার্ক্স ইতিহাসের সাময়িক চরিত্র অনুধাবন করতে পারলেন। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রবিদেরা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে মানব সমাজের চিরন্তন নিয়ম বলে তুলে ধরতেন।বিপ্রতীপে, মার্ক্স তাঁর অবিমিশ্র ও স্বতন্ত্র গবেষণার ভিত্তিতে তাঁর সময়ের নির্দিষ্ট সম্পর্কগুলিকে বললেনঃ 'শিল্পের বিদীর্ণ পরিপার্শ্ব,'[১৯] জোর দিলেন ইতিহাস-সৃষ্ট এক অনিত্য স্তরের উপর, অনুসন্ধান করলেন পুঁজিতন্ত্র-সৃষ্ট দ্বন্দ্বগুলি,যা তাকে নিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। সামাজিক সম্পর্কগুলি বোঝার এই ভিন্ন পন্থার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম, যার প্রধানতম হ'ল বিযুক্ত শ্রমের ধারণা (entfremdete Arbeit)।[২০] অর্থশাস্ত্রবিদ বা হেগেলের উল্টোদিকে, মার্ক্স-এর ধারণায় তা সমাজে স্বাভাবিক ও পরিবর্তনাতীত। মার্ক্স তাঁর অন্বেষণে উপলব্ধি করলেন যে বিযুক্তির কোন নৃতাত্বিক মাত্রা থাকতে পারে না, পরন্তু ঐতিহাসিকভাবে তা গ্রথিত উৎপাদনগত ও সামাজিক সম্পর্কের নির্দিষ্ট কাঠামোয়, শিল্প শ্রমের পরিস্থিতিতে মানুষের বিযুক্তি। '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পান্ডুলিপি'তে বিযুক্তি উপস্থাপিত এক প্রপঞ্চ হিশেবে যাতে শ্রমিকা/শ্রমিক-উৎপন্ন দ্রব্য শ্রমের মুখোমুখি, 'যেন এক ভিনদেশী কিছু, এক উৎপাদনকারী-নিরপেক্ষ ক্ষমতা'। মার্ক্সের ভাবনায়, "তার উৎপাদিত পণ্য হতে শ্রমিকের বিযুক্তি শুধু তাকে বস্তু, এক বাহ্যিক অস্তিত্ব করে তোলে না, তার বাইরে স্বতন্ত্রভাবে থাকে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তার মুখোমুখি এক ক্ষমতা যার অর্থ সে জীবন তার উৎপাদনকে যেন তার বৈরী ও বিরোধী করে তুলছে।[২১]

এই সাধারণ সংজ্ঞা ছাড়াও মার্ক্স বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকা-শ্রমিকদের চার প্রকার বিযুক্তি তালিকাভুক্ত করেছিলেনঃ এক, তার শ্রমলব্ধ উৎপাদিত বস্তু থেকে,'এক অনন্বিত বস্তু যা তার উপর ক্ষমতা বর্তায়' ; দুই, তার কর্মে সে বোঝে তা তার বিরুদ্ধাচারী, এমনই যা 'ভার নয়'[২২] ; তিন, 'মানব প্রজাতিগত সত্তা'র রূপান্তর থেকে যা 'তাকে অনন্বিত রাখে' এবং চার, অন্যান্য মানুষ

থেকে, আর তাদের শ্রম থেকে, তাদের শ্রম বস্তু সম্পর্ক হতে।[২৩]

হেগেলের বিপ্রতীপে, মার্ক্সের কাছে বিযুক্তি আর অবনমন সমার্থক ছিল না, বরং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতরে এক নির্দিষ্ট প্রপঞ্চ ছিল অর্থাৎ মজুরি শ্রম এবং উৎপাদনকারীর ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে শ্রম-ভিত্তিক উৎপাদিত দ্রব্যের বস্তুতে রূপান্তর। দুজনের রাজনৈতিক অবস্থানে বিপুল পার্থক্য। হেগেল বিযুক্তিকে শ্রমের সত্তাতত্ত্বীয় প্রক্ষেপণ হিশেবে উপস্থাপন করেছেন,আর মার্ক্স দেখেছেন পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদনের যুগে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিশেবে এবং ভেবেছিলেন এ থেকে মুক্তি 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে মুক্তির' মাধ্যমে তিনি তাঁর খাতাপত্রে জেমস মিল(১৭৭৩-১৮৩৬)-এর ''রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের উপাদানসমূহ'(১৮২১) থেকে কয়েকটি দফা লিপিবদ্ধ করেছেন।ঃ 'আমার কাজ হবে জীবনের মুক্ত উদ্ভাস, তাই উপভোগের জীবন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি মেনে নিলে আমার কাজ হবে বিযুক্তির জীবন।দ্বিতীয়ত, আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি তাহলে আমার শ্রমে স্বীকৃত হবে, কারণ শেষোক্তই আমার ব্যক্তিগত জীবনের স্বীকৃতি। তাই শ্রম হবে সত্যিকারের, সচল সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি মেনে নিলে আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এই কাজ থেকে এতই বিযুক্ত হবে, যে তা হবে আরোপিত কাজ, এক যাতনা, যাতে কাজের বাহ্যিকতা থাকবে, আমার ওপর আকস্মিক প্রয়োজনে চাপিয়ে দেওয়া, ভিতর থেকে প্রয়োজনে নয়।[২৫]

তাই এই ছড়ানো-ছেটানো ও দ্বিধাজড়িত প্রথম দিকের লেখাতেও মার্ক্স সব সময় বিযুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক দিক থেকে, প্রাকৃতিকতা থেকে নয়।[২৬]

জেমস মিলের উদ্ধৃতির সাথে মার্ক্সের লেখাজোখায় মার্ক্স জোর দিয়েছেন মিল কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রে বিযুক্তির আকার সামাজিক সংসর্গ (die entfremdete Form des geselligen Verkehrs) হিশেবে মানব প্রকৃতির মূল ও অত্যাবশ্যক আকারের বিপরীত। মূর্তকরণের ধ্রুব শর্তের তীব্র বিপরীতে শ্রমিকের উৎপাদন মার্ক্সের চোখে বিযুক্ত শ্রম যা বর্তমান শ্রম বিভাগের সীমার মধ্যে সামাজিক চরিত্রের প্রতিফলন যা মানুষকে 'যন্ত্রে পরিণত করে'... এবং আধ্যাত্মিক ও শারীরিক দৈত্যে

রূপান্তরিত করে।'[২৭]

ব্যক্তির বিচিত্রতা, অত্যাবশ্যক চাহিদার পূরণ তার কাজের মাধ্যমে মঞ্জুর হয়, তার একান্ত চাহিদা। কিন্তু শ্রমিকের কাছে শ্রমের এই পূরণ প্রতিভাত হয় বি-পূরণে (Entwirklichung)। [২৮] শ্রম হতে পারে মানবিক অনুমোদনে, মুক্ত সৃজনশীল কর্ম, কিন্তু 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রাক-অনুমান করলে আমার ব্যক্তিসত্তা এতই বিযুক্ত হয় যে তা আমার কাছে সততই ঘৃণার্হ, আত্মযাতনাময়, কর্মের সাদৃশ্যস্বরূপ। তাই সেটা চাপিয়ে দেওয়া কাজ (erzwungene Th ätigkeit),যা বাহ্যিক প্রয়োজনে আমার ওপর আকস্মিক আরোপিত।'[২৯]

যা কিছু অর্থবিজ্ঞান থেকে মজবুত তত্ত্ব হিশেবে আহরণ করেছিলেন, তার আনুসঙ্গিক উপাদানগুলি সমালোচনার ভিত্তিতেই মার্ক্স এই সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয়েছিলেন।এজন্যে মার্ক্সকে অতীব নিবিড় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

মার্ক্স '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পান্ডুলিপি'তেও সাম্যবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তখনও তাঁর অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন তেমন গভীর ছিল না, এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা পরিণত হয় নি, তাঁর সাম্যবাদ-ধারণা তখন অত্যন্ত বিমূর্ত ছিল।এক জায়গায় তিনি একে বলছেন 'নেতিকরণের নেতিকরণ', 'হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের মুহূর্ত বা 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাতিলের ইতিবাচক অভিব্যক্তি'।[৩০] অন্যত্র, তিনি আহরণ করছেন লুড্বিগ ফয়ারবাখ (১৮০৪-৭২) থেকে। লিখলেনঃ "সাম্যবাদ প্রকৃতিবাদের পূর্ণ বিকাশের দিক থেকে মানবতাবাদের সমার্থক আর পূর্ণ বিকশিত মানবতাবাদ ও প্রকৃতিবাদ সমার্থক, মানুষ আর প্রকৃতির ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাতের সত্যকার সমাধানঃ অস্তিত্ব আর সত্তার মধ্যে, মূর্তকরণ ও আত্ম-অনুমোদনের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও চাহিদার মধ্যে এবং ব্যস্টি ও প্রজাতির মধ্যে বৈরিতার নিরসন।" [৩১]

কোন কোন অনুচ্ছেদ হেগেলের ইতিহাসের উদ্দেশ্যবাদী দর্শন-প্রভাবিত। এক জায়গায় যেমন লিখলেনঃ "সমগ্র ইতিহাসের অগ্রগতি সাম্যবাদের আসল কাজ; সাম্যবাদ 'ইতিহাসের ধাঁধার সমাধান করে এবং জানে সমাধান কোথায়'।[৩২] প্যারিসবাসী মার্ক্স ছিলেন অধ্যয়ন-উন্মাদ এবং দিনরাত খালি

পড়তেনই। এমন এক মানুষ যিনি উৎসাহ ও উদ্যোগে সদা-নিয়োজিত রাখতেন, বিরাট বিরাট কাজের পরিকল্পনা করতেন –এতই বিরাট যে সম্পন্ন করে উঠতে পারতেন না। প্রতিটি নথি খুঁটিয়ে পড়তেন যা তার অনুসন্ধানে প্রাসঙ্গিক ছিল। প্রজ্ঞার আলোকায়িত আহরণে বুঁদ হয়ে থাকতেন। অধ্যয়নের বিষয়ান্তর কখনো কখনো তাঁর কাছে নতুন দিকচক্রবাল উন্মোচিত করে দিত, নানা প্রশ্নের নিরসন হত, গবেষণার নানা দিক প্রসারিত হত। সেই সময় যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসতেন, তাঁদের কথায় এমন প্রত্যয় জন্মায়। যেমন রুগে ১৮৪৪-এর মে মাসে লিখেছিলেনঃ 'তিনি প্রচুর পড়েন ও বিরল গভীরতা নিয়ে... কিন্তু তার কোথাও শেষ নেই, অন্তহীন বইএর স্তূপ, যা মাঝপথে ছেড়ে দিতে হত। যতক্ষণ না অসুস্থ হতেন, কাজ করেই যেতেন, রাতের পর রাত- রাত তিনটে –চারটে অব্দি বিনিদ্র থাকতেন।[৩৩] অগাস্ট পর্যন্ত এরকমই চলল।

"মার্ক্স যদি নিজেকে তাঁর অসংযম,আত্মশ্লাঘা লাগামহীন কর্মব্যস্ততায় নিঃশেষ না করেন, সাম্যবাদ-আধিক্য তাঁর কাজের ধারার সহজতা ও আভিজাত্যের প্রতি সংবেদনশীলতা বিনাশ না করে,তাঁর সীমাহীন অধ্যয়ন ও বিবেকরহিত দ্বন্দ্বতত্ব প্রত্যাশিত কিছু ঘটাবে।...তিনি কোন কিছু পড়া শেষ করলে তা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু লিখতে চান, কিন্তু আবার পড়া শুরু করেন আর তা থেকে লেখাজোখা করেন। আজ হোক, কাল হোক, আমার মনে হয় তিনি এক দীর্ঘ ও দুরূহ কাজ সম্পন্ন করবেন,যাতে তিনি এ সমস্ত কিছু অন্তর্গত হবে।"[৩৪]

নানা বিষয়ে অধ্যয়ন-মগ্ন, মার্ক্স হেগেলের আইনের দর্শনের সমালোচনার খসড়া রচনার পরিকল্পনা করেন, ফরাসী বিপ্লব নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন একটি সম্মেলনের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে, আলোচনায় জানালেন প্রচলিত সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী নীতিগুলির সমীক্ষা করবেন। তখন তিনি রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে পাগলের মত অধ্যয়ন শুরু করলেন। কিন্তু জর্মনিতে বয়ার ও তাঁর অনুসারীদের সমালোচনার কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে লিখে ফেললেন তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থঃ 'পূত পরিবার বা ব্রুনো বয়ার ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে সমালোচনার সমালোচনা' (১৮৪৫)।তথাচ বাম হেগেলপন্থীদের

মধ্যে সবথেকে পড়ুয়া সেই যুবকটি অন্যদের চেয়ে কম বই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই পুঙ্খানুপুঙ্খতার পিছনে এক অবিশ্বাসনীয়তা- 'যে কোনো বাক্য লেখার আগে দশবার যাচাই করতেন।'[৩৫] মার্ক্স ভাবতেন তাঁর তথ্য যথেস্ট নয়, বিচারগুলি অপরিণত যা তাঁকে প্রকাশিতব্য বিষয়ের বড় অংশে হাত দেবার পথে বাধা। তাই সেসব রূপরেখা বা খন্ডিত রূপে থাকত। তাই তাঁর লেখাজোখাগুলি অত্যন্ত অমূল্য, তাঁর গবেষণার পরিধি পরিমাপে সহায়ক, তাঁর নিজের প্রতিফলন ফুটে ওঠে, যা তাঁর সম্ভারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর প্যারিস জীবন সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য, যে সময়ের পান্ডুলিপিগুলি ও লেখাজোখাগুলি এই প্রত্যয় জাগায় যে তিনি যা লিখেছেন ও অন্যদের কাজ সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি লিখেছেন দুইয়ের মধ্যে ছিল অবিচ্ছেদ্য অন্বয়।[৩৬]

৩। পাণ্ডুলিপিসমূহ ও লেখাজোখা থেকে উদ্ধৃতিঃ ১৮৪৪ সালের নথিপত্র

যদিও '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পান্ডুলিপি' অসম্পূর্ণ ও খন্ডিত আকারে ছিল, প্রায় সবগুলিই অনধীত ছিল, হয় অবহেলিত নয় দর্শনগত প্রশ্নগুলি গৌণ বিবেচিত হত।[৩৭]

এও ভ্রান্তভাবে মনে করা হত যে মার্ক্স এই নিবন্ধগুলি লিখেছিলেন রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের বইপত্র অধ্যয়ন ও সেগুলি থেকে উদ্ধৃতিমালা লিপিবদ্ধ করার পরেই মার্ক্স এই টেক্সটগুলি লেখেন, অথচ আসলে লেখার পদ্ধতি পান্ডুলিপিসমূহের নানা বিভাগে নানা রকম ছিল। আর সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তাঁর প্যারিস- বাসের সময়ে, ডয়েশ ফ্রানৎসোসিসচে থেকে 'পূত পরিবার অবধি।

আধারের এইসব সমস্যা ও বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশনা নিয়ে বিভ্রান্তি সত্বেও দ্বিতীয় পান্ডুলিপির (যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথচ ছড়ানো-ছিটানো) কোথায় রয়েছে কেউ জানত না। কিন্তু নতুন সংস্করণগুলির সমালোচনাত্মক ব্যাখ্যাকার বা সংকলকরা কেউ মূল লেখা যাচাই করেন নি। তবু এটার

বিশেষ প্রয়োজন ছিল যাতে মার্ক্সের লেখার নানা ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হতে পারল।

মে থেকে অগাস্টের মধ্যে প্রণীত '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পান্ডুলিপি', যা কোন প্রণালীবদ্ধ পূর্বে-ভাবিত প্রকল্প হিশেবে বিকশিত হয় নি।সমস্ত আরোপণ এক স্থিত দিশামুখী।যেগুলি মার্ক্সের চিন্তার সম্পুর্ণতা সবটাই শনাক্ত করে আর যেগুলিতে তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিণত মানসিকতার [৩৯] বিপরীতে এক নির্দিষ্ট ধারণা পরিদৃষ্ট উভয়ই ভাষাতাত্বিক দিক থেকে সযত্নে পরীক্ষিত। সুসম প্রকৃতি বা অংশগুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত, পান্ডুলিপি আন্দোলনের অবস্থানের স্পস্ট প্রতিফলন। আমাদের হাতে এসেছে নয়টি খাতায় ২০০ পৃষ্ঠারও বেশী উদ্ধৃতি ও মন্তব্যের যাচাই, যাতে মার্ক্স দেখিয়েছেন পাঠ্যবস্তুর সমন্বয় ও ব্যবহার তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে।[৪০]

প্যারিস পান্ডুলিপি মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মোকাবিলার স্পর্শ ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রাথমিক ব্যাখ্যার গড়ন প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। তার সাথে সেই সময়ের প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত লেখার তুলনা চূড়ান্তভাবে দেখিয়ে দেয় তাঁর ভাবনার বিকাশের তাৎপর্য। রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রবিদদের উদ্ধৃতির তালিকায় আছে যাদের লেখা তাঁদের মধ্যে ছিলেন জাঁ ব্যাপ্তিস্ত, অ্যাডাম স্মিথ (১৭৩২-১৭৯০),ডেভিড রিকার্ডো (১৭৩২-১৮৩২), জেমস মিল, জন র্যামজে ম্যাককুলোচ(১৭৮৯-১৮৬৪),গিলম প্রেভোস্ত প্যারিস পান্ডুলিপি মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মোকাবিলার স্পর্শ ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রাথমিক ব্যাখ্যার গড়ন প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। তার সাথে সেই সময়ের প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত লেখার তুলনা চূড়ান্তভাবে দেখিয়ে দেয় তাঁর ভাবনার বিকাশের তাৎপর্য। রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রবিদদের উদ্ধৃতির তালিকায় আছে যাদের লেখা তাঁদের মধ্যে ছিলেন জাঁ ব্যাপ্তিস্ত, অ্যাডাম স্মিথ (১৭৩২-১৭৯০),ডেভিড রিকার্ডো (১৭৩২-১৮৩২), জেমস মিল, জন র্যামজে ম্যাককুলোচ(১৭৮৯-১৮৬৪),গিলম প্রেভোস্ত (১৭৫১-১৮৩৯),আঁতোয়ান্-লুই-ক্লোদ্ দেস্তুত্ দ্ ত্রাসি, (১৭৫৪-১৮৩৬),য়্যজেন ব্যুরে(১৮১০-১৮৪২),পিয়ের দ্ বোয়া-গিইবের্ (১৬৪৬-১৭১৪),জন ল(১৬৭১-১৭২৯),জেমস লডারডেল

(১৭৫৯-১৮৩৯), '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পান্দুলিপি' এবং সেই সময়ের মার্ক্সের প্রবন্ধাবলী ও চিঠিপত্রে প্রুধোঁ,হ্বিল হেল্ম শুলৎস(১৭৯৭-১৮৬০),কঁস্তাঁতেঁ পেক্যর (১৮০১-১৮৮৭),চার্লস লাউডন(১৮০১-১৮৪৪),জাঁ শার্ল্ লেওনার্ দ্ সিস্মঁদি(১৭৭৩-১৮৪২),চার্লস গানিহি(১৭৫৮-১৮৩৬),মিশেল শ্যভালিয়ে (১৮০৬-১৮৭৯),টমাস রবার্ট ম্যালথুস (১৭৬৬-১৮৩৪) ও এদুয়ার্ দ্ পঁপেরি(১৮১২-১৮৯৫)।

মার্ক্সের প্রথম উদ্ধৃতি সে'র ট্রিটাইজ অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি (১৮০৩)[৪৩] থেকে, সব অধ্যায়গুলির প্রতিলিপি, যা থেকে তিনি বুনিয়াদি অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছিলেন, ডান দিকে নির্দিষ্ট স্থানে ছিল তাঁর মন্তব্য টিকা। তারপরে অ্যাডাম স্মিথের ইনকোয়্যারি ইন্টু দি নেচার অ্যান্ড কযেস অফ দি ওয়েলথ অফ নেশ্যন্স(১৭৭৬) [৪৪] থেকে আর তা থেকে তিনি মৌলিক অর্থনৈতিক ধারণাদির সাথে পরিচিত হলেন। আসলে যদিও সেই উদ্ধৃতিগুলি অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেগুলি প্রায় মন্তব্যরহিত ছিল।তবু মার্ক্সের চিন্তা সেই অনুচ্ছেদগুলির পুর্ণাঙ্গতা থেকে উদ্ভুত হত,যেমন অন্যত্রও ছিল। নানা অর্থশাস্ত্রবিদের পরস্পর বিপরীত থিসিসের পাশাপাশি তাঁর অন্যতর চিন্তা লালিত হত। ছবিটা পাল্টে গেল রিকার্ডোর প্রিন্সিপ্লস অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি (১৮১৭)[৪৫] পড়ার পরে যখন তিনি তাঁর প্রথম নিজের নিরীক্ষণ ব্যক্ত করলেন, বিশেষত পণ্যমূল্য ও মূল্যের(দাম) ধারণা, যা তার আগে অব্দি সমার্থক মনে করা হত। প্রথম দিকে মার্ক্সের ধারণা ছিল পণ্যমূল্য ও মূল্যের মধ্যে সমীকরণ বিদ্যমান, প্রতিযোগিতার বাস্তবতায় আছে কেবল বিনিময় মূল্য,বিমূর্ততায় স্বাভাবিকভাবে মূল্য আরোপিত হয়। যত তাঁর অধ্যয়ন এগোতে থাকল, তাঁর সমালোচনাত্মক টিকাগুলি আর বিক্ষিপ্ত ধরণের রইল না, সারসংক্ষেপগুলি যতিচিহ্নসন্নিবেশিত ও লেখকের প্রকারভেদ চিহ্নিত হল, পৃথক পৃথক বাক্যসহ। আর মন্তব্য নয়, অর্থমুদ্রার (টাকা)হস্তক্ষেপ নিয়ে জেমস মিল-এর এলিমেন্টস অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি ধারণা সম্পর্কে সমালোচনাত্মক মন্তব্যে স্থিত থাকলেন, যা মানুষের উপর পূর্ণ খবরদারি করে, উদ্ধৃতিগুলির সাথে মার্ক্সের লেখার ধারণাগত বৈপরীত্য স্ফূট হল, দুইয়ের মধ্যে ফারাক স্পস্ট। [৪৬]

উদ্ধৃতাংশগুলির গুরুত্বগুলির উপর জোর দিতে এটাও বলতে হবে যে ঐ লেখাজোখাগুলি তাঁর কাছে কত সহায়ক হয়েছিল। তার কিছু অংশ ১৮৪৪ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত প্রবাসী জর্মনদের দ্বি-সাপ্তাহিক ভোরহ্বোয়ার্টস (অগ্রণী)তে প্রকাশিত হয়েছিল, পাঠকদের বৌদ্ধিক শিক্ষা সম্পর্কে।[৪৭]

মার্ক্স '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পান্ডুলিপি' ও উদ্ধৃতাংশগুলির খাতাপত্রগুলি একই সাথে প্রণীত হয়। পান্ডুলিপি ছিল উদ্ধৃতিপূর্ণ। বিক্ষিপ্ত ধরণের রইল না, সারসংক্ষেপগুলি যতিচিহ্নসন্নিবেশিত ও লেখকের প্রকারভেদ চিহ্নিত হল, পৃথক পৃথক বাক্যসহ। আর মন্তব্য নয়, অর্থমুদ্রার (টাকা)হস্তক্ষেপ নিয়ে জেমস মিল-এর এলিমেন্টস অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি ধারণা সম্পর্কে সমালোচনাত্মক মন্তব্যে স্থিত থাকলেন, যা মানুষের উপর পূর্ণ খবরদারি করে, উদ্ধৃতাংশগুলির সাথে মার্ক্সের লেখার ধারণাগত বৈপরীত্য স্ফূট হল, দুইয়ের মধ্যে ফারাক স্পস্ট।[৪৬]

উদ্ধৃতাংশগুলির গুরুত্বগুলির উপর জোর দিতে এটাও বলতে হবে যে ঐ লেখাজোখাগুলি তাঁর কাছে কত সহায়ক হয়েছিল। তার কিছু অংশ ১৮৪৪ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত প্রবাসী জর্মনদের দ্বি-সাপ্তাহিক ভোরহ্বোয়ার্টস (অগ্রণী)তে প্রকাশিত হয়েছিল, পাঠকদের বৌদ্ধিক শিক্ষা সম্পর্কে।[৪৭]

মার্ক্স '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পান্ডুলিপি' ও উদ্ধৃতাংশগুলির খাতাপত্রগুলি একই সাথে প্রণীত হয়। পান্ডুলিপি ছিল উদ্ধৃতিপূর্ণ, প্রথমটির প্রায় সবটাই ছিল সরাসরি সংগ্রহন ও খাতাপত্রের সংকলন।দুটিতেই পৃষ্ঠাগুলি কলামে ভাগ করা ছিল, পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ।আর যে সময় '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পান্ডুলিপি' লেখা হয়েছিল, সে সময়টা মার্ক্সের সমালোচনামূলক নিবন্ধ পর্য্যায়কাল, যাতে ছিল যে সব বই পড়ছিলেন তা থেকে উদ্ধৃতাংশ, তার সমালোচনাত্মক প্রক্ষেপণ এবং খসড়া, একটানা একবারে লেখা বা একবারের পরিবর্তে চিন্তোদ্রেককারী লেখা। পান্ডুলিপি থেকে বাকি অংশ আলাদা করতে, তার প্রেক্ষাপট থেকে পূর্বজ্ঞানার্জন ব্যাখ্যায়নে ভ্রান্তির সম্ভাবনা রেখে দেয়।

শুধু এই খাতাপত্রগুলি সামগ্রিকভাবে দেখলে, আর তা কিভাবে মার্ক্সের মনন ঐতিহাসিক পুনর্গড়ন করেছিল তা বোঝা যায় প্যারিসে তাঁর সুনিবিড়

কার্যদ্গারা এবং চিন্তনের যাত্রাপথ ও জটিলতা। [৪৮]

৪। সমালোচনাত্নক দর্শন থেকে প্রায়োগিক বিপ্লবের পথে

যে প্রেক্ষাপটে মার্ক্স-এর ভাবনাগুলো গড়ে উঠেছিল এবং ঔপপত্তিক ও প্রায়োগিক স্তরে তার প্রভাব পড়েছিল, সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা উচিৎ। সেই সময়টা ছিল গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের কাল, বিশেষত প্রলেতারিয়েতের বিপুল সংখ্যাগত বৃদ্ধি। তাঁর প্রলেতারিয়েতের স্বজ্ঞাগত আবিস্কারের পরেই তিনি সুশীল সমাজের হেগেলীয় ধারণাকে শ্রেণীদৃষ্টি থেকে বিভাজিত করতে পারলেন। প্রলেতারিয়েত যে এক নতুন শ্রেণী, 'দরিদ্র' থেকে আলাদা, এই চেতনা অর্জন করলেন, কারণ তাঁদের দারিদ্র কাজের পরিপার্শ্ব-সঞ্জাত। তখনকার কর্তব্য বুর্জোয়া সমাজের মূল দ্বন্দ্বগুলির অন্যতম হিশেবে তুলে ধরাঃ 'শ্রমিকা/শ্রমিক যতই সম্পদ উৎপাদন করবে আর উৎপাদনের ক্ষমতা ও আকার বাড়বে, তত তাঁর দারিদ্র বাড়বে।[৪৯]

মার্ক্সের চিন্তন উন্নীত হবার সুযোগ এনে দিল ১৮৪৪-এর জুনে সাইলেশীয় তাঁতিদের অভ্যুত্থান।ভোরহ্বোয়ার্টস-এ প্রকাশিত 'এক প্রুশীয়' নামে লেখা বা 'প্রুশিয়ার রাজা ও সামাজিক সংস্কার' শীর্ষক এক প্রবন্ধের 'প্রান্তিক সমালোচনামূলক টিকায়' তিনি রুগের সমালোচনা তুলে ধরলেন, পূর্বে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ যেখানে তিনি বলেছিলেন যে ঐ অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক সজীবতা ছিল না, দূরে সরিয়ে রাখলেন হেগেলের ভাবনা থেকে যা রাষ্ট্রকেই সাধারণের স্বার্থের প্রতিভূ মনে করত ও সুশীল সমাজের আন্দোলনকে বেসরকারি স্তরে নামিয়ে এনে আংশিক স্বার্থ দেখত।[৫০] পক্ষান্তরে মার্ক্সের কাছে 'সামাজিক বিপ্লবে সামগ্রিক দৃষ্টি আবশ্যক।[৫১] আর সাইলেশীয় ঘটনাবলীর প্রেরণা ও তৎসহ তার সুস্পস্ট ও বিলক্ষিত বিপ্লবী চরিত্র থেকে যাঁরা 'রাষ্ট্রের মূল চরিত্রে নয়, রাষ্ট্রের কোন নির্দিষ্ট আধারে সামাজিক ব্যাধির শিকড় খুঁজছিলেন ও সেই আধারের পরিবর্তের কথা বলছিলেন' তাঁদের সেই গুরুতর ভ্রান্তি দর্শালেন।[৫২]

সরলতর ভাবে বললে, মার্ক্স ভেবেছিলেন যাঁরা সমাজ সংস্কার(তখন সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার লক্ষ্যেই), মজুরি-সাম্য ও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরেই কাজের পুনর্সংগ্রহনের পক্ষে সওয়াল করছিলেন তাঁরা এমন আনুমানিক ধারণার কয়েদী ছিলেন যার ভিত্তিতে প্রুধোঁর মোকাবিলা করছিলেন বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিযুক্ত শ্রমের প্রকৃত সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারতেন না। কেন না 'যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তিই আপাতচোখে কারণ, বিযুক্ত শ্রমের (entäusserten Arbeit) হেতুই পরিণাম।' [৫৩] সমাজতন্ত্রীদের ধারণার বিপরীতে, মার্ক্স বললেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে আমূল রূপান্তর 'পুঁজিবাদের পরিকল্প তা নাকচ করতে হবে সে কারণেই।[৫৪]

তাঁর স্ব-ভাবনানুসারে কাজে এগিয়ে যাপার জন্যে তাঁকে সব সময় চারপাশের ভাবনার সাথে তাঁর অধ্যয়ন-জাত চিন্তার তুলনা করতে হত। যে দ্রুত গতিতে তিনি পরিণত হচ্ছিলেন, তার জন্য এটার দরকার ছিল। বাম-হেগেলপন্থীদের নিয়তি অনুরূপ,এটাও বাস্তব। বস্তুত এদের মুল হোতাদের সম্পর্কে মার্ক্সের রায় ছিল কঠোরতম। বয়ার সম্পাদিত সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা আলজেমেইন লিতারেতুর ৎসাইটুং অনবহেলিতব্য ভাষায় ঘোষিত ছিলঃ 'সমালোচক নিজে সমাজের দুঃস্থতা বা আনন্দতে জড়িত হবেন না, তিনি নির্জনে রাজকীয়ভাবে ব্যবচ্ছেদ করবেন।'[৫৫] মার্ক্স-এর ধারণা ঠিক তার বিপরীতঃ 'সমালোচনা মস্তিস্কের আবেগ নয়, শল্য চিকিৎসার ছুরি নয়, এক অস্ত্রবিশেষ,যার লক্ষ্য শত্রু,যাকে খন্ডন না,বিনাশ করতে হবে। সমালোচনাই লক্ষ্য হিশেবে প্রতিভাত নয়, তা কেবলমাত্র উপায়।' [৫৬] 'সমালোচনাত্মক সমালোচনার' [৫৭] আত্মজ্ঞানবাদের(যার শুরু এমন এক বিমূর্ত বিশ্বাস থেকে যা বিযুক্তি ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে) বিপ্রতীপ তা মেনে মার্ক্স অনুধাবন করেছেন যে 'বস্তুগত শক্তির উচ্ছেদ করবে বস্তুগত শক্তিই আর সামাজিক সত্তার পরিবর্তন ঘটাবে মানবিক অনুশীলনের মাধ্যমেই। তা আবিস্কার ও মানুষের বিযুক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অর্থ তার অবসানের জন্য সক্রিয় হওয়া।বিচ্ছিন্ন থেকে ঘরবন্দী দর্শন, যা বন্ধ্যা ধারণা-যুদ্ধ প্রসব করে ও দর্শনের সমালোচনা অর্থাৎ সমালোচনার মধ্যে [৫৮] পার্থক্য আছে, যা ক্বচিত-কখনো বিশালাকার ধারণ

করে। মুক্ত শ্রম হতে মুক্ত চেতনার অন্বেষণ।

প্যারিসের সেই বছরটিতে মার্ক্সের চিন্তার বিবর্তন এক চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। তাঁর প্রত্যয় হ'ল যে বিশ্বের রূপান্তর এক বাস্তবিক প্রশ্ন, 'দর্শন যার সঠিক সমাধান দিতে পারে না কারণ তা এই সমস্যাকে শুধুমাত্র ঔপপত্তিক দিক থেকে দেখে।' [৫৯] তাই তিনি চিরতরে বিদায় জানালেন দর্শনকে যা সেই সচেতনতায় উপনীত হতে পারে নি, অর্জন করেছে বাস্তবের দর্শন। তখন থেকে তাঁর বিশ্লেষণের প্রারম্ভ বিযুক্ত শ্রম বিচার নয়, শ্রমিকা/শ্রমিকদের চরম দুঃস্থ অস্তিত্ব থেকে। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি কাল্পনিক নয়, বৈপ্লবিক কর্মমুখী।[৬০]

তাঁর রাজনৈতিক ধারণারও গভীর পরিবর্তন ঘটল।কোনো সংকীর্ণ সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী নীতিমালা গ্রহন না করে, বরং তা থেকে দূরে সরে থেকে তিনি এই পূর্ণ চেতনা অর্জন করলেন যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সমাজের সাথে জাল বোনে এবং 'ধর্ম, পরিবার, রাষ্ট্র, আইন,নৈতিকতা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতিই একমাত্র উৎপাদন পদ্ধতি যা সাধারণ আইনের আওতাভুক্ত।'[৬১] হেগেলের রাজনৈতিক দর্শনের রাষ্ট্র সেখানে তার প্রাথমিক অবস্থা হারিয়ে সমাজে মিশে গেছে। তখন তা এমন এক চৌহদ্দি হিশেবে ধার্য যা নিরূপণ করে মানুষের সম্পর্কগুলি, স্ব-নিরূপিত নয়। মার্ক্সের কথায়, 'একমাত্র রাজনৈতিক কুসংস্কারই কল্পনা করে নাগরিক জীবন রাষ্ট্রই ধরে রাখে। অথচ বাস্তব তার বিপরীত, রাষ্ট্রকে বেঁধে রাখে নাগরিক জীবন।' [৬২]

বিপ্লব সম্পর্কে মার্ক্সের ধারণাগত কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন হয়েছিল। প্রথমে 'যন্ত্রণার্ত মানবতা',[৬৩] তা থেকে বিশেষ শনাক্তকরণ প্রলেতারিয়েত, প্রথমে দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্যের বিমূর্ত ধারণার ভিত্তিতে তত্বের 'অসক্রিয় উপাদান', [৬৪] তারপরে তাঁর প্রথম সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ তার মুক্তির সক্রিয় উপাদান –পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক সম্ভাবনাময় একমাত্র শ্রেণী। তাই ফয়ারবাখিয় সাধারণ মানব সত্তার আত্মীকরণ-এর অন্তরায় হিশেবে ধারণায়িত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও টাকার অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ অনেকটা অন্তঃসারশূন্য সমালোচনা যা পথ প্রশস্ত করে এমন এক ঐতিহাসিক সম্পর্কের সমালোচনা যাতে বর্তমান বিশ্লেষণ ও রূপান্তরের

ভিত্তি হিশেবে যে কোন বস্তুগত উৎপাদনের আপাত সূত্রপাত হবেঃ ‘উৎপাদনের সঙ্গে শ্রমিকা/শ্রমিকের সম্পর্ক মানুষের সামগ্রিক বশ্যতায় (menschliche Knechtschaft) আর যাবতীয় বশ্যতা সেই সম্পর্কের রকমফের ও পরিণাম ছাড়া আর কিছু নয়। মার্ক্স প্রজাতিগত নয়,[৬৫] উৎপাদনের আসল প্রক্রিয়ার মৌলিক রূপান্তরের মাধ্যমে মুক্তির ধারণা পেশ করেছিলেন।

সেই সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হবার পরে মার্ক্স নানাবিধ অনুসন্ধানের পরিকল্পনা করছিলেন। রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন ও উদ্ধৃতি-লিপিবদ্ধকরণ চালিয়ে গেলেন। ম্যাক্স স্টার্নারের (১৮০৬-১৮৫৬) সমালোচনার এক রূপরেখা ও রাষ্ট্রের উপর লেখার নক্সা তৈরি করলেন, হেগেলকে নিয়েও একটা নোট এবং জর্মন অর্থশাস্ত্রবিদ ফ্রিডরিশ লিস্ট(১৭৮৯-১৮৪৬)-এর উপর সমালোচনা খসড়া লিখে ফেললেন।[৬৭]

মার্ক্সের সাথে যাঁরা দেখা করেছিলেন,তাঁদের অনেকে তাঁর নিবিড়ভাবে কর্মরত থাকার কথা প্রত্যয়িত করেছেন। আমূল সংস্কারপন্থী সাংবাদিক হাইনরিখ বুর্গার্স (১৮২০-১৮৭৮) ১৮৪৪ সালের শেষদিকে লিখেছেনঃ ‘রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে মার্ক্স গভীর অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন ও অর্থবিজ্ঞান পুনর্ভিত্তিকরণের লক্ষ্য নিয়ে একটি সমালোচনা গ্রন্থ রচনার ভাবনা করছিলেন।[৬৮] মার্ক্সের সাথে এঙ্গেলসের প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৪৪-এর গ্রীস্মে, যা তৎক্ষণাৎ তাঁদের মধ্যে আজীবন এক তত্বগত-রাজনৈতিক বন্ধুত্ব ও সংহতির জন্ম দেয়,যার প্রেরণা তাঁকে লেখা মার্ক্সের প্রথম চিঠি, যা থেকে দুজনের মধ্যে প্রকাশিত চার দশকের পত্র বিনিময়ঃ ‘দেখো, তুমি যে সম্ভার সংগ্রহ করেছো তা গোটা দুনিয়ায় প্রকাশ পাবে, কে জানে, এটাই হয়ত প্রকৃষ্ট সময়।’ [৬৯] মার্ক্সের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে খুঁতখুতানির জন্য পান্ডুলিপি সম্পুর্ণ করা ও প্রকাশে বিলম্ব ঘটত। কিন্তু তিনি লিখে চলতেন,এঙ্গেলসের সাথেই।[৭০] বয়ার ও বাম হেগেলপন্থী আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে বিতর্কই (যাদের সাথে মার্ক্সের দূরত্ব ১৮৪২ সালে) ‘পূত পরিবার’-এর মুল বিষয়বস্তু। তাঁর বক্তব্য এঁরা এক কাল্পনিক বিচ্ছিন্নতায় কাজ করেন ও বন্ধ্যা সংগ্রামী ধারণার অনুবর্তী।

কোথাও কোথাও মার্ক্স ও এঙ্গেলস বিযুক্তির বিষয়বস্তু আলোচনা করেছেন। প্রথমেই তাঁরা যুক্তি দিলেনঃ 'সম্পত্তিবান শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েত উভয় শ্রেণীই মানবিক দিক থেকে আত্ম-বিচ্ছিন্ন। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণী এতে আত্ম-সন্তোষ ও এই আত্ম-বিচ্ছিন্নতাকে সুরক্ষিত করে। আত্ম-বিচ্ছিন্নতাকে ক্ষমতা হিশেবে স্বীকৃতি দেয়। আর শেষোক্ত শ্রেণী আত্ম-বিচ্ছিন্নতাকে আত্ম-বিনাশী মনে করে, তার মধ্যে নিজেদের ক্ষমতাহীনতা অনুভব করে, অমানবিক অস্তিত্বের বাস্তবতা দেখতে পায়।[৭১]

বয়ার ও তাঁর দার্শনিক মহলের বিমূর্ততার সঙ্গে বিতর্কে তাঁরা স্পস্ট লিখলেনঃ ম্যাঞ্চেস্টার লিয়ঁ-র শ্রমিকা-শ্রমিকেরা জানেন যে সম্পত্তি,পুঁজই,অর্থ,মজুরি শ্রম এই সব মস্তিস্কজাত আদর্শ অলীক কিছু নয়, বরং আত্ম-বিচ্ছিন্নতা তাঁদের বাস্তব ও বিষয়গত ফল, আর তাই তার বাস্তবের অথে অবলুপ্তি আবশ্যক।[৭২] সেই লড়াই হতে পারে ভাবনাবলীর মাঠে-ময়দানে, কিন্তু প্রকৃত সংঘাতেঃ বয়ার ও তাঁর দার্শনিক মহলের বিমূর্ততার সঙ্গে বিতর্কে তাঁরা স্পস্ট লিখলেনঃ 'ম্যাঞ্চেস্টার লিয়ঁ-র শ্রমিকা-শ্রমিকেরা জানেন যে সম্পত্তি,পুঁজই,অর্থ,মজুরি শ্রম এই সব মস্তিস্কজাত আদর্শ অলীক কিছু নয়, বরং আত্ম-বিচ্ছিন্নতা তাঁদের বাস্তব ও বিষয়গত ফল, আর তাই তার বাস্তবের অথে অবলুপ্তি আবশ্যক।[৭২] সেই লড়াই হতে পারে ভাবনাবলীর মাঠে-ময়দানে, তবে প্রকৃত সংঘাতের ক্ষেত্রেঃ কিন্তু যেহেতু জনগণের বাস্তবিক আত্ম-বিযুক্তি বাহ্যিকভাবে ঘটে বাস্তব জগতে, জনগণ বাহ্যিকভাবেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। কোনভাবেই আত্ম-বিযুক্তিকে অলীক কল্পনার ফল মনে করবে না, আত্ন-চেতনার শুধুমাত্র বিযুক্তি নয়,কিছুতেই বিশুদ্ধ আত্মমুখী আধ্যাত্মিক কর্মের দ্বারা বস্তুগত বিচ্ছিন্নতার অবসানের ইচ্ছে প্রকাশ করবে না।' [৭৩]

'পূত পরিবার' নিয়ে কাজ করার সময় (১৮৪৫-এর গোড়ায়) এঙ্গেলস তাঁর বন্ধুকে একটি চিঠিতে প্রস্তুতি পর্বের অন্য কাজগুলি সম্পন্ন করতে অনুরোধ জানিয়ে লিখলেনঃ 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে বইটা লেখা শেষ করার চেস্টা করো, যদি এখনো মনে হয় তুমি সন্তুষ্ট হতে পারছো না, তা হলেও, কারণ তাতে কিছু যায় আসে না। এখন তুমি মানসিক দিক থেকে

পরিণত, তাই লোহা গরম থাকতে থাকতে আমাদের হাতুড়ির আঘাত হানতে হবে...। এখনই উপযুক্ত সময়। তাই এপ্রিলের মধ্যে শেষ করো, আমার মত। একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করো, যার মধ্যে লেখা শেষ করতে হবে যাতে তাড়াতাড়ি ছাপানো যায়।'[৭৪]

কিন্তু এই অনুনয়-বিনয় নিষ্ফল, কারণ মার্ক্স তখনও মনে করতেন যে খসড়া চূড়ান্ত করার প্রয়াসের আগে তাঁকে আরো অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে।এতদসত্বেও, তাঁর স্থির প্রত্যয় ছিল ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৫-এর মধ্যে তাঁর বই ছেপে বের করতে হবে, কারণ জর্মন ভাষায় শ্রমিক দ্বিসাপ্তাহিক ভোরহ্বয়ার্তস-এর সাথে সম্পর্ক থাকার জন্য তাঁকে ফ্রান্স থেকে বহিস্কারের নির্দেশ জারি হয়েছিল। তাই তিনি ডার্মস্তাডট এর প্রকাশক কার্ল ফ্রিডরিখ জুলিয়াস লেস্কে-র (১৭৮৪-১৮৮৬)র সাথে দুই খন্ডে 'রাজনীতি ও 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা' গ্রন্থ প্রকাশের চুক্তিস্বাক্ষর করেছিলেন।

এই নতুন বিষয়ে মার্ক্সের সমালোচনাত্মক অধ্যয়ন ও তৎসহ টীকা লেখার সূত্রপাত '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পান্ডুলিপি' ও উদ্ধৃতাংশের খাতাপত্র প্রস্তুত করায়। সেগুলি তত্বগত উপাদানে সম্পৃক্ত ছিল,যা তিনি তাঁর পূর্বসূরি ও সম সাময়িকদের থেকে আহরণ করেছিলেন। সেই সময়ের রূপরেখাগুলি বা রচনাবলী কোনটিকেই একটি বিষয়ভুক্ত করা যায় না।

'পূত পরিবার' নিয়ে কাজ করার সময় (১৮৪৫-এর গোড়ায়) এঙ্গেলস তাঁর বন্ধুকে একটি চিঠিতে প্রস্তুতি পর্বের অন্য কাজগুলি সম্পন্ন করতে অনুরোধ জানিয়ে লিখলেনঃ 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে বইটা লেখা শেষ করার চেস্টা করো, যদি এখনো মনে হয় তুমি সন্তুষ্ট হতে পারছো না, তা হলেও, কারণ তাতে কিছু যায় আসে না। এখন তুমি মানসিক দিক থেকে পরিণত, তাই লোহা গরম থাকতে থাকতে আমাদের হাতুড়ির আঘাত হানতে হবে...। এখনই উপযুক্ত সময়। তাই এপ্রিলের মধ্যে শেষ করো, আমার মত। একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করো, যার মধ্যে লেখা শেষ করতে হবে যাতে তাড়াতাড়ি ছাপানো যায়।'[৭৪]

কিন্তু এই অনুনয়-বিনয় নিষ্ফল, কারণ মার্ক্স তখনও মনে করতেন যে

খসড়া চূড়ান্ত করার প্রয়াসের আগে তাঁকে আরো অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে।এতদসত্ত্বেও, তাঁর স্থির প্রত্যয় ছিল ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৫-এর মধ্যে তাঁর বই ছেপে বের করতে হবে, কারণ জর্মন ভাষায় শ্রমিক দ্বিসাপ্তাহিক ভোরহ্বয়ার্তস-এর সাথে সম্পর্ক থাকার জন্য তাঁকে ফ্রান্স থেকে বহিস্কারের নির্দেশ জারি হয়েছিল। তাই তিনি ডার্মস্তাডট এর প্রকাশক কার্ল ফ্রিডরিখ জুলিয়াস লেস্কে-র (১৭৮৪-১৮৮৬)র সাথে দুই খন্ডে 'রাজনীতি ও 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা' গ্রন্থ প্রকাশের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।[৭৫]

এই নতুন বিষয়ে মার্ক্সের সমালোচনাত্মক অধ্যয়ন ও তৎসহ টীকা লেখার সূত্রপাত '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পান্ডুলিপি' ও উদ্ধৃতাংশের খাতাপত্র প্রস্তুত করায়। সেগুলি তত্বগত উপাদানে সম্পৃক্ত ছিল,যা তিনি তাঁর পূর্বসূরি ও সম সাময়িকদের থেকে আহরণ করেছিলেন। সেই সময়ের রূপরেখাগুলি বা রচনাবলী কোনটিকেই একটি বিষয়ভুক্ত করা যায় না।কোন সন্দর্ভই বিশুদ্ধ দর্শনবিষয়ক নয়, সারবস্তুগতভাবে অর্থনৈতিক বা মূলত রাজনৈতিক নয়। মার্ক্স পারতেন প্যারিসীয় প্রলেতারিয়েতদের অভিজ্ঞতা আর তাঁর ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে অধ্যয়নলব্ধ প্রজ্ঞা, স্মিথ (অ্যাডাম) স্মিথ নিয়ে তাঁর পড়াশোনার সাথে প্রুধোঁর অন্তর্দৃষ্টি, সাইলেশীয় তাঁতিদের অভ্যুত্থানের সাথে হেগেলের রাষ্ট্র-ধারণার সমালোচনা আর ব্যুরে-র দারিদ্র্য ও সাম্যবাদ মেলাতে।তাঁর ভাবনা, বিশেষত তখন তাঁর মধ্যে সদ্য-বিকাশমান অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণগুলি আকস্মিক উদ্গীরণের অভিব্যক্তি ছিলনা, ছিল গভীর নিরীক্ষার ফলশ্রুতি।[৭৬]

টিকা নির্দেশ

১ Honoré de Balzac, Th e History of the Th irteen. Ferragus. Harmondsworth: Penguin, 1972, p. 33.

২ Cf. Isaiah Berlin, Karl Marx. London: Oxford University Press, 1963, p. 81f.

৩ Mikhail Bakunin, Ein Briefwechsel von 1843, in MEGA

2, vol. I/2, 1982, p. 482.

৪ Lorenz von Stein, Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte. Leipzig: Otto Wigand, 1848, p. 509.

৫ Arnold Ruge, Zwei Jahre in Paris. Etudien und erinnerungen. Leipzig: Zentralantiquariat der DDR, 1975, p. 59.

৬ Balzac, Th e History of the Th irteen. Ferragus, p. 31.

৭ প্যারিসে মার্ক্সের বৌদ্ধিক জীবনী নিয়ে বই Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, vol. III. Paris: Presses Universitaires de France, 1962; Jacques Grandjonc, Studien zu Marx erstem ParisAufenthalt und zur Entstehung der 'Deutschen Ideologie'. Trier: Schrift en aus dem Karl Marx Haus, 1990, pp. 163–212; and Jean-Louis Lacascade, Les métamorphoses de jeune Marx. Paris: Presses Universitaires de France, 2002, pp. 129–62.

৮ Karl Marx to Arnold Ruge, September 1843, in MECW, vol. 3, p. 142. 'শুধুমাত্র সংস্কারকদের মধ্যেই সাধারণভাবে এক নৈরাজ্য কায়েম হয়নি, প্রেত্যককে স্বীকার করতে হবে ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে, কারো আন্দাজ ছিল না।

৯ দ্রষ্টব্য Karl Marx, 'Proceedings of the Sixth Rhine Province Assembly. Th ird Article. Debates on the Law on Th eft s of Wood' and 'Justifi cation of the Correspondent from the Mosel', in MECW, vol. 1, pp. 224–63 and pp. 332–58.

১০ Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, in MECW, vol. 29, p. 263.

১১ Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, in MECW, vol. 3, p. 231.

১২ দ্রষ্টব্য Maximilien Rubel, 'Introduction', in Maximilien Rubel (ed.), Karl Marx, Œuvres. Economie II. Paris: Gallimard, 1968, pp. liv– lv.

১৩ Karl Marx, 'On the Jewish Question', in MECW, vol. 3, p. 174.

১৪ দ্রষ্টব্য Cf. Walter Tuchscheerer, Bevor 'Das Kapital' entstand. Berlin: Dietz, 1968, p. 56.

১৫ Karl Marx, 'Exzerpte aus Jean Baptiste Say [1767–1832]: Traité d'économie politique', in MEGA 2, vol. IV /2, p. 316.

১৬ Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, pp. 270–1.

১৭ ঐ., p. 281.

১৮ Pierre-Joseph Proudhon, What is Property? New York: Humboldt Publishing Company, 1890, p. 44f. ১৯ Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, p. 292.

২০ মার্ক্সের লেখায় দুটি শব্দই আছে- Entfremdung ও Entäusserung। হেগেলের কাছে দুটির ভিন্নার্থ, মার্ক্সের কাছে সমার্থক। দ্রষ্টব্যঃ Marcella D'Abbiero, Alienazione in Hegel. Usi e signifi cati di Entäusserung, Entfremdung, Veräusserung. Rome: Edizioni dell'Ateneo, 1970, pp. 25

২১ Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, in MECW, vol. 3, p. 272.

২২ ঐ p. 274.

২৩ ঐ., p. 277. দ্রষ্টব্য-চার খন্ডে লেখা Bertell Ollman, Alienation. New York: Cambridge University Press, 1971, pp. 136–52.

২৪ Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, p. 280. Th e Encounter

২৫ Marx, 'Comments on James Mill, Élémens d'économie politique', in MECW, vol. 3, p. 228.

২৬ মার্ক্স ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে যখন অর্থশাস্ত্র নিয়ে আবার লেখা শুরু করেন, একাধিক বার 'বিযুক্তি' শব্দটি এনেছেন। যেভাবে '১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দর্শনবিষয়ক পাণ্ডুলিপি'তে বিশ্লেষণের সময় ব্যবহার করেছেন, অনেকটা সেইরকম, যদি অন্তর্বর্তী কালে তাঁর অধ্যয়ন লক্ষ্যণীয়ভাবে গভীরতর ছিল।অর্থনৈতিক বিভাগ ধারাগুলি সম্পর্কে অব হিত হওয়া ও সামাজিক বিশ্লেষণক্ষমতা আরো চুলচেরা হওয়ায় 'পুঁজি'তে ও তার প্রস্তুতিপর্বের পাণ্ডুলিপিতে বিযুক্তি ধারণা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। দ্রষ্টব্য Marcello Musto, 'Revisiting Marx's Concept of Alienation', in Marcello Musto (ed.), Marx for Today, pp. 108–14.

২৭ Marx, 'Comments on James Mill, Élémens d'économie politique', in MECW, vol. 3, p. 217 and p. 220.

২৮ Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, p. 272.

২৯ Marx, 'Comments on James Mill, Élémens d'économie politique', in MECW, vol. 3 p. 228.

৩০ Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, p. 294.

৩১ ঐIbid., p. 296.

৩২ ঐ., p. 297.

৩৩ Arnold Ruge to Ludwig Feuerbach, 15 May 1844, in Enzensberger (ed.), Gespräche mit Marx und Engels, vol. 1. Frankfurt: Suhrkamp, 1973, pp. 23–4.

৩৪ Arnold Ruge to Max Duncker [1811–1886], 29 August

1844, in Enzensberger (ed.), Gespräche mit Marx und Engels, vol. 1, p. 31.

৩৫ দ্রস্টব্য See Paul Lafargue, in Enzensberger (ed.), Gespräche mit Marx und Engels, p. 32.

৩৬ এই জটিল সম্পর্ক প্রসঙ্গে দেখুন David Ryazanov, 'Einleitung', in MEGA, vol. I/1.2, p. xix যাতে প্রথম নির্দিষ্টভাবে জানা যায় যে উদ্ধৃতাংশের খাতাপত্র ও প্রকৃত প্রস্তুতিকল্পে লেখাজোখা নোটবুকগুলির মধ্যে পার্থক্য খোঁজা মুস্কিল।

৩৭ দ্রষ্টব্য Jürgen Rojahn, 'Marxismus – Marx – Geschichtswissenschaft. Der Fall der sog. "Ökonomischphilosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844"', International Review of Social History, vol. XXVIII, n. 1, 1983, p. 20. তাছাড়া এগুলি প্রথম সামগ্রিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৩২ এ, দুটি পৃথক সংস্করণে। সেই সংকলন একত্রিত করেন দুই সোশ্যাল ডেমক্র্যাট পন্ডিত ল্যান্ডশুট ও মেয়ারঃ শিরোনাম Nationalökonomie und Philosophie, in Karl Marx, Der historische Materialismus. Die Frühschrift en (eds) Siegfried Landshut and Jacob Peter Mayer. Leipzig: Alfred Kröner, 1932, pp. 283–375, মেগা-য় শিরোনাম Ökonomisch- philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, in MEGA, vol. I/3, pp. 29–172. কিন্তু দুইয়ের বিষয়বস্তু আলাদা, অধ্যায়গুলির পর্য্যায়ক্রমেও বড় রকমের ফারাক।ভুলে ভরা ল্যান্ডশুট-মেয়ার সংস্করণে মূল পান্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করা যায় না, যার মধ্যে আছে প্রথম সন্দর্ভগুচ্ছ, তথাকথিত প্রথম পান্ডুলিপি যাকে মার্ক্সের প্রথম পান্ডুলিপি হিশেবে চালানো হয়, কিন্তু আসলে হেগেলের আত্মার প্রপঞ্চবিজ্ঞানের সারসংক্ষেপ। তবু মেগার প্রথম সংস্করণের সম্পাদকেরা পান্ডুলিপিগুলির নামকরণ ও মুখবন্ধ লেখার সময় (যখন দেখা গেল এটি তৃতীয় পান্ডুলিপির অংশ) এবং সমস্ত সন্দর্ভগুলি একসাথে প্রকাশের পরিকল্পনা করছিলেন, তাঁরা ভাবিয়েছিলেন যে মার্ক্সের সবসময় ইচ্ছে ছিল রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের

সমালোচনা লেখা ও সেইমত অধ্যায়বিভাজন। দ্রষ্টব্য ইয়্যুরগেন রইহান-'Th e Emergence of a Th eory: Th e Importance of Marx's Notebooks Exemplifi ed by Th ose from 1844', Rethinking Marxism, vol. 14 (2002), n. 4, p. 33. See also, Margaret Fay, 'Th e Infl uence of Adam Smith on Marx's Th eory of Alienation', Science & Society, vol. 47 (1983), n. 2, pp. 129–51।

৩৮ দোষী ডেভিড ম্যাকলেলানও David McLellan- Marx before Marxism. Harmondsworth: Penguin, 1972, pp. 210–11

৩৯ যদিও এজন্য মার্ক্সের রচনা নিয়ে অনন্ত বিতর্কের অবসান হচ্ছে না, পাঠক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে দুটি দেখতে পারেন ল্যান্ডশুট ও মেয়ার যা প্রথম পাঠ করেন, কেন না তা "এক অর্থে মার্ক্সের প্রধান কাজ... তাঁর সমগ্র ধারণাগত বিকাশের কেন্দ্র বিন্দু" যা "কোন ভাবেই 'পুঁজি' থেকে এগিয়ে নেই" Karl Marx, Ökonomisch- philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, in MEGA, vol. I/3, pp. 29–172, আর দ্বিতীয়টি আছে আলতুসে-র 'জ্ঞানতত্বগত ছেদ'এর থিসিস' For Marx. Harmondsworth: Penguin, 1969, p. 33f,দ্রস্টব্য Marcello Musto, 'Th e myth of the "young Marx" in the interpretations of the Economic and Philosophic Manuscripts of 1844', Critique, vol. 43 (2015), n. 2, pp. 233–60.

৪০ MEGA 2, vol. IV /2, pp. 279–579, and MEGA 2, vol. IV /3, pp. 31–110 তেও আছে।

৪১ রইহানের মতে,মার্ক্সের ১৮৪৪ সালের পাণ্ডুলিপি তাঁর সেই সময়কার উদ্ধৃতিপঞ্জী থেকেই,'Th e Emergence of a Th eory', p. 33।

৪২ সেই সময় মার্ক্স ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রবিদদের বইগুলির ফরাসী তর্জমা পড়ে চলেছেন।

৪৩ Karl Marx, 'Exzerpte aus Jean Baptiste Say : Traité d'économie politique', in MEGA 2, vol. IV /2, pp. 301–27.

৪৪ Karl Marx, 'Exzerpte aus Adam Smith : Recherches

sur la nature et les causes de la richesse des nations', in MEGA 2, vol. IV /2, pp. 332–86.

৪৫ Karl Marx, 'Exzerpte aus David Ricardo : Des principes de l'économie politique et de l'impôt', in MEGA 2, vol. IV /2, pp. 392–427.

৪৬ Karl Marx, 'Exzerpte aus James Mill : Élémens d'économie politique', in MEGA 2, vol. IV /2, pp. 428–70. the biweekly of German émigrés in Paris, as a contribution to the intellectual education of its readers.

৪৭ Jacques Grandjonc, Marx et les communistes allemands à Paris 1844. Paris: Maspero, 1974, pp. 61–2. সর্বোপরি মার্ক্সের তাঁর নোট-টিকাগুলি সময়ান্তরে পুন র্পাঠের অভ্যাসের দরুন তিনি সেই সমস্ত নোট Grundrisse, in Economic Manuscript of 1861–63, ও Capital, Volume I-এ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

৪৮ দ্রষ্টব্য Rojahn, 'Th e Emergence of a Th eory। মার্ক্সের নোটবুকগুলির গুরুত্ব ১৮৪৪ সাল থেকেই ক্রমদীপ্যমান। p. 45. 46 আরেকটি বুর্জোয়া সমাজের একটি মূল দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলেঃ 'শ্রমিকা/শ্রমিক যত উৎপাদন করবে, যত তার উৎপাদনের ক্ষমতা ও আকার বাড়াবে, তত দরিদ্র হবে'।

48 Cf.: Th e Importance of Marx's Notebooks Exemplifi ed by Th ose from 1844', Another demonstrate one of the main contradictions of bourgeois society: 'Th e worker becomes all the poorer the more wealth he produces, the more his production increases in power and size.'

৪৯ Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, pp. 271–2.

৫০ Michael Löwy, Th e Th eory of Revolution in the Young Marx. Boston: Brill, 2003, pp. 29–30.

৫১ Karl Marx, 'Critical Marginal Notes on the Article "Th e King of Prussia and Social Reform. By a Prussian"', in MECW, vol. 3, p. 205.

৫২ ঐ p. 197.

৫৩ Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, p. 279. 54 Ibid.,

৫৪ ঐ p. 294.

৫৫ Bruno Bauer (ed.), Allgemeine Literatur-Zeitung, vol. 6. Charlottenburg: Verlag von Egbert Bauer, 1844, p. 32.

৫৬ Karl Marx, 'Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law. Introduction', in MECW, vol. 3, p. 177.

৫৭ আলজেমিন লিতারেতুর ৎসাইটুংএ কর্মরত ব্রুনো বয়ার অন্যান্য তরুণ হেগেলপন্থী বিদ্রূপ ও নামকরণ করতে মার্ক্স 'পূত পরিবার'-এই বিশেষণটি ব্যবহার করেন।

৫৮ Marx, 'Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law. Introduction', p. 178.

৫৯ Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, p. 302.

৬০ Ernest Mandel, Th e Formation of the Economic Th ought of Karl Marx. London: New Left Books, 1971, p. 210.

৬১Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, p. 297.

৬২Karl Marx and Friedrich Engels, Th e Holy Family, in MECW, vol. 4, p. 121.

৬৩Karl Marx, 'Letters from Deutsch-Französische Jahrbücher', in MECW, vol. 3, p. 141.

৬৪ Marx, 'Contribution to the Critique of Hegel's Phi-

losophy of Law. Introduction', p. 183.

৬৫ Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, p. 280. Th e Encounter with demand for emancipation but a radical transformation of the real process of production.

৬৬ Karl Marx, 'Draft Plan for a Work on the Modern State', in MECW, vol. 4, p. 666.

৬৭Karl Marx, 'Draft of an Article on Friedrich List's Book Das Nationale System der Politischen Oekonomie', in MECW, vol. 4, pp. 265–94.

৬৮ Heinrich Bürgers, in Enzensberger (ed.), Gespräche mit Marx und Engels, p. 46.

৬৯ Friedrich Engels to Karl Marx, beginning of October 1844, in MECW, vol. 38, p. 6.

৭০ বস্তুত এঙ্গেলস-এর লেখা মাত্র দশ পৃষ্ঠা মত। বিযুক্তি তার ভিতরেই নিঃশক্তি ও বাস্তবে অমানবিক অস্তিত্ব। 71

৭২ ঐ Ibid., p. 53.

৭৩ ঐ Ibid., p. 82.

৭৪ Friedrich Engels to Karl Marx, 20 January 1845, in MECW, vol. 38, pp. 17–18.

৭৫ Th e contract is published in MECW, vol. 4, p. 675

৭৬ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী উপাখ্যানরচিয়তা মার্ক্স-চিন্তনে এতকাল অনর্জনীয় অকপটতা ও যান্ত্রিক চূড়ান্ত লক্ষ্য চাপিয়ে এসেছে আর এভাবেই জ্ঞানার্জনের পথে বিকৃতি ও অতি-জীর্ণতা কায়েম করেছিল। তার পরিবর্তে বিধেয় মার্ক্সের শ্রমজাত জনন,বৌদ্ধিক ঋণ ও ঔপপত্তিক অর্জন পুনর্নির্মাণ করে তাঁর কাজের জটিলতা ও সম্পদ তুলে ধরা।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক সংকটের প্রতীক্ষা

১। অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন চলমান

মার্ক্স ফেব্রুয়ারী ১৮৪৫-এ ব্রাসেলসে চলে এলেন, সরকার-এর শর্ত ছিল তিনি 'তখনকার রাজনীতি নিয়ে কোন লেখা প্রকাশ করতে পারবেন না।'[১] স্ত্রী ইয়েনি ফন ওয়েস্টফ্যালেন ও প্যারিসে কয়েক মাস আগে জন্মানো প্রথমা কন্যা ইয়েনি (১৮৪৪-১৮৮৩)কে নিয়ে মার্চ ১৯৪৮ অব্দি সেখানে থাকলেন। সেই তিন বছরে, বিশেষত ১৮৪৫-এ তিনি গভীরভাবে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রে অধ্যয়ন করলেন, যা ফলদায়কও হয়েছিল।

মার্চ ১৮৪৫-এ তিনি জর্মন ফ্রিডরিখ লিস্ট-এর 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের জাতীয় ব্যবস্থা' বইটির সমালোচনা[২] প্রণয়নকার্যরত হন, কিন্তু অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারী-জুলাইএর মধ্যে উদ্ধৃতিসহ ছ'টি খাতাভরা লেখাজোখা করেন, যা ব্রাসেলস নোটবুক্স নামে খ্যাত – মূলত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের বুনিয়াদী ধারণাসমন্বিত, বিশেষত সিসমঁদির 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র-চর্চা' (১৮৩৭), আঁরি স্তোর্চ (১৭৬৬-১৮৩৫)-এর 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র পাঠক্রম (১৮২৩) ও পেলেগ্রিনো রোসি-র(১৭৮৭-১৮৪৮) 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র পাঠক্রম' (১৮৪৩) নিয়ে। একই সঙ্গে মার্ক্স বৃহৎ শিল্পে যুক্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে ভাবছিলেন ও চার্লস ব্যাবেজ-এর (১৭৯১-১৮৭১) যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রোৎপাদকদের অর্থব্যবস্থা (১৮৩৩) থেকে পাতার পর পাতা নকল করেছিলেন।[৩] এঙ্গেলস-এর সাথে 'শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্রী লেখকদের রচনাবলী জর্মন তর্জমা নিয়ে একটি গ্রন্থাগার' গড়ার পরিকল্পনা করছিলেন।[৪] কিন্তু কোন প্রকাশকই পেলেন না, যারা স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থ যোগান দিতে পারবে। কাজেই সে পরিকল্পনা বাদ দিয়ে পুনরায় কাজে নিয়োজিত হলেন।

মার্ক্স জুলাই-অগাস্টে ম্যাঞ্চেস্টারে থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত অর্থশাস্ত্রীয়

সাহিত্যের বিপুল ভান্ডার খতিয়ে পড়লেন, যা তাঁর ভাবিত গ্রন্থ রচনার জন্য অত্যন্ত জরুরী কাজ। তিনি নয়টি খাতা জুড়ে উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করলেন, যা ম্যাঞ্চেস্টার নোট বুক নামে পরিচিত। তাতে ছিল রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সারসংক্ষেপ ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুস্তকাদি; যথা টমাস কুপারের (১৭৫৯-১৮৩৯) 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মূলসূত্র'(১৮৩১),টমাস টুকে-র (১৭৭৪-১৮৫৮) 'দরদামের ইতিহাস ও সংবহনের পরিস্থিতি (১৮৩৮), জন র‍্যামজে ম্যাককুলোচ-এর 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র সংগ্রহ' (১৮৪৫) ও জন স্টুয়ার্ট মিল(১৮০৬-১৮৭৩)-এর 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের কিছু অসমাধান্য সমস্যাদি(১৮৪৪)।[৫] সমাজতন্ত্রী সাহিত্যে সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থগুলিতে মার্ক্স-এর বিপুল অনুসন্ধিৎসা জেগেছিল ও সেগুলি থেকে অনেক উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ নিয়ে বিশেষ উল্লেখ্য জন ফ্রান্সিস ব্রে-র(১৮০৯-১৮৯৭) 'লেবার্স' রংস অ্যান্ড লেবার্স' রেমেডি(১৮৩৯) ও রবার্ট আওয়েন(১৭৭১-১৮৫৮)-এর 'ফর্মেশ্যন অফ হিউম্যান ক্যারেক্টার অ্যান্ড বুক অফ দি নিউ মর্‌যাল ওয়ার্ল্ড (১৮৪০-৪৪)।[৬] এঙ্গেলস-এর প্রথম গ্রন্থ 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'তেও এমন যুক্তিমালা আছে। এটি ১৮৪৫এ প্রকাশিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক অধ্যয়নের পাশাপাশি বেলজিয়ামের রাজধানীতে থাকাকালীন মার্ক্স আর একটি প্রকল্পে নিয়োজিত ছিলেন, যা সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। নভেম্বর ১৮৪৫এ এঙ্গেলস,যোসেফ ওয়াইডারমেয়ার(১৮১৮-১৮৬৬) ও মোসেস হেস-এর সাথে 'আধুনিক জর্মন দর্শনের এবং নানা প্রবক্তার জর্মন সমাজতন্ত্র ব্যাখ্যার সমালোচনাগ্রন্থ লিখবেন, যার ব্যাখ্যাতা লুদ্বিগ ফয়ারবাখ, ব্রুনো বয়ার ও ম্যাক্স স্টার্নার।[৭] সেই প্রয়াসজাত সন্দর্ভ 'জর্মন মতাদর্শ' নামে মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর মরণোত্তর-প্রকাশিত,যার দুটি লক্ষ্য ছিলঃ জর্মনিতে তখন সদ্য-চর্চিত নব্য-হেগেলবাদের(অক্টোবর ১৮৪৪-এ স্টার্নারের 'দি ইগো অ্যান্ড হিজ ওন' প্রকাশিত হয়েছিল) মোকাবিলা আর হ'ল যা মার্ক্স তাঁর প্রকাশক কার্ল হ্বিলহেল্ম জুলিয়াস লেস্কে- কে লিখেছিলেন, 'অতীত ও বর্তমানে জর্মন পন্ডিতদের চিন্তার বিপরীত মেরুতে অর্থনীতি বিষয়ে আমার অর্থনীতিগত

ভাবনা জনসমক্ষে আনা। সেই সন্দর্ভ রচনায় তিনি [৮] জুন ১৮৪৬ পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন,শেষ করতে পারেন নি। কিন্তু সেটা তাঁকে তাঁর চিন্তন স্বচ্ছতরভাবে প্রকাশে সহায়ক হয়েছিল, যদিও তখনও নির্দিষ্ট রূপ নেয় নি। তার চল্লিশ বছর পরে মার্ক্স তা সাধারণ্যে সংজ্ঞায়িত করেনঃ 'ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা।'

মার্ক্স 'অর্থনীতি'র অগ্রগতি সম্পর্কে যে অবহিত ছিলেন, ১৮৪৬তে তাঁর লেস্কে-কে লেখা পত্রাবলী দেখা দরকার। অগাস্ট-এ তিনি তাঁর প্রকাশককে জানালেন, 'সবটা না হলেও প্রথম খন্ডের পান্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয়েছে 'অনেক দিন আগেই', কিন্তু তা তিনি 'আরেকবার বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী পরির্মাজন না করে ছাপাতে দেবেন না। বলা বাহুল্য, কোন সদাচর্চারত লেখক ৬ মাস আগে যা লিখেছেন ৬ মাসের শেষে সেটাই আক্ষরিকভাবে প্রকাশিত হতে দিতে পারে না।' তবু তিনি অদূর ভবিষ্যতে বইটি লেখা শেষ করে আনবেন, সেই অঙ্গীকার করলেন-'নভেম্বরের শেষে পরিমার্জিত প্রথম সংস্করণ ছাপার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই তার পরেই লেখা সম্পূর্ণ হবে, সেটা চরিত্রগতভাবে আরো ইতিহাসনির্ভর।' [১০] কিন্তু এই রিপোর্টগুলি তাঁর মেহনতের প্রকৃত প্রতিফলন নয়, কেন না তাঁর কোন পান্ডুলিপিই 'সার্বিক হলেও সম্পূর্ণ নয়'; প্রকাশক ১৮৪৭-এর গোড়াতেও একটি পান্ডুলিপিও হাতে পান নি, তিনি চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন।

এই ক্রমান্বিত বিলম্বের কারণ মার্ক্সের দিক থেকে কর্মোৎসাহের অভাব নয়। সেই সময় তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে কখনো বিরত হন নি। তিনিই ১৮৪৬-এর বসন্তে 'কমিউনিস্ট পত্রালাপ কমিটি প্রতিষ্ঠার হোতা, যার কাজ ছিল ইয়োরোপের নানা শ্রমিক লীগের মধ্যে সংযোগ দেখভাল করা। তথাচ ঔপপত্তিক কাজেই ছিল তাঁর অগ্রাধিকার, তাঁর সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎকারীদের ভাষ্য এমনই। জর্মন কবি গিয়র্গ হ্বির্থ (১৮২২-১৮৫৬) ১৮৪৬-এর নভেম্বরে লিখছেনঃ 'মার্ক্সকে এক অর্থে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান মনে করা হ'ত। অনেক স্বাখ্যাত কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী একবার যদি জানতেন এই মানুষটি কি করে, তাহলে বিস্ময়-বিমূঢ় হতেন। আমেরিকা, ফ্রান্স, জর্মনি ইত্যাদি দেশের শ্রমিকা/শ্রমিকদের অদ্ভুত কর্ম-পরিস্থিতি

বোঝানোর জন্য মার্ক্স অহর্নিশ কাজ করতেন।...রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠে পাগলের মত পরিশ্রম করতেন। অনেকদিন চার ঘন্টাও ঘুমোন নি।[১১]

মার্ক্সের নিজের অধ্যয়নের জন্য লেখাজোখা ও মুদ্রিত রচনাদি তাঁর পরিশ্রান্তির নিদর্শন। তিনটি মোটা খাতাভর্তি উদ্ধৃতি ১৮৪৬-এর শরৎ থেকে ১৮৪৭-এর সেপ্টেম্বরে, যা প্রধানত অর্থনৈতিক ইতিহাস ও সেই সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ট জর্মন অর্থশাস্ত্রবিদ গুস্তাভ ফন গিয়ুলিচ (১৭৯১-১৮৪৭)-এর হিস্টরিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ দি ট্রেড,ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এগ্রিকালচার অফ দি মেন কন্টেম্পোর্যারি ট্রেডিং নেশ্যন্স (১৮৩০ থেকে।[১২] ডিসেম্বর ১৮৪৬-এ পড়লেন পিয়ের-যোসেফ প্রুধোঁর 'অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রণালো বা দারিদ্রের দর্শন', যা তাঁর কাছে 'দুর্বল' কাজ মনে হ'ল।[১৩] ঠিক করলেন তার একটি সমালোচনা লিখবেন। এপ্রিল ১৮৪৭-এ লিখে ফেললেন এবং ফরাসীতে, কারণ তাঁর প্রতিপক্ষ জর্মন জানতেন না; নাম দিলেন 'দর্শনের দারিদ্র'। ছেপে বেরুল জুলাই মাসে। রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে সেটাই মার্ক্সের প্রথম প্রকাশিত বই,যেখানে তিনি তাঁর মূল্য তত্ত্বের ধারণা পেশ করলেন, সামাজিক বাস্তবতার যথাযথ পদ্ধতিতাত্বিক বিশ্লেষণ করলেন এবং উৎপাদন পদ্ধতির ইতিহাসগতভাবে অস্থায়ী চরিত্রের ব্যাখ্যা দিলেন।

পরিকল্পিত গ্রন্থ রচনা (রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা) শেষ করতে না পারা মার্ক্সের প্রতিশ্রুতি পালনে গাফিলতি নয়, বরং তাঁকে নানা বাধার মোকাবিলা করতে হয়েছিল।তাঁর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু এত বিশাল ছিল যে তার তা চরিত্রগত গম্ভীরতা ও সমালোচনামূলক বিবেকী দায়সহ সম্পাদনে অনেক অনেক বছর লাগত। মার্ক্সের পরিশ্রান্তির শুরু ১৮৪০-দশকের শেষদিকে, যদিও মার্ক্স তখনও বুঝতে পারেন নি।

২। নির্বাসনে নির্জনতা

সামাজিক অসন্তোষ ১৮৪৭-এর দ্বিতীয়ার্ধে যত দানা বাঁধছিল, মার্ক্সের রাজনৈতিক আলিপ্ততা তত সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠছিল।[১৪] জুনে লন্ডনে

আন্তর্জাতিক শাখাসমূহসমেত জর্মন শ্রমিক ও কারিগর সমিতি কমিউনিস্ট লীগ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অগাস্টে মার্ক্স ব্রাসেলসে জর্মন শ্রমিক সমিতি স্থাপন করলেন। নভেম্বরে ব্রাসেলস গণতান্ত্রিক সমিতির সহ-সভাপতি হলেন, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি বিপ্লবী অংশ ও একটি আরো নরমপন্থী গণতান্ত্রিক অংশ। বছরের শেষে কমিউনিস্ট লীগ মার্ক্স ও এঙ্গেলসকে রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব দিল। সেটাই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৮-এ সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত হ'ল কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার শিরোনামে। তার প্রথম বাক্যঃ 'ইউরোপ ভূত দেখছে–কমিউনিজমের ভূত',যা সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত হ'ল। যেমন সুপরিচিত হ'ল তার অন্যতম সার সিদ্ধান্তঃ 'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলেরই ইতিহাস শ্রেনী সংগ্রামের ইতিহাস।'[১৫]

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার প্রকাশের সেটাই ছিল শ্রেষ্ঠ সময়।[১৬] তার অব্যবহিত পরেই অভূতপূর্ব সম্ভাবনা ও তীব্রতা নিয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম ইয়োরোপীয় মহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে সংকটে ঠেলে দিল। বিদ্রোহ প্রশমিত করতে সরকারগুলি সম্ভাব্য সবরকম দমনমূলক ব্যবস্থা নিল। মার্ক্স মার্চ ১৮৪৮-এ বেলজিয়াম থেকে বহিস্কৃত হয়ে গেলেন ফ্রান্সে, যেখানে সদ্য ঘোষিত হয়েছে সাধারণতন্ত্র-ব্যবস্থা।স্বভাবতই তিনি রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়নের কাজ স্থগিত রেখে বিপ্লবের সমর্থনে সাংবাদিকতার কাজে নিমগ্ন হলেন, রাজনৈতিক পরিক্রমা সুপারিশে সাহায্যার্থে। এপিলে চলে গেলেন রাইনল্যান্ডে, অর্থনৈতিক দিক থেকে জর্মনীর সবচেয়ে উন্নত ও রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে খোলামেলা অঞ্চল।জুন মাসে প্রকাশ করলেন রাইন অঞ্চলের কোলনে নতুন সংবাদপত্র নয়ে রাইনিশ ৎসাইটুং।বিদ্রোহীদের স্বার্থের সমর্থনে প্রলেতারিয়েতকে 'সামাজিক ও সাধারণতান্ত্রিক বিপ্লবে' উদ্বুদ্ধ করতে সংবাদপত্রের কলামগুলিতে প্রকাশিত হতে থাকল তীব্র বিক্ষোভের খবর।[১৭]

যদিও তাঁর প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক বিবরণী, এপ্রিল ১৮৪৯-এ তিনি রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা নিয়ে একাদিক্রমে কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল বুর্জোয়ারা ও তাদের শ্রেণী শাসনের অস্তিত্ব যেভাবে

সম্পর্কিত ও শ্রমিকা/শ্রমিকদের দাসত্ব চলমান তা নিয়ে নিবিড়ভাবে অবলোকনের এটাই সময়'। [১৮] ব্রাসেলসে জর্মন শ্রমিক সমিতিতে ডিসেম্বর ১৮৪৭-এ মজুরি শ্রম ও পুঁজি শিরোনামে প্রদত্ত বক্তৃতার ভিত্তিতে পাঁচটি প্রবন্ধ লিখলেন, যাতে মার্ক্স সাধারণ মানুষের কাছে আগেকার থেকে আরো বিশদভাবে ও শ্রমিকা/শ্রমিকদের কাছে বোধগম্য ভাষায় তুলে ধরলেন কিভাবে পুঁজি মজুরি শ্রম শোষণ করছে, সে নিয়ে তাঁর ভাবনা।

গোটা ইয়োরোপে উদিত ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী আন্দোলন স্বল্পকালের মধ্যে পরাস্ত হয়েছিল। কর্তৃত্ববাদী রক্ষণশীলদের পরাভবের কারণগুলির মধ্যে ছিল অর্থব্যবস্থার সংকট নিরসন, শ্রমিক শ্রেনীর দুর্বলতা, কোন কোন দেশে সাংগঠনিক কাঠামোর নামমাত্র অস্তিত্ব, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিদের সংস্কারের পক্ষে গিয়ে সমর্থন প্রত্যাহার। শেষোক্তদের অভিজাত শ্রেণীমুখী হওয়ার কারনে মাত্রাতিরিক্ত পরিবর্তনবাদ বাধা পেল। এ সমস্তই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সরকারের উপর কঠোর মুষ্ঠি দৃঢ়তর করল।

ঘোরতরভাবে বেশ কিছুকাল রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত হবার পরে মে ১৮৪৮-এ মার্ক্স প্রুশিয়া থেকে বহিস্কারের আদেশ পেয়ে আবার ফ্রান্সের পথে পা বাড়ালেন।কিন্তু প্যারিসে বিপ্লবের পরাভবের পরে সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁকে ম্যালেরিয়া-প্রবণ প্রায় জনমানবশূন্য ব্রেতানের মরবিয়াঁতে থাকার অনুমতি দিল।'আমার অন্তরালে জীবননাশের আশঙ্কা', এই ভেবে তিনি ফ্রান্স ত্যাগ করে লন্ডন যাওয়া স্থির করলেন, 'সেখানে একটি জর্মন সংবাদপত্র প্রকাশের ইতিবাচক সম্ভাবনা আছে'।[১৯] ঠিক করলেন বাকি জীবন ইংল্যান্ডে নির্বাসনে,রাষ্ট্রহীন হয়ে থাকবেন, কারণ রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা লেখার এর চেয়ে ভালো স্থান ইয়োরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীল মহল দেয় নি। লন্ডন তখন বিশ্বের অগ্রণী অর্থনৈতিক ও আর্থ কেন্দ্র, 'বুর্জোয়া মহাজগতের সৃষ্ঠিকর্তা' [২০] আর তাই তাঁর কাছে সাম্প্রতিকতম অর্থনৈতিক ঘটনাবলী বীক্ষণ ও পুঁজিবাদী সমাজ নিয়ে অধ্যয়ন পুনরাম্ভের উপযুক্ত স্থান।

মার্ক্স ১৮৪৯-এর গ্রীস্মে যখন ইংল্যান্ডে পৌঁছলেন, তখন তাঁর বয়স একত্রিশ। রাজধানী শহরে তাঁর জীবনে আদৌ প্রশান্তি ছিল না। লন্ডনের দরিদ্রতম সবচেয়ে অবহেলিত সোহা জেলায় থাকতেন, - লরা(১৮৪৫-

১৯১১)র জন্মের পরে এডগার(১৮৪৭-১৮৫৫), গুউডো(১৮৪৯-৫০) ও ১৮৪৯-এ তাঁদের পরিবার-ঘনিষ্ঠ ও দায়বদ্ধ হেলেনে ডেমুথ(১৮২০-১৮৯০) যোগ দেন। ছয়-সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের চরম দারিদ্রে জীবন অতিবাহিত হত। পারিবারিক সমস্যা ছাড়াও প্রবাসী জর্মনদের ত্রাণ কমিটির কাজে তিনি লিপ্ত ছিলেন, মার্ক্স যার অনুমোদন এনেছিলেন কমিউনিস্ট লীগ থেকে, যার কাজ ছিল লন্ডনে রাজনৈতিক শরণার্থীদের সহায়তা।

প্রতিকূলতা সত্বেও মার্চ ১৮৫০-এ মার্ক্স এক নতুন প্রকাশনা সংস্থা শুরু করার লক্ষ্যপূরণ করলেন, নয়ে রাইনিশ ৎসাইটুং পোলিটিশ্চ ওকোনোমিশ্চে রেভু (নয়া রাইনীয় সংবাদপত্রঃরাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমীক্ষা) – একটি মাসিক পত্রিকা- যা অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করবে, যার ভিত্তিতে গোটা রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত গড়বে। তিনি বিশ্বাস করতেন 'আপাতশান্ত সময়ই এখন ব্যবহার করতে হবে সদ্য অভিজ্ঞতালব্ধ বৈপ্লবিক পর্য্যায় ব্যাখ্যায়, পরস্পর সংঘাতী দলগুলির চরিত্র ও যে সামাজিক অবস্থা তাদের অস্তিত্ব ও তাদের লড়াই নির্ধারণ করতেন।' [২১]

মার্ক্স ভুল করেও বিশ্বাস করতেন,সেই সময়টা একটি সদ্যঘটিত বিপ্লব ও আরেকটি অপেক্ষমান বিপ্লবের অন্তর্বর্তী কাল। ডিসেম্বর ১৮৪৯-এ তাঁর বন্ধু ওয়াইডারমেয়ারকে লিখলেন, 'আমার এ ব্যাপারে সংশয় নেই যে তিনটে বা দুটো মাসিক সংখ্যা (নয়ে রাইনিশ ৎসাইটুং) প্রকাশের মধ্যেই বিশ্বজোড়া অগ্নিদাহ ঘটবে এবং সাময়িকভাবে হলেও রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র সংহারের সুযোগ আসবে'। এক 'প্রবল শিল্পগত, কৃষিগত ও বানিজ্যিক সংকট অবশ্যম্ভাবী।' [২২] এবং তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে এক নতুন বৈপ্লবিক আন্দোলন জাগরিত হচ্ছে, যদিও সেই সংকট ঘটার পরে, যা শিল্পগত ও বানিজ্যিক সমৃদ্ধিহার দুর্বল করে দিলে প্রলেতারিয় জনশক্তি বল পাবে। তার পরেই ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০-এ 'ফ্রান্সের শ্রেণী সংগ্রাম' ধারাবাহিকভাবে নয়ে রাইনিশ ৎসাইটুং-এ প্রকাশিত হ'ল, যেখানে তিনি জোর দিয়ে বললেন, একটি 'সত্যিকারের বিপ্লব তখনই সম্ভব যখন উৎপাদনের আধুনিক শক্তিসমূহ আর বুর্জোয়া উৎপাদনের আধারের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে।একটি নতুন বিপ্লব কেবলমাত্র নতুন সংকটের ফল হতে পারে। এই সংকটের মত

এটাও নিশ্চিত।' [২৩] অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রত্যাবৃত হলেও মার্ক্স এই অভিমত পরিবর্তন করেন নি এবং নয়ে রাইনিশ ৎসাইটুং-এর জানুয়ারী –ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখলেন এই আরোহণ বেশিদিন টিকবে না, কারণ ইস্ট ইন্ডিজের বাজারগুলি 'এখনই প্রায় সম্পৃক্ত' আর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার গতিমুখও সেদিকেই। তাই "অতি-যোগানের খবর চাউর হবার সাথে সাথে ফাটকাবাজার ও উৎপাদনে 'ভীতি' সঞ্চারিত হবে –হয়ত বসন্ত-শেষের আগেই, জুলাই-অগাস্টের পরে নয়। তবে এই সংকট আর মহাদেশে বিপুল সংঘর্ষ যুগপথ ঘটবে, যার ফলাফল পূর্বেকার যে কোন সংকট থেকে অন্যতর। এ যাবত প্রতিটি সংকট কোনো নতুন অগ্রগতির সংকেত সূচিত করলেও ভূ-সম্পত্তিমালিকদের শিল্প-বুর্জোয়া ও আর্থ-বুর্জোয়া এই সংকটকে আধুনিক ইংরেজ বিপ্লবের সূচনায় উত্তীর্ণ করবে।" [২৪]

পরের সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৮৫০) মার্ক্স বললেন ঐ ইতিবাচক অর্থনৈতিক সন্ধিক্ষণ এক সাময়িক উন্নতি ব্যতিরেকে কিছু নয়, পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় রেলপথ ক্ষেত্রে অতি-উৎপাদন ও অতিরিক্ত ফাটকাবাজারি আরেক সংকট সৃষ্টি করল যার ফল হবে আগেকার সংকটের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।তার সমস্থানিক কৃষি সংকট...।ইংল্যান্ডে এই দ্বৈত সংকট ত্বরান্বিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে, আরো অগ্নিগর্ভ করে তুলছে একই সঙ্গে মহাদেশে আসন্ন মৃগী ও মহাদেশীয় বিপ্লব ইংল্যান্ডের সংকট বিশ্ব বাজারে প্রতিক্ষেপনের মধ্যে দিয়ে আরো অতুলনীয়ভাবে উচ্চকিত সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের রূপ নেবে।[২৫]

শ্রমিকা-শ্রমিকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্সের কাছে চিত্রটি খুব আশাবাদী হয়ে উঠছিল, ইয়োরোপ ও আমেরিকা উভয় নাজারেই।তাঁর ভাষায়ঃ 'আমরা আশা করি অতি-উৎপাদনজনিত মন্দায় আমেরিকার প্রবেশে সংকট আগামী মাস থেকে আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে।' তাঁর উপসংহার আরো উৎসাহব্যঞ্জকঃ 'বাণিজ্য ও বিপ্লবের সমাপতন আরো আরো সম্ভাব্য হচ্ছে। সেই পরিণতি পরিপূর্ণ হচ্ছে।' [২৬]

মার্ক্স ডিসেম্বর ১৮৪৮ থেকেই গভীরতর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে নিমগ্ন হ'ন। মে-অক্টোবর ১৮৫০ সংখ্যায় (তহবিলের অভাব ও প্রুশিয় পুলিশের হয়রানিতে বাধ্য হয়ে বন্ধ করার আগে) তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে

উপনীত হলেন যে '১৮৪৮এর বিপ্লবে বাণিজ্যিক সংকটের বিপুল অবদান ছিল, যতটা না বিপ্লব করেছিল বাণিজ্যিক সংকটকে।"[২৭] তখন থেকে তাঁর চিন্তনে অর্থনৈতিক সংকট মৌলিক গুরুত্ব পেল।উপরন্তু, বেপরোয়া ফাটকা ও অতি-উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি ভবিষ্যৎবানী করলেন, 'যদি ১৮৪৮-এ শুরু শিল্পবিকাশের নতুন চক্র ১৮৪৩-৪৭-এর ধারায় চলে, ১৮৫২ সালে সংকট দেখা দেবে।' প্রত্যয়ের সাথে বললেন, ভবিষ্যৎ-এর সংকট গ্রামাঞ্চলেও দেখা দেবে এবং 'প্রথমবার শিল্প ও বাণিজ্য সংকট কৃষি সংকটের সাথে সমাপতনিক হবে।' [২৮]

সেই সময়ে মার্ক্সের বৎসরাধিক কালের ভবিষ্যৎবানী প্রমাণিত হয়েছিল। তথাচ সেই সময় তাঁর স্থির প্রত্যয় ছিল যে এক বৈপ্লবিক ঊর্মি আসন্ন, তাঁর ভাবনাগুলি লন্ডনে নির্বাসিত অন্যান্য ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক নেতাদের থেকে অনেক পৃথক ছিল। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কি রূপ পরিগ্রহ করবে, সে সম্পর্কে ভ্রান্ত হলেও তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক কাজের স্বার্থে বহমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কাদি নিয়ে অধ্যয়ন অপরিহার্য। বিপ্রতীপে,সেই সময়ের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নেতারা মনে করতেন বিপ্লবে জয়যুক্ত হবার পূর্বশর্ত 'তাঁদের ষড়যন্ত্রের যথাযথ প্রস্তুতি'; মার্ক্স এঁদের অভিহিত করেছিলেন,বিপ্লবের অপরসায়নবিদ।' [২৯] তার একটি উদাহরণ 'ইয়োরোপীয়গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় কমিটি' প্রচারিত ইশতেহার, 'জাতির প্রতি'। গুসুপ্পে মাৎসিনি (১৮০৫-১৮৭২), আলেকজান্দ্রে লেদ্রু রোলিন (১৮০৭-১৮৭৪) ও অ্যার্নল্ড রুগে ১৮৫০ সালে এর প্রতিষ্ঠা করেন। মার্ক্স-এর মতে ঐ গোষ্ঠী বলতে চেয়েছিল যে 'বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে বেতাদের আশা ও ঈর্ষা ও নানা জনশিক্ষকদের পরস্পর বৈর অভিমতের জন্য'। এছাড়া 'নির্বুদ্ধিকর' ছিল নেতাদের 'সামাজিক সংগঠন' সম্পর্কে ধারণাঃ "রাস্তায় রাস্তায় জনসমাবেশ, দাঙ্গা, হাতে-হাত ধরে দাঁড়ানো,এই সব। তাঁদের মতে বিপ্লব মানে বর্তমান সরকারের উচ্ছেদ। সেই লক্ষ্যপূরণ হলেই 'বিজয়' অর্জন।"[৩০]

মার্ক্স ১৮৫০-এর শরতে মার্ক্স প্রত্যয়িত হলেন যে এক নতুন অর্থনৈতিক সংকট ছাড়া কেউ বিপ্লব আনতে পারবে না, অন্য অনেকের প্রত্যাশা ছিল

যে আরেকটা বিপ্লব আকস্মিকভাবেই ঘটবে।[৩১] তখন থেকে মার্ক্স তাঁদের থেকে নিজেকে দূরে রাখতে শুরু করলেন যাঁরা আসন্ন বিপ্লবের খোয়াব দেখছিলেন। নিজেকে 'পুরোপুরি অবসৃত' [৩২] রেখেছিলেন।কমিউনিস্ট লীগের অন্যতম সদস্য হ্বিলহেল্ম পাইপার (১৮২৬-১৮৬৯) জানুয়ারী ১৮৫১ সালে লিখেছিলেনঃ 'মার্ক্স একান্তই অবসর জীবন যাপন করছেন। [৩৩] বন্ধুদের মধ্যে কেবল মিল ও লয়েড তাঁর সাথে দেখা করতে যান, দেখা হলে কুশল বিনিময়ে অর্থনৈতিক ভাষায় কথা বলেন।' [৩৪] পরবর্তী বছরগুলিতে লন্ডনে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম ছিল। যোগাযোগ ছিল শুধু এঙ্গেলসের সাথে, যাঁর আস্তানা তখন ম্যাঞ্চেস্টারে। মার্ক্স ১৮৫১র ফেব্রুয়ারীতে তাঁকে লিখলেনঃ 'আমি খুব খুশি যে জনতা আমাদের বিশুদ্ধভাবে বিচ্ছিন্ন রেখেছে,তোমাকে, আমাকে, আমাদের। এটা আমাদের মানসিকতা, নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।' [৩৫] এঙ্গেলস জবাবে লিখলেন, "এর পরেও আমরা একই অবস্থান নিতে পারব, নিতে হবেঃ প্রত্যেকের নির্মম সমালোচনা।' 'মোট কথা' হ'ল এই, 'আমাদের কথা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে, 'হয় কোনো ত্রৈমাসিকে যেখানে আমরা ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ হানতে পারি অথবা মোটা বইয়ের মাধ্যমে।' সংক্ষেপে, তিনি উপসংহারে লিখলেন, 'তোমার বিরুদ্ধে এই গোটা নির্বাসিত মানুষদের গুলেবকাবলীর কোন মূল্য থাকবে,তুমি যখন ওদের জবাব দেবে তোমার রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে?' [৩৬] সংকটের ভবিষ্যৎবানী এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো। মার্ক্সের কাছে সেই সময়টা রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নে আবার পূর্ণ নিয়োজিত থাকা, পাশাপাশি এই অতিরিক্ত রাজনৈতিক লক্ষ্যও।

৩। ১৮৫০-৫৩র গবেষণার লেখাজোখা

এই তিন বছরে যখন মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নে বাধা পড়ে, ১৮৪৭-এর সংকট থেকে ক্যালিফর্নিয়া ও অস্ট্রেলয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কার কাল পর্য্যায়ে কয়েকটি অর্থনৈতিক ঘটনা ঘটে, যেগুলি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তাঁকে

গবেষণায় আরো জোর দিতে হয়, পুরনো লেখাজোখা আবার পড়তে হয়, চেস্টা করেন সেগুলিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে।[৩৭] তাঁর পুন র্পাঠ সংশ্লেষণে সহায়ক হল তাঁর উদ্ধৃতাংশ-ভর্তি ২৭টি খাতা, যার ২৪টিই অন্য বিষয়ের ; লিপিবদ্ধ সেপ্টেম্বর ১৮৫০ থেকে অগাস্ট ১৮৫৩-এ, যা লন্ডন নোটবুক্স নামে পরিচিত ও ক্রমিক সংখ্যায়িত। এই অধ্যয়ন-সম্ভার অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। কারণ তা এমন এক সময়ে নথিবদ্ধ যখন মার্ক্স-এর সমালোচনা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল, যখন তিনি শুধু তাঁর অর্জিত জ্ঞান সার-সংক্ষেপিত করেন নি, ব্রিটিশ মিউজিয়মে কয়েক ডজন নতুন বই (বিশেষত ইংরেজী ভাষা-য় রচিত) অধ্যয়নের ফলে তাঁর ইপ্সিত রচনার জন্য নতুন নতুন ধারণা তাঁর চিন্তনে সঞ্চারিত হচ্ছিল।

লন্ডন নোটবুক্সকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।[৩৯] প্রথম সাতটি নোটবুকে (১-৭) সেপ্টেম্বর ১৮৫০ থেকে মার্চ ১৮৫১ লিখিত। সে সময় অসংখ্য যে সব বই মার্ক্স পড়েছিলেন ও যেগুলির উদ্ধৃতাংশ মার্ক্স লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে আছে টুকে-র আ হিস্ট্রি অফ প্রাইসেস (১৮৩৮),জেমস টেলর(১৭৮৮-১৮৬৩)-এর আ ভিউ অফ মানি সিস্টেম অফ ইংল্যান্ড(১৮২৮), জার্মেইন গার্নিয়ার(১৭৫৪-১৮২১)-এর হিস্ট্রি অফ মানি(১৮১৯), গেয়র্গ বুসচ (১৭২৮-১৮০০)-এর দি কমপ্লিট ওয়ার্ক্স অন ব্যাঙ্কস অ্যান্ড দি এসেন্স অফ কয়েন (১৮০২), হেনরি থর্নটন(১৭৬০-১৮১৫)-এর অ্যান এনকোয়্যারি ইন্টু দি নেচার অ্যান্ড এফেক্টস অফ দি পেপার ক্রেডিট অফ গ্রেট ব্রিটেন(১৮০২) ও অ্যাডাম স্মিথ-এর দি ওয়েলথ অফ নেশ্যন্স (১৮২৮)।[৪০] মার্ক্স বিশেষত অর্থনৈতিক সংকটসমূহের ইতিহাস ও তত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন, মনোনিবেশ করেছিলেন টাকার (মুদ্রা) রূপ ও ঋণদান পদ্ধতি, সংকটের একেবারে মূলের মধ্যে যাবার জন্যে। প্রুধোঁর মত সেই সময়কার সমাজতন্ত্রীদের তাঁর এমন প্রত্যয় ছিল না যে মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংকটের নিরসন সম্ভব। মার্ক্সের অভিমত ছিল এই, যেহেতু ঋণদান পদ্ধতি এক অন্তর্নিহিত শর্তসমুহের অন্যতম, অর্থ সঞ্চালনের সঠিক বা বেঠিক প্রয়োগে সংকট বড় জোর বাড়বে বা কমবে, তাই সংকটের মূল কারণ বরং খুঁজতে হবে উৎপাদনের অন্তর্দ্বন্দ্বে।[৪১]

প্রথম অংশের উদ্ধৃতাংশ শেষে মার্ক্স দুটি খাতায় তাঁর অর্জিত জ্ঞানের সারসংক্ষেপ করেছেন। তার ক্রমিক সংখ্যা না দিলেও, শিরোনাম দিয়েছিলেন সোনা রূপার বাট (বুলিয়ন),নিখুঁত আর্থ(মুদ্রা) ব্যবস্থা।[৪২] সেই ১৮৫১এর বসন্তকালে লেখা পান্ডুলিপিতে মার্ক্স রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মূল রচনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন – কোথাও কোথাও পাশে তাঁর মন্তব্য ছিল, যা তিনি মনে করতেন আর্থ(মুদ্রা) তত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদমালা। মোট ৯১টি বিভাগে বিভক্ত প্রতিটি বিভাগ উল্লেখ্য।বুলিয়ন-নিখুঁত আর্থ(মুদ্রা) ব্যবস্থা শুধুমাত্র একটি সংকলন নয়, আর্থ(মুদ্রা) তত্ব ও সঞ্চালনে মার্ক্সের প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ সূত্রায়ন [৪৩] যা পরবর্তী কালে তাঁর বহুদিনের পরিকল্পিত বইটি লেখায় ব্যবহৃত হয়েছিল।

একই সময়ে মার্ক্সের ব্যক্তিগত জীবনে মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটেছিল, বিশেষত ১৮৫০-এ শিশু পুত্র গুইডোর ১৮৫০ সালে। যদিও অর্থনৈতিক সংকট এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে ১৮৫১-র মার্চে জাত তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা ফ্রানৎসিসকারও (১৮৫১-৫২) শুশ্রূষার অভাবে নির্বাণ হয়, তিনি তাঁর কাজ শুধু করে চলেন নি যাতে শীঘ্র তা সম্পূর্ণ হয়, তিনি ২ এপ্রিল ১৮৫১-য় এঙ্গেলসকে লিখলেনঃ 'আমি এ যাবত এমন এগিয়ে গেছি যে অর্থনৈতিক বিষ্ঠা সত্বেও আমি পাঁচ সপ্তার মধ্যে শেষ করতে পারব। সেটা হলে অর্থশাস্ত্র শেষ আর আমি (ব্রিটিশ)মিউজিয়মে আরেকটি বিষয় নিয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পারব। গোড়ার দিকে একঘেয়ে মনে হবে। স্মিথ ও রিকার্ডোর পরে বিজ্ঞানের এই শাখা মূলত বেশি এগোয় নি, ব্যক্তিগত কিছু অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য গবেষণা ব্যতিরেকে.শীঘ্রই আমি ৬০ পৃষ্ঠার দু'খন্ড লিখে ফেলব'।[৪৪]

চিঠি পড়ে এঙ্গেলস যারপরনাই খুশি।উত্তরে লিখলেনঃ 'আমি আনন্দিত যে তুমি শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের লেখা শেষ করতে পেরেছো। এই কাজটা টেনে নিয়ে যেতে অনেকটা সময় লেগেছে, এখন তোমার সামনে রয়েছে একটা অপঠিত বই, যা তোমার বিশ্বাস অনুসারে জরুরী, যা এখনো লেখা শুরু করতে পারছো না।'[৪৫] কিন্তু মার্ক্সের চিঠিতে তাঁর কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে এক প্রত্যাশাবাদ ছিল, যা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ

ছিল না। সব বইয়ের উদ্ধৃতাংশ ও সোনা রূপার বাট (বুলিয়ন),নিখুঁত আর্থ(মুদ্রা) ব্যবস্থা বাদ দিলে মার্ক্স ছাপাখানায় দেবার মত একটিও পান্ডুলিপি প্রস্তুত করে উঠতে পারেন নি। সন্দেহ নেই, তিনি অতীব গভীর গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু অর্থশাস্ত্রানুগ লেখার মুন্সীয়ানা তখনও অর্জন করেন নি। সফলতার সব সংকল্প ও বিশ্বাস থাকলেও তাঁর বিবেকনিষ্ঠা তাঁকে সারসংক্ষেপ বা সমালোচনাত্মক মন্তব্যের সীমা পেরোতে দেয় নি, বই শেষ করতে পারেন নি। তার ওপর আবার কোন অপেক্ষমান প্রকাশক ছিল না যে তাঁকে আরো সংক্ষেপ করতে বলবে। 'অর্থশাস্ত্র' প্রণয়ন 'মোটামুটি তাড়াতাড়ি' শেষ হবে, সে ধারণা সুদূর পরাহত।[৪৬]

তাই মার্ক্স আবার রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ধ্রুপদী বইগুলি অধ্যয়নে পুনর্নিয়োজিত হলেন। এপ্রিল-নভেম্বর ১৮৫১এ লন্ডন নোটবুক্স-এর দ্বিতীয় অংশ (৭ম থেকে ১৬শ খাতা) সম্পূর্ণ হল। অস্টম খাতার প্রায় পুরোটাই জেমস স্টুয়ার্ট-এর (১৭১২-১৭৮০) ইনকোয়ারিস ইন্টু দি প্রিন্সিপ্লস অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি (১৭৭০)আর ডেভিড রিলার্ডো-র প্রিন্সিপ্লস অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি অ্যান্ড ট্যাক্সেশ্যন (১৮৩৫)-এর উদ্ধৃতাংশ (যা তিনি ১৮৪৭ থেকে পাঠ শুরু করেন) ।সোনা রূপার বাট (বুলিয়ন),নিখুঁত আর্থ(মুদ্রা) ব্যবস্থা-তেই রিকার্ডো-র উদ্ধৃতাংশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা লন্ডন নোটবুক্স-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ,যেখানে মার্ক্স-এর সমালোচনাত্মক মন্তব্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভাবনাও আছে।[৪৭] মার্ক্স ১৮৪০ দশকের শেষ অব্দি মূলত রিলার্ডো-র তত্বগুলিই মান্য করতেন। এবার ভূমির খাজনা নিয়ে নতুন ও গভীরতর অধ্যয়ন তাঁকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে দিল।[৪৮] এই ভাবে মার্ক্স সেই মৌলিক প্রশ্নগুলিতে পূর্বেকার ধারণা পাল্টালেন, তাঁর প্রজ্ঞার পরিধি প্রসারিত করলেন ও অন্যান্য লেখকের বইপত্র খতিয়ে দেখলেন। মে-জুলাই ১৮৫১-এ লেখা ৯ম ও ১০ম খাতায় আছে সেই সব অর্থশাস্ত্রবিদদের উদ্ধৃতাংশ যেখানে রিলার্ডো-র তত্বের স্ব-বিরোধিতার দিকগুলি দর্শিত- যাঁরা রিকার্ডোর ধারণা উন্নীত করেছেন। এভাবেই অনেক উদ্ধৃতাংশ আছে জন ডেবেল টুকেট (জন্ম ১৭৫৮)এর আ হিস্ট্রি অফ দি পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট স্টেট অফ লেবারিং পপুলেশ্যন (১৮৪৬), টমাস হজস্কিন (১৭৮৭-১৮৬৯)-

এর পপুলার পোলিটিক্যাল ইকনমি (১৮২৭),টমাস চালমের্স (১৭৮০-১৮৪৭)-এর অন পোলিটিক্যাল ইকনমি (১৮৩২), রিচার্ড জোন্স(১৭৯০-১৮৫৫)-এর অ্যান এসে অন দি ডিস্ট্রিব্যুশ্যন অফ ওয়েলথ (১৮৩১) ও হেনরি চার্লস কেরি(১৭৯৩-১৮৭৯)এর প্রিন্সিপ্লস অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি(১৮৩৭-১৮৩৮) থেকে।[৪৯]

তাঁর গবেষণার বিস্তৃত সম্ভাবনা ও জমে-ওঠা নানা ঔপপত্তিক প্রশ্নের না-জানা উত্তর সত্বেও মার্ক্স তাঁর প্রকল্পিত বই লেখা শেষ করা সম্পর্কে আশাবাদীই ছিলেন। তাঁর অনুরাগী ওয়াইডারমেয়ারকে ১৮৫১-র জুনে লিখলেনঃ 'সাধারণত আমি ব্রিটিশ মিউজিয়মে সকাল ন'টায় যাই, সন্ধে সাতটা অব্দি থাকি। যে বিষয়বস্তু নিয়ে আমি কাজ করছি তাতে আমি এতই নিমগ্ন থাকি ও নিজেকে যতই নিযুক্ত করি, ৬-৮ সপ্তার আগে শেষ করতে পারব না। বাস্তবে সদা ব্যাঘাত ঘটে, আমরা যে অতি-দুঃস্থ পরিস্থিতির মধ্যে আছি যে তা অনিবার্য। কিন্তু এ সবের জন্যেই লেখা সম্পূর্ণ হচ্ছে।[৫০]

মার্ক্স ভেবেছিলেন তাঁর বিপুল উদ্ধৃতাংশ ও সমালোচনাত্মক লেখাজোখা থাকায় দু'মাসের মধ্যে তাঁর বইটা শেষ করতে পারবেন। কিন্তু আবার শুধু যে 'শেষ করে ফেলার' প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলেন তা নয়, মুদ্রকের কাছে প্রেরিতব্য পাণ্ডুলিপি-র 'যথাযথ অনুলিপি'র কাজ শুরুই করতে পারলেন না। কারণ তখন তাঁর চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থা। বাঁধা রোজগার নেই, নিজের শরীরও ভঙ্গুর। এঙ্গেলসকে ১৮৫১-র জুলাইতে লিখলেনঃ "এভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব।...। অনেক আগেই আমি গ্রন্থাগারে শেষ করতে পারতাম। কিন্তু এত ব্যাঘাত ও এত বাধা আর আমার গৃহ তো সব সময় অবরোধ-অবস্থায়। রাতের পর রাত কাবার হবার পর আমি যেন কিনারায় দাঁড়িয়ে, অশ্রুবন্যায় ফেঁপে উঠি। তাই আমি বেশি কিছু করতে পারি না।' [৫১] আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য মার্ক্স আবার সাংবাদিকতার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন এবং কোন সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হ'ন। অগাস্ট ১৮৫১য় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক প্রচারিত ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউনের প্রতিনিধি হিশেবে কাজ শুরু করলেন এবং ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ পর্যন্ত সময়ে একের পর এক অর্থনৈতিক ও আর্থগত বিষয়ে কয়েক শত পৃষ্ঠা প্রবন্ধ লেখেন। কয়েক

বছরের মধ্যেই সাংবাদিক হিশেবে খ্যাতি লাভ করলেন।

তথাচ ১৮৫১র বসন্তকাল পর্যন্ত মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনাত্মক অধ্যয়ন অব্যাহত রইল।অগাস্টে পড়লেন প্রুধোঁর 'উনিশ শতকে বিপ্লবের সাধারণ ভাষ্য(১৮৫১) এবং এঙ্গেলসের সাথে যৌথভাবে তার একটি সমালোচনা লেখার কথা ভাবলেন (যদিও সে ভাবনা পরে ত্যাগ করেন)।[৫৩] সাথে সাথে লিপিবদ্ধকরণ চলল,যেমন ১১শ খাতার যার উদ্ধৃতাংশগুলি প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা-সংক্রান্ত পাঠ্যবস্তু, ১২শ ও ১৩শ খাতা ছিল কৃষি রসায়ন নিয়ে গবেষণার লেখাজোখা। ভূমি খাজনার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণার্জনে শেষোক্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জন জরুরী। এজন্যে তিনি জাস্টাস লিইবিগ (১৮০৩-১৮৭৩)-এর অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি ইন ইটস অ্যাপ্লিকেশ্যন টু এগ্রিকালচার আন্ড ফিজিওলজি(১৮৪২), জেমস এফ ডব্লু জন্সটন(১৭৯৬-১৮৫৫)এর এলিমেন্টস অফ এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড জিওলজি (১৮৫৯) থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি নথিবদ্ধ ক্রেছিলেন।মার্ক্স আবার রবার্ট ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্বের বিতর্কে ফিরে আসেন ১৪তম খাতায়,বিশেষত দি প্রিন্সিপ্লস অফ পপুলেশ্যন তাঁর প্রতিপক্ষ আর্চিবল্ড এলিসন (১৭৫৭-১৮৩৯)-এর প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রসঙ্গে। আদলফ দ্য লা মাল(১৭৭৭-১৮৫৭)এর পোলিটিক্যাল ইকনমি অফ রোমান-স(১৮৪০) থেকে উদ্ধৃতাংশ,উইলিয়ম এইচ প্রেস্কট(১৭৯৬-১৮৫৯)-এর হিস্ট্রি অফ দি কঙ্কোয়েস্ট অফ মেক্সিকো অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ দি কঙ্কোয়েস্ট অফ পেরু(১৮৫০)।ঔপনিবেশিক চরিত্র অনুধাবনে হারম্যান মেরিভেল(১৮০৬-১৮৭৪)-এর লেকচার্স অন কলোনাইজেশ্যন অ্যান্ড কলোনিজ (১৮৪১-৪২) পড়লেন।[৫৪] সবশেষে ১৮৫১র সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরে তাঁর গবেষণা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রসারিত করলেন; প্রায় গোটাটাই ১৫শ খাতার অনেকটাই যোহান এম পপে (১৭৭৬-১৮৫৪)-র প্রযুক্তির ইতিহাস ও রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের নানা প্রশ্ন লেখাজোখা ও উদ্ধৃতাংশ।[৫৫] মধ্য-অক্টোবর ১৮৫১য় এঙ্গেলসকে লেখা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে মার্ক্স 'অর্থশাস্ত্র নিয়ে কাজ করছেন, মূলত প্রযুক্তির গভীরে, তার ইতিহাস ও কৃষিকার্যে' যাতে করে তিনি স্ব-ভাবনা তুলে ধরতে পারেন।'[৫৬]

ফ্রাঙ্কফুর্টের লোয়েন্থাল প্রকাশনা সংস্থা ১৮৫১র শেষে মার্ক্সের বিস্তৃততম কাজে উৎসাহ দেখালো। এঙ্গেলস ও ফার্ডিন্যান্ড লাসাল (১৮২৫-১৮৬৪) এর পত্রবিনিময়[৫৭] থেকে ধরে নেওয়া যায় মার্ক্স তখন তিন খন্ডে তাঁর পুস্তক প্রকল্প সম্পাদন করতে চাইছেন। প্রথমটি তাঁর চিন্তনের ব্যাখ্যা, দ্বিতীয়টি অন্য সমাজতন্ত্র ধারণাগুলির সমালোচনা ও তৃতীয়টি রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস। প্রথমে প্রকাশক তৃতীয়টি প্রকাশে আগ্রহ দেখায় ও প্রথমটি বিপণন-সফল হলে অন্য দুটি প্রকাশ করবে। এঙ্গেলস মার্ক্সকে তাঁর পরিকল্পনা বদলে প্রকাশকের প্রস্তাবে সায় দিয়ে চুক্তিপত্রে সই করাতে প্রয়াস নিয়েছিলেন, কারণ 'লোহা গরম থাকতে থাকতে পেটানো উচিৎ' বললেন 'জর্মন বইয়ের বাজারে তোমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির রেশ কাটাবার জন্যে ও পুস্তক-বিক্রেতাদের তোমাকে এড়ানো রোধে এটা জরুরী।'[৫৮] কিন্তু হঠাৎ প্রকাশকের উৎসাহ উবে গেল, কিছুই হল না। মার্ক্স আবার তাঁর অনুরাগী ওয়াইডারমেয়ারকে লিখলেন মার্কিন মুলুকে তাঁর অর্থশাস্ত্র বইটির কোন প্রকাশক পাওয়া যেতে পারে কি না।[৫৯]

প্রকাশনা ক্ষেত্রে অন্তরায় সত্বেও মার্ক্স অর্থনৈতিক সংকটের আসন্নটা সম্পর্কে আশাবাদ হারান নি। প্রখ্যাত কবি ও পুরনো ফার্ডিন্যান্ড ফ্রেলিগ্রাফ-কে (১৮১০-১৮৭৬) ১৮৫১-র শেষের দিকে লিখলেনঃ 'নানা কারণে সংকট অবরুদ্ধ আগামী শরতে বিস্ফোরিত হবেই। বিগত ঘটনাবলীর পরে আমি আগের থেকে অনেক বেশী স্থিরপ্রত্যয় যে বাণিজ্যিক সংকট ছাড়া প্রকৃত বিপ্লব ঘটবে না।[৬০]

ইতিমধ্যে আরেকটি কাজে নিয়োজিত হলেন- ডিসেম্বর ১৮৫১ থেকে ১৮৫২য় লিখে ফেললেন লুই বোনাপার্টের অস্টাদশ ব্রুমেয়ার।[৬১] কারণ প্রুশিয়ায় প্রকাশনার উপর বিবাচন (সেন্সরশিপ) জারি থাকার জন্য তাঁকে ন্যু ইয়র্ক-এ প্রকাশ করতে হয়েছিল, তা ওয়াইডারমেয়ারের অত্যল্প প্রচারিত দি রেভল্যুশ্যন-এ হলেও। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এক পরিচিত গুস্তাভ জেরিফ (১৮২০-১৮৯২) কে ১৮৫২-র শেষ দিকে লিখলেন, 'জর্মনির কেউ এখন আমার কোন কিছু প্রকাশ করতে চায় না।'[৬২] মে-জুন ১৮৫২তে তিনি এঙ্গেলস-এর সাথে যৌথভাবে বিতর্কভিত্তিক 'গ্রেট মেন অফ দি একজাইল'

(১৮৫২) লিখলেন। এতে ছিল লন্ডনে প্রবাসী জর্মনদের কৌতুককর চিত্রায়ন –গটফ্রিড কিঙ্কেল (১৮১৫-১৮৮২), রুগে, কার্ল হাইনৎসেন (১৮০৯-১৮৮০) ও গুস্তাভ ফন স্ত্রুভে (১৮০৫-১৮৭০)। প্রকাশকের সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে এক হাঙ্গেরীয় জানোস বাঙ্গিয়া (১৮১৭-১৮৬৮) কে দেওয়া হ'ল জর্মনিতে প্রকাশকের খোঁজে। সে পরে ব'নে গেল পুলিশের চর। প্রকাশকের পরিবর্তে সে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিল। সেই লেখাটিও লেখকদ্বয়ের জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত থেকে গিয়েছিল।

মার্ক্স এপ্রিল ১৮৫২ থেকে অগাস্ট ১৮৫৩য় লন্ডন নোটবুক্স-এর তৃতীয় ও শেষাংশ (১৮শ-২৬তম) উদ্ধৃতাংশ লিপিবদ্ধ ও লেখা শুরু করলেন। এগুলি মূলত মানব সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কিত। তাঁর গবেষণার অনেকটাই মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক বিতর্ক, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিমালার ইতিহাস নিয়ে। তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল ভারত নিয়ে[৬৩]- একই সাথে যা নিয়ে ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউনে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

এই ব্যাপক গবেষণার বিস্তৃতি থেকে স্পস্ট যে মার্ক্স কখনো 'বিশ্রাম নিতেন না'। তাঁর প্রকল্পগুলির বাধা ছিল দারিদ্র, যার সাথে তাঁকে বছরের পর বছর লড়াই করতে হয়েছে। এঙ্গেলস সদাই তাঁর পাশে দাঁড়ালেও (১৮৫১ থেকে তাঁকে প্রতি মাসে পাঁচ পাউন্ড স্টার্লিং পাঠাতেন), ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউন থেকে আয় সত্বেও (প্রবন্ধ পিছু দুই পাউন্ড স্টার্লিং পেতেন), মার্ক্সে প্রকৃতই দুঃস্থ অবস্থায় দিনাতিপাত করতে হয়েছে। কেবল কন্যা ফ্রানৎসিস্কার মৃত্যু (এপ্রিল ১৮৫২) নয়, দৈনিক জীবন হয়ে উঠেছিল প্রলম্বিত যুদ্ধ। এঙ্গেলসকে ১৮৫২-র সেপ্টেম্বরে লিখলেনঃ 'গত ৮-১০ দিন আমার পরিবারকে শুধু রুটি ও আলু খাওয়াতে পারছি। আজ সেটাও পারব না কি তাতেও সন্দেহ আছে। সবচেয়ে ভালো হয় আর কাম্যও যদি বাড়ীওয়ালী আমাদের বের করে দেন। তাহলে আমাকে ২২ পাউন্ড স্টার্লিং দিতে হবে না।... এর ওপর আবার ধার দেনা বেড়েই চলেছে, রুটিওয়ালা, দুধওয়ালা, চা-ওয়ালা,সজি দোকানী, মুচি সবার কাছে দেনা। আমি এই নরকসম দিনগুজরান থেকে কিভাবে মুক্তি পাবো? শুধু মৃত্যু এড়াতে গত ৮-১০ দিনে কিছু শিলিং ও পেন্স-এর জন্যে অবশিষ্ট কিছু জর্মন সামগ্রী বেচে দিতে

হয়েছে।'৬৪

এসব মার্ক্সের কাজ ও সময়ের অনেক ক্ষতি করেছিলঃ 'প্রায়ই আমাকে এক শিলিং রোজগার করতে গোটা দিন কেটে গেছে। আমি তোমাকে এটুকু বলতে পারি আমার স্ত্রীর ক্লেশ ও আমার নিজের ক্ষমতাহীনতার ভাবি, মনে হয় আমি যেন শয়তানের কাছে নিজেকে সমর্পন করছি।'[৬৫] মাঝে মাঝে পরিস্থিতি অসহনীয় উঠত, এঙ্গেলসকে ১৮৫২-র অক্টোবরে আবার লিখলেন- 'গতকাল আমার লিভারপুলে থাকার সময়কার একটি কোট বন্ধক দিয়ে লেখার কাগজ কিনলাম।'[৬৬]

তৎসত্বেও অর্থ বাজারে ঝঞ্ঝা মার্ক্সের প্রত্যাশা চাঙ্গা রেখেছিল। ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিতেও লিখলেন। স্ব-ব্যাজস্তুতিপূর্ণ ভাষায় ফেব্রুয়ারী ১৮৫২-য় লাসালকে লিখলেনঃ 'আর্থ সংকট শেষ অব্দি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যার সাথে তূল্য এখন ন্যু ইয়র্ক ও লন্ডনের বাণিজ্য সংকটের। হায়, বাণিজ্যিক ভদ্রজনের মত আমার দেউলিয়া হবার যো নেই।' [৬৭] এপ্রিলে ওয়াইডারমেয়ারকে লিখলেন, ক্যালিফর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় সোনার খনি আবিস্কার-সঞ্জাত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও ভারতে ইংরেজদের বাণিজ্যিক প্রবেশ-এর জন্যে 'বর্তমান সংকট ১৮৫৩ অব্দি স্থগিত হতে পারে। কিন্তু তার উদ্গীরণ আতঙ্কজনক। ততদিন বৈপ্লবিক খিঁচুনির ভাবনা নেই।[৬৮] অগাস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফাটকা বাজারের পতনের পরে এঙ্গেলসকে লিখলেনঃ 'সংকট কি আসন্ন নয়? আমাদের বাঞ্ছিত বিপ্লব আগেই ঘটে যেতে পারে।[৬৯]

মার্ক্স তাঁর পর্যালোচনাগুলি চিঠিপত্রে সীমিত রাখেন নি। ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউনে ১৮৫২-র নভেম্বরে 'কপর্দকশূন্যতা ও মুক্ত বাণিজ্য' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে লিখলেনঃ "এই...সংকটের চেহারা ১৮৪৭ থেকেও বিপজ্জনক রূপ নেবে। সেটা ছিল যতটা না শিল্পগত তার চেয়ে বেশি বাণিজ্যিক ও নগদ টাকার কারণ উদ্বৃত্ত পুঁজি শিল্পোৎপাদনে কেন্দ্রীভূত...।তাই যত ব্যাপক বিস্তৃত, যত স্থায়ী হবে, সংকটের ফল তত বর্তাবে মেহনতী জনগণের উপর।'[৭০] সংক্ষেপে, এর জন্য আরেকটু সময় লাগতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রত্যয় ছিল যে আগে বা পরে বিপ্লবের ঘণ্টা বেজে উঠবে।

৪। কমিউনিস্টদের বিচার ও ব্যক্তিগত দুর্গতি

প্রুশিয় সরকার ১৮৫২-এর অক্টোবরে যে সব কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের আগের বছর গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁদের বিচার শুরু করে। অভিযোগ, মার্ক্সের নেতৃত্বে প্রুশিয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের তাঁরা অংশীদার। সেই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে তিনি পাল্টা প্রচারে 'সরকারী কু-অভিসন্ধির বিরুদ্ধে পার্টির কাজে নেমে পড়লেন'[৭১] এবং 'কোলনের কমিউনিস্টদের বিচারের আসল রূপ' প্রকটিত করে বেনামে ১৮৫৩র জানুয়ারীতে সুইটসারল্যান্ডে পুস্তিকা আআকারে প্রচারিত হয়। সেই ছোট লেখাটি উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারল না।কারণ ছাপা পুস্তিকার অধিকাংশই প্রুশিয় পুলিশ বাজেয়াপ্ত করল। তার একটা ক্ষুদ্র অংশ যখন বস্টনের নয়ে ইংল্যান্ড ৎসাইটুং-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'ল, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সীমিত পাঠকদের কাছে পৌঁছাল।পরে তা একটা পৃথক পুস্তিকা হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার ব্যর্থতায় মার্ক্স স্বভাবতই আবার হতোদ্যম হলেন। 'একেবারে লেখা বন্ধ করা ঠিক। প্রুশিয়ার রাজার জন্যে সদাই কাজ করতে হবে।' [৭২]

প্রুশিয় সরকারের সুসমন্বিত প্রচার-এর উল্টোদিকে, মার্ক্স সেই সময় রাজনৈতিক দিক থেকে খুব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।তাঁর রাজনৈতিক যোগাযোগ অনেক কমে গেল কমিউনিস্ট লীগ ভেঙ্গে যাওয়ায় – কার্যত ১৮৫১য়, সরকারীভাবে ১৮৫২-র শেষে; যাকে নানা পুলিশ বাহিনী ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষেরা নাম দিয়েছিল 'মার্ক্স দল', [৭৩] যার প্রতি দায়বদ্ধ সমর্থকের সংখ্যা ছিল খুব কম। ইংল্যান্ডে এঙ্গেলস ছাড়া কিছু পুরুষ 'মার্ক্সীয়' [৭৪] ছিলেনঃ হ্বিলহেল্ম ওলফ (১৮০৯-১৮৬৪), হ্বিলহেল্ম লিবনেখত (১৮২৬-১৯০০), পিটার ইমান্ডট (১৮২৩-১৮৯৭), ফার্ডিন্যান্ড ওলফ (১৭৯৬-১৮৬৬) ও আর্ন্সট ড্রোঙ্কে (১৮২২-১৮৯১) অন্যান্য দেশে যে সব নির্বাসিত রাজনীতিক আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মার্ক্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইডারমেয়ার ও অ্যাডলফ ক্লুশ (১৮২৫-১৯০৫)।প্যারিসে রিচার্ড রাইনহার্ডট (১৮২৯-১৮৯৮) এবং প্রুশিয়ায় লাসাল।তিনি যথেস্ট

অবহিত ছিলেন যে এমন দুঃসময়ে এই যোগাযোগগুলি থেকে এমন সম্পর্কজাল গড়া যাবে, 'তা থেকে কোন দল করা যাবে না।'[৭৫] তাছাড়া সেই ছোট্ট গোষ্ঠীর মার্ক্সের রাজনৈতিক ও ঔপপত্তিক অবস্থান বোঝার সমস্যাও ছিল। তাঁর সহযোগীরা যতটা না উপকার করতেন, তার থেকে সমস্যা বেশী সৃষ্টি করতেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর ক্ষোভ এঙ্গেলস ছাড়া আর কাউকে জানাতে পারলেন না। "কয়েক বছরে এখানে আমার নানা মতপার্থক্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার পার্টির বন্ধুদের থেকে ক্রমাগত পাচ্ছি।... এবার প্রথম সুযোগেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করব আমি আর কোন পার্টিতে থাকব না।' [৭৬] রাজনৈতিক অভিবাসনের অন্য নেতাদের বিপ্রতীপে, মার্ক্স তখনকার কোন আন্তর্জাতিক কমিটিতে যুক্ত হন নি, যেগুলি আসন্ন বিপ্লবের কল্পনাবিলাসে সময়যাপন করত। একটিমাত্র সংগঠনের সদস্যের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন- চার্টিস্ট আন্দোলনের বামপন্থী অংশের প্রতিনিধি আর্নেস্ট চার্লস জোন্স (১৮১৯-১৮৬৯)।

নতুন সক্রিয় সদস্য অন্তর্ভুক্তি তাই হয়ে উঠল এক জরুরী ও জটিল কাজ, বিশেষত তাঁর ভাবনানুগ কর্মীদের যুক্ত করা, যে কাজটা মার্ক্সের উদ্দিস্ট ছিল। অন্তর্ভুক্তিকরণ জরুরী ছিল রাজনৈতিক ও ঔপপত্তিক উভয় দিক থেকেই।মার্ক্সকে এঙ্গেলস মার্চ ১৯৫৩-য় লিখলেনঃ 'তোমাকে অর্থশাস্ত্রের উপর বইটা লেখা আগে শেষ করতে হবে। তার পরে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের যখন একটা সংবাদপত্র বের করতে পারব, সাপ্তাহিক পত্রিকা, যা এ আম জনতার কাছে বোধগম্য হয় ও আমাদের অনুগামীরা যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে, এমন যেন না হয় যা কোন প্রভাব ফেলবে না। এমন হলেই বিতর্কের ভিত্তিতে সমিতি গুলি আবার সজীব হয়ে উঠবে।[৭৭] তার আগে মার্ক্স এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন 'এপ্রিলে' কয়েক দিন কাটানোর অভিপ্রায়ে, 'যাতে নিরুপদ্রব কথাবার্তা বলা যায় বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে' যা তাঁর মতে এক সত্বর অগ্ন্যুৎপাতের দিকে যাচ্ছে।[৭৮] কিন্তু দারিদ্রের নিপীড়নে মার্ক্স লিখতেই পারছিলেন না।সোহো ১৮৫৩ সালে হয়ে উঠল কলেরা মহামারীর উপকেন্দ্র। সেখানকার পরিস্থিতি মার্ক্স পরিবারকে মরিয়া করে তুলল।মার্ক্স অগাস্টে এঙ্গেলসকে লিখলেন 'কিছু দেনাদার বাড়ি অবরোধ

করে রেখেছে'... 'তিন-চতুর্থাংশ সময় চলে যাচ্ছে পেন্স-এর তল্লাশে।' [৭৯] গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী ইয়েনিকে বারবার কিছু পরিধেয় বন্ধক বা এমন কিছু দিতে ছুটতে হ'ত বন্ধকী দোকানে যা 'অতি প্রয়োজনীয় রেস্ত হিশেবে' গৃহস্থালিতে অবশিষ্ট ছিল।[৮০] বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যখন মার্ক্সের কাছে বিকল্প ছিল না, তখনও মার্ক্সের চিন্তন সেই অর্থশাস্ত্রেই নোঙর করা।

৫। সংকট নিয়ে ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউনে প্রবন্ধাদি

সেই সময়ে ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউনে সদাই অর্থনৈতিক সংকটই মার্ক্সের প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু। জুন ১৮৫৩ থেকে 'চীন ও ইয়োরোপে বিপ্লব'-এ তিনি ১৮৫১ থেকে শূরু সামন্তবাদ-বিরোধী চীন বিপ্লবকে সাঘারণ অর্থনৈতিক সংকটের সাথে অন্বিত করে মার্ক্স আবার তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন যে আসন্ন এমন 'একটা ক্ষণ যখন বাজারগুলির সম্প্রসারণ ব্রিটিশ উৎপাদনকারীদের প্রসারের সাথে তাল রাখতে পারে না। আর সেই বিষমানুপাতিকতা এক নতুন সংকট নিশ্চিত নিয়ে আসবে, যেমন অতীতে ঘটেছে।[৮২] তাঁর মতে, বিপ্লবের পরে, চীনের বিশাল বাজারে এক অভূতপূর্ব সঙ্কোচন ঘটবে, যার ফলে 'বর্তমান শিল্প ব্যবস্থার অত্যধিক চাপে স্ফূলিঙ্গ দেখা দেবে ও দীর্ঘ মেয়াদী সাধারণ ধর্মঘটের বিস্ফোরণ ঘটবে, যা ছড়িয়ে পড়বে বিদেশেও, যার পরে (ইয়োরোপ) মহাদেশে একের পর এক রাজনৈতিক বিপ্লব।[৮৩] অবশ্য মার্ক্স বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া নির্ধারণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন নি, কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তা পূরণের অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হ'ল সংকটঃ অস্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ইয়োরোপে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ঘটে নি যার পূর্বে কোন বাণিজ্যিক ও আর্থ সংকট ঘটে নি। এটা ১৭৮৯ ও ১৮৪৮ দুই বারেই ঘটেছে।ইয়োরোপে যুদ্ধ বা বিপ্লব বাণিজ্যিক ও শিল্প সংকটের পরিণামেই ঘটা সম্ভব, যার সংকেত দেবে ইংল্যান্ড, যা বিশ্ব বাজারে ইয়োরোপীয় শিল্পের প্রতিভূ।

এই কথা তিনি ১৮৫৩-র সেপ্টেম্বরের শেষে 'রাজনৈতিক আন্দোলন

গুলিঃ ইয়োরোপে রুটির সুস্প্রাপ্ততা প্রবন্ধে ব্যক্ত করেনঃ 'গণবক্তাদের অলঙ্কারপূর্ণ ভাষণ বা কূটনীতিকদের অর্থহীন বাগাড়ম্বর কোনটাই সঙ্কটের দিকে ঠেলে দেবে না, কিন্তু সম্মুখে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক খিঁচুনি, যা নিশ্চয়ই ইয়োরোপীয় বিপ্লবের আগাম ইঙ্গিত।বাণিজ্যিক ও শিল্প সমৃদ্ধি ১৮৪৯ থেকে প্রতিবিপ্লবের নির্বিঘ্ন নিদ্রালু শয়নকক্ষ অবধি প্রসারিত হয়েছে।[৮৪]

সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ থেকে আয় ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠল, যেগুলো লিখতে তাঁর মূল্যবান সময়াতিপাত হ'ত। বৎসরান্তে বন্ধু ক্লুস-কে লিখলেনঃ 'আমি সব সময় আশা করতাম যে... আমি কয়েক মাসের জন্য একাকী হবার সুযোগ নিয়ে আমার অর্থশাস্ত্র লেখার কাজটা করে ফেলব। কিন্তু তা হবার নয়। সংবাদপত্রের জন্য চিরটা কাল হাবিজাবি লেখা বড় ক্লান্তিকর, সময়সাপেক্ষ,বিক্ষেপণকারী ও শেষ পর্যন্ত প্রায় নিস্ফলা। যে যত স্বাধীনচেতার মতই ভাবুক, লেখক সংবাদপত্র ও পাঠকদের কাছে বাঁধা, বিশেষত আমার মত যারা নগদে সাম্মানিক পায়। বিশুদ্ধ বিদ্যা-ভিত্তিক কাজ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।' [৮৫]

এঙ্গেলসকে লেখা চিঠিপত্রে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে মার্ক্স-এর আশাবাদ-এর চিহ্নরেখা দেখা যায়। যেমন সেপ্টেম্বর ১৮৫৩য় লিখলেনঃ "সব কিছু চমৎকার ভাবে চলছে। আর্থ বুদ্বুদ ফেটে পড়লেই ফ্রান্সে সব কিছু তছনছ হয়ে যাবে।" [৮৬] কিন্তু সংকট এখনো আসে নি। তাই তিনি সাংবাদিকতা ও অনুরূপ কাজে লিপ্ত থাকলেন, যাতে রোজগারের একমাত্র উপায় হাতছাড়া না হয়।

মার্ক্স ১৮৫৩র অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে 'লর্ড পামারস্টোন' শিরোনামে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, যাতে তিনি হেনরি জন টেম্পল (১৭৮৪-১৮৬৫) তথা তৃতীয় ভাইকাউন্ট পামারস্টোনের বিদেশ নীতির সমালোচনা করেন। পামারস্টোন অনেকদিন বিদেশ মন্ত্রী ছিলেন, পরে প্রধান মন্ত্রী। প্রবন্ধগুলি ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউন ও ইংল্যান্ডের চার্টিস্টদের দি পিপলস পেপার-এ প্রকাশিত হয়। জুন ১৮৫৪য় স্পেনে অসামরিক ও সেনা অভ্যুত্থানের পর তিনি অগাস্ট ও নভেম্বরের অন্তর্বর্তী কালে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। স্পেন বিপ্লব নিয়ে

প্রবন্ধমালা তিনি স্পেনে পূর্ববর্তী দশকের প্রধান ঘটনাবলীর সারসংক্ষেপ ও বিশ্লেষণ করেন। সেই কাজটা তিনি যে সপরিশ্রমে গুরুত্ব দিয়ে করেছিলেন, সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ থেকে জানুয়ারী ১৮৫৫য় নয়টি বড় খাতাভর্তি উদ্ধৃতাংশ তার প্রতিফলন; প্রথম চারটি কূটনৈতিক ইতিহাসে কেন্দ্রীভূত যার ভিত্তিতে লিখেছিলেন 'লর্ড পামারস্টোন'। বাকি পাঁচটি স্পেনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে, যার অন্তর্ভুক্ত স্পেন বিপ্লব নিয়ে প্রবন্ধমালার গবেষণার বৃত্তান্ত।[৮৭]

অবশেষে ১৮৫৪-র শেষভাগ ও ১৮৫৫-র প্রথম দিকে মার্ক্স আবার শুরু করলেন রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন। তিন বছর ছেদের পরে তিনি লেখা শুরু করার আগে তাঁর পুরনো পান্ডুলিপিগুলো আবার পড়লেন। এঙ্গেলসকে ১৮৫৫র মধ্য-ফেব্রুয়ারীতে লিখলেনঃ 'চোখদুটো ভীষণ ফুলে যাওয়ায় গত ৪-৫ দিন কিছু লিখতেই পারি নি। আমার নিজের অর্থশাস্ত্র নিয়ে লেখাজোখা পড়তে গিয়ে চোখের কষ্ট অনুভব করি। কাজ শুরু করার আগে এইটুকু ইচ্ছে ছিল লেখার মাল মশলা একত্র করা, তার প্রসারণ নয়।'[৮৮]

এই সমীক্ষা ২০ পৃষ্ঠার এক নতুন লেখা, মার্ক্স যার শিরোনাম দিয়েছিলেন, 'উদ্ধৃতিমালাঃ টাকার বস্তুসার, ঋণের বস্তুসার, সংকট'-সাম্প্রতিক বছরগুলিতে লিপিবদ্ধ উদ্ধৃতাংশ থেকে উৎকলিত 'উদ্ধৃতিগুচ্ছ। টুকে, মিল। স্টুয়ার্ট প্রভৃতির বই, ও 'ইকনমিস্ট'-এর প্রবন্ধাদি আবার পড়লেন, ১৮৫০ থেকে তাঁর অধীত টাকা, ঋণ ও সংকট সম্পর্কে বিশিষ্ট রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রবিদদের তত্ত্বগুলির সারসংক্ষেপ করলেন।[৮৯]

একই সময়ে মার্ক্স ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউনে মন্দা নিয়ে আরও অনেক প্রবন্ধ লিখলেন। জানুয়ারী ১৮৫৫-য় 'ব্রিটেনে বাণিজ্যিক সংকট' প্রবন্ধ লিখে তৃপ্তি পেয়েছিলেনঃ "ইংল্যান্ডের যে বাণিজ্যিক সংকটের পূর্বাভাস সংকেত এই স্তম্ভে আগেই লিখেছিলাম, তা আজ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ চিৎকার করে ঘোষণা করছে।"[৯০] তার দু'মাস পরে 'ইংল্যান্ডে সংকট'-এ লিখলেনঃ"এই সংকট এমন পর্যায়ে আর কয়েক মাস বাদেই পৌঁছাবে যা ১৮৪৬-এর পরে –হয়তো ১৯৪২ সালের পরে- ঘটে নি। এর প্রভাব যখন শ্রমিক শ্রেণীর উপর পড়বে,

তখনই রাজনৈতিক আন্দোলন আবার দানা বাঁধবে,যা ছ'বছর সুপ্ত ছিল।... তখনই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী মুখোখুখি হবে- মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও মেহনতীরা, বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েত।[৯১]

তবু মার্ক্স যখন 'অর্থশাস্ত্র' নিয়ে কাজ আবার শুরু করবেন মনে হচ্ছিল, ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি আবার সামনে এসে গেল যার জন্যে আবার পরিকল্পনা পাল্টাতে হ'ল। এপিল ১৮৫৫য় তাঁদের আট বছরের ছেলে এডগারের প্রয়াণ তাঁকে ভেঙে চূরমার করে দিল। একান্তে এঙ্গেলসকে জানালেনঃ 'আমার দুর্ভাগ্য আগেই ভাগ করে নিয়েছিলাম, আমি আজও জানি না প্রকৃত সুখ কাকে বলে।... এত ভয়ার্ত যাতনা সইতে পেরেছি, কারণ এখন বুঝতে পারি তোমার বন্ধুতা আমাকে জীইয়ে রেখেছে, যেমন করেছে এক আশা যে আমরা দু'জনে বিশ্বের জন্য বিচক্ষণ কিছু করতে পারব'। [৯২]

মার্ক্সের শরীর ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ১৮৫৫ সালের গোটা বছরটাই বিপর্যয়কর ছিল। জানুয়ারিতে কন্যা এলিয়ানরের জন্ম পরিবারের আকার নিল।এঙ্গেলসকে প্রায়ই জানাতেন তাঁর চোখ ও দাঁতের সমস্যার কথা, তার সাথে ভয়ঙ্কর কাশি। বুঝতে পারছিলেন 'শারীরিক অচলতায় তাঁর মাথা কাজ করছিল না।' [৯৩] পরিস্থিতি আরো জটিল করল পাওনা মেটাতে না পারায় তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক ফ্রেউন্ডের [৯৪] তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা। এসব থেকে রেহাই পাবার জন্য মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের গোড়ার দিক অব্দি মার্ক্স ম্যাঞ্চেস্টারে এঙ্গেলসের কাছে রইলেন ও ফিরে এসে বাসায় প্রায় গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন।তার এক 'অত্যন্ত সুখকর' সমাধান হ'ল[৯৫]- উত্তরাধিকার সূত্রে ইয়েনির ৯০ বছরের কাকার প্রয়াণে ১০০ পাউন্ড স্টার্লিং প্রাপ্তিতে।

যাই হোক, মার্ক্স জুন ১৮৫৬য় মার্ক্স রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে আবার কাজ শুরু করতে পারলেন। 'দি পিপলস পেপার'এ 'ক্রেদিৎ মোবিলিয়ে' (যার অর্থ গৃহ ঋণের সাধারণ সমিতি-অনুবাদক) নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন, যে সমিতিকে মার্ক্স আখ্যা দিয়েছিলেন 'আমাদের যুগের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক প্রপঞ্চ।'[৯৬] তাঁদের পারিবারিক পরিস্থিতির উন্নতি হ'ল ১৮৫৬র শরৎকালে যখন লন্ডনের উত্তর শহরতলিরসোহো আবাসন ছেড়ে

কেন্ট প্রদেশের একটি শহরে থাকতে শুরু করলেন ৯ গ্র্যাফট টেরাস অর্থাৎ চিলে কোঠার ঘর। সে বাড়িতে ১৮৬৪ পর্যন্ত ছিলেন, যেখানে তখন নগরোন্নয়ন হচ্ছিল, পাকা রাস্তা, সংযোগ পথ ছিল না, রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু পরে একটা বাড়ি বলা যায় এমন বাসস্থানে যাওয়া গেল – একটা পরিবারের ন্যূনতম বাসযোগ্য 'অন্তত ভদ্রস্থ ঠাঁইয়ের মত।'[৯৭]

ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউনে ৩ অক্টোবর ১৮৫৬য় আবার সংকট নিয়ে লিখলেন। তাঁর যুক্তি 'ইয়োরোপের মুদ্রা সংকট'এ নিহিত আছে ইয়োরোপের মুদ্রা বাজারের এক আন্দোলন যা ১৮৪৬-এর শঙ্কাসদৃশ' পথে নিয়ে যাচ্ছে।[৯৮] আর 'ইয়োরোপীয় সংকট' নভেম্বরে এমন একটা সময় উদ্ভূত হ'ল অথচ কলাম-লিখিয়েরা সপ্রত্যয়ে লিখে যাচ্ছে সবচেয়ে খারাপ সময় চলে গেছে। তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসে লিখলেনঃ "ইয়োরোপে যা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে একটা দিন আসন্ন ভেবে লেনদেন স্থগিত থাকতে পারে, কারণ ফাটকাবাজারী ও নগদ লেনদেনের পরিস্থিতি বিদ্যমান অনুমানের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদী লগ্নী ব্যবসার বিপর্যয় ঘটতে পারে। মহাসাগরের দুদিকেই লগ্নী বাজারের কুশীলবরা স্বজ্ঞা-লব্ধ অনুমান থেকেই এক অনিবার্য ভরাডুবির শঙ্কায়।স্থগিত রাখার ভাবনার মধ্যেই বিপর্যয়-শঙ্কা। বস্তুত বর্তমান আর্থ-সংকটই দীর্ঘমেয়াদী চরিত্রের হেতু যা আরো সশস্ত্র ও ধ্বংসাত্মক দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যত সংকট দীর্ঘায়ত হবে, পরিণাম তত খারাপ হবে।[৯৯]

ঘটনাপ্রবাহ মার্ক্সকে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুচ্ছে আক্রমণ হানার সুযোগ এনে দিল। 'ইয়োরোপের মুদ্রা সংকট'এ লিখলেনঃ "আমরা যদি এই স্বল্পস্থায়ী আর্থ-ভীতির ফলাফলের পাশাপাশি মাৎসিনীয় ও অন্যান্য ঘোষনাগুলির ফল দেখি, ১৮৪৯ থেকে সরকারী বিপ্লবীদের মোহগুলির রহস্যসমূহ সাথে সাথে খসে পড়বে। তারা না জানে জনগণের অর্থনৈতিক জীবনের কথা, না জানে ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রকৃত অবস্থা। আর যখন বিপ্লব ঘটবে তখন তারা পাইলেট-এর (প্রাচীন রোমের বড়লাট পন্টিয়াস পাইলেট-অনুবাদক) হাত ধুয়ে ফেলবে ও প্রতিবাদী হয়ে বলবে রক্তপাতের জন্য তারা দায়ী নয়।'[১০০]

যাই হোক, ১৮৫৭-র প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক বাজারে বিরাজ করছিল পূর্ণ

প্রশান্তি। মার্চ অব্দি মার্ক্স নিয়োজিত ছিলেন একটি লেখার কাজে- 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে কূটনৈতিক ইতিহাসের উদ্ঘাটন (১৮৫৬)- যে প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়েছিল 'দি ফ্রি প্রেস'এ, পামারস্টোন-বিরোধী ডেভিড উর্কুহার্ট(১৮০৫-১৮৪২)-পরিচালিত পত্রিকা। ঐ প্রবন্ধগুলি মার্ক্সের কূটনৈতিক ইতিহাস-এর প্রথমাংশ, মার্ক্স যা লেখার পরিকল্পনা ছকে ছিলেন ১৮৫৬-র প্রথম রলেন,ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়, কিন্তু তা কখনোই শেষ করে উঠতে পারেন নি। এ বিষয়ে তিনি জানুয়ারী ১৮৫৬ থেকে মার্চ ১৮৫৭ সময়কালে গভীরভাবে যাবতীয় বইপত্তর অধ্যয়ন করলেন। এ নিয়ে তাঁর সাতখানা খাতাভর্তি উদ্ধৃতি ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর আন্ত র্জাতিক রাজনীতি নিয়ে।[১০১]

অবশেষে জুলাই মাসে মার্ক্স ক্লদ ফ্রেদেরিক বাস্তিয়া-র 'ইকনমিক হারমনিজ' (১৮৫০) ও হেনরি কেরি'র প্রিন্সিপ্লস অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি'(১৮৩৭-৩৮) বই দুটির উপর সংক্ষিপ্ত অথচ কৌতূহলোদ্দীপক সমালোচনা লিখলেন।বইদুটি খুঁটিয়ে পড়ে তা থেকে ১৮৫১ সালে বিস্তৃত উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মরণোত্তর কালে সেই লেখাজোখা বাস্তিয়া ও কেরি নামে প্রকাশিত,যাতে তিনি ঐ দুই অর্থশাস্ত্রবিদের ছেলেমানুষীপনা দর্শিয়েছিলেন। তাঁরা প্রথমত খোলা বাজার ও দ্বিতীয়ত সংরক্ষণবাদের সমর্থক ছিলেন, কষ্টকল্পিত যুক্তিতে সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া সমাজের 'উৎপাদনের ঐকতান'[১০২] এর কথা বলেছিলেন। এই সব গবেষণাই মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা রচনার গৌরচন্দ্রিকা নির্মাণ করেছিল, বৌদ্ধিক দিক থেকে তাঁর সবচেয়ে ফলদায়ক ও উদ্দীপক কালপর্বঃ গ্রুন্দ্রিসি-র প্রস্তুতিপর্ব।

টিকা নির্দেশ

১ Karl Marx, 'Marx's Undertaking Not to Publish Anything in Belgium on Current Politics', in MECW, vol. 4, p. 677, ব্রাসেলস-এর সময়ের জন্য দ্রস্টব্য Bert Andreas, Marx' Verhaft ung und Ausweisung Brüssel Februar/März 1848. Trier:

Schrift en aus dem Karl-Marx-Haus, 1978; and Edward de Maesschalck, Marx in Brussel (1845–1848). Leuven: Davidsfonds, 2005.

২ Karl Marx, 'Draft of an Article on Friedrich List's Book Das Nationale System der Politischen Oekonomie', in MECW, vol. 4, pp. 265–93.

৩ এসব উদ্ধৃতাংশ- Karl Marx, Exzerpte und Notizen. Sommer 1844 bis Anfang 1847, MEGA 2, vol. IV /3,দ্রস্টব্য Paresh Chattopadhay, 'Marx's Notebooks of 1844–1847', in Marx's Associated Mode of Production: A Critique of Marxism. New York: Palgrave, 2016, pp. 31–58.

৪ দ্রস্টব্য Karl Marx, 'Plan of the "Library of the Best Foreign Socialist Writers"', in MECW, vol. 4, p. 667. লেখকরা এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন Étienne-Gabriel Morelly, [1717–1778] Gabriel Bonnot de Mably [1709–1789], François-Noël Babeuf [1760–1797], Filippo Buonarroti [1761–1837], Charles Fourier [1772–1837], Victor Considérant [1802–1893], Etienne Cabet [1788– 1856], Jacques-René Hébert [1757–1794], Pierre Leroux [1797–1871], Th éophile Leclerc [1771–1793], Robert Owen [1771–1858], Jeremy Bentham [1748–1832], William Godwin [1756–1836], Claude-Adrien Helvétius [1715–1771], Saint-Simon [1760–1825], Th éodore Dézamy [1808–1850], Jules Gay [1809–1883] ও Pierre-Joseph Proudhon.

৫ এই উদ্ধৃতিগুলি আছে – Karl Marx and Friedrich Engels, Exzerpte und Notizen. Juli bis August 1845, in MEGA 2, vol. IV /4-তে যার অন্তর্ভুক্ত প্রথম ম্যাঞ্চেস্টার নোটবুক্স। সেই সময়ই মার্ক্স সরাসরি ইংরেজীতে অধ্যয়ন শুরু করেন।

৬এই উদ্ধৃতিগুলি ম্যাঞ্চেস্টার নোটবুক্স (ষষ্ঠ থেকে নবম) -অন্তর্ভুক্ত।কিছুদিন আগে প্রকাশিত- Karl Marx and Friedrich Engels, Exzerpte und Notizen. August 1845 bis Dezember 1850, in MEGA 2, vol. IV /5।

৭ Karl Marx, 'Declaration against Karl Grün', in MECW, vol. 6, p. 73.

৮ Karl Marx to Carl Wilhelm Julius Leske, 1 August 1846, in MECW, vol. 38, p. 50.

৯ Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy, in MECW, vol. 26, p. 519. আসলে এঙ্গেলস-এর এই অভিব্যক্তি ১৮৫৯এ, মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা নিয়ে সন্দর্ভ বইটার সমালোচনায়। কিন্তু সেই সমালোচনার তেমন সাড়া মেলে নি। লুদ্বিগ ফয়ারবাখের বই প্রকাশের পরে নাড়াচাড়া হয়।

১০ Karl Marx to Carl Wilhelm Julius Leske, 1 August 1846, in MECW, vol. 38, p. 51

১১ Georg Weerth, in Hans Magnus Enzensberger (ed.), Gespräche mit Marx und Engels. Frankfurt: Suhrkamp, 1973, pp. 68–9

১২ এই উদ্ধৃতিগুলি নিয়েই মার্ক্সের, Exzerpte und Notizen. September 1846 bis Dezember 1847, MEGA 2, vol. IV /6

১৩ Marx to Pavel Vasilyevich Annenkov, 28 December 1846, in MECW, vol. 38, p. 95. প্রুধোঁর চিন্তাধারা বিষয়ে দ্রস্টব্য দুই খন্ডে by Pierre Ansart, Proudhon. Paris: PGF – Livre de poche, 1984, and La sociologie de Proudhon. Paris: PUF, 1967; and Georges Gurvitch, Proudhon, Sa vie, son oeuvre. Paris: PUF, 1965.

১৪ See Herwig Förder, Marx und Engels am Vorabend der Revolution. Berlin: Akademie, 1960.

১৫ Karl Marx and Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party, in MECW, vol. 6, pp. 481–2.

১৬ এই পাঠ্যবস্তু ১৮৭০ দশকেই বহু পঠিত; দ্রস্টব্য Bert Andréas, Le Manifeste Communiste de Marx et Engels. Milan: Feltrinelli, 1963.

১৭ Karl Marx, 'Th e Bourgeoisie and the Counter-Revolution', in MECW, vol. 8, p. 178.

১৮ Karl Marx, Wage Labour and Capital, in MECW, vol. 9, p. 198.

১৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 23 August 1849, in MECW, vol. 38, p. 213

২০ Karl Marx, Th e Class Struggles in France, 1848 to 1850, in MECW, vol. 10, p. 134.

২১ Karl Marx and Friedrich Engels, 'Announcement of the Neue Rheinische Zeitung. Politischokonomische Revue', in MECW, vol. 10, p. 5.

২২ Karl Marx to Joseph Weydemeyer, 19 December 1849, in MECW, vol. 38, p. 220.

২৩ Marx, Th e Class Struggles in France, 1848 to 1850, p. 135.

২৪ Karl Marx and Friedrich Engels, 'Review: January–February 1850', in MECW, vol. 10, pp. 264–5.

২৫ Karl Marx and Friedrich Engels, 'Review: March–April 1850', in MECW, vol. 10, p. 340

২৬ ঐ p. 341.

২৭ Karl Marx and Friedrich Engels, 'Review: May–October 1850', in MECW, vol. 10, p. 497.

২৮ ঐ p. 503.

২৯ Karl Marx and Friedrich Engels, 'Reviews from the Neue Rheinische Zeitung Revue No. 4', in MECW, vol. 10, p. 318.

৩০ Karl Marx and Friedrich Engels, 'Review: May–October 1850', pp. 529–30.

৩১ দ্রস্টব্য-মার্ক্সের The Class Struggles in France, 1848 to 185 এর ১৮৯৫ সংস্করণে এঙ্গেলসের মুখবন্ধঃ "প্রথম তিনটি প্রবন্ধ নয়ে রাইনিশ ৎসাইটুং-এর জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।তখনও অচিরে এক বৈপ্লবিক শক্তিসঞ্জাত অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা সজীব ছিল, শেষ ও যৌথ সংখ্যায় (মে-অক্টোবর) মার্ক্স ও আমার যুগ্মভাবে লেখা ঐতিহাসিক সমীক্ষা ছিল। সেখানে মোহভঙ্গ ঘটল।" MECW, vol. 27, pp. 507–8। কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫০-এর সভার বিবরনীতে নথিবদ্ধ মার্ক্সের কথা আরো সোচ্চারঃ 'বিপ্লবকে দেখা হচ্ছে (অগাস্ট হ্বিলিচ ও কার্ল শ্যাপার-এর মতো কমিউনিস্টদের চোখে) পরিস্থিতির বাস্তবতার ফলশ্রুতি নয়, বাসনাগত প্রয়াস। আর আমরা শ্রমিকা/শ্রমিকদের বলি, আপনাদের ১৫,২০,৫০ বছর গৃহযুদ্ধের পথে যেতে হবে যাতে পরিস্থিতি পাল্টায় ও আপনারাও ক্ষমতা ব্যবহারে প্রশিক্ষিত হয়ে উঠবেন। বলা হয় আমাদের একবারে ক্ষমতা হাতে নিতে হবে,নচেৎ শয্যাশায়ী হতে হবে' MECW, vol. 10, p. 626.

৩২ 'মেকী গণতন্ত্রীরা আশা করে যে কোন দিন স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠবে। আমরা ১৮৫০-এর শরৎকালে ঘোষণা করেছিলাম যে বৈপ্লবিক কালের অন্তত প্রথম অধ্যায়ের অবসান হয়েছে এবং আরেক নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট বিস্ফারিত না হলে আর কিছু ঘটবে না। যে কারনে আমাদের বিপ্লবের বিশ্বাসঘাতক বলে সংগঠনচ্যুত করেছিলেন যাঁরা প্রায় সবাই বিসমার্কের সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন'। Engels, 'Introduction to

Karl Marx's Th e Class Struggles in France, 1848 to 1850', p. 510.

৩৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 11 February 1851, in MECW, vol. 38, p. 286.

৩৪ Karl Marx to Friedrich Engels [postscript by Wilhelm Pieper], 27 January 1851, in MECW, vol. 38, pp. 269–70.

৩৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 11 February 1851, in MECW, vol. 38, p. 286.

৩৬ Friedrich Engels to Karl Marx, 13 February 1851, in MECW, vol. 38, pp. 290–1.

৩৭ দ্রস্টব্য Walter Tuchscheerer, Bevor 'Das Kapital' entstand. Berlin: Dietz, 1968, p. 318.

৩৮ বিশদ পাঠের জন্য লন্ডন নোটবুক্সের বিশেষ সংখ্যা vol. 1979, n. 7, of the Arbeitsblätter zur Marx-Engelsforschung : Wolfgang Jahn and Dietrich Noske, Fragen der Entwicklung der Forschungsmethode von Karl Marx in den Londoner Exzerptheft en von 1850–1853 দ্রস্টব্য।

৩৯ মার্ক্সের এই উদ্ধৃতাংশের কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আছে মার্ক্সের খন্ডগুলিতে। বিশেষত 'Einleitung', in Karl Marx, Exzerpte und Notizen. März bis Juni 1851, in MEGA 2, vol. IV /8, pp. 13–42.

৪০ অ্যাডাম স্মিথ থেকে উৎকলিত লেখাজোখা (যা আছে Karl Marx, Exzerpte und Notizen. März bis Juni 1851, in MEGA 2, vol. IV /8) ব্যতিরেকে দ্রস্টব্য Karl Marx and Friedrich Engels, Exzerpte und Notizen. September 1849 bis Februar 1851, in MEGA 2, vol. IV /7. Smith's Wealth of Nations (Notebook VII) and Ricardo's Principles of Political Economy and Tax-

ation (Notebooks IV, VII and VIII) মার্ক্স মূল ফরাসীতে এগুলো পড়েছিলেন ১৮৪৪-এ ফ্রান্সে থাকার সুবাদে- যা এখন ইংরেজীতে পড়া যায়।

৪১ দ্রস্টব্যKarl Marx to Friedrich Engels, 3 February 1851, in MECW, vol. 38, p. 275.

৪২ Karl Marx, Bullion. Das vollendete Geldsystem, in MEGA 2, vol. IV /8, pp. 3–85. এই দ্বিতীয় নম্বরহীন নোটবইগুলিতে আছে অন্যান্য উদ্ধৃতাংশ, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য জন ফুলারটন(১৭৮০-১৮৪৯) এর অন দি রেগুলেশ্যন অফ কারেন্সিজ (১৮৪০)

৪৩ টাকা, ঋণ ও সংকট নিয়ে মার্ক্সের আরেকটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা খন্ড খন্ড ভাবে আছে Notebook VIএ- MECW, vol. 10, pp. 584–92.

৪৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 2 April 1851, in MECW, vol. 38, p. 325.

৪৫ Friedrich Engels to Karl Marx, 3 April 1851, in MECW, vol. 38, p. 330.

৪৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 2 April 1851, in MECW, vol. 38, p. 250.

৪৭ দ্রস্টব্য Karl Marx, 'Exzerpte aus David Ricardo: On the principles of political economy', in MEGA 2, vol. IV /8, pp. 326–31, 350–72, 381–95, 402–4, 409–26.

৪৮ এর গুরুত্বের প্রমাণ উদ্ধৃতাংশগুলি ও ১৯৪১এ প্রকাশিত Notebooks IV and VII এবং গ্রুন্দ্রিসির প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খন্ডে নতুন ঔপপত্তিক বইপত্র-উদ্ধৃতাংশ সংগ্রহকার্যের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তরে তাঁর এঙ্গেলসের সঙ্গে সম্পর্ক এক মাইলফলক। যেমন রিকার্ডোর ভূমি খাজনা নিয়ে এঙ্গেলসকে লেখা চিঠিপত্রের মার্ক্স-কৃত সারাংশ। দ্রস্টব্য Karl Marx to Friedrich Engels, 7 January 1851, in MECW, vol. 38, pp. 258–63 এবং টাকা সঞ্চালন সম্পর্কে দ্রস্টব্য Karl Marx to Friedrich Engels, 3 February 1851, in MECW, vol. 38, pp. 273–8.

৪৯ সেই সময় মার্ক্স শিল্প ও যন্ত্রপাতির প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন; দ্রস্টব্য Hans-Peter Müller, Karl Marx über Maschinerie, Kapital und industrielle Revolution. Opladen: Westdeutscher, 1992 ও Jean Fallot, Marx et le machnisme. Paris: Cujas, 1966.

৫০ Karl Marx to Joseph Weydemeyer, 27 June 1851, in MECW, vol. 38, p. 377

৫১ Karl Marx to Friedrich Engels, 31 July 1851, in MECW, vol. 38, p. 398.

৫২ তখন ন্যু ইয়র্ক ট্রিব্যুন-এর তিনটি পৃথক সংস্করণ ছিল-ন্যু ইয়র্ক ডেইলী ট্রিব্যুন, ন্যু ইয়র্ক সেমি-উইক্লি ট্রিব্যুন ও ন্যু ইয়র্ক উইক্লি ট্রিব্যুন। তিনটিতেই মার্ক্সের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ন্যু ইয়র্ক ডেইলী ট্রিব্যুনে ৪৮৭টি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, যেগুলির অর্ধেকের বেশী পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল ন্যু ইয়র্ক সেমি-উইক্লি ট্রিব্যুনে, আর এক-চতুর্থাংশেরও বেশী ন্যু ইয়র্ক উইক্লি ট্রিব্যুনে। এছাড়াও কিছু প্রবন্ধ তিনি পাঠিয়েছিলেন,যেগুলো সম্পাদক চার্লস ডানার পছন্দ হয়নি। ন্যু ইয়র্ক ডেইলী ট্রিব্যুনে ২০০রও বেশী প্রবন্ধ তাঁর নামে প্রকাশিত হয়নি, সম্পাদকীয় হিশেবে প্রকাশিত হয়েছিল। সবশেষে এটাও জানা দরকার, মার্ক্সকে তাঁর রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নে সময় দেবার জন্যে প্রায় অর্ধেক লেখা এঙ্গেলসই লিখে দিতেন। ন্যু ইয়র্ক ট্রিব্যুন-এ প্রেরিত লেখাগুলি সব সময় বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি করত।আমরা যেমন দেখতে পাই ৭ এপ্রিল ১৮৫৩ সংস্করণে একটি সম্পাদকীয় বিবৃতিঃ ‘মিঃ মার্ক্সের নিজের খুব নির্দিষ্ট অভিমত আছে... কিন্তু যাঁরা তাঁর চিঠিগুলি পড়েন না,তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায় যে তাঁর সবচেয়ে শিক্ষামূলক তথ্যসূত্র এখনকার ইয়োরোপীয় রাজনীতি নিয়ে প্রধান জিজ্ঞাসাগুলি।’ Karl Marx to Friedrich Engels, 26 April 1853এ উদ্ধৃত

৫৩ দ্রস্টব্য Friedrich Engels, ‘Critical Review of Proudhon’s Book Idée générale de la Révolution au XIXe siècle’, in MECW, vol. 1, pp. 545–70.

৫৪ এই বইগুলির উদ্ধৃতাংশগুলি আছে - Karl Marx, Exzerpte und Notizen. Juli bis September 1851, in MEGA 2, vol. IV /9এ। মার্ক্সের অভিমতের সমালোচনার জন্য দ্রস্টব্য Hosea Jaff e, Marx e il colonialismo. Milan: Jaca Book, 1977 ও Hosea Jaff e, Davanti al colonialismo: Engels, Marx e il marxismo. Milan: Jaca Book, 2007.

৫৫ এই নোটবইগুলি MEGA 2তে প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু ১৫তম নোটবুক আছে Hans Peter-Müller's collection: Karl Marx, Die technologisch- historischen Exzerpte. Frankfurt: Ullstein, 1982তে।

৫৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 13 October 1851, in MECW, vol. 38, p. 476. See also Amy E. Wendling, Karl Marx on Technology and Alienation. New York/Houndmills: Palgrave, 2009।

৫৭ দ্রস্টব্য Ferdinand Lassalle to Karl Marx, 12 May 1851, in MEGA 2, vol. III /4, pp. 377–8; Karl Marx to Friedrich Engels, 24 November 1851, in MECW, vol. 38, pp. 490–2 ও Friedrich Engels to Karl Marx, 27 November 1851, in MECW, vol. 38, pp. 493–5।

৫৬ Friedrich Engels to Karl Marx, 27 November 1851, in MECW, vol. 38, p. 494.

৫৯ Karl Marx to Joseph Weydemeyer, 30 January 1852, in MECW, vol. 39, p. 26. ওয়াইডারমেয়ারের রাজনীতি বিষয়ে দ্রস্টব্য Karl Obermann, Joseph Weydemeyer, Pioneer of American Socialism. New York: International Publishers, 1947.

৬০ Karl Marx to Ferdinand Freiligrath, 27 December 1851, in MECW, vol. 38, p. 520.

৬১ এর সাম্প্রতিক মূল্যায়নের জন্য দ্রস্টব্য Hauke Brunkhorst,

'Kommentar', in Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Frankfurt: Suhrkamp 2007, pp. 133–322.

৬২ Karl Marx to Gustav Zerffi, 28 December 1852, in MECW, vol. 39, p. 270.

৬৩ দ্রস্টব্য IISH, Marx-Engels Papers, B 63, B 64, B 65.

৬৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 September 1852, in MECW, vol. 39, pp. 181–2.

৬৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 25 October 1852, in MECW, vol. 39, p. 216.

৬৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 27 October 1852, in MECW, vol. 39, p. 221

৬৭ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 23 February 1852, in MECW, vol. 39, p. 46.

৬৮ Karl Marx to Joseph Weydemeyer, 30 April 1852, in MECW, vol. 39, p. 96.

৬৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 19 August 1852, in MECW, vol. 39, p. 163.

৭০ Karl Marx, 'Pauperism and Free Trade – Th e Approaching Commercial Crisis', in MECW, vol. 11

৭১ Karl Marx to Adolf Cluss, 7 December 1852, in MECW, vol. 39, p. 259. কোলন বিচার সম্পর্কে দ্রস্টব্য Institut für Marxismus-Leninismus, Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien. Band 1, 1836–1849. Berlin: Dietz, 1970; Band 2, 1849–1851. Berlin: Dietz, 1982; Band 3, 1851–1852. Berlin: Dietz, 1984.

৭২ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 March 1853, in MECW, vol. 39, p. 288.

৭৩ এই কথাগুলি প্রথম অভিব্যক্ত হয় ১৮৪৬এ, মার্ক্সের সাথে জর্মন কমিউনিস্ট হ্বিলহেম হ্বোয়েটলিং-এর মতপার্থক্যের সময়। পড়ে কোলন বিচারের শুনানির সময়েও ব্যবহৃত হয়; দ্রস্টব্য Maximilien Rubel, Marx, critique du marxisme. Paris: Payot, 1974, p. 26, n. 2

৭৪ এই অভিধা প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৫৪য়, দ্রস্টব্য Georges Haupt, Aspects of International Socialism, 1871–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 2.

৭৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 March 1853, in MECW, vol. 39, p. 290.

৭৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 October 1853, in MECW, vol. 39, p. 386.

৭৭ Friedrich Engels to Karl Marx, 11 March 1853, in MECW, vol. 39, p. 293.

৭৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 March 1853, in MECW, vol. 39, p. 289.

৭৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 18 August 1853, in MECW, vol. 39, p. 356.

৮০ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 July 1853, in MECW, vol. 39, p. 352.

৮১ Karl Marx to Adolf Cluss, 15 September 1853, in MECW, vol. 39, p. 367.

৮২ Karl Marx, 'Revolution in China and Europe', in MECW, vol. 12, pp. 95–6.

৮৩ ঐ p. 98.

৮৪ ঐ p. 99.

৮৫ Karl Marx, 'Political Movements – Scarcity of Bread in Europe', in MECW, vol. 12, p. 308.

৮৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 28 September 1853, in MECW, vol. 39, p. 372.

৮৭ এই নোটবইগুলির উদ্ধৃতাংশগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে- Karl Marx, Exzerpte und Notizen. September 1853 bis Januar 1855, in MEGA 2, vol. IV /12.

৮৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 13 February 1855, in MECW, vol. 39, p. 522.

৮৯ দ্রস্টব্য Fred E. Schrader, Restauration und Revolution. Hildesheim: Gerstenberg, 1980, p. 99.

৯০ Karl Marx, 'Th e Commercial Crisis in Britain', in MECW, vol. 13, p. 585. দ্রস্টব্য Sergio Bologna, 'Moneta e crisi: Marx corrispondente della "New York Daily Tribune," 1856–57', ও Sergio Bologna, Paolo Carpignano and Antonio Negri, Crisi e organizzazione operaia. Milan: Feltrinelli, 1974, pp. 9–72.

৯১ Karl Marx, 'Th e Crisis in England', in MECW, vol. 14, p. 61.

৯২ Karl Marx to Engels, 12 April 1855, in MECW, vol. 39, p. 533.

৯৩ Karl Marx to Engels, 3 March 1855, in MECW, vol. 39, p. 525.

৯৪ Karl Marx is here playing on the German word Freund = friend.

৯৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 March 1855, in MECW, vol. 39, p. 526.

৯৬ Karl Marx, 'Th e French Crédit Mobilier', in MECW, vol. 15, p. 10.

৯৭ Jenny Marx, in Institut für Marxismus-Leninismus (ed.), Mohr und General. Erinnerungen an Marx und Engels. Berlin: Dietz Verlag, 1964, p. 223. মার্ক্সের স্ত্রীর মতে এই পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলঃ ;যখন সবাই ছ্যাবলা অশিক্ষিত হয়ে যাচ্ছে, আমরা বোহেমিয়দের মত জীবনযাপন করতে পারলাম না।' ঐ p. 223 মার্ক্সের সময় ইংরেজদের রাজধানীতে, পড়ুন Asa Briggs and John Callow, Marx in London. London: Lawrence and Wishart, 2008.

৯৮ Karl Marx, 'Th e Monetary Crisis in Europe', in MECW, vol. 15, p. 113.

৯৯ Karl Marx, 'Th e European Crisis', in MECW, vol. 15, p. 136.

১০০ Karl Marx, 'Th e Monetary Crisis in Europe', in MECW, vol. 15, p. 115.

১০১ IISH, Marx-Engels Papers, B 77, B 78, B 80, B 82, B 83, B 86, B 90.

১০২ Karl Marx, 'Bastiat and Carey', in Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Draft). London: Penguin Books, 1993, p. 886. যথা রিকার্ডো, বাস্তিয়া ও কেরির উদ্ধৃতাংশগুলি আছে ১৯৪১-এ প্রকাশিত গ্রুন্দ্রিসি-র প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খন্ডে।

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রুন্দ্রিসি লেখার সময়

১। ১৮৫৭র আর্থ সংকট ও বিপ্লবের সময়সূচি

মার্ক্স ১৮৫৬ সালে রাজনৈতিক অর্থনীতি চর্চা সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিলেন,কিন্তু আসন্ন আন্তর্জাতিক আর্থ-সংকট হঠাৎ সব কিছু ওলটপালট করে দিল। এক গভীর অনিশ্চয়তার পরিপার্শ্ব সর্বত্র দেউলিয়া-ভীতি ব্যাপকভাবে ছড়ালো। মার্ক্স অনুভব করলেন এটাই সক্রিয় হবার সময় ও এঙ্গেলসকে লিখলেন মন্দার আসন্নতার কথাঃ "আমার মনে হয়না আমরা বেশিদিন দর্শকের ভূমিকায় সময় অতিবাহিত করতে পারবো"[১] এঙ্গেলস ইতিমধ্যেই আশান্বিত হয়ে সেই মতো ভবিষ্যৎবানী করেছেন।

এখন এক অভূতপূর্ব অসন্তোষ দেখা দেরে, কারণ গোটা ইয়োরোপের উৎপাদনী শিল্প ধ্বংস হতে চলেছে। বাজারে সর্বত্র পণ্যমজুতে আত্যন্তিকতা, উচ্চ শ্রেনীর মানুষেরা ফাঁপড়ে পড়েছে, বুর্জোয়া শ্রেনী সম্পূর্ণ দেউলিয়া এবং আমার বিশ্বাস ১৮৫৭ সালে বিশৃঙ্খলা চরম পর্যায়ে পোঁছবে।[২]

সেই দশকের শেষদিকে বৈপ্লবিক আন্দোলনে এক প্রতিপ্রবাহ দেখা গেল, যে আবহে মার্ক্স ও এঙ্গেলস ইয়োরোপীয় সংসদীয় চত্বরে প্রবেশ করতে পারলেন না। ভবিষ্যতের উপর নতুন ভাবে আস্থা রেখে ওঁরা সেই সময় পরস্পর বার্তা বিনিময় করতেন। বহু-প্রতীক্ষিত বিপ্লব্রের ক্ষণ এগিয়ে এলো। মার্ক্সের কাছে এটাই অগ্রাধিকার পেলো। যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' নিয়ে লেখা আবার শুরু করলেন।

মার্ক্সের ১৮৫৭ সালে প্রত্যয় হ'ল যে ক্রম-ঘনীভূত বিশ্ব পরিসরে আর্থ সংকট গোটা ইয়োরোপ জুড়ে এক নতুন বৈপ্লবিক পর্যায় সূচিত করেছে। তিনি ১৮৪৮র গণ অভ্যুত্থানগুলির সময় থেকেই এই মূহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন আর তখন তাঁর মনে হ'ল যে এ কারণে তাঁর এই সম্ভাবনার জন্য

অপ্রস্তুত থাকা চলবে না। অতএব তিনি অর্থশাস্ত্র চর্চার উপর জোর দিলেন যাতে তা চূড়ান্ত করে ফেলতে পারেন।

অতীতের সংকটগুলির বিপ্রতীপে, সেবার অর্থনৈতিক ঝড়ের সূত্রপাত ইয়োরোপে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হ'ল। জামানত কমে গেলেও ১৮৫৭ সালের প্রথম কয়েক মাসে ন্যু ইয়র্কের ব্যাঙ্কগুলি ঋণের পরিমাণ বাড়ালো। পরিণামে ফাটকাবাজারির বিকাশহেতু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে উঠল। ওহায়ো লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ন্যু ইয়র্ক শাথা দেউলিয়া হ'ল আর তার ফলে উদ্ভুত শংকায় অসংখ্য সংস্থাও দেউলিয়া হ'ল। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উপরেই আস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ঋণ সঙ্কোচন, জামানত বিপুল হ্রাস পেলো ও অর্থপ্রদান স্থগিত হ'ল।

ঐ অভাবনীয় ঘটনাবলী আঁচ করে মার্ক্স কাজে আবার নেমে পড়লেন। ওহায়ো লাইফ-এর বিপর্যয়ের দিনই (২৩ অগাস্ট ১৮৫৭) মানুষের মনে ভীতি সঞ্চারিত হ'ল আর সংকটের বিস্ফোরণ মার্ক্সকে 'অর্থনীতি'র ভুমিকা লেখার অবর উৎসাহ যোগালো, যা তার আগের কয়েক বছরে স্তব্ধ ছিল।মার্ক্স ১৮৪৮ সালে পরাজয়ের পরে এক দশক কাল রাজনৈতিক পশ্চাদ্ভবন ও গভীর ব্যস্টিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু ঐ সংকট বিস্ফারিত হতেই মার্ক্স এক সামাজিক দ্রোহ-পরম্পরার এক নতুন সম্ভাবনার আসন্নতা অনুধাবন করতে পারলেন। ভেবে দেখলেন তাঁর আশু কর্তব্য অর্থনৈতিক প্রপঞ্চগুলির বিশ্লেষণ যা বিপ্লবের প্রারম্ভের জরুরী। তার মানে যত শীঘ্র সম্ভব লেখা ও তা প্রকাশ করতে হবে, যার পরিকল্পনা তিনি অনেক্সিন ধরেই করছিলেন।

ন্যু ইয়র্ক থেকে সংকট কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দ্রুত মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল, তার পরে ইয়োরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রাচ্যে বিশ্ব বাজারের সর্বত্র বিস্তৃত হ'ল। ইতিহাসে সেই প্রথম আবিশ্ব আর্থ সংকট দেখা দিল।ঐ ঘটনাবলী মার্ক্সের চিত্তে বিপুল প্রত্যাশা জাগালো এবং তাঁর বৌদ্ধিক সৃষ্টিশীলতার তুমুল বিচ্ছুরণ ঘটালো। তাঁর জীবনের সবচেয়ে সক্রিয় কালপর্বগুলির অন্যতম হ'ল ১৮৫৭র গ্রীস্ম থেকে ১৮৫৮র বসন্তকাল। সেই সময়ের কয়েকটি মাসে তিনি যত লিখেছিলেন, তার আগের অনুরূপ কালে

অত লেখেন নি মার্ক্স। এঙ্গেলসকে ১৮৫৭-র ডিসেম্বরে লিখলেন, "আমি পাগলের মত প্রতি দিনরাত আমার অর্থনৈতিক পড়াশোনা সমন্বিত করছি যাতে প্রলয় ঘটার আগেই অন্তত রূপরেখাটা (গ্রুন্দ্রিসি) শেষ করতে পারি।[৩]

সেই সুযোগে তিনি বললেন সংকট যে অবশ্যম্ভাবী তাঁর এই ভবিষ্যদ্বানী অমূলক ছিল না, কারণ 'সাটারডে ইকনমিস্ট' লিখেছে ১৮৫৩-র শেষভাগ, গোটা ১৮৫৪, ১৮৫৫-র শরৎকাল ও ১৮৫৬-র আকস্মিক পরিবর্তনগুলির মত ঘটনা ইয়োরোপে কখনো ঘটেনি, একাধিকবার প্রায়-অবধারিত বিপর্যয়মুক্ত হয়নি।[৪]

তখন মার্ক্সের গবেষণাকর্ম উল্লেখযোগ্য ও ব্যাপৃত হয়ে উঠেছে। আটটি খাতা পূর্ণ হয়েছে ১৮৫৭-র অগাস্ট ও ১৮৫৮-র মে মাসের মধ্যে, যা গ্রুন্দ্রিসি নামে পরিচিত।[৫] পাশাপাশি ইয়োরোপে সংকটের বিকাশ নিয়ে ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউন-এর সংবাদ-প্রতিনিধি হিশেবে কয়েক ডজন প্রবন্ধ লিখেছেন। নিজের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি-র তাগিদে নতুন অ্যামেরিকা বিশ্বকোষের জন্য কিছু কিছু অধ্যায় লিখতে সম্মত হলেন। সবশেষে ১৮৫৭-র অক্টোবর থেকে ১৮৫৮-র ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তিনটি উদ্ধৃতি গ্রন্থের পান্ডুলিপিঁ রচনা সম্পূর্ণ করলেন, যা ক্রাইসিস নোটবুক্স নামে খ্যাত।[৬] এগুলির জন্যেই হেগেল-র সায়েন্স অফ লজিক (১৮১২-১৮১৬) এর চর্চাকার বলে মার্ক্সের পরিচিতির অবসান সম্ভব হয়েছিল এবং ১৮৫৭-৫৮ পান্ডুলিপি প্রণয়ণের প্রেরণা পেয়েছিলেন।[৭] কারণ সেই সময় তিনি সেই সব ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন যা তাঁর দীর্ঘ-মেয়াদে বড় আকারের সংকট-এর ভবিষ্যদ্বানীর সাথে সম্পর্কিত ছিল।

আগেকার উদ্ধৃতি-নির্ভর লিপিবদ্ধকরণের মত এগুলি অর্থশাস্ত্রজ্ঞদের রচনাবলীর বস্তুসার নয়, শেয়ার বাজারে দর, বাণিজ্যিক লেনদেনের ওঠানামা, এবং ইয়োরোপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্যত্র প্রধান প্রধান অধমর্ণতা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে গৃহীত তথাবলীর বিস্তারিত লেখাজোখা। এঙ্গেলসকে ডিসেম্বরে লিখলেন তাঁর প্রস্তুতির গভীরতার কথা জানালেনঃ "আমি ভোর ৪ টে অব্দি প্রবল উদ্যমে কাজ করছি। আমি দুভাবে নিজেকে নিয়োজিত করছি। ১) রাজনৈতিক অর্থনীতির বিস্তৃত রূপরেখার কাজ

(জনসাধারণের ও আমার নিজের দুয়েরই বিষয়টির গভীরে যাওয়া জরুরী, যাতে এই দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ২) বর্তমান সংকট (ন্যু ইয়র্ক) ট্রিবিউনের লেখা ছাড়াও আমাকে এসবগুলির নথিপত্র রাখতে হচ্ছে, যা যথেস্ট সময়সাপেক্ষ। আমি মনে করি এই বসন্তকালের মধ্যে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে জর্মন জনসাথারণকে জানিয়ে দিতে হবে হবে যে আমরা যেমন ছিলাম, সদা তেমনই আছি"।[৮]

মার্ক্স দ্বিতীয় ধারণায় লেগে থাকেন নি, যাতে তিনি তাঁর যাবতীয় প্রয়াস গ্রুন্দ্রিসির প্রতি নিবদ্ধ থাকে।

২। ইতিহাস ও সমাজে ব্যক্তি

কোথা থেকে শুরু করা যায়? কি করে রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা শুরু করা যায়, হওয়া যা এক উচ্চাশাপূর্ণ ও চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প যা মার্ক্স আগে শুরু করলেও বারবার বাধাপ্রাপ্র হয়েছে ? কি করে এ কাজে আবার হাত দেওয়া যায় সেই প্রশ্ন তাঁর নিজেরই। এর সমাধানে দুটি পারিপার্শ্বিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলঃ তাঁর মতে অর্থবিজ্ঞানের কিছু কিছু তত্ত্ব মান্য হলেও তখনো চেতনালব্ধ ছিল না, যা বাস্তবকে বিধৃত ও ব্যাখ্যা করতে পারে৯ এবং তার আগে তিনি তাঁর যুক্তিগুলি প্রতিপন্ন করা ও তা উঁপস্থাপন পরম্পরার তাগিদ অনুভব করলেন। এই ভাবনাগুলিই তাঁকে প্রক্রিয়ার সমস্যাগুলি সম্পর্কে ও গবেষণার দিশারী নীতিগুলি সূত্রায়নের জন্য গভীর অন্বেষণে দায়বদ্ধ করল। এই উত্তরণের ফলই তাঁর সবচেয়ে বেশী বিতর্কসৃষ্টিকারী পান্ডুলিপিগুলির অন্যতম –'গ্রুন্দ্রিসির উপক্রমনিকা'।ঐ পৃষ্ঠাগুলির মধ্যেই তিনি তাঁ সময়ের বেশ কিছু মহীরুহপ্রতিম অর্থশাস্ত্রজ্ঞ ও দার্শনিকদেদের মোকাবিলা করেছেন, মার্ক্স সেখানে তাঁর গভীর বিশ্বাস পুনর্প্রত্যয়িত করে তাৎপর্যপূর্ণ ঔপপত্তিক সিদ্ধান্তবলীতে উপনীত হয়েছেন।কেতাবী পদ্ধতি-ভিত্তিক লেখা কখনোই মার্ক্সের অভিপ্রায় ছিল না, সমুখে এক দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল পথের কথা ভেবে তিনি দেয়েছিলেন নিজের কাছে ও পাঠককুলের কাছে প্রাঞ্জলতা। মধ্য-১৮৪০ দশক হ'তে তাঁর পুঞ্জিত বিপুল অর্থনৈতিক

অধ্যয়নের ভিত্তিতে লেখাজোখা পুনর্লিখনের বিশাল কর্মকান্ডের জন্য এটা জরুরী ছিল।সেজন্যে ঔপপত্তিক বিষয়গুলির প্রয়োগ ও স্পস্টোচ্চারণের উপর তাঁর মন্তব্যের পাশাপাশি ঐ পান্ডুলিপি-পৃষ্ঠাগুলিতে থাকবে তাঁর ভাবনানুসারে নির্মিত সূত্রাবলী যা তাঁর মর্মবস্তু নবীকরণে অপরিহার্য – বিশেষত সেগুলি তাঁর ইতিহাস-ভাবনার সাথে সম্পর্কিত – ও তৎসহ অ-সুষ্ঠু প্রশ্নাবলী যার সমাধান সমস্যান্বিত।

অত্যল্প সময়ে (বড় জোর এক সপ্তাহ) এই প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্যের মিশ্রণ এবং সর্বোপরি ঐ লেখাজোখা অস্থায়ী চরিত্র হবার দরূণ অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কিত। তথাচ,যেহেতু জ্ঞানতাত্বিক দিক থেকে এমন ব্যাপকতম ও বিস্তৃত ঘোষণা মার্ক্স আগে কখনো করেন নি, ঐ 'উপক্রমনিকা তাঁর চিন্তা অনুধাবনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা[১০] গ্রুন্দ্রিসি সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যানে সহায়ক।

তাঁর লেখন শৈলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্ক্স 'উপক্রমনিকা'য় তাঁর নিজের ভাবনাবলী অভিব্যক্ত করা ও তাঁর তত্বগত বিরোধীদের সমালোচনা দুইই তুল্যমূল্য করেছিলেন। সেটা চারটি বিভাগে ভাগ করে ছিলেন

১)সাধারণভাবে উৎপাদন,

২)উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় ও ভোগ-পরিভোগের মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক,

৩)রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রণালী, ও

৪)উৎপাদনের উপায়গুলি (শক্তিগুলি), উৎপাদনের সম্পর্ক ও সরবরাহ ইত্যাদির সম্পর্কগুলি।[১১]

প্রথম বিভাগের শুরুতেই আছে উদ্দেশ্য,নিরীক্ষার ক্ষেত্র, অবিলম্বে অধ্যয়নের শীর্ষস্থানীয় নির্দিষ্ট করে অভিপ্রায় ঘোষণা এবং ঐতিহাসিক মানদণ্ডের দিকে ইঙ্গিত নির্দেশ: 'আমাদের আশু উদেশ্য বস্তুগত উৎপাদন শুরু করা।তাই সমাজে উৎপাদনকারীরা (অর্থাৎ সামাজিকভাবে নির্ধারিত ব্যষ্টিক উৎপাদন -অন্য এক বাঁক।' মার্কসের বিতর্কের লক্ষ্য ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর রবিন্সন ক্রুশো-পন্থা,[১২] ক্রুশোর মিথস্ক্রিয়া চূর্ণকরণ,[১৩] যা যুক্তিবাদী অর্থশাস্ত্রমনস্কতার দৃষ্টান্ত অথবা আদি কাল থেকেই বিদ্যমান প্রতিটি অন্যান্য সমাজের বুর্জোয়া সমাজে প্রতিফলন প্রপঞ্চ। এই প্রকার ধারণাগুলি যে

কোনও শ্রম প্রক্রিয়াতে এক ধ্রুবকের মত উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রকে উপস্থাপন করে, পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিশেষত্ব হিশেবে নয়। একই ভাবে সুশীল সমাজ (Bürgerliche Gesellschaft) আত্মপ্রকাশ করেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যার উত্থান এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যার মাধ্যমে 'ব্যক্তি প্রাকৃতিক বন্ধন ইত্যাদি থেকে পৃথক হয়ে দেখা দেয়, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক সময়পর্বকে একটি সুনির্দিষ্ট এবং সীমিত মানবসমাজের অনুষঙ্গ করে তোলে- যার অস্তিত্ব হিশেবেই চিত্রিত ছিল।[১৪]

প্রকৃতপক্ষে, পুঁজিতান্ত্রিক যুগের আগে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে নিরস্তিত্ব ছিল। গ্রুন্দ্রিসির একটি অনুচ্ছেদে মার্ক্স লিখেছেন, "মূলে সে প্রজাতিভুক্ত আদিবাসী ও যূথবদ্ধ প্রাণী। [১৫] এই যৌথ মাত্রাই ধরিত্রীর অধিকরণ –"এক বিশাল কারখানা, আশ্রয় যা দেয় শ্রমের উপাদান ও উপায় উভয়ই এবং অবস্থিতি যা সমগ্র সামাজিক সম্প্রদায়ের ভিত্তি (Basis des Gemeinwesens)।[১৬] আদিম সম্পর্কের মাঝে মানুষের কাজের সাথে ধরিত্রীর প্রত্যক্ষ অন্বয় গড়ে উঠেছিল এই ঔপাদানিক প্রাক-ধারণার স্বাভাবিক ঐক্য বিদ্যমান', এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির অন্যোন্যজীবিত্ব গঠিত। [১৭] ঠিক তেমনই পরবর্তীকৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক রূপগুলিতে ব্যষ্টির কাজ ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য সৃষ্টি,[১৮] 'সমস্টিগত সমবায়ের অংশ হিশেবে' তার উপস্থিতিতে ব্যষ্টির সঙ্গে 'শ্রমের বিষয়গত সম্পর্ক' গড়া, যে শৃঙ্খলে ব্যষ্টিই যোগসূত্র।[১৯] মার্ক্স উপক্রমনিকায় লিখেছেনঃ

পুঁজির প্রথম খণ্ডেও অনুরূপ ভাবনা আছে। এখানে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন ইয়োরোপীয় মধ্যযুগ' সম্পর্কে মার্ক্স যুক্তিসহ বলছেন, 'স্বনির্ভর মানুষ নয়, সর্বত্র আমরা দেখছি প্রত্যেকেই পরনির্ভর ক্রীতদাস ও মনিব, জায়গীরদার ও অধিরাজ, সাধারণ জন ও পুরোহিত। ব্যক্তিগত নির্ভরতা সামাজিক উৎপাদনী সম্পর্ক-নির্ধারিত; অন্য জীবন যাত্রাতেও উৎপাদন এভাবেই সংগঠিত হয়।[২১] এবং তিনি উৎপাদনী পণ্য বিনিময়ের উৎপত্তি যাচাই করার সময় দেখেছেন যে বিভিন্ন পরিবার, আদিবাসী ধারা প্রভৃতির মধ্যে সংযোগ গড়ে উঠেছিল, 'কারণ সভ্যতার সূচনায় ব্যক্তি নয়, স্বয়ম্ভরতা-ভিত্তিতে পরিবার ও আদিবাসী সমস্টির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।।[২২] এভাবেই

সগোত্রতার আদিম বন্ধন বা মধ্যযুগীয় প্রভু ও জায়গীরসারদের যোগসাজসের অধীনতায় 'সীমিত উৎপাদন সম্পর্কের' (bornirter Productionsverhältnisse) সঙ্গে ব্যক্তিজীবন একে অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িয়ে ছিল।[২৩]

ধ্রুপদী অর্থ শাস্ত্রবিদেরা এই বাস্তবতাকে উল্টোভাবে দেখেছেন। প্রাকৃতিক বিধিগুলির প্রেরণাদায়ক এই ভাবনাকে মার্ক্স কল্পনাসর্বস্ব মনে করতেন। বিশেষত অ্যাডাম স্মিথ প্রসঙ্গে, যিনি মনে করতেন আদিম পারিপার্শ্বিকতায় ব্যক্তির শুধু পৃথক অস্তিত্ব ছিল না, সমাজের বাইরে থেকেও উৎপাদন করতে পারত। অরণ্য-শিকারী জনজাতি ও রাখালদের মধ্যে শ্রমবিভাগ ছিল,যারা তাদের জীবিকায় বিশিষ্টতা অর্জন। করত, কেউতীর-ধনুক তৈরির কাজে, কেউ বনের কাঠ দিয়ে কুটির বানানোয়, কেউ অস্ত্র তৈরিতে বা ছুতোরের কাজে অতি দক্ষ হয়ে উঠত।[২৪] অতীত সমাজে অরণ্য শিকারী ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রম–সময়ের ভিত্তিতে পণ্য-বিক্রেতাদের মধ্যে বিনিময়ের তত্ত্বের জন্য ডেভিড রিকার্ডোকেও অনুরূপভাবে কালবৈষম্যের জন্য সমালোচিত হতে হয়েছিল।[২৫]

এভাবেই স্মিথ ও রিকার্ডো তাঁদের কালে সমাজের অতি উন্নত ব্যষ্টির তথা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বুর্জোয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যেন সে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাস। তাঁদের লেখায় উঠে এসেছে মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক ও কালনিরপেক্ষ ব্যক্তি, প্রকৃতিপ্রদত্ত, যাদের সমাজ-সম্পর্ক অভিন্ন এবং যাদের অর্থনৈতিক আচরণ ইতিহাস-নিরপেক্ষ ও নৃতাত্ত্বিক।[২৬] মার্ক্সের মতে প্রাচীন কাল থেকেই প্রতিটি নুতন ঐতিহাসিক যুগের ব্যাখ্যাতাগণ নিজেদের নিয়মমাফিক প্রতারিত করেছেন এভাবেই, যা তাঁদের যুগ বৈশিষ্ট্য।[২৭]

মার্ক্সের যুক্তি 'সমাজের বাইরে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির উৎপাদন ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে ভাষার বিকাশ ও সেইমতো ক্তহাবিনিময়ের মতো।[২৮] আর যাঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে মানব প্রকৃতির আদিরূপ হিশেবে চিত্রিত করেছিলেন, তাঁদের খন্ডন করে বলেছিলেন 'এটি ইতিহাসের ফলাফল, ইতিহাস-বিচ্যুতি। তিনি বলেছিলেন এমন ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে এক অতি উন্নত সামাজিক সম্পর্ক বিকশিত হলেই।[২৯] মার্ক্স এদের সাথে

পুরোপুরি একমত হতে পারেন নি যে মানুষ রাজনৈতিক প্রাণী { ζώον πολιτικόν (zoon politikon)}, মানুষ সামাজিক প্রাণী। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন 'মানুষ এমন প্রানী যার ব্যক্তিগত স্থান সমাজের মধ্যে।[৩০] তাই যেহেতু নাগরিক সমাজ কেবল আধুনিক সমাজে গড়ে উঠতে পারে, এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক যুগে মুক্ত মজুরি-শ্রমিকের অভ্যুদয় হয়েছিল।সে একদিকে সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের ফল, অন্যদিকে ষোড়শ শতাব্দী থেকে উদ্ভিন্ন নূতন উৎপাদনী শক্তির প্রকাশ।[৩১] মার্ক্স যদি কোনো বিষয় পুনরাবৃত্তি করে থাকেন, তা সেই সময়ে দু-দশক কালে হেনরি চার্লস কেরি,ফ্রেদারিক বাস্তিয়া ও পিয়ের জোসেফ প্রুধোঁর উত্থিত বিতর্কের জবাবে।[৩২]

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তির উদ্বর্তনের ছবি আঁকার পরে ও আধুনিক উৎপাদন 'সামাজিক বিকাশের এক নির্দিষ্ট স্তর – সামাজিক ব্যষ্টিসমূহের উৎপাদন' বর্ণিত করে মার্ক্স অর্থশাস্ত্রবিদদের 'সাধারণভাবে উতপাদন'এর ধারণাকে (Production im Allgemeinem) ঘুলিয়ে দেবার প্রবণতা উন্মোচিত করার জন্যে দ্বিতীয় ঔপপত্তিক প্রয়োজনীয়তার দিকের প্রশ্ন তুললেন। এ এক উদ্ভট ধারণা, যার বাস্তবের কোনো স্তরেই অস্তিত্ব নেই।

যদি বিমূর্তায়ন ঐতিহাসিক বাস্তবতার বৈশিষ্ট্যের সাথে একত্রিত না হ'ত উৎপাদন এক নির্দিষ্ট ও পৃথকীকৃত প্রপঞ্চ থেকে এক চিরকালীন স্বতঃ-অভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হতে পারত না, যাতে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হবার 'মূলগত বৈচিত্র্য' (wesentliche Verschiedenheit) অনভিব্যক্ত থাকত। অর্থশাস্ত্রবিদেরা 'বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের চিরন্তনতা ও সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করতে গিয়েই' ভুল করেছেন।[৩৩] তার বিপ্রতীপে, মার্ক্স বলেছিলেন প্রত্যেকটি সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিশেষ বৈচিত্র্যগুলি একে অন্য থেকে আলাদা করতে পারে, যে বাস্তব সত্য তার বিকাশে উৎসাহ যোগায় ও পন্ডিতদের আসল ঐতিহাসিকতা অনুধাবনে সহায়তা দেয়।[৩৪]

যদিও উৎপাদনের সাধারণ উপাদানগুলির সংজ্ঞায়ন 'অনেকবার ভেঙেছে ও নানা নির্ধারনে বিভক্ত হয়েছে', 'যার কিছু সর্বকালীন, কিছু কিছু কয়েকটি যুগে' ঘটেছে, এগুলি অবশ্যই সর্বজনীন উপাদান-অংশ, প্রকৃতিজাত মানুষী

শ্রম ও উপাদান।[৩৫] কারণ কোন বিষয় স্থির করে ও সেই মতো কাজের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যতিরেকে কোন উৎপাদন সম্ভব নয়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রবিদেরা উৎপাদনের এক তৃতীয় শর্ত প্রবর্তিত করেছে, 'আগে থেকে পণ্য জমিয়ে রাখা, যা আগে নিয়োজিত শ্রমিকদের উৎপন্ন, যা হ'ল পুঁজি।[৩৬] এই শেষোক্তটির সমালোচনা মার্ক্সের কাছে জরুরী, যার মাধ্যমে তিনি অর্থশাস্ত্রবিদদের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। এ থেকে তিনি প্রত্যয়িত হলেন উৎপাদন শ্রমিকের ভূমিকা বিনা অনুপলব্ধ। কেন না শ্রমিকের দু হাত ছাড়া অতীতের উৎপাদন মজুত সম্ভব নয়। আদিম মানুষও বারবার কেবল এভাবেই চালিত হয়েছে। অবশ্য পুঁজি যে অতীত শ্রমে গড়া এবং উৎপাদনের উপাদান, এটা মানলেও তা চিরদিনই ছিল স্মিথ, রিকার্ডো ও জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে সেইখানে তাঁর মতানৈক্য।

এই ভ্রান্তির কারণ যদি 'পুঁজিকে উৎপাদনের উপাদানের শারীরিক বৈশিষ্ট্য হিশেবে কেউ দেখে, আর তার অর্থনৈতিক রূপ বিচার না করতে পারে, যা উৎপাদনের উপাদানকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করে,[৩৭] তাহলে সে 'প্রকৃত পার্থক্যগুলি অনুধাবনে ডাঁহা ফেল' করবে ও 'ভাববে যে একটি মাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্ক নানা নামে বিদ্যমান।[৩৮]

তা বিশ্বাসযোগ্য করতে অর্থশাস্ত্রবিদেরা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর জন্মের আগেই তার 'ফলাফল-এর বিদ্যমানতা' ও তার বৈশিষ্ট্যগুলির ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেছিলেন।[৩৯] মার্ক্স গ্রুন্দ্রিসি-তে লিখেছেনঃ" বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রবিদেরা পুঁজিকে উৎপাদনের চিরন্তন ও প্রাকৃতিক (ঐতিহাসিক নয়) রূপ মনে করে ও তৎকালীন রূপায়নের জন্য তার পরে তার শর্ত গুলি সূত্রায়িত করেবিধিবদ্ধ করতে চায় অর্থাৎ পুঁজিবাদী যেন তখন আত্মসাৎকরণ করছে না, কারণ পুঁজিবাদী হয়ে উঠছে ও তখনও আত্মসাৎকরণ-সমর্থ নয়। [৪০]

মার্ক্সের মতে ঐতিহাসিক দিক থেকে, তাঁর সঙ্গে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রবিদদের গভীর পার্থক্য এই যে 'পুঁজি বিশ্বের সূচনা শুরু করে নি, বিদ্যমান উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের মোকাবিলা করে ছিল যতদিন সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই তা পদানত করেছিল।[৪১] কেন না 'নতুন উৎপাদনী শক্তি ও সম্পর্ক শূন্য থেকে

গড়ে ওঠে নি, আকাশ থেকে পড়েনি বা স্ব-স্থিরীকৃত জরায়ু থেকে জন্মায় নি। এসেছে ভিতর থেকে বিদ্যমান উৎপাদন বিকাশ এবং উত্তরাধিকার ও সাবেকী সম্পত্তিগত সম্পর্কের বৈপরীত্য থেকে।[৪২] অনুরূপভাবে, যদি উৎপাদনকারীরা উৎপাদনী উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অবস্থায় আসে যা পুঁজিতন্ত্রীকে সম্পত্তিহীন শ্রমিক অন্বেষণ করতে দেয় যারা বিমূর্ত শ্রমদান করতে পারে (পুঁজি ও মূর্ত শ্রমিক বিনিময়ের আবশ্যিক শর্ত), সে প্রক্রিয়া সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রবিদেরা নীরব অথচ সেই প্রক্রিয়াই পুঁজি ও মজুরী শ্রমিকের ঐতিহাসিক উৎস।[৪৩]

গ্রুন্দ্রিসি একাধিক অনুচ্ছেদে অর্থশাস্ত্রবিদদের ইতিহাসগত বাস্তবতাকে প্রাকৃতিক বাস্তবতা হিশেবে চিত্রিত করা সমালোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্ক্সের কাছে এটা স্পস্ট ছিল যে টাকা ইতিহাসের সৃষ্টি।[৪৪] ঋণও তাই। মার্ক্সের মতে ঋণ দেওয়া ও নেওয়া অতীতের অনেক সভ্যতায় ছিল, যেমন ছিল সুদের কারবার।কিন্তু 'কেবল ঋণ ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়; শিল্প শ্রমিক ও মজুরীহীন শ্রমিক নিয়োজন নয়। এবং উৎপাদনের উন্নত সম্পর্কে ঋণ ইতিহাসগতভাবে আবশ্যিক হয়ে ওঠে পূঁজির সঞ্চালনে।[৪৫] মূল্য ও বিনিময় প্রাচীন সমাজেও ছিল।কিন্তু উৎপাদন পরিব্যয়ে প্রথমোক্ত ক্রমবর্ধমানরূপে নির্ণায়ক হওয়া ও শেষোক্ত উৎপাদনের যাবতীয় সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের দরুণ বুর্জোয়া সমাজ ও অবাধ প্রতি্যোগিতার পূর্ণ বিকাশ হতে পেরেছে 'বা 'যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে অ্যাডাম স্মিথ প্রাক-ঐতিহাসিক কালে তুলে ধরেছিলেন, ইতিহাসের আগে, বরং ইতিহাসের ফল হিশেবে।[৪৬] উপরন্তু ইতিহাস চেতনায় খামতির জন্য মার্ক্স যেমন অর্থশাস্ত্রবিদদের সমালোচনা করেছিলেন, তেমন প্রুধোঁ ও অন্যান্য সোশ্যালিস্টদের ব্যঙ্গ করেছিলেন, কারণ এরা ভাবতেন বিনিময় মূল্য শ্রম মজুরি শ্রমিকে রূপান্তরিত না হলে নিরস্তিত্ব অথবা পুঁজিতন্ত্রীদের বাদ দিয়েও পুঁজি উদ্ভুত হতে পারে।[৪৭]

মার্ক্সের মূল লক্ষ্য ছিল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী উপায়ের ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য সপ্রত্যয়ে দর্শানো, যা তিনি 'পূঁজি'র তৃতীয় খন্ডে পুনরুক্তি করেছেন- 'এটা উৎপাদনের পরম পদ্ধতি নয়', শুধুমাত্র ঐতিহাসিক, নশ্বর।[৪৮]

এই অভিমত থেকে শ্রম পদ্ধতি সহ অন্যান্য বিশিষ্টতাকে নানা ভাবে বিচার করা যায়।গ্রুন্দ্রিসি-তে মার্ক্স লিখেছেন, "বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রবিদেরা সামাজিক বিকাশের কোনো নির্দিষ্ট স্তরীয় ধারণায় এত মজে থাকে যে সামাজিক শ্রম অবনতিকরণের ক্ষমতা অর্জনের আবশ্যিকতা এদের কাছে তাদের বিযুক্তি করণের আবশ্যিকতা থেকে অবিচ্ছিন্ন।[৪৯] পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির কথা উত্থাপনে মার্ক্স এই প্রসঙ্গ বারবার এনেছেন, যেন তারা উৎপাদন পদ্ধতির ধ্রুবক। মজুরী শ্রমকে কোনো ইতিহাসগত রূপের সুস্পস্ট সম্পর্ক না ভেবে শুধু মানুষের অর্থনৈতিক অস্তিত্বের সর্বজনীন বাস্তবতা হিশেবে মান্য করার অর্থ শোষণ ও বিযুক্তি চিরদিন ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে এমন ধারনা প্রচার।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের নির্দিষ্টতাকে পাশ কাটিয়ে চলার পরিণাম জ্ঞানতত্বগত ও রাজনৈতিক উভয়তই।এক, উৎপাদনের বাস্তব ঐতিহাসিক স্তরগুলি উপলব্ধির অন্তরায়। দুই, বর্তমান পরিস্থিতিকে অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয় সংজ্ঞায়নের ভিত্তিতে সাধারণভাবে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ও বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ককে প্রাকৃতিক-মানবিক সম্পর্ক হিশেবে ব্যাখ্যা। সেই অনুসারে মার্ক্স-এর অর্থশাস্ত্রবিদদের সমালোচনার দ্বিবিধ মূল্য ছিল। বাস্তবতা অনুধাবনে যেমন অপরিহার্য ছিল ইতিহাসগত বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধকরণ, তেমনই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর অপরিবর্তনীয়, এই মতান্ধতা মোকাবিলা করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাথার্থ্য। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিকতা তুলে ধরাও এর নশ্বর চরিত্র ও অবসান সম্ভাবনার প্রমানস্বরূপ হয়ে উঠবে।

৩। লন্ডনে দারিদ্র্য-অভিজ্ঞতা

তাঁর অতিকায় প্রকল্প রূপায়নে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মার্ক্সের দরকার ছিল প্রশান্তি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ তথা নিরাপত্তাবিহীন এবং তা এতটাই যে তাঁকে আদৌ স্বস্তি দিচ্ছিল না। তাঁর নতুন বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সব সংস্থান নিঃশেষিত হওয়ায় প্রথম মাসের ভাড়া

দেবার সঙ্গতি ছিল না। সেই সময় এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টারে বসবাস ও কর্মরত থাকায় তাঁকে তাঁর দুরবস্থার কথা জানালেনঃ "ক্রমবর্ধমান পারিবারিক দায় মেটানোর আশা দেখছি না। কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না এবং পাঁচ বছর আগেও এতটা আশাহত ছিল না। ভাবছিলাম আমি কর্দমাক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ আগেই পেয়েছি। কিন্তু তা নয়।[৫০] মার্ক্সের সেই ব্যথিত উক্তি এঙ্গেলস-এর কাছে গভীর বেদনাদায়ক, কারণ তিনি ভেবেছিলেন তাঁর প্রিয় সখা স্থিতু হবেন। এই ভেবেই বড়দিনের সময় এঙ্গেলস তাঁর বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ১৮৫৭-র জানুয়ারীতে একটা ঘোড়া কিনেছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে শেয়াল শিকার করা তাঁর বড় শখ ছিল। কিন্তু সেই সময়ে ও সারা জীবন মার্ক্স ও তাঁর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিতে কখনো কার্পণ্য করেন নি। মার্ক্সের কাতর বার্তা পেয়ে মার্ক্স-কে প্রতি মাসে ৫ স্টার্লিং পাউন্ড পাঠানো শুরু করলেন এবং সনির্বন্ধভাবে জানালেন তাঁর কঠিন সময়ে মার্ক্স তাঁর উপর যেন সদাই আস্থা রাখেন।

এঙ্গেলসের ভূমিকা কেবল আর্থিক সমর্থনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই কালপর্বে মার্ক্স যখন গভীর বিচ্ছিন্নতায়, তিনি কেবল এঙ্গেলসের সঙ্গেই বৌদ্ধিক মতবিনিময় করতেন, "তোমার অভিমতের চেয়ে বড় কিছু আমার চাওয়ার নেই।[৫১] নৈরাশ্যের দুরূহ সময়ে এঙ্গেলসই একমাত্র সখা যার কাছে কোন কিছু গোপন করতেন না। 'শিগগির জবাব দিও কারণ তোমার চিঠিগুলো আমাকে চাঙ্গা করে তোলে।' [৫২] ঘটনাপ্রবাহ সকৌতুকে মন্তব্যেও তাঁর সাগরেদ এঙ্গেলস।একবার যেমন ব্যঙ্গের সাথে বলেছিলেন, "যারা ডিগবাজি খেতে পারে, আমি তাদের ঈর্ষা করি।ক্রোধ ও শারীরিক বর্জ্য থেকে রেহাই পেতে বুর্জোয়া কর্তাদের এটাই বড় উপায়।[৫৩]

বস্তুত, অচিরেই অনিশ্চয়তা আরো দুঃসহ হয়ে উঠল। এঙ্গেলস থেকে অনুদান ছাড়া মার্ক্সের আয় বলতে ছিল ন্যু ইয়র্ক ট্রিবিউন থেকে লেখা থেকে রোজগার। সেই সময় সবচেয়ে বেশী প্রচারিত ইংরেজী ভাষার পত্রিকা। শর্ত ছিল প্রতি লেখার জন্ত ২ স্টার্লিং পাউন্ড পাবেন। অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব পড়েছিল ঐ পত্রিকার উপরও। মার্ক্সের লেখাও কমে এলো। সেখানে তিনি ছাড়া ইয়োরোপীয় সংবাদদাতা হিশেবে নিয়মিত লিখতেন লেখক ও

ভ্রমনকারী ব্রেয়ার্ড টেলর (১৮২৫-১৮৭৮)। তাঁকে ছাঁটাই করা হ'ল না, কিন্তু মার্ক্সের লেখা সপ্তায় দুটো থেকে একটা হ'ল। সাম্মানিক অর্ধেক হয়ে গেল। সখেদে লিখেছিলেন, "অবশ্য রমরমার সময়েও ওরা আমাকে এক কপর্দক বেশী দিত না।"[৫৪] সকৌতুকে লিখেছিলেন, "নিয়তির এমন পরিহাস যে, এই সব অভিশপ্ত সংকটে ব্যক্তিগতভাবে আমিই সংসক্ত হয়ে পড়ি।[৫৫] অবশ্য আর্থিক বিপর্যয় পরখ করতে পারাও এক অতুলনীয় উপভোগ। "যে পুঁজিতন্ত্রীরা 'কাজের অধিকার'এর বিরুদ্ধে এত সরব ছিল তারাই সর্বত্র জনগণের অর্থ থেকেই সরকারের কাছে 'মুনাফার অধিকার'তে জনসমর্থন পেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখে মজা পাচ্ছি।[৫৬] উদ্বেগ সত্বেও, এঙ্গেলসকে জানালেন, 'যদিও ১৮৪৯ সাল থেকে আমার অর্থনৈতিক দুর্দশা দুর্বিসহ এই সংকটের বিস্ফোরণে উপভোগ করছি। [৫৭]

এক এক নতুন সম্পাদকীয় প্রকল্প কিছুটা লাঘব করল তাঁর নৈরাশ্য। ন্যু ইয়র্ক টাইমস=এর সম্পাদক চার্লস ডানা (১৮১৯-৯৭) মার্ক্স-কে নিউ আমেরিকান সাইক্লোপিডিয়ার সম্পাদকীয় কমিটিতে যোগ দেবার আহ্বান জানালেন। অর্থাভাবে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, কিন্তু কাজের সিংহভাগ এঙ্গেলসকে ন্যস্ত করলেন যাতে তিনি গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন। তাঁরা দুজনে জুলাই ১৮৫৭ ও নভেম্বর ১৮৬০ সময়পর্বে নিজেদের কাহ ভাগ করে নিলেন। এঙ্গেলস সামরিক বিষয়ক অর্থাৎ কারা কারা সামরিক অফিসার হলেন, তা নথিবদ্ধকরণ আর মার্ক্স জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করণের কাজ করলেন। যদিও পৃষ্ঠা পিছু ২ ডলার বড্ড কম ছিল, আর্থিক বিপর্যয় মোকাবিলায় তা সহায়ক হয়ে উঠেছিল।এ কারণে ডানাকে এঙ্গেলস আর্জি জানিয়েছিলেন যত অধিক সম্ভব তত সংখ্যক নথি (এন্ট্রি) পাঠাতে। "আমরা অনায়াসে 'নিখাদ' জ্ঞানগত তথ্য সরবরাহ করতে পারি যতক্ষণ তার বিনিময়ে ক্যালিফর্নিয়ার নিখাদ সোনা পাবো।[৫৮] মার্ক্স লেখার ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করতেন, এখানেও তাই করলেন – "যতটা সংক্ষেপ করা সম্ভব ততটাই, যদিও তা বিরস।[৫৯]

এত চেস্টা সত্বেও মার্ক্সের অর্থকরী অবস্থার আদৌ উন্নতি হল না। কার্যত তা এতই অস্থিতিশীল য়ে পড়েছিল মহাজনরা 'ক্ষুধার্ত নেকড়ে'র

মতো তাঁকে ধাওয়া করছিল [৬০] এবং প্রবল শৈত্যে বাসস্থান উষ্ণ থাকার জন্য জানুয়ারী ১৮৫৮য় কয়লা না থাকায় এঙ্গেলসকে লিখলেনঃ "এমন অবস্থা থাকলে অচিরে আমি মাটির নীচে মাইল মাইল নিম্নগামী হতে থাকব।সব সময় অন্যদের কাছে উপহাস হয়ে থাকা ও তার উপর পরিণামে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি দ্বারা কেবলই ছিন্নভিন্ন হচ্ছি।"[৬১] এমন অবস্থায় আবেগের বশে অনেক কটুকথা তাঁর মুখে এসে পড়ছিল। "একাকীত্বে আমার মনে হয় আমি এক অকল্পনীয় উত্তেজনাকর জীবনের মধ্যে পড়েছি... যে মানুষেরা উচ্চাশাপ্রবণ, তাদের বিয়ে করার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই, আর এ কারণে গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনে ছোটখাটো দুরবস্থায় জড়িয়ে পড়ে।[৬২]

মার্ক্স কেবল দারিদ্র্যের ভূত-তাড়িত ছিলেন না। তাঁর কস্টকর বেঁচে-বততে থাকার লড়াই এর পাশাপাশি ছিল একই সময়ে একাধিক রোগভোগ।মার্চ ১৮৫৭য় নিশি জাগরণে অত্যধিক পরিশ্রমের দরুণ চক্ষু সংক্রমন, এপ্রিলে দাঁতে ব্যথা, মে মাসে যকৃতে ক্রমান্বিত অস্বস্তির জন্য তাঁকে 'ভেষজ-নির্ভর' করে তুলেছিল।

খুবই দুর্বল হয়ে পড়ার জন্য তিন সপ্তা কোন কাজ করতে পারেন নি। এঙ্গেলসকে জানালেন, "যাতে আমার সময় নস্ট না হয়, আমি ড্যানিশ ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করছি, এর থেকে ভালো কিছু করা যাচ্ছে না এখন।" বললেন, "ডাক্তারের আশ্বাস মত, পরের সপ্তায় স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে পারবো।এখন আমি কুইন্সি ফলের মতো (নাসপাতি–সদৃশ, অনুবাদক) হলদে হয়ে গেছি, খুব বিরক্তিকর ঠেকছে।[৬৩]

কিছুদিন বাদেই মার্ক্স পরিবারে আরেক গভীর দুঃখ নেমে এলো। জুলাই-এর মার্ক্স-পত্নী ইয়েনি তাঁর শেষ শিশুর জন্ম দিলেন। সে এত ক্ষীণতনু ছিল, যে প্রায় জন্মাবার সাথে সাথেই মারা গেল। আরো একবার শোকাহত মার্ক্স এঙ্গেলস-কে কবুল করলেন, "এটা ঠিক ট্রাজেডি নয়, কিন্তু... এই রকম ঘটনা আরেক হৃদয়বিদারক স্মরিয়ে দিচ্ছে (সম্ভবত পুত্র এডগারের স্মৃতি, এর আগে হারানো তাঁর শেষ সন্তান)। এই চিঠিতে আর কিছু লিখতে পারছি না।"[৬৪] এঙ্গেলস ঐ কথায় খুব মুষড়ে পড়লেন, উত্তরে লিখলেন, "এমন কঠিন সময়ে তোমার পক্ষে কিছু লেখা খুব কস্টদায়ক।

ছোট্ট শিশুর মৃত্যু তুমি নির্বিকারভাবে মেনেও নিতে পারো, কিন্তু তোমার স্ত্রী পারবে না।[৬৫]

সেই সময় এঙ্গেলস গ্রন্থিগত জ্বরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল হল। গোটা গ্রীস্মকাল কোনো কাজই করতে পারলেন না।তখন মার্ক্স সত্যিই খুব সমস্যায় পড়লেন। তাঁর বন্ধু ছাড়া এনসাইক্লোপিডিয়ার কাজ ব্যাহত, কোন তথ্যই সন্নিবেশিত করতে পারছেন না। যেহেতু তাঁর তখন আরো সময় চাই, তিনি ভাণ করলেন যে ন্যু ইয়র্কে এক বান্ডিল পান্ডুলিপি পাঠিয়েছেন, কিন্তু সেগুলি যাত্রাপথে হারিয়ে গেছে। তবুও কাজের চাপ লাঘব হ'ল না। সেই সময়ে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে ন্যু ইয়র্ক ট্রিব্যুন কোন বিশেষজ্ঞের কাছ এক বিশ্লেষণী লেখার প্রত্যাশী ছিল,[৬৬] কিন্তু জানত না যে সেই বিশেষজ্ঞ এঙ্গেলসই। সেই পরিস্থিতির চাপে মার্ক্স সাময়িকভাবে 'সামরিক বিভাগ'এর দায়িত্ব পেলেন [৬৭] ও লিখলেন বর্ষা নেমে পড়ায় ইংরেজেরা পিছু হটল। এঙ্গেলসকে লিখলেন, "হতেই পারে কাজটা আমার পক্ষে দৃষ্টিকটূ,, কিন্তু কিছুটা দ্বান্দ্বিক উপায়ে তার সুরাহা করতে পারলাম। যথাযথ শব্দচয়ন দ্বারা আমি কোন না কোন দিক থেকে সূত্রায়ন করলাম।[৬৮] যাই হোক, মার্ক্স ঐ লড়াইকে ছোট করে দেখেন নি, বলেছিলেন, "এতে ইংরেজদের লোকবল ও স্বর্ণসম্ভারের ক্ষতির ফলে এখন ভারত আমাদের সবচেয়ে বড় মিত্র।[৬৯]

দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য সমস্যা ও নানা ট্রাজেডি-ক্লিষ্ট প্রেক্ষিতে মার্ক্স গ্রুন্দ্রিসি লিখেছিলেন।বুর্জোয়া প্রশান্তির মাঝে কোনো সম্পন্ন.চিন্তাবিদের গবেষণা-লব্ধ গ্রন্থ নয়। পরন্তু এক দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট লেখকের কাজ, যিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন এক প্রত্যয় হতে যে অগ্রসরমান সংকটে তাঁর সময়ে এই কাজ শ্লাঘনীয় হবে।

৪। এক পদ্ধতির সন্ধানে

মার্ক্স তখন পদ্ধতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করলেন- কিভাবে তাঁর ভাবনা বাস্তবে রূপায়ন করবেন? কেমন করে সমাজকে বোঝা তার হয়ে একটি বিমূর্ত

মডেল প্রণয়ন করবেন? গ্রুন্দ্রিসির 'উপক্রমনিকা'য় এই প্রশ্নগুলি তুলে ধরা হয়েছিল। যে পৃষ্ঠাগুলিতে মার্ক্স 'বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা ও মূর্ত আন্দোলনের সম্পর্ক'[৭০] নিয়ে বলেছেন, তা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত ভাবনা নয়।সেখানে সমস্যার তত্ত্বায়ন অসম্পূর্ণ ও একাধিক বিষয় ভাসা ভাসা ভাবে লেখা। তথাচ 'উপক্রমনিকা'য় এই ভাবনাগুলি ঔপপত্তিক কথনে অপরিহার্য, মার্ক্সের তন্নিষ্ঠ ব্যাখাকার ও পাঠকদের কাছে সাহিত্যগত ভাবেও চিত্তাকর্ষক।

অতীতের মহান চিন্তাবিদদের পথ ধরে মার্ক্সও নিজের কাছে প্রশ্ন রাখলেন কোথা থেকে শুরু করবেন। তাই তাঁর বিশ্লেষণের বিষয়ের সূচনা রাজনৈতিক অর্থনীতি বিচার। একটি সম্ভাবনা তা 'মূর্ত ও বিমূর্ত এবং তার বাস্তবিক পূর্ব শর্ত', তৎসহ অর্থনীতির সমগ্র সামাজিক প্রক্রিয়া ও জনসমষ্টিকে ভিত্তি ও বিষয় হিশেবে বিচার।[৭১] কিন্তু মার্ক্স-এর কাছে রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্বের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম পেটি (১৬২৩-১৬৮৭) ও পিয়ের দ্য বোয়াগিলবে (১৬৪৬-১৭১৪)র পন্থা অপ্রতুল ও ভ্রমাত্মক প্রতিভাত হয়েছিল। জনসমষ্টির এমন অনির্ণিত সত্তাকে ভিত্তি করে শুরু করলে সামগ্রিকতাভাবে জাতিবাচকতা আত্যন্তিক হয়ে উঠবে, বুর্জোয়া ও সর্বহারা দুই শ্রেণীর বিভাজন দেখাতে পারবে না, যে বিভাজন উপলব্ধ হয় তাদের স্ব স্ব গঠনমৌলিকতা – পুঁজি, ভূমিমালিকানা ও মজুরী শ্রমিক সম্পর্কে জ্ঞান। অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রসহ তাবৎ বাস্তবিক উপাদান শ্রম, অর্থ ও মূল্যের মত বিমূর্ত নির্ণায়কে দ্রবীভূত হবে।

এরকম অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতিতেই রাষ্ট্রসহ তাবৎ মূর্ত উপাদান শ্রম, অর্থ ও মূল্যের মত বিমূর্ত নির্ণায়কে দ্রবীভূত হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থশাস্ত্রবিদেরা তাঁদের বিমূর্ত বিভাগগুলির সংজ্ঞায়নের আগেই 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল, যা শ্রম, শ্রম বিভাগ, চাহিদা ও বিনিময় মূল্যের মত সরল সম্পর্কগুলি থেকেই অন্বিত হয়েছিল রাষ্ট্র স্তরে, দেশগুলি (অর্থাৎ জাতি-অনুবাদক) ও বিশ্ব বাজারের বিনিময়ের সঙ্গে। সেই পদ্ধতিই অর্থনীতিতে প্রয়োগ করেছিলেন স্মিথ ও রিকার্ডো এবং দশনে গিয়র্গ হ্বিলহেইম ফ্রিডরিশ হেগেল, যার সারবস্তু তত্ব-বিধৃত করা যায় এইভাবে 'বিমূর্ত নির্ণয় চিন্তার মাধ্যমে নিয়ে যায় মূর্তের পুনরুৎপাদনে',

মার্ক্স যাকে 'বিজ্ঞানগতভাবে নির্ভুল পদ্ধতি' দ্বারা ব্যাখ্যা করেছিলেন (wissenschaftlich richtige Methode)। সেই সঠিক বিভাগকরণের মাধ্যমেই 'একজন কোন জন সমষ্টির কাছে পোঁছানোর আগে অগ্রসর হতে পারে-সামগ্রিকতার বিশৃঙ্খল ধারনা নয়, অনেক নির্ণয় ও সম্পর্কের সমৃদ্ধ ধারণার মাধ্যমে।"[৭২]

তথাপি, 'উপক্রমনিকা' সম্পর্কে কিছু কিছু ভাষ্যকার যা লিখেছেন[৭৩] মার্ক্স তা বলেন নি, তাঁর সংজ্ঞায়িত 'বিজ্ঞানগত ভাবে নির্ভুল পদ্ধতি' মার্ক্স নিজে পরে প্রয়োগ করেন নি।[৭৪] প্রথমত, তিনি মানতেন না অর্থশাস্ত্রবিদদের প্রত্যয় যে মূর্ত বাস্তব সম্পর্কে তাঁদের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বাস্তবের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিফলন[৭৫]।'উপক্রমনিকা'য় বর্ণিত পদ্ধতি সুসমন্বিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে,কিন্তু তার মধ্যেও মৌলিক মতানৈক্য আছে। পূর্বসূরি হেগেলের মত, মার্ক্স স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে 'বিমূর্ত থেকে উত্থিত পদ্ধতিই মূর্ত বাস্তব চিন্তনের পথ', ভাবনায় বাস্তবতার পুনর্গঠন সরলতম ও সাধারণতম নির্ণয়াদি থেকে শুরু হওয়া উচিৎ। কারণ 'অনেক নির্ণয়ের ঘনীভবন'ই মূর্ত বাস্তব। তাই চিন্তনে বৈচিত্র্যের ঐক্য 'ঘনীভবনের পদ্ধতি' এবং ফলত বহির্গমনের পথ' নয়, যদিও মার্ক্সের কাছে এটা মনে রাখা দরকার ছিল যে, 'পর্যবেক্ষণ (Anschauung) ও বোঝার জন্য বহির্গমনের পথ' মূর্ত বাস্তব।

অভিন্ন বৌদ্ধিক মিল সত্বেও, হেগেল-এর সঙ্গে মার্ক্সের পার্থক্যও ছিল। 'হেগেল-এর বিভ্রম ছিল বস্তুত কে চিন্তার ফসল মনে করা'।অন্যদিকে 'মার্ক্স কখনোই ভাবতেন না এটা এভাবে মূর্ত বাস্তব এমন কোন প্রক্রিয়া-সঞ্জাত হতে পারে।' মার্ক্স-এর অভিমত, হেগেলীয় ভাববাদে 'বিভাগ গুলির গতি আপাতচোখে উৎপাদনের বস্তুগত কর্ম... বিশ্ব যার প্রতিফল' ; "মানুষই প্রকৃত চিন্তন-ধারণা-উদ্ভুত', বস্তুগত দুনিয়ায় যা শুধু তার প্রতিফলন নয়, সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার প্রচালকও। হেগেলের এই ভাবনার বিরুদ্ধতা মার্ক্স বার বার দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে বলেছেন, "মূর্ত সামগ্রিকতাকে চিন্তার সামগ্রিকতা (যথা) বাস্তব চিন্তা আসলে চিন্তন ও অনুধাবনের ফসল", কিন্তু তা "কোন মতেই চিন্তন অভিধার ফসল নয়, না তা নির্মাণ করতে পারে", কেন না "মূল বস্তু তার স্বীয় অস্তিত্ব মস্তিষ্কের বাইরে অটুট রাখে আগের

মতই...,তাই ঔপপত্তিক পদ্ধতি, বস্তু, সমাজ যে প্রাক-ধারণা, তা মনে রাখতে হবে।[৭৬]

'উপক্রমনিকা'য় মার্ক্স আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। বিভাজনগুলির বিন্যাস কিভাবে করে লেখা শুরু করবেন? জটিল বিষয়গুলি প্রক্রিয়াগতভাবে সরল করবেন, নাকি তার বিপরীত পথ অনুসরণ করবেন?

বুর্জোয়া সমাজ উৎপাদনের জটিলতম ঐতিহাসিক গঠন। এর বিভাজন-প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হয় তার সম্পর্কগুলি, কাঠামোগত ধী এবং সেহেতু সেই কাঠামো, উৎপাদন-সম্পর্কগুলি ও ধরাশায়ী সামাজিক গঠনগুলির প্রতি অন্তর্দৃষ্টিপাত করা যায়, যে ধ্বংসাবশেষগুলি ও উপাদানগুলি তারই গড়া এবং যার অংশবিশেষ পরাভূত না হবার কারণে বাহিত হতে থাকে। [৭৭]

তাই বিদ্যমানকে অতীত-পুনর্নির্মাণের সুযোগের ইঙ্গিতও দেয়।"মানুষের শারীরস্থান বানরের শারীরস্থান (...এবং)নিম্ন তর অনুক্রমিক প্রাণীদের উত্তরণ সম্পর্কে তথ্য জানা যায় উত্তরণ সম্পর্কে অবহিত হবার পরে"।[৭৮] এই বহুপঠিত বিবৃতি কিন্তু বিবর্তনের দৃষ্টিকোন থেকে দেখা অনুচিত। মার্ক্স সুস্পষ্ট ভাষায় 'তথাকথিত ঐতিহাসিক বিবর্তন' ধারণারই সমালোচনা করেছেন, কারণ 'সাম্প্রতিকতম রূপ পূর্বস্তরগুলির অগ্রগতি' মার্ক্সের মতে পল্লবগ্রাহিতা।[৭৯] বিবর্তন-তাত্বিকদের উপস্থাপিত সরল থেকে জটিলে জৈব উত্তরণের অতিসরল প্রগতি পথ-এর বিপ্রতীপে এক জটিলতর অথচ যৌক্তিক পদ্ধতি চয়ন করেছিলেন এবং উৎপাদনী পদ্ধতি পরম্পরার (প্রাচীন, এশীয়, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক) ইতিহাসের এক পৃথক তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন,যাতে নানা পদ্ধতির ভিতরে অনুমিত বিভাগ গুলির অবস্থান ও কর্মকান্ড ব্যাখ্যাত হতে পারে।[৮০] সেটা বুর্জোয়া সমাজ যা, সেহেতু, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক যুগগুলির অর্থনীতি ধারণার সংকেত দেয়, যদিও নানা সমাজের মধ্যে গভীর পার্থক্য ছিল ও তাই সংকেতগুলি সংযমনে ব্যবহার্য। মার্ক্স বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে 'অর্থশাস্ত্রবিদদের মত ইতিহাসগত পার্থক্যগুলি মুছে শুধু সমাজের তাবৎ রূপসমূহের বুর্জোয়া সম্পর্ক দেখলে হবে না।[৮১]

মার্ক্স 'দারিদ্র্যের দর্শন'- অনুসৃত বিজ্ঞানগত বিভাগগুলির কালানুক্রমিক পদ্ধতি নাকচ করেছিলেন, পরিবর্তে অনুসরণ করেছিলেন ইতিহাসগত ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক অর্জিত জ্ঞান-এর মাধ্যমে যাচাই।যেহেতু বর্তমান অতীতকে বা মানুষের গঠনের সঙ্গে বানরের গঠন অনুধাবনে সহায়ক, সবচেয়ে পরিণত স্তর তথা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে অনুধাবনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ছিল, বিশেষত যে উপাদান সবচেয়ে বেশী প্রাধান্যময়।'পুঁজিই বুর্জোয়া সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনৈতিক শক্তি, তাই শেষ থেকেই শুরু হয়'।[৮২]

বস্তুত, বিভাগ গুলিকে যথাযথ ক্রমবিন্যাস ও প্রকৃত ইতিহাসের গতিক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ঘটেনা। তাছাড়া মার্ক্স 'পুঁজি'র পান্ডুলিপিতে লিখেছেন, 'বাহ্যিক রূপ ও বস্তুর সারমর্মে সরাসরি সংঘাত সব বিজ্ঞানই আত্যন্তিক হয়ে ওঠে।"[৮৩]

মার্ক্স তাই সাবেকী অর্থশাস্ত্রবিদদের নিজের প্রয়োগবাদ ছেড়ে স্বকীয় সংশ্লেষণে উপনীত হলেন, যা ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রবিদদের পদ্ধতি থেকে বস্তুগত উপাদানগুলি বিমূর্ত সংজ্ঞায়নে দ্রবীভূত হতে পারল, যা হেগেলের দর্শনসহদার্শনিক ভাববাদ থেকে মার্ক্স-ভাবিত বাস্তবের চিন্তাকে বাস্তবিকতার মধ্যেই সীমিত করেছিল; জ্ঞান তাত্বিক ধারণা (যা চিন্তার রূপগুলি ও বিষয়গত বাস্তবতা একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়) থেকে, ঐতিহাসিকতা থেকে ও ইতিহাসে যৌক্তিকতার দ্রবণ এবং শেষত 'দারিদ্র্যের দর্শন'-এ তাঁর ব্যাখ্যা যে তিনি 'ইতিহাসের গতিপথ'এ হাঁটছেন, এটাই মার্ক্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।[৮৪] মূর্ত বাস্তব ও চিন্তার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অনীহা তাঁকে দুয়ের মধ্যে ফারাক আছে তা প্রতিপন্নতামুখী করে- শেষোক্তটির বৈশেষিকতা চিহ্নিত করেন ও প্রথমোক্তকে চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ন্যস্ত করেন- যাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সম্পর্কগুলি যেভাবে প্রক্ষেপিত হয়, তা বিভাগগুলির মুক্ত বিকাশের বিন্যাস থেকে ভিন্ন হয়।[৮৫] ইতিহাসের স্তরগুলি শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তিতে জ্ঞানগত প্রক্রিয়ার সীমিতকরণ এড়াতে, বিমূর্তকরনের প্রক্রিয়া প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল এবং জটিলতাগুলি-সমেত সমাজের ব্যাখ্যার জন্য বিভাগগুলি করা হয়েছিল। অন্যদিকে, প্রকৃতই উপযোগী করার

জন্য, সবসময় ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে বিমূর্তকরণের এমনভাবে তুলনা করা হত যাতে সাধারণ যৌক্তিক নির্ণয়গুলি বাস্তব ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে আলাদা করা যায়। এভাবেই মার্ক্সের ইতিহাস-ধারণা বলীয়ান হয়েছে ও গভীরতা অর্জন করেছে- একবার যুক্তি বিন্যাস ও প্রকৃত ঐতিহাসিক পারম্পর্য প্রতিসাম্য প্রতিষ্ঠা হলে ইতিহাস বাস্তবতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে নির্ধারক হয়ে ওঠে আর যৌক্তিকতা ইতিহাসকে নিছক ঘটনাপ্রবাহ থেকে অন্যতরভাবে ধারণাগঠন সম্ভব করে।[৮৬]

মার্ক্স-উদ্ভাবিত পদ্ধতি তাঁকে কেবল ইতিহাসে কিভাবে বিভিন্ন উৎপাদন প্রণালী প্রতিভাত হয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝার সরঞ্জাম দেয় নি, নূতন উৎপাদন প্রণালীর প্রবণতা পূর্বাহ্ন-কল্পনা অনুমানে সহায়ক এবং সেজন্যেই যারা ঘোষণা করেছিল পুঁজিতন্ত্র শ্বাশ্বত, তাদের হতবুদ্ধি করেছিল। জ্ঞানতত্ব সহ মার্ক্সের নিজের গবেষনা শুধুমাত্র ঔপপত্তিকতা-সর্বস্ব ছিল না। পরন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামে নিবিড়তরভাবে নিয়োজনের লক্ষ্যে বিশ্ব প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার দায়বদ্ধতা-প্রচালিত ছিল।

এ প্রসঙ্গে মার্ক্সের শেষ প্রণিধানযোগ্য লেখা গ্রীক শিল্পকলার সাথে আধুনিক সমাজের সম্পর্ক নিয়ে ভাবনা, যাতে তিনি 'বস্তুগত উৎপাদন ও শিল্পকলার বিকাশের অসম সম্পর্ক'-এর উপর দৃষ্টিপাত করেছেন (un-gleiche Verhältniß)।[৮৭] পরবর্তী কালে ছদ্ম-মার্ক্সবাদীদের উৎপাদন ও চেতনা-রূপের মধ্যে সেন একরকম অনমনীয় সমান্তরালবাদ বিদ্যমান, এমন ধারণা তো দূরস্থান, মার্ক্স জোরের সাথেই বলেছিলেন যে আর্থ-সামাজিক বিকাশ ও শিল্পকলা উৎপাদনের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

লেনার্দ সিমঁদ দ্য সিসমঁদির (১৭৭৩-১৮৪২) দি হিস্টরিকাল ভিউ অফ দি লিটারেচার অফ দি সাউথ ইয়োরোপ-এর কিছু কিছু ধারণা পুনর্লিখনের সময় মার্ক্স (সেটা পড়েছিলাম ও খাতাপত্র ১৮৫২-তে উদ্ধৃত করেছিলেন) লিখলেনঃ "এটা সুবিদিত, সমাজের সাধারণ বিকাশে শিল্পকলা ক্ষেত্রের কোন কোন কালপর্ব মাত্রাতিরিক্তভাবে কুসুমিত হয়, গঠনরূপের বস্তুগত ভিতেও (materiellen Grundlage) তথা অন্তর্কাঠামোতেও। তিনি বলেছিলেন কিছু কিছু শিল্পকলারূপ (যেমন মহাকাব্য) শিল্পকলা বিকাশের

অনুন্নত স্তরেই সম্ভব। কলাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের শিল্পকলার আন্তর্সম্পর্কে যদি তাই ঘটে থাকে, তাহলে সমাজের সাধারণ বিকাশের সামগ্রিক ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক তো তেমন জটিল নয়।[৮৮] গ্রীক শিল্পকলার আগে এসেছে গ্রীক পুরাকথা, যা সমাজ রূপের এক 'চেতনা-বহির্ভূত' প্রতিভাস। কিন্তু আধুনিক যুগের মত উন্নত সমাজে মানুষ পরিপার্শ্বকে যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করে, বাহ্যিক শক্তির মাধ্যমে নয়, এ যুগে পুরাকথা নিরস্তিত্ব,এখন মহাকাব্য আর রচিত হয়না 'এখন কি আর পাউডার ও শিসা সহ অ্যাকিলাস সম্ভব? বা ইলিয়াডকে ছাপাখানায় ভাবা যায়...? ছাপাখানার পাতে কি গীতিকবিতা, কাহিনী কবির শেষ গন্তব্যস্থল? আর তাই মহাকাব্যের কবিতার পরিপার্শ্ব কি উবে যাবেই?[৮৯]

বস্তুগত উৎপাদনের রূপগুলি কিভাবে বুদ্ধিগত সৃজনশীলতা ও আচরণের সঙ্গে মার্ক্সের অন্বিত হতে পারে এব্যাপারে মার্ক্সের দৃষ্টিকোন গোঁড়ামি-রহিত ছিল। এগুলির 'অসম বিকাশ' সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় তিনি ছকে-বাঁধা মনোভাব নাকচ করেছিলেন, কারণ তা সামাজিক সমগ্রতার নানা চত্বরে অভিন্ন স ম্পর্ক আরোপিত করে।[৯০] এমনকি দু'বছর আগে প্রকাশিত সুবিখ্যাত 'আ কন্ট্রিব্যুশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ ক্রিটিকাল একনমি' থিসিসের ভূমিকায় মার্ক্স লিখেছিলেন,বস্তু জীবনের উৎপাদন পদ্ধতিই সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়ার পরিপার্শ্ব তৈরি করে [৯১]- যাকে নিয়তিবাদের ছাঁচে ব্যাখ্যা অনুচিত, [৯২] 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ'-এর সংকীর্ণ ও পূর্ব-নির্ধারিত পথেও নয়, যা 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ') শুধু সমাজের উপরিকাঠামোগত ঘটনাপ্রবাহ নরনারীদের বস্তুগত অস্তিত্বের প্রতিফলনে সীমাবদ্ধ।[৯৩]

'উপক্রমনিকা'য় পদ্ধতিগত ভাবনার পাশাপাশি গ্রুন্দিসি মার্ক্স দুই ভাগে লিখেছেনঃ 'টাকা বিষয়ক অধ্যায়' যাতে টাকা ও মূল্য আলোচিত আর 'পুঁজি সম্পর্কিত অধ্যায়' যেখানে উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও পুঁজি সঞ্চলন চর্চা এবং উদ্বৃত্ত মূল্য ও প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অর্থনৈতিক গঠন চর্চিত। তাঁর প্রবল প্রয়াস সত্বেও সে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। লাসালকে ১৮৫৮-র ফেব্রুয়ারীতে লিখলেনঃ"কয়েক মাস ধরে আমি আমার কাজের

শেষ পর্যায়ে। কিন্তু অত্যন্ত শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে, কারণ অনেক বছর ধরে পড়াশোনার ভিত্তিতে অর্জিত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি না করে কেউ নূতনতর বিষয়পানে এগিয়ে যেতে পারে না, ভাবনার তাগিদও আসে না... এখন যে কাজে মনোনিবেশ করছি রা হ'ল অর্থনৈতিক বিভাগগুলির সমালোচনা বা যাকে তুমি বলতে পারো বুর্জোয়া অর্থনীতি-ব্যবস্থার সমালোচনাত্মক উন্মোচন। একাধারে তা উন্মোচন আবার সেই নিরিখেই ব্যবস্থার সমালোচনা।আমার ধারণা নেই এজন্য আর কত পৃষ্ঠা লাগবে। আপাতত আমি কমপক্ষে আরো ১৫ বছর কাজ করতে প্রস্তুত। তবে আমার অস্বস্তি এই ভেবে যে ঝঞ্ঝাময় আন্দোলন বাইরে থেকে অন্তরায় হতে পারে।[৯৪]

৫। গ্রুন্দ্রিসি লেখা

তাঁর কালে প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি নজর মার্ক্স আজীবন রেখেছেন। এঙ্গেলস তখনও, ১৮৫৭র শরৎকালে, ঘটনাবলীর আশাবাদী মুল্যায়ন করে চলেছেন।"আমেরিকায় এক দারুণ আর্থিক বিপর্যয় ও তা অনেকদিন চলবে।... আগামী তিন চার বছর বাণিজ্য নিম্নমুখী রইবে। এখন সুযোগ আমাদের হাতে।"[৯৫] তাই মার্ক্সকে উৎসাহভরে লিখলেনঃ "আমরা ১৮৪৮ সালেই বলছিলাম, এখন আমাদের দিন আসছে এবং একদিক থেকে তা ছিলই, কিন্তু এখন তা পূর্ণ রূপে আসন্ন এবং জীবন-মরণের সময়।[৯৬] অন্যদিকে বিপ্লবের অনিবার্যতা নিয়ে সংশয় ছাড়াই তারা আশা করেছিলেন তা গোটা ইয়োরোপ সংকটে নিমজ্জিত হবার আগে তা ঘটবে না আর তাই 'সংঘাতের বছর' ১৮৫৮ অব্দি স্থগিত থেকেছিল।[৯৭]

ইয়েনি ফন হ্বেস্টফ্যালেন পারিবারিক সুহৃদ কনরাদ স্ক্র্যাম (১৮২২-১৮৫৮)কে লেখেন যে সর্বজনীন সংকট মার্ক্সের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।"কালোমানিক কিরকম খোসমেজাজে আছে আপনি কল্পনা করতে পারছেন। স্বাচ্ছন্দ্য ও কাজের মেজাজ ফিরে পেয়েছে আর কর্মশক্তি জীবন্ত ও প্রফুল্লতর হয়েছে।[৯৮] আসলে, মার্ক্সের নিবিড় বৌদ্ধিক কর্মকান্ড সূচিত হয়েছিল, ন্যু ইয়র্ক ট্রিব্যুন-এ লেখা, নিউ আমেরিকান সাইক্লোপিডিয়ার

কাজ ও তখনকার সংকট নিয়ে পুস্তিকা লেখার অসমাপ্ত প্রকল্প আর অবশ্যই গ্রুন্দ্রিসি লেখা সব এক গতি পেয়েছিল। তবে, তাঁর বর্ধিত কর্মশক্তি সত্বেও, এতগুলো দায়িত্ব একবারে হাতে নেওয়া সাধ্যাতীত হয়ে উঠল, তাই এঙ্গেলস এর সাহায্য অপরিহার্য হ'ল। তাঁর ১৮৫৮-র গোড়ায় নিরাময় হতে, মার্ক্স আবার এনসাইক্লওপিডিয়ায় তথ্য সন্নিবেশনের কাজ শুরু করতে বললেনঃ" মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুমি যদি কয়েকটি অধ্যায়ের কাহ দিন দুয়েকে শেষ করতে পারো,ম্যাঞ্চেস্টারে থাকাকালীন দেখা তোমার মদ্যপানাসক্তি কমবে, এখনকার কাজে উৎসাহ যোগাবে, যা আমার আছে দরকারি মনে হয়েছে। কারণ আমি আমার অন্য কাজগুলি শেষ করতে চাই, যে কাজে আমার সময়ের পুরোটাই নিয়ে নিচ্ছে। আমার বাড়ি মাথায় ভেঙে পড়লেও।"[৯৯]

এঙ্গেলস মার্ক্সের চাঙ্গা করার প্রয়াস মেনে নিলেন ও তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, ছুটির পরেই তিনি আরো নিরিবিলি ও সক্রিয় জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন।[১০০] তথাপি, মার্ক্সের সবচেয়ে সমস্যা হয়ে উঠল সময়াভাব।প্রিয় সখাকে বারবার অনুযোগ করছেন, "যখনই (ব্রিটিশ) মিউজিয়াম-এ যাই, জরুরী কথা মনে আসে,তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেরোনোর সময় (বিকেল ৪টে), কত কিছু চারদিকে ছড়িয়ে আছে। পথের শেষ, অথচ কত সময় নস্ট হয়ে গেছে।[১০১] উপরন্তু আছে বাস্তব সমস্যাবলী, ঔপস্তিকও।"গণনাগত ভ্রান্তিগুলির যাতনা আমাকে হতোদ্যম করছে। বীজগণিতের মাধ্যমে সংশোধনের প্রয়াস করছি। পাটিগণিত আমার চিরশত্রু, কিন্তু বীজগণিতের পাকদন্ডি আমাকে দ্রুত সমাধান বাৎলে দেয়।[১০২] শেষে তাঁর বিবেকী দায়ের জন্যেই গ্রুন্দ্রিসি রচনায় মন্থরগতি দেখা দিল, কারণ তাঁর থিসিসগুলি মান্যতা পেতে পারে কি না, তা যাচাই করার আর্জি তাঁর নিজের ভিতরেই জাগল। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ফার্ডিন্যান্ড লাসালকে তাঁর গবেষণার স্তর ব্যাখ্যা করলেন, "কিভাবে আমার অর্থশাস্ত্র এগোচ্ছে,তা নিয়ে তোমাকে বলতে চাই। যা কাজ করেছি, তা লিখে ফেলেছি। প্রকৃতপক্ষে আমার চূড়ান্ত পান্ডুলিপি কয়েক মাস আগেই শেষ করেছি। কিন্তু বড্ড ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়গুলি শেষ না করা হচ্ছে, ততক্ষণ

নতুন দিশা দেখা দেবে না, চিন্তা এগিয়ে নিয়ে যাবার চাহিদা জাগবে না, কারণ এতদিন গবেষণার উদ্দিষ্ট তাই ছিল।" ।

সে চিঠিতেই মার্ক্স দুঃখ করেছিলেন তিনি দুর্দশাগ্রস্থ। "আমি তো আমার সময়ের প্রভু নই, বরং তার দাস। আমার কাজের অবকাশ রাত্রিবেলা, এজন্যে পিত্তরোগে অতি ক্লিষ্ট অথবা প্রায়শ যকৃত সমস্যাক্রান্ত।" [১০৩]

সত্যিই, তিনি গুরুতর অসুস্থ হলেন আবার। এঙ্গেলসকে ১৮৫৮র জানুয়ারীতে লিখলেন, আরোগ্যলাভে তিন সপ্তা লেগে গিয়েছিল।"রাতে মাত্রাতিরিক্ত কাজ করার জন্য আমাকে লেমনেড ও প্রচুর পরিমান তামাক সেবনের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।[১০৪] মার্চে তিনি যকৃত-জনিত কারণে "আবার খুব অসুস্থ হলেন"ঃ কারণ "সম্প্রতি গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক অবস্থায় দিনের পর দিন অনেক রাত জেগে কাজ করার দরুন ছোটখাটো অসংখ্য অসুবিধার জন্য আমি বারবার অসুস্থ হচ্ছি।"[১০৫] এপ্রিলে তিনি আবার জানালেন, "পিত্তজনিত গোলমালে এই সপ্তায় আমি এত অসুস্থ হয়েছি, যে আমি ভাবতে, পড়তে লিখতে বা ট্রিব্যুনের (ন্যু ইয়র্ক) লেখার জন্য সময় করে নেওয়া ছাড়া কিচ্ছু পারছি না। প্রাণপণে অভিশপ্ত অধমর্ণতা এড়াতে এই গাফিলতিগুলি মেনে নিতে পারি না।[১০৬]

এমতাবস্থায়, মার্ক্স সাংগঠনিক রাজনৈতিক কাজকর্ম ও ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। মুষ্টিমেয় বন্ধুদের চিঠি লিখে খোলাখুলি জানালেন, "আমি নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছি' [১০৭] এবং 'আমি পারতপক্ষে পরিচিতদের সঙ্গেও দেখা করছি না, আর এজন্যে যে আমার বড় রকমের ক্ষতি হচ্ছে না।' [১০৮] এঙ্গেলস-এর নিরবছিন্ন উৎসাহের সাথে সাথে 'মন্দা ও তার দুনিয়াজোড়া বিস্তৃতি তাঁকে আশাবাদী করে তুলছিল এবং কাজে নিয়োজিত হবার জোস্ত যোগাচ্ছিল, "এই সবই বৃদ্ধ গন্ধমূষিকের মত সংকটকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।[১০৯] ঘটনাপ্রবাহের অগ্রগতি তাঁকে কেমন উৎসাহিত করেছিল এঙ্গেলসের সঙ্গে চিঠিপত্রগুলিতে তা স্পস্ট।জানুয়ারীতে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'এর খবর পড়ে, চমকিত হয়ে লিখলেন, "সব কিছু মনে হচ্ছে প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।[১১০] এবং মার্চের শেষে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে মন্তব্য করলেন, "উন্মাদনা সন্তোষজনকভাবেই ঘটছে।গ্রীষ্ম

অব্দি অবস্থা শান্তিপূর্ণ রইবে,তা মনে হচ্ছে না।"[১১১] কয়েক মাস আগে, তিনি নৈরাশ্যের সুরে লিখেছিলেন, "গত দশ বছত্রে যা ঘটেছে, তাতে যে কোন ব্যক্তির চিত্তে জনগণের প্রতি ঘৃণা জাগিয়েছে, ঠিক লাতিন প্রবাদের মত (odi profanum vulgus et arceo) অর্থাৎ আমি মানুষের ভীড় ঘৃণা করি। পদাঘাত করি"[১১২] –এমন ভাবনা আরোপিত বচনের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।এখন এই সব সংকীর্ণ চিত্তাবস্থা প্রথম ঝড়েই ধুয়ে মুছে যাবে।"[১১৩]

মে মাসে কিছুটা খুশি হয়েই লিখলেন, "সবদিক থেকে এই সময়টা সুখকর। আপাতচোখে ইতিহাস এক নতুন পথের বাঁকে, প্রতি ক্ষেত্রেই ভাঙনের চিহ্ন আনন্দ সংবাদ, কারণ প্রত্যেকেই মানসিকভাবে আর রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারছে না।[১১৪]

অনুরূপভাবেই, এঙ্গেলস মার্ক্সকে জানালেন যে তৃতীয় নেপোলিয়নকে (১৮০৮-১৮৭৩) হত্যার চেস্টার জন্য ইতালীয় গণতন্ত্রী ফেলিচে ওর্সিনির (১৮১৯-১৮৫৮) ফাঁসির দিন প্যারিসে শ্রমিক শ্রেণী ব্যাপক বিক্ষোভ জমায়েত করেছে, "সেই মহা ক্ষোভের প্রকাশ ভালো লাগল যখন মঞ্চ থেকে রোল কল-এর আওয়াজ উঠল, যারা যারা এসেছেন বলুন, ১০০,০০০ মানুষ একসাথে বলে উঠলেন, 'হাজির'।[১১৫] এমন বিপ্লবী প্রস্ফুটনের সম্ভাবনার সময়, তিনি ফরাসী সেনা বাহিনী মোতায়েন-বৃদ্ধি সমীক্ষার ভিত্তিতে মার্ক্সকে সতর্ক করেছিলেন যে সেনা বাহিনীর মধ্যে গুপ্ত সমিতি গড়া দরকার,১৮৪৮-এর মতো, যখন বুর্জোয়ারা বোনাপার্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। শেষে, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং প্রতিক্রিয়ার সাবেকী দুর্গ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য হিংসাত্মক স্লাভ বিদ্রোহে প্রকম্পিত হবে। সাথে সাথে প্রত্যেকটি বড় শহর ও শিল্প নগরীতে প্রতি আক্রমণ সংকট তীব্রতর করবে। অন্যভাবে বললে, তিনি স্থিরনিশ্চয় যে এক কঠিন সংগ্রাম আসন্ন।[১১৬] আশাবাদে উদ্দীপ্ত এঙ্গেলস আবার অশ্বারোহন শুরু করলেন এবং তাঁর লক্ষ্যের কথা মার্ক্সকে জানালেন।"কাল ঘোড়ায় চড়ে নদীতীরে গিয়েছিলাম। পাঁচ ফুটেরও কয়েক ইঞ্চি বেশী উঁচু বেড়া অতিক্রম করলাম এটা আমার সর্বোচ্চ উল্লম্ফন...। জর্মনীতে ফিরে গিয়ে আমরা প্রুশীয় অশ্বারোহন প্রদর্শন করতে পারব,যাতে এই ভদ্রমহোদয়রা আমার সাথে

পাল্লা দিয়ে পারতেন না।[১১৭] আত্মসন্তোষপূর্ণ উত্তর এলো- "তোমার অশ্বারোহন সাফল্যে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু বেশী ঝুঁকি নিয়ে উল্লম্ফন কোরো না। কারণ তোমার গ র্দান অন্যত্র বেশী প্রয়োজন। অশ্বারোহনে নৈপুণ্য এমন নয় যে যাতে তুমি জর্মনীর মহান সেবা করতে পারবে।[১১৮]

অন্যদিকে, মার্ক্সের জীবনের জটিলতা আরো বাড়ল। মার্চ-এ লাসাল তাঁকে জানালেন, বার্লিন থেকে সাংবাদিক-সম্পাদক ফ্রানৎস দুস্কার (১৮১৩-১৮৭৯) তাঁর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু সুসংবাদটি এক অস্থিতিশীলতার মাঝে এলো। এঙ্গেলসকে লেখা একটি চিঠিতে মার্ক্স-সহধর্মিনী ইয়েনি স্বাস্থ্য বার্তায় অগুনতিবার উল্লিখিত দুশ্চিন্তাজনিত উদ্বেগের কথা জানালেনঃ "ওঁর পিত্ত ও যকৃত বিদ্রোহ করছে। অবস্থার অবনতি প্রকাশকের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরে উদ্ভূত মানসিক অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠার কারণে যা প্রতিদিন বাড়ছে ও বড় আকার ধারণ করছে, কারণ সেই কাজটা স্থগিত রাখা একেবারেই স ম্ভব নয়।"[১১৯]

গোটা এপ্রিল মার্ক্সকে অসহ্য পিত্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ল, যা আগে কখনো ঘটেনি, কাজ করতেই পারছিলেন না।ন্যু ইয়র্ক ট্রিব্যুনের জন্য প্রবন্ধ রচনার কাজই করলেন, কারণ তা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অপরিহার্য ছিল।সেগুলি লিপিবদ্ধ করতে মুখে বলছিলেন তাঁর স্ত্রীকে যিনি সেই সময় তাঁর 'সচিবের কাজ করছিলেন।'[১২০] যেই আবার লিখতে পারলেন, এঙ্গেলসকে জানালেন, 'নিজে হাতে লিখতে না পারার জন্যে' নীরব ছিলেন।'শুধুমাত্র লেখার ভাষায় নয়, আক্ষরিকভাবেও' পরিস্ফুট হয়েছিল। তিনি এও লিখলেন, "কাজ করার অদম্য উৎসাহ আর একই সঙ্গে তা না করতে পারা রোগের প্রকোপ বাড়িয়ে তুলেছিল'। তখনও তার শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ।"আমি কাজ করতেই পারছি না ঘণ্টা দুয়েক কাজ করলেই শুয়ে পড়তে হয়। আমি আশা করি, কিছু তোয়াক্কা করব না। আর এই অবস্থার অবসান ঘটবে সামনের সপ্তাতেই। এখনকার মত কঠিন সময় আর হতে পারে না। স্পস্টতই, এই শীতে আমি রাতে বেশী পরিশ্রম করেছিলাম। 'সুতরাং এই ক্লেশ (Hinc illae lacrimae)।[১২১]

মার্ক্স রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন, কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ওষুধ

খেয়েও উপকার পাচ্ছিলেন না। তাই পরের সপ্তায় অবস্থা বদলের প্রত্যাশায় চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলছিলেন এবং 'বৌদ্ধিক শ্রম থেকে ক্ষণেকের জন্যে রেহাই মেনে নিয়েছিলেন।'[১২২] তাই তিনি এঙ্গেলসের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁকে গিয়ে জানালেনঃ "আমি আমার কাজ স্থগিত রাখছি।"[১২৩] কাজেই দিন বিশেক ম্যাঞ্চেস্টারে থেকে কাজ করলেন, 'পুঁজি-র একটি অধ্যায় ও গ্রুন্দ্রিসি-র শেষ পাতাগুলি লিখলেন।

৬। বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

লন্ডনে ফিরে মার্ক্সের উচিৎ ছিল পান্ডুলিপি সম্পাদনা করা যাতে তা প্রকাশকের কাছে পাঠানো যায়, কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ দেরী করে ফেলেছেন। খসড়া প্রস্তুত করতে আরো দেরী করছেন। তাঁর খুঁতখুতে স্বভাব বাস্তবিক প্রয়োজনকে দাবিয়ে রাখল। এঙ্গেলসকে লিখছেন, "আমি যখন ছিলাম না অর্থ মুদ্রার ইতিহাস নিয়ে ম্যাকলরেন-এর একটা বই লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছে। 'একনমিস্ট'-এ প্রকাশিত উদ্ধৃতাংশ পড়ে মনে হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর কাজ। এখনো গ্রন্থাগারে বইটা আসেনি। স্বভাবতই, বইটা আমাকে পড়তেই হবে আমার বই সম্পূর্ণ করার আগে। আমার স্ত্রীকে শহরের প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম। দাম শুনে হতবম্ব ৯.৬ শিলিং। আমার লড়াই-এর তহবিলের চেয়েও বেশী। তাই যদি তুমি আমাকে টাকাটা পাঠিয়ে দাও, কৃতজ্ঞ থাকব।হয়ত বইটিতে এমন কিছু থাকবে না, যা আমার কাছে নতুন, কিন্তু একনমিস্ট তো শোরগোল তুলেছে এবং উদ্ধৃতাংশ পড়ে, আমার ঔপপত্তিক চেতনা বইটা না পড়ে একটুও এগোতে দিচ্ছে না।[১২৪]

এই চরিত্রচিত্রন প্রণিধানযোগ্য। একনমিস্ট-এর সমালোচনা তাঁর পারিবারিক শান্তির পক্ষে এতই 'বিপদস্বরূপ' যে তাঁর স্ত্রীকে মার্ক্স শহরে পাঠালেন ঔপপত্তিক সংশয়ের বশে। আর তার সঞ্চয় এমন ঞ্ছিল না যা দিয়ে বইটা কিনতে পারেন। তাই বিষয়টি তাঁর ম্যাঞ্চেস্টারের বন্ধুর গোচরে আনলেন। সেই সময়ে মার্ক্সের জীবন ও বিশেষত তাঁর 'ঔপপত্তিক চেতনা'কে বোঝার এমন ভালো দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যেত?

চেনা শত্রু জটিল মেজাজ, অসুস্থ শরীর ও দারিদ্র্য তাঁর কাজকর্ম আরো ধীরগতি হ'ল। আরো কাহিল হল তাঁর স্বাস্থ্য। এঙ্গেলসকে জানিয়েছিলেন, "ম্যাঞ্চেস্টার যাবার আগে যে রোগে ভুগছিলাম, তা আবার দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, গোটা গ্রীষ্মকাল এমনই হয়েছে যে কোন লেখার কাজ করতে খুব কস্ট হয়েছে।[১২৫] অধিকন্তু ঐ মাসগুলি অসহনীয় অর্থ কস্ট তাঁকে 'চূড়ান্ত বিপর্য্যয়ের অনিবার্য শঙ্কার মধ্যে' কেটেছে।[১২৬] হতাশা-কবলিত মার্ক্স জুলাইতে এঙ্গেলসকে তাঁর চরম দুর্দশাগ্রস্থ জীবন যাপনের কথা লিখলেন, "বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা ভাববার সঙ্গতি নেই, কিছুতেই পেরে উঠছি না। ফলে কাজ করার ক্ষমতাই নেই, যার কারণ অংশত আমার সবচেয়ে ভালো সময় আমি অর্থোপার্জনের বৃথা চেস্টায় সময় নষ্ট করেছি এবং অংশত আমার বিমূর্ততা আর তার সঙ্গে আমার শারীরিক ভাঙন। এসব আমার গার্হস্থ্য দুর্দশার সাথে বেমানান। দুর্দশায় আমার স্ত্রীর স্নায়বিক বিপর্যয় ঘটেছে... তাই সমস্ত ব্যাপারটাই এমন দাঁড়িয়েছে স্বল্প যা আয় করেছি, তার কণামাত্র পরের মাসের জন্য রাখতে পারি না যাতে করে দেনা দায় লাঘব হতে পারে, দুরবস্থা কেবল চার সপ্তা স্থগিত থাকতে পারে এবং কোন না কোন উপায়ে ঠেকাতে পারি... আমার আসবাবপত্র নিলাম করলেও অচিরে দেনাদাররা তুস্ট হবে না। লুকোনো গর্তও তাদের চোখ এড়ায় না। এতদিন বাহ্যিক সম্ভ্রম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমি নিজে হোয়াইট চ্যাপেল-এ (লন্ডনের নিকটে শ্রমিক শ্রেনীর আস্তানা) গিয়েও থাকতে পারি, যদি দিনে অন্তত এক ঘন্টা আবার নিরুপদ্রবে কাজ করতে পারি। কিন্তু আমার স্ত্রীর যা অবস্থা যে অমন আমূল রূপান্তরের ফল খুব খারাপ হতে পারে। মেয়েদের লালন পালনে আদৌ অনুকূল হবে না। বস্তুত, গত আট সপ্তা আমার চরম শত্রুও এমন জলাভূমিতে আমার সাথে আবদ্ধ থাকতে পারত না, অসংখ্য বিরক্তি আমার বুদ্ধিজীবিতা ক্ষুণ্ণ করেছে, আমার কর্মক্ষমতা ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে।[১২৭]

তবু, তীব্র দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা সত্বেও মার্ক্স নিরাপত্তাহীনতার কাছে হার মানেন নি, বিশেষত তাঁর আরব্ধ লেখার কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে।বন্ধু জে ওয়াইডেমেয়ারকে লিখলেনঃ "যে কোন মূল্যে আমার লক্ষ্য পূরণ

করতেই হবে, আমাকে টাকা-তৈরির যন্ত্র করতে বুর্জোয়া সমাজকে দেবো না" [১২৮]

ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক সংকট কমেছে এবং বাজার শীঘ্রই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।[১২৯] ভগ্নহৃদয় মার্ক্স অগাস্টে এঙ্গেলস-কে লিখলেনঃ "গত কয়েক সপ্তায় হতচ্ছাড়া আশাবাদ সর্বত্র চাগিয়ে উঠেছে'[১৩০],এবং যেভাবে পণ্যের ইতি-উৎপাদনের বাজার শুষে নিচ্ছে, তা নিয়ে এঙ্গেলস মার্ক্সকে লিখলেন, "এই পরিমান পণ্য বাজার থেকে উধাও কখনো হয় নি।" [১৩১] সেই ১৮৫৬র গোটা শরৎকাল জুড়ে প্রেরণাদায়ী আসন্ন বিপ্লব মার্ক্সকে গ্রুন্দ্রিসি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল,আর তখন তিনিই স্বপ্নাহত, "আর যুদ্ধ নেই, সব বুর্জোয়াদের করতলগত।" [১৩২] এঙ্গেলসের ক্ষোভ ছিল "ইংরেজ সর্বহারা শ্রেণীর বুর্জোয়া-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠায়", যে প্রবণতা দুনিয়ার সবচেয়ে শোষণকারী দেশে 'বুর্জোয়াদের পাশে বুর্জোয়া-বনে-যাওয়া সর্বহারাদের' কায়েম করবে।[১৩৩] মার্ক্স প্রতিটি স্বল্প-তাৎপর্য পূর্ণ ঘটনার অন্তিম অবধি অবলোকন করছিলেন- "বিশ্ব বাণিজ্যে আশাবাদী মোড় সত্বেও... একটা ব্যাপারে স্বস্তি রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়েছে,কেন না আমার মতে পিটার্সবার্গে 'অমাত্যদের' সমাবর্তন উৎসব তার সূচনা।" তাঁর প্রত্যাশা ছিল জর্মনীকে ঘিরেইঃ "প্রুশিয়ার অবস্থা ১৮৪৭ থেকেও খারাপ", আবার চেকোশ্লোভাকিয়ার বুর্জোয়ারাও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে অবতীর্ণ, 'ব্যতিক্রমী আন্দোলনে শ্লাভেরা নেমে পড়েছে, বিশেষ করে বোহেমিয়ায়। তা প্রতিবিপ্লবী চরিত্রের হলেও আন্দোলনকে রসদ যোগাচ্ছে'। শেষত, যেন বিশ্বাসঘাতকতা-ঘাত বলেই, তিনি চাঁচাছোলা সুরে লিখলেনঃ "এসবে ফরাসীদের কোন ক্ষতি হবে না, কারণ তাদের ছাড়াই দুনিয়া চলতে পারে।" [১৩৪]

যাই হোক, মার্ক্স সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিলেন, কারণ তাঁর ও এঙ্গেলসের প্রত্যয়িত প্রত্যাশানুসারে সংকট সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বর্তালো না। তথাপি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইয়োরোপে বিপ্লবী অভ্যুত্থান সময়ের ব্যাপার এবং সেটা যদি ঘটে, তা বিশ্ব পরিস্থিতির অর্থনৈতিক পরিবর্তন তা প্রোজ্জ্বলিত করবে। তাই এঙ্গেলসকে একদিক থেকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও তার ভবিষ্যৎ প্রতিফলনের রাজনৈতিক মূল্যায়ন করে লিখলেনঃ

""আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে বুর্জোয়া সমাজ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ষোড়শ শতাব্দীর মুখোমুখি হ'ল, যা আমার আশা তাদের মৃত্যুবাণের মত, ঠিক আগের মত। বুর্জোয়া সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিশ্ব বাজার সৃষ্টি বা অন্তত তার সাধারণ কাঠামো তৈরি করা এবং বাজারের প্রয়োজনমতো উৎপাদন। যেহেতু বিশ্ব গোলাকার, আমার মনে হচ্ছে ক্যালিফর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশিকরণ এবং চীন ও জাপানের বাজার মুক্ত হওয়া মনে হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণকরণ। এই কঠিন প্রশ্নটি আমাদের কাছে এইরকমঃ এই মহাদেশে বিপ্লব আসন্ন এবং সত্বর তা সমাজতন্ত্রের রূপ নেবে। যেহেতু বুর্জোয়া সমাজের গতিধারা আরো অনেক বড় এলাকা জুড়ে আছে, পৃথিবীর এক ছোট্ট কোনে এটি ঘটলে তা কি চূর্ণ হবে না?[১৩৫]

এই চিন্তাবলীর মধ্যে রয়েছে মার্ক্সের দুটি সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী – যুক্তি ও স্বজ্ঞার মিলিত প্রয়োগে উপনীত যা তাঁর সমসাময়িকদের অনায়ত্ত ছিল। একটি মিলেছিল – পুঁজিতন্ত্রের বিশ্ব পরিসরে বিস্তার। আরেকটি মেলেনি- ইয়োরোপে সর্বহারা বিপ্লবের অনিবার্যতা।

তখনকার প্রগতিশীল শিবিরে যাঁরা রাজনৈতিকভাবে মার্ক্সের বিরোধী ছিলেন এঙ্গেলসকে লেখা চিঠিগুলিতে তাঁদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর প্রিয়জনদের অন্যতম – প্রুধোঁ, ফ্রান্সে প্রভাবশালী সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রধান নেতা, মার্ক্স যাঁকে আখ্যাত করেছিলেন 'ভূয়া ভ্রাতা',যার কবলমুক্ত হওয়া সাম্যবাদের বাঞ্ছনীয়।[১৩৬] মার্ক্স লাসালের সঙ্গে রেষারেষিতে বেশ মজা পেতেন। যেমন লাসালের তখনকার সাম্প্রতিকতম বই 'হেরাক্লিটাস' হাতে পেয়ে বলেছিলেন 'নির্বোধ উদ্ভাবন।[১৩৭] গিউসেপ্পি মাৎসিনি (১৮০৫-৭২)র ইশতেহার পেনসিয়োরো এদ অ্যাৎসিওন (চিন্তা ও কর্ম) ১৮৫৮-র সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হলে মার্ক্স মন্তব্য করলেন 'এখনো নিরেট মূর্খই রয়ে গেছে', কারণ তাঁর চিন্তাশক্তির অপ্রতুলতা নিয়ে মার্ক্সের কোন সংশয় ছিল না।[১৩৮] মাৎসিনি ১৮৪৮-৪৯-এর পরাভবের কারণগুলি ব্যাখ্যার বদলে 'বিপ্লবী অভিবাসনের রাজনৈতিক পক্ষাঘাত নিরাময়-এর অনুমোদনের জন্য আত্মপ্রচারে ব্যস্ত।[১৩৯] তিনি জুলিয়াস ফ্রাউবেল(১৮০৫-৯৩)-এর বিরুদ্ধেও নেমে পড়লেন। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট পরিষদের

১৮৪৮-৪৯এ সদস্য ইনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক সংশ্রবছিন্ন হয়েছিলেন। 'একবার খাওয়া পড়ার নিশ্চয়তা মিললে এই ধরণের দুর্বৃত্তেরা কোন না কোন ছলে লড়াই-এর পথ থেকে সরে যায়।'[১৪০] সবশেষে তিনি লন্ডনে জর্মন দেশত্যাগীদের অন্যতম নেতা কার্ল ব্লিন্ড-এর বিপ্লবী কার্যকলাপকে ঠেস দিয়ে লিখলেনঃঠ"হ্যামবুর্গে তাঁর দু-একজন পরিচিতকে দিয়ে (তাঁর নিজেরই খসড়া) কয়েকটি ইংরেজী সংবাদপত্রে চিঠি পাঠালেন, যাতে দাবি করা হ'ল যে ছদ্মনামে প্রচারিত প্রচার পুস্তিকাগুলো আলোড়ন তুলেছে।তারপরে তাঁর বন্ধুরা কিছু জর্মন সংবাদপত্রে লিখল যে ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে লেখা চিঠিগুলি হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে।তাহলে বুঝুন কিরকম করিৎকর্মা এই লোকটি।"[১৪১]

মার্ক্সের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ভিন্ন ধরণের ছিল।বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত না হলেও, তিনি তাঁর মূল ভূমিকা পালনে সদা জাগরুক ছিলেন অর্থাৎ রাজনৈতিক অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অনুপুঙ্খ অধ্যয়নের মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের সমালোচনা প্রণয়ন-এর কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণে শ্রেণী সংগ্রামে 'ভাঁটা'র সময় তিনি নিরর্থ চক্রান্ত ও ব্যক্তিগত কোন্দল থেকে সরিয়ে রাখার জন্য যথাসাধ্য সক্রিয় হতেন, যাতে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকা যায়- "কোলন বিচার (কমিউনিস্ট দের বিরুদ্ধে,১৮৫৩ সালে), আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পূর্ণ সময় লেখাপড়ার কাজে মনোনিবেশ করি। আমার সময় এত মূল্যবান যে এই সব নিস্ফলা প্রয়াস ও সংকীর্ণ কোন্দলে তা নস্ট হতে দিতে পারি না।"[১৪২] আসলে,সমস্যাবলীর প্লাবন সত্বেও মার্ক্স-এর গবেষণায় বিরতি ছিল না। সযত্নে কাজ করে ১৮৫৮র অগাস্ট থেকে অক্টোবরে 'টাকা-র অধ্যায়'এর রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা বিষয়ক সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের মূল পান্ডুলিপি সম্পূর্ণ করেন- ১৯৫৯য় 'রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা বিষয়ক সন্দর্ভ 'প্রকাশ করেন, যেটি জনমানসে প্রভাব ফেলল না, গ্রুন্দ্রিসি সাড়া জাগাবে কি না তার আগাম ইঙ্গিত পেলেন।

মার্ক্সের ১৮৫৮ সালটা আগের বছরগুলোর মতই কাটল। ইয়েনির ভাষায় "আমাদের কাছে ১৮৫৮ বছরটা ছিল না ভালো, না মন্দ।। দিনের

পর দিন কেটেছে,; খেয়ে, পান করে, প্রবন্ধ লিখে, সংবাদপত্র পড়ে, অবসরে হেঁটে, এই ত আমাদের জীবনধারা।"[১৪৩] দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মার্ক্স প্রবন্ধ সম্ভারের জন্য কাজ করে গেছেন। গ্রুন্দ্রিসির খসড়া রচনার জন্য তিনি বিপুল শ্রমের বোঝা কাঁধে নিয়েছিলেন, শুধুমাত্র তাঁর দৃঢ় সংকল্প ও ব্যক্তিত্বের বলে – তৎসহ অবশ্যই তাঁর অচঞ্চল বিশ্বাস যে তিনি বেঁচে আছেন এমন এক সংগ্রামে লিপ্ত থেকে যার লক্ষ্য নিযুত নিযুত নরনারীর মুক্তি।

টিকা নির্দেশ

১ Karl Marx to Friedrich Engels, 26 September 1856, in MECW, vol. 40, p. 70.

২ Friedrich Engels to Karl Marx, 26 September 1856, in MECW, vol. 40, p. 72

৩ উত্তরকালে এই পান্ডুলিপিগুলির শিরোনাম দেওয়ায় মার্ক্স যা থেকে প্রেরণা পান, তা নিয়ে নিজেই লিখেছেনঃ "সারারাত পাগলের মত খেটেছি এবং প্রতিদিন রাতে অর্থনৈতিক অধ্যয়ন খতিয়ে মিলিয়ে দেখেছি যাতে প্রলয়ের আগেই গ্রুন্দ্রিসি-র রূপরেখা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।" Karl Marx to Friedrich Engels, 8 December 1857, in MECW, vol. 40, p. 257.

৪ ঐ.

৫ প্রণিধানযোগ্য এই যে ১ম খাতাপত্রের প্রথমাংশে ১৮৫৭-র জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে লেখা অ্যালফ্রেড ডারিমন-এর 'রিফর্ম অফ ব্যাঙ্কস' এর উপর মার্ক্সের সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ আছে; এব্যাপারে গ্রুন্দ্রিসি-র সম্পাদক ঠিক লেখেন নি। দেখুন Inna Ossobowa, 'Über einige Probleme der ökonomischen Studien von Marx im Jahre 1857 vom Standpunkt des Historikers', Beiträge zur Marx-Engels-Forschung, 1990, no. 29, pp. 147-61

৬ দ্রস্টব্য সাম্প্রতিক প্রকাশিত MEGA², IV/14 খন্ড.

৭ দ্রস্টব্য Michael Krätke, 'Marx's "Books of Crisis" of 1857-8', in Marcello Musto (ed.), Karl Marx's Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later. London/New York: Routledge, 2008, pp. 169-175.

৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 18 December 1857, in MECW, vol. 40, p. 224. তার কিছুদিন বাদে মার্ক্স লাসালকে তাঁর লেখার পরিকল্পনা জানিয়ে লেখেন, "বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাকে রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে অনুপুঙ্খভাবে লেখার রূপরেখা তৈরি করার প্রেরণা যোগায় ও চলতি সংকট নিয়ে কিছু ভাবার প্রস্তুতিতে উদ্বুদ্ধ করে", Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 21 December 1857, in MECW, vol. 40, p. 226.

৯ লাসালকে ১২ নভেম্বর ১৮৫৮য় লিখলেন, "জর্মন অর্থে, অর্থশাস্ত্র এখনও অনালোচিত", MECW, vol. 40, p. 355.

১০ 'ভুমিকা'য় বৃহদাকার সমালোচনামূলক মালমশলাসমাহার এর গুরুত্বপূর্ণতার সংকেত। তার প্রথম প্রকাশ (১৯০৩) থেকেই তাবৎ সমালোচনামূলক ব্যাখ্যাগুলি, বুদ্ধিদীপ্ত জীবনীসমূহ মার্ক্সের চিন্তার মুখবন্ধে তার প্রক্ষেপন আছে, যা অসংখ্য প্রবন্ধ ও প্রতিবেদনে প্রতিপাদ্য। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে দ্রস্টব্য Terrell Carver, Karl Marx: Texts on Method. Oxford: Blackwell, 1975, pp. 88-158; and Marcello Musto, "History, production and method in the '1857 Introduction'", in Musto (Ed.) Karl Marx's Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later, পূর্বোল্লেখ,, pp. 3-32

১১ Karl Marx, Grundrisse. Harmondsworth: Penguin Books, 1993, p. 69.

১২ 12 Marx, Grundrisse, op. cit., p. 83.

১৩ দ্রস্টব্য Ian Watt, 'Robinson Crusoe as a Myth', Essays

in Criticism, vol. I (1951), no. 2, p. 112.

১৪ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 83.

১৫ ঐ, p. 496.

১৬ ঐ p. 472

১৭ ঐ p. 471

১৮. ঐ pp. 471-513. গ্রুন্দ্রিসি-র 'পূঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রাক্কালে রূপ' সংক্রান্ত অংশে মার্ক্স এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

১৯ ঐ p. 486.

২০ ঐ p. 84. গ্রামের জন্মের আগে পরিবারের উদ্ভব = এই অ্যারিস্টটলীয় জরায়ু (সামাজিক) ধারণা 'পুঁজি'র প্রথম খন্ডেও আছে। তবে কথিত আছে মার্ক্স এই ধারণা পরিত্যাগ করেন। এঙ্গেলস ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত জর্মন সংস্করণের টিকায় লেখেন, 'মানুষের আদিম অবস্থার অত্যন্ত অনুপুঙ্খ সমীক্ষা লেখককে (অর্থাৎ মার্ক্স) অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে মানুষ গোষ্ঠীর ভিত্তি থেকে গড়ে ওঠেনি, বরং গোষ্ঠীই আদিম রূপ, যা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানব সমাজের জন্ম, যার ভিত্তি রক্তের সম্পর্ক, ফলে গোষ্ঠীগত বন্ধন জায়মানভাবে শিথিল হয়ে যায়, পরবর্তীতে নানা প্রকার পরিবার গড়ে ওঠে।' Karl Marx, Capital, Volume III, in MECW, vol. 37, p. 356. এঙ্গেলস এখানে বলছেন প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে তাঁর নিজের ও মার্ক্সের শেষ জীবনের অধ্যয়নের কথা (এ ব্যাপারে এই গ্রন্থের ১০, অধ্যায়ে মার্ক্সের নৃতত্ত্ববিষয়ক খাতাপত্র নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে)।

২১ Marx, Capital, Volume III, পূর্বোল্লেখ., p. 88.

২২ ঐ,p. 357. এর দশ বছর আগে 'উপক্রমনিকা'য় মার্ক্স জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের কেন্দ্রে বিনিময় গঠন উপাদান, এ ধারণা ভুল। এর সূত্রপাত বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদানপ্রদানে, কোন একক গোষ্ঠীর ভিতরে নয়।' Marx, Grundrisse, op. cit. p. 103.

২৩ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 162 এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে ব্যষ্টির অবস্থানের সাথে এক করে

দেখা অনুচিত- প্রথমটি প্রকৃতি-সৃষ্ট, দ্বিতীয়টি ইতিহাস-উদ্ভূত। পুঁজিতন্ত্রে ব্যষ্টির নির্ভরশীলতা নির্ভরশীলতা সামাজিক নির্ভরশীলতা অন্বিত, যা শ্রম বিভাগে ব্যাখ্যাত। দ্রস্টব্য মার্ক্স-এর 'রাজনৈতিক অর্থ নীতি সমালোচনা নিয়ে প্রতিবেদন' এর দ্বিতীয় অধ্যায় ও তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভের মূল টেক্সট- MECW, vol. 29, p. 465। উৎপাদনের সেই স্তরে কার্যপ্রণালীর সামাজিক চরিত্র শুধু একের সাথে অন্যের সরল সম্পর্ক তুলে ধরে না, 'কিন্তু (তুলে ধরে-অনুবাদক) তাদের সম্পর্কের অধীনতা তাদের বাঁচিয়ে রাখে তাদের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষভাবে, যা থেকে পারস্পরিকভাবে অনীহ ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘাত ঘটে। প্রতিটি ব্যক্তির অত্যাবশ্যক শর্ত তাদের কার্যকলাপ ও উৎপাদন বিনিময়, যা তাদের স্বতই বিযুক্ত করে।' Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 157.

২৪ Adam Smith, The Wealth of Nations, vol. 1. London: Methuen, 1961, p. 19.

২৫ See David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation. London: J. M. Dent & Sons, 1973, p. 15. Cf. Marx A Contribution to the Critique of Political Economy, in MECW, vol. 29, p. 300.

২৬ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 83.

২৭ মার্ক্সের অভিমত অর্থশাস্ত্রবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল এই সরল অনুমান এড়িয়ে গেছেন। তিনি ১৮৫১-র বসন্তকালে মিল-এর সম্পর্কে তাঁর রাজনৈতিক অর্থনীতির মুল কথা সংক্রান্ত অনুসন্ধান নিয়ে গ্রন্থের বহু অনুচ্ছেদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। দ্রস্টব্য see Karl Marx, 'Exzerpte aus James Steuart: An inquiry into the principles of political economy', in MEGA², vol. IV/8.

২৮ Marx, Grundrisse, op. cit., p. 84. গ্রুন্দ্রিসি-র অন্যত্র মার্ক্স বলেছেন 'কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ভূমি ও মৃত্তিকার মালিকানা আছে তা বলতে পারে না। ঐ, p. 485। ভাষা কোন ব্যক্তির উৎপাদক হতেই পারে না। কিন্তু সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঐ p. 490.

২৯ ঐ., p. 83.

৩০ ঐ., p. 84.

৩১ ঐ., p. 83.

৩২ টেরেল কার্ভার 'উপক্রমনিকা'য় সম্পাদকীয় নিবন্ধে (দ্রস্টব্য Carver, পূর্বোল্লেখ., pp. 93-5)দর্শিয়েছেন যে রবিন্সন ক্রুশো নিয়ে বাস্তিয়া-র ধারণা নিয়ে মার্ক্সের মন্তব্য লেখকের কথিত উক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কারণ ড্যানিয়েল ডিফো তার উপন্যাসে প্রতীয়মান সত্য তুলে ধরতে পারতেন না যদি না তাঁর নায়ককে জাহাজডুবি থেকে বাঁচাতে বারুদ, রাইফেল, ছুড়ি, বোর্ড ইত্যাদি অপরিহার্য জিনিষের মত সামাজিক সুবিধাদির সাশ্রয় করতেন, যা সমাজে যে কোন মানুষের প্রয়োজনীয় পরিবেশের নিয়ামক সাক্ষ্য কারণ ঔপন্যাসিক তাকে সমাজের বাইরে রাখতে পারেন না।, লক্ষ্যণীয়, রবিন্সন ক্রুশো তার সাথে নিয়ে গেছে নির্জনতা, যা তার সহস্রগুন বড় সম্পদ... আমি বলছি তার ভাবনা, স্মৃতিচয়ন ও বিশেষত ভাষার কথা।' Fr□d□ric Bastiat, Economic Harmonies. Princeton: D. van Nostrand Co. Inc., 1964, p. 64. তথাপি তাঁর বইটিতে অন্যত্র বাস্তিয়া-র ইতিহাস চেতনার খামতি স্ফূট,যেখানে তিনি লিখেছেন ব্যক্তি বোধ হয় যৌক্তিক অর্থনৈতিক অঙ্কে প্রচালিত হয় ও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের ভাঙন অনুসারে দৃষ্ট হয়ঃ "বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি পুঁজিতন্ত্রী, শিল্পোদ্যোগী, শ্রমজীবি, উৎপাদনকারী এবং উপভোক্তা যে কোনটাই হতে পারে।" ঐ p. 174। ক্রুশো আবার কোথাও গদ্যময় ছকে-বাঁধা চরিত্র। "আমাদের রবিন্সন ক্রুশো তাই আগে থেকে ঠাহর না করে কোন যন্ত্র বানাতে যাবে না; তাঁর সন্তুষ্টিমতো নির্দিষ্ট শ্রম সময় বাঁচিয়ে বা একই শ্রমে সমপরিমান সন্তুষ্টি বাড়িয়ে কাজ সম্পূর্ণ করবে" ঐ p. 175।সম্ভবত ঐ দৃঢ় উক্তিগুলি মার্ক্সকে আকৃষ্ট করেছিল।

৩৩ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 85.

৩৪ Karl Korsch, Karl Marx. London: Chapman & Hall, 1938, p. 78f.

৩৫ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 85.

৩৬ John Stuart Mill, Principles of Political Economy, vol. I. London: Routledge & Kegan Paul, 1965, p. 55. মিল বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন p. 55f.

৩৭ঐ p. 591.

৩৮ ঐ p. 249. মার্ক্স আগেই 'দারিদ্র্যের দর্শন'-এ অর্থশাস্ত্রবিদদের ইতিহাস চেতনার অভাবের কথা লিখেছেন।"অর্থশাস্ত্রবিদদের একটি মাত্র পদ্ধতি জানা আছে। তাদের কাছে প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বিবিধ- কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক। সামন্তবাদীদের প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম, বুর্জোয়াদেরগুলি প্রাকৃতিক। এদিক থেকে তাদের ভাবনা ধর্মতত্ত্ববিদদের মতো, যারা দুই প্রকার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে। যে ধর্ম তাদের নয়, তা মনুষ্য–সৃষ্ট, আর তাদেরটি ঈশ্বরের অনুকৃতি। অর্থশাস্ত্রবিদরা বলে বর্তমান সময়ে সম্পর্কগুলি অর্থাৎ বুর্জোয়া সম্পর্কগুলিঈশ্বরের অনুকৃতি এবং স্বাভাবিক। তার মানে দাঁড়ায় যে সম্পর্ক ঘিরে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে ও উৎপাদিকা শক্তি বিকশিত হচ্ছে, তা প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই সম্পর্কগুলি সময়ের প্রভাব-নিরপেক্ষ ও প্রকৃতির নিয়ম। এরা চিরন্তন আইন যা নিশ্চয়ই সমাজ চালিত করে। এর কোন ইতিহাস ছিল না, হবেও না", MECW, vol. 6, p. 174.

৩৯ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 460.

৪০ ঐ

৪১ ঐ., p. 675.

৪২ ঐ., p. 278.

৪৩ ঐ., p. 489.

৪৪ ঐ., p. 239.

৪৫ ঐ., p. 535.

৪৬ ঐ., p. 156.

৪৭ ঐ., p. 248.

৪৮ Marx, Capital, Volume III, পূর্বোল্লেখ., p. 240.

৪৯ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 832.

৫০ Karl Marx to Friedrich Engels, 20 January 1857, in MECW, vol. 40, p. 93.

৫১ Karl Marx to Friedrich Engels, 2 April 1858, in MECW, vol. 40, p. 303.

৫২ Karl Marx to Friedrich Engels, 18 March 1857, in MECW, vol. 40, p. 106.

৫৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 23 January 1857, in MECW, vol. 40, p. 99.

৫৪ Karl Marx to Joseph Weydemeyer, 1 February 1859, in MECW, vol. 40, p. 374.

৫৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 31 October 1857, in MECW, vol. 40, p. 198.

৫৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 December 1857, in MECW, vol. 40, p. 214.

৫৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 13 November 1857, in MECW, vol. 40, p. 199.

৫৮ Friedrich Engels to Karl Marx, 22 April 1857, in MECW, vol. 40, p. 122.

৫৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 22 February 1858, in MECW, vol. 40, p. 272 যদিও তাঁরা বেশ কিছু চমকপ্রদ মন্তব্য করেছিলেন, এঙ্গেলস এন্সাইক্লোপেডিয়ার কাজটি 'শুধুমাত্র বাণিজ্যিক যা স্বচ্ছন্দে অন্ত্যেস্টিযোগ্য' সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এঙ্গেলস। Friedrich Engels to Hermann Schlüter, 29 January 1891, in MECW, vol. 49, p. 113.

৬০Karl Marx to Friedrich Engels, 8 December 1857, পূর্বোল্লেখ., p. 214.

৬১ Karl Marx to Friedrich Engels, 28 January 1858, in

MECW, vol. 40, p. 255.

৬২ Karl Marx to Friedrich Engels, 22 February 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 273. ঐ

৬৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 22 May 1857, in MECW, vol. 40, p. 132.

৬৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 July 1857, in MECW, vol. 40, p. 143.

৬৫ Friedrich Engels to Karl Marx, 11 July 1857, in MECW, vol. 40, p. 143.

৬৬ মার্ক্স ১৮৫৩ সালে ভারত নিয়ে আরো আগে বিশদভাবে লিখেছেন। দ্রষ্টব্য Irfan Habib, 'Marx's Perception of India', and Prabhat Patnaik, 'Appreciation: the Other Marx', in Iqbal Husain (ed.), Karl Marx, on India. New Delhi: Tulika Books, 2006, pp. xix-liv and lv-lxviii. আরো দ্রষ্টব্য Aijaz Ahmad, 'Marx on India: a Clarification', in In Theory: Classes, Nations, Literatures. London: Verso, 1992, pp. 221-42.

৬৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 14 January 1858, in MECW, vol. 40, p. 249 (এই চিঠির তারিখ ভুলক্রমে লেখা ১৬ জানুয়ারী ১৮৫৮).

৬৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 15 August 1857, in MECW, vol. 40, p. 152. 69 Karl Marx to Friedrich Engels, 14 January 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 249. 70 ঐ., p. 86. 71 ঐ., p. 100.

৬৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 14 January 1858, পূর্বোল্লেখ.,, p. 249. 70 ঐ., p. 86. 71ঐ, p. 100.

৭০ ঐ., p. 86. ৭১ ঐ., p. 100.

৭২ ঐ.., pp. 100-1.

৭৩ উদাহরণস্বরূপ, আলতুসে, নেগ্রি ও ডেল্টা হ্বোল্লের ব্যাখ্যাকে মার্ক্সীয়

পদ্ধতি বলা ভ্রমাত্মক পর্যায়ের। দ্রস্টব্য যেমন Louis Althusser and tienne Balibar, Reading Capital. London: Verso, 1979, pp. 87-8; Antonio Negri, Marx beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. New York: Autonomedia, 1991, p. 47; Galvano Della Volpe, Rousseau e Marx. Atlantic Highlands, N.J.: ব্যাখ্যা, p. 191. 1979Humanities Press, Evald Ilyenkov, Louis Althusser, Antonio Negri and Galvano Della Volpe, যেমন, ভ্রমাত্মক পর্যায়ের Capital.Marx's Dialectics of the Abstract & the Concrete inequating this with Marx's method. দ্রস্টব্য Ilyenkov, Moscow: Progress Publishers, 1982, p. 100; Louis Althusser, Reading Capital, পূর্বোল্লেখ.., pp. 87-8; Antonio Negri, -For a critique of Della Volpe, see Cesare Luporini, 'Il circolo concreto, op. cit., p. 47. Marx beyond Marx. Bari: De Donato, 1973, 1971)-Marxismo e filosofia in Italia (1958, in Franco Cassano (ed.), concreto'-astratto39. -pp. 226

৭৪ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ.. p. 101.

৭৫ Mario Dal Pra, La dialettica in Marx. Bari: Laterza, 1965, p. 461.

৭৬Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., pp. 101-2. বস্তুত মার্ক্সের ব্যাখ্যা হেগেলের দর্শণের প্রতি সুবিচার করে নি। শেষোক্তের রচনায় বেশ কিছু অনুচ্ছেদে দেখা যায় যে ইয়োহান গৎলিয়েভ ফিক্তের অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা ও ফ্রিড্রিশ শেলিংএর বিষয়মুখ আদর্শবাদের মত তাঁর চিন্তা জ্ঞানের গতিকে প্রকৃতির চরিত্র বলে ঘুলিয়ে দেয় নি।দ্রস্টব্য Judith Jánoska, Martin Bondeli, Konrad Kindle and Marc Hofer, Das 'Methodenkapitel' von Karl Marx. Basel: Schwabe & Co., 1994, pp. 115-19; এবং Musto, 'Introduction', Musto (ed.), Karl Marx's Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later, পূর্বোল্লেখ., pp. 17-18.

৭৭ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 105.

৭৮ ঐ., p. 105.

৭৯ ঐ., p. 106.

৮০ Stuart Hall, 'Marx's notes on method: A "reading" of the "1857 Introduction"', Cultural Studies, vol. 17 (2003 [1974]), no. 2, p. 133. হল যথার্থই টিকানির্দেশ করেছেন যে ইতিহাসবাদের সঙ্গে মার্ক্স- উদ্ভাবিত তত্ত্বের বিচ্ছেদ হলেও ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠ।.

৮১ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 105.

৮২Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 107.

৮৩ Marx, Capital, Volume III, পূর্বোল্লেখ., p. 804.

৮৪ Marx, The Poverty of Philosophy, পূর্বোল্লেখ., p. 172.

৮৫ Althusser and Balibar, Reading Capital, পূর্বোল্লেখ., pp. 47-8, 87.

৮৬ মার্ক্সের পদ্ধতির জটিলতার হেতু যে তিনি নিজেই সংশ্লেষণ করেছেন, তা বোঝা যায় তাঁর অনুসারীদের (এঙ্গেলসসহ) ভ্রান্ত ব্যাখ্যানে। আপাতচক্ষে ১৮৫৭ সালে তাঁর থিসিসের 'উপক্রমনিকা' পড়েন নি এঙ্গেলস,যিনি ১৮৫৭ সালে 'রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা'র প্রতিবেদন'এর সমালোচনা-নিবন্ধে লেখেন মার্ক্স একবার তাঁর পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণনা করার পরে তিনি রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা লেখা শুরু করতে পারতেন দু'ভাবেঃ 'ইতিহাসগতভাবে বা যুক্তিগতভাবে'। কিন্তু যেহেতু 'ইতিহাস প্রায়শ লাফিয়ে লাফিয়ে ও আঁকাবাঁকা পথে এগোয়, তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করতে হয়...। উপযোগী কেবল যৌক্তিক পদ্ধতিই।' এঙ্গেলসের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত কারণ আসলে তা 'ইতিহাসগত পদ্ধতি ছাড়া কিছু নয়, ইতিহাসগত পদ্ধতি শুধু ইতিহাসগত রূপ–রহিত ও সম্ভাব্য ঘটনায় হস্তক্ষেপ-অপারগ। ইতিহাস শুরু হয় যেখানে চিন্তাপ্রবাহেরও সূত্রপাত ঘটে এবং অগ্রগতি তার সঙ্গতিপূর্ণ বিমূর্ত ও ঔপপত্তিক প্রতিফলনে'।

Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, in MECW, vol. 29, p. 475। সংক্ষেপে বলতে হলে এঙ্গেলস ইতিহাস ও যুক্তির মধে সমান্তরালতা বিদ্যমান মনে করেছিলেন। মার্ক্স তা 'উপক্রমনিকা'য় আদ্যন্ত নস্যাৎ করেছিলেন। এঙ্গেলসের ধারণা মার্ক্সের বলে চাপিয়ে দিয়ে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যায়ন এই অবস্থানকে আরো বন্ধ্যা ও যান্ত্রিক করে তুলেছে।

৮৭ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 109

৮৮ ঐ, p. 110.

৮৯ ঐ, p. 111. ফ্রিড্রিশ থিওডর ভিশার (১৮০৭-১৮৮৭) তাঁর Aesthetics, or the Science of the Beautiful (1846-1857) এ আলোচনা করেছিলেন কিভাবে পুঁজিতন্ত্রের শক্তিবলে মিথগুলি দ্রবীভূত হয়। ঐ গ্রন্থ মার্ক্সকে তাঁর কাজ ও খাতাপত্র সার সংক্ষেপনে প্রেরণা যুগিয়েছিল, তিন মাসের মধ্যে লিখে ফেলতে পেরেছিলেন ('উপক্রমনিকা')। কিন্তু দুজনের অবলোকন পরস্পর অন্যতর হতেই পারত, কেন না ভিশারের চোখে পুঁজিতন্ত্র ছিল অপরিবর্তনীয়, মূলত কথাশিল্পী ভিশার পুঁজিতন্ত্রের নন্দনতাত্বিক নির্বিত্ত করণের সংস্কৃতিকে রোমান্তিকতার আদলে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্ক্স পুঁজিতন্ত্রের অবসানের জন্য অবিচল সংগ্রাম করে গেছেন, বস্তুগতভাবে ও তত্বগত ভাবে জোর দিয়েছেন তাঁর মৌলিক ব্যাখ্যায় যে পূর্বেকার উৎপাদন প্রণালীর চেয়ে পুঁজিতন্ত্র আরও অগ্রগত। সূত্র Georg Lukács, 'Karl Marx und Friedrich Theodor Vischer', in Beiträge zur Geschichte der Ästhetik, Berlin: Aufbau Verlag, 1956, pp. 267-8.

৯০ Marx, Grundrisse, পূর্বোল্লেখ., p. 109.

৯১ Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, in MECW, vol. 29, p. 263.

৯২ এই তথ্যের সমর্থন মেলে 'পুঁজি'র ফরাসী সংস্করণে (১৮৭২-৭৫) জর্মন শব্দ bedingen (যার অর্থ 'নির্ধারণকারী' বা 'শর্তসৃজনকারী') মার্ক্স ব্যবহৃত শব্দ domineer। মার্ক্স লিখেছিলেন, "Le mode de produc-

tion de la vie matérielle domine [dominates] en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle' বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়- 'বাস্তব জীবন নির্মাণ সাধারণত সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ প্রভাবিত করে'। দ্রষ্টব্য Karl Marx, 'Le Capital', MEGA² II/7, p. 62। আদতে তাঁর লক্ষ্য ছিল দুটি বিষয়ের মধ্যে যান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন এড়িয়ে যাওয়া। সূত্র Maximilien Rubel, Karl Marx. Essai de biographie intellectuelle, Paris: Rivière, 1971, p. 298।

৯৩ নিকৃষ্টতম ও ব্যাপক প্রচারিত ব্যাখ্যা ইয়ুসিফ স্তালিন-এর 'দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'এ ঃ 'বস্তুবাদীদুনিয়া বিষয়মুখ বাস্তবতার প্রতিফলন... (ও) সমাজের আধ্যাত্মিক জীবন এই বিষয়মুখ বাস্তবতার প্রতিফলন' এবং সমাজে যাই আছে, সমাজের বস্তুজীবনের অবস্থা যাই হোক এই ধারণাগুলি, তত্ত্বাদি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজেরই।' Joseph Stalin, Dialectical and Historical Materialism, London: Lawrence & Wishart, 1941, p. 15.

৯৪ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 22 February 1858, in MECW, vol. 40, pp. 270-1

৯৬ Friedrich Engels to Karl Marx, 29 October 1857, in MECW, vol. 40, p. 195.

৯৭ Friedrich Engels to Karl Marx, 15 November 1857, in MECW, vol. 40, p. 200.

৯৮ Friedrich Engels to Karl Marx, 31 December 1857, in MECW, vol. 40, p. 236.

৯৯Jenny Marx to Conrad Schramm, 8 December 1857, in MECW, vol. 40, p. 566.

১০০ 100 Friedrich Engels to Karl Marx, 6 January 1858, in MECW, vol. 40, p. 239.

১০১ Karl Marx to Friedrich Engels, 1 February 1858, in MECW, vol. 40, p. 258.

১০২ Karl Marx to Friedrich Engels, 11 January 1858, in MECW, vol. 40, p. 244.

১০৩ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 22 February 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 268.

১০৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 14 January 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 247.

১০৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 29 March 1858, in MECW, vol. 40, p. 295.

১০৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 2 April 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 296.

১০৭ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 21 December 1857, পূর্বোল্লেখ., p. 255.

১০৮ Karl Marx to Conrad Schramm, 8 December 1857, পূর্বোল্লেখ., p. 217.

১০৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 22 February 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 274.

তর্জমা- 'আমার ক্লেশ একারণেই'

১১০ Karl Marx to Friedrich Engels, 23 January 1858, in MECW, vol. 40, p. 252.

১১১ Karl Marx to Friedrich Engels, 29 March 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 296.

১১২ তর্জমা- 'আমি অভদ্র জনতাকে ঘৃণা করি, এড়িয়ে চলি': David Mulroy, Horace's Odes and Epodes. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994, p. 127.

১১৩ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 22 February 1858,

পূর্বোল্লেখ., p. 268.

১১৪ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 31 May 1858, in MECW, vol. 40, p. 323.

১১৫ Friedrich Engels to Karl Marx, 17 March 1858, in MECW, vol. 40, pp. 289–90.

১১৬ Friedrich Engels to Karl Marx, 17 March 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 289.

১১৭ Friedrich Engels to Karl Marx, 11 February 1858, in MECW, vol. 40, p. 265.

১১৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 14 February 1858, in MECW, vol. 40, p. 266.

১১৯ Jenny Marx to Friedrich Engels, 9 April 1858, in MECW, vol. 40, p. 569.

১২০ Karl Marx to Friedrich Engels, 23 April 1857, in MECW, vol. 40, p. 125.

১২১ Karl Marx to Friedrich Engels, 29 April 1858, in MECW, vol. 40, p. 309. তর্জমা- 'আমার ক্লেশ একারণেই' Terence, Andria. Bristol: Bristol Classical Press, 2002, p. 99.

১২২ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 31 May 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 321.

১২৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 1 May 1858, in MECW, vol. 40, p. 312.

১২৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 31 May 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 317.

১২৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 21 September 1858, in MECW, vol. 40, p. 341.

১২৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 15 July 1858, in

MECW, vol. 40, p. 328.

১২৭ ঐ. pp. 328-31.

১২৮ Karl Marx to Joseph Weydemeyer, 1 February 1859, পূর্বোল্লেখ., p. 374

১২৯ ১৮৫৭-র প্রধান ঘটনাবলী বিষয়ে দ্রস্টব্য James Sloan Gibbons, The Banks of New-York, Their Dealers, Their Clearing-House, and the Panic of 1857. New York: Appleton & Co., 1859, esp. pp. 343-99; D. Morier Evans, The History of the Commercial Crisis, 1857-58. New York: Burt Franklin, 1860; Charles W. Calomiris and Larry Schweikart, 'The Panic of 1857: Origins, Transmission, and Containment', Journal of Economic History, vol. 51 (1991), no. 4, pp. 807–34.

১৩০ Karl Marx to Friedrich Engels, 13 August 1858, in MECW, vol. 40, p. 338

১৩১ Friedrich Engels to Karl Marx, 7 October 1858, in MECW, vol. 40, p. 343.

১৩২ Karl Marx to Friedrich Engels, 11 December 1858, in MECW, vol. 40, p. 360.

১৩৩ Friedrich Engels to Karl Marx, 7 October 1858, পূর্বোল্লেখ., p. 343.

১৩৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 October 1858, in MECW, vol. 40, p. 345.

১৩৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 October 1858, পূর্বোল্লেখ.., p. 347.

১৩৬ Karl Marx to Joseph Weydemeyer, 1 February 1859, পূর্বোল্লেখ.., p. 374.

১৩৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 1 February 1858,

পূর্বোল্লেখ., p. 258.

১৩৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 October 1858, পূর্বোল্লেখ.., p. 346.

১৩৯ Karl Marx, 'Mazzini's new manifesto', in MECW, vol. 16, p. 37.

১৪০ Karl Marx to Friedrich Engels, 24 November 1858, in MECW, vol. 40, p. 356.

১৪১ Karl Marx to Friedrich Engels, 2 November 1858, in MECW, vol. 40, p. 351.

১৪২ Karl Marx to Joseph Weydemeyer, 1 February 1859, পূর্বোল্লেখ., p. 37

পঞ্চম অধ্যায়

কার্ল হ্বোগট-এর সঙ্গে বিতর্ক

শ্রী হ্বোগট

মার্ক্স ১৮৬০ সালে তাঁর রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের কাজে বাধ্যত ছেদ টানলেন। কারণ কার্ল হ্বোগট (১৮১৭-১৮৯৫)-এর সঙ্গে প্রবল সংঘাত। ফ্র্যাঙ্কফুর্টে জাতীয় আইন সভায় বাম প্রতিনিধি হ্বোগট তখন (১৮৪৮-১৮৪৯) জেনিভাতে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও নির্বাসিত।তিনি ১৮৫৯-এর বসন্তে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন- ইয়োরোপের বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা- যাতে বোনাপার্তীয় বিদেশ নীতি গুছিয়ে বলা হয়েছিল।[১] সেবারই জুন মাসে একটি বেনামী প্রচার পত্রে হ্বোগটকে তৃতীয় নেপোলিয়নের চক্রী বলা হ'ল, বিশেষত তখনকার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বোনাপার্তীয় ব্যাখ্যা তুলে ধরার জন্য কিছু সাংবাদিককে উৎকোচ প্রদানের কথা। সেই অভিযোগ (পরে জানা গিয়েছিল যে সেটি লিখেছিলেন লন্ডনে দেশান্তরী এক সাংবাদিক ও লেখক কার্ল ব্লিন্ড) প্রকাশিত হ'ল দাস হ্বোল্ক (জনতা) সাপ্তাহিকে, যার লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন মার্ক্স ও এঙ্গেলস।আউসবুর্গের দৈনিক আলজেমেইন ৎসাইটুংএও প্রকাশিত হ'ল। এতে কুপিত হ্বোগট ঐ দৈনিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। কিন্তু মামলাটা দাঁড়াল না,কেন না ব্লিন্ড যে বেনামী লেখক, তা প্রমাণ করা গেল না। তবু মানহানির মামলা না দাঁড়ালেও হ্বোগট-এর নৈতিক জয় হ্যেছিল।তিনি সমস্ত ঘটনা একত্র করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন –'আলজেমেইন ৎসাইটুং-এর বিরুদ্ধে আমার মামলা', যাতে তিনি মার্ক্সকে শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক তকমা দিলেন- "যে নির্বোধেরা তাঁর প্রলেতারিয় প্রশ্নোত্তর আওড়ায়, উনি তাঁদের নিয়ে হাসাহাসি করেন।... রেয়াৎ করেন শুধু অভিজাতদের, যারা বিশুদ্ধ অভিজাত তাদের এবং সচেতনভাবেই।তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে যে শক্তি

তিনি চান, তা আছে কেবল প্রলেতারিয়েতদের মধ্যেই। তাই তাঁর ইপ্সিত ব্যবস্থা সেই শক্তির মানানসই।"[২]

হ্বোগট এও লিখলেন যে মার্ক্স তাঁর বিরুদ্ধে একটি চক্রান্তে মদদ দিয়েছিলেন ও তাঁকে 'ব্রিমস্টোন

ঘোঁট'এর[৩] নেতা বলে দুষেছিলেন, যে চক্রটি ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেল করত, আর যারা এদের চুপ করে থাকার জন্য টাকা না দিত, তাদের নাম ফাঁস করে দেবার ভয় দেখাতঃ

"আমি সাফ সাফ বলছি, যেই মার্ক্সের রাজনৈতিক কু-অভিসন্ধির সাথে লিপ্ত হবে, সেই পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। কারণ এই কু-অভিসন্ধির কথা জানাজানি হতে চলেছে ও গোয়েন্দা পুলিশের কাছে এরা ফাঁস করে দেবে- শুধু সময়ের অপেক্ষা। উস্কানিদাতা মার্ক্স ও তাঁর দলবল আছে নাগালের বাইরে, লন্ডনে।[৪]

ব্রিমস্টোন ঘোঁট সম্পর্কে হ্বোগট বলেছিলেন এই গোষ্ঠীর 'লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সুইটসারল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে, এখন সব লন্ডনে একত্র হয়েছে, মার্ক্সকে এরা তাদের শ্রদ্ধার্হ নেতা হিশেবে তুলে ধরে।'[৫] হ্বোগট-এর ভাষ্য মতে, ''এদের শ্লোগান 'সামাজিক প্রজাতন্ত্র, শ্রমিকা-শ্রমিকদের একনায়কতন্ত্র' আর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও চক্রান্ত সাজানো।[৬] জেনিভার অধ্যাপক মশাই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেনঃ

"এই নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত মানুষের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী শ্রমিকা/ শ্রমিককে কর্মক্ষেত্র থেকে বিপথচালিত করার কু-অভিসন্ধি করে, ষড়যন্ত্র ও কমিউনিস্ট কোন্দলে জড়িয়ে দেয়, আর শেষে মেহনতী জীবিকাচ্যুত করে ঠান্ডা মাথায় ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এখন এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আবার শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে জালে আটকে ফেলার জন্য সম্ভাব্য সব রকম চেস্টা চালাচ্ছে। এরা যাই বলুক, আপনি নিশ্চিত ধরে নিতে পারেন যে এদের আসল উদ্দেশ্য শ্রমিকা/শ্রমিককে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার ও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটানো।"[৭]

বস্তুত, হ্বোগট-এর বইটি প্রকাশিত হবার আগে মার্ক্স ব্রিমস্টোন ঘোঁট'এর নামই শোনেন নি এই গোষ্ঠী সম্পর্কে সবচেয়ে বিশ্বাস্য ও নিখাদ

বৃত্তান্ত লিখেছিলেন জর্মন বিপ্লবী যোহান ফিলিপ বেকার (১৮০৯-১৮৮৬)ঃ

"মূলত, এরা আলসে-র দল,ঠাট্টা করে যাদের বলা হয় ব্রিমস্টোন ঘোঁট; একটি ক্লাব,পাঁচমিশেলী জনতার মধ্যে থেকে দৈবাৎ গড়ে ওঠা।এদের নেই কোন সভাপতি, নেই কোন কর্মসূচি, নিয়মমালা বা নীতি। গোপন সমিতির,অথবা সুব্যবস্থিত রাজনৈতিক বা অন্য কোন লক্ষ্য পূরণের প্রশ্নই নেই। তাদের আছে কেবল দেখানেপনা আর সে কারণে তাদের খোলামেলা ও অকপট আচরণ, যার সীমা-পরিসীমা নেই। মার্ক্সের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। মার্ক্স নিজেও এদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু জানার কথা নয় যাদের রাজনৈতিক মতের সাথে মার্ক্সের বিস্তর ফারাক। কে ভেবেছিল এক দশক সুপ্ত থাকা ও অনেক কাল বিস্মৃর ব্রিমস্টোন ঘোঁট-এর কথা হ্বোগট কল্পিত আগ্রাসন হিশেবে তুলে ধরে কাদা ঘাঁটবেন ও তা বাধিত সাংবাদিকদের হাতে প্রবল উৎসাহে তুলে দেবেন।[৮]

এর প্রতিধ্বনি হল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে। লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফ হ্বোগট-এর অভিযোগ ফলাও করে প্রকাশ করল। মার্ক্স তার ঝাল মেটালেন পরে সময় মতো ঐ ব্রিটিশ সংবাদপত্রের স্বরূপ করলেনঃ

"মাটির তলায় নলের মাধ্যমে লণ্ডনের প্রস্রাবখানাগুলি যেমন টেমস নদীতে বর্জ্য ফেলে, অতিকায় সংবাদ=পায়ু ডেলি টেলিগ্রাফ তেমনি প্রতিদিন বিশ্বের রাজধানীর সামাজিক বর্জ্য হংসীদের ভানার পালক দিয়ে প্রণালীবদ্ধ ভাবে নিক্ষেপ করে। লিবিগ [৯] যথার্থই বলেছিলেন কান্ডজ্ঞানহীন অপচয়স্বভাব, যা টেমসের শুদ্ধতা ও ইংল্যান্ডের মাটির সার হরণ করে।... নর্দমার নলের প্রবেশ পথে মলিন রঙে লাতিন ভাষায় লেখা আছে 'Hic quisquam fax-it oletum!' [১০], যার তর্জমা করেছিলেন বায়রণ-'পথিক, থামো, প্রস্রাব করো।" [১১]

হ্বোগট-এর মুদ্রিত বৃত্তান্ত প্রচার জর্মনীতে বেশ সফল হয়েছিল, উদারপন্থী সংবাদপত্রগুলি সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। 'বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের উল্লাসের সীমা ছিল না।'[১২] বার্লিনের ন্যাশনাল ৎসাইটুং (জাতীয় সংবাদপত্র) জানুয়ারী ১৮৬০-এ দুটি দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে সারাংশ প্রকাশ করেছিল। মার্ক্স তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠুকেছিলেন।কিন্তু প্রুশীয় উচ্চ ট্রাইবুনাল তা

খারিজ করে বলে ঐ প্রবন্ধ সমালোচনার সীমা অতিক্রম করেনি আর তাই অপরাধ গণ্য নয়।মার্ক্স ঐ রায়ের উপরে এক বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেনঃ অনেকটা সেই তুর্কির মত যেন ব্যথা না দিয়েও এক গ্রিকের মাথা কেটে বাদ দেওয়া'।[১৩]

আদালতে প্রকাশ্যে সওয়াল করা থেকে বঞ্চিত মার্ক্স স্থির করলেন তাঁর ও তাঁর 'দলের কমরেডদের' হ্বোগট-এর বিরুদ্ধে অপমানকর কুখ্যাতি 'সরাসরি খন্ডন করবেন এই বলে যে আদালতগুলি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের অধিকার রদ করছে।' [১৪]

হ্বোগট-এর লেখাটা বাস্তব ঘটনাবলীর সাথে সম্পূর্ণ কল্পিত ঘটনার এমন নিপুণ মিশেল ছিল যাতে যারা তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, তাদের অভিবাসনের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সংশয় জাগে। নিজের ভাবমূর্তি অটুট রাখতে মার্ক্সকে তাঁর স্বপক্ষ সমর্থনের ভিত গড়তে হ'ল এবং ১৮৬০-এর ফেব্রুয়ারীতে হ্বোগট-এর বিরুদ্ধে বইয়ের জন্য মালমশলা সংগ্রহ শুরু করলেন। দুটি পন্থার আশ্রয় নিলেন। সর্বাগ্রে তিনি সেই সব জঙ্গীদের ডজন ডজন চিঠি লিখলেন,যাদের সঙ্গে ১৮৪৮ ও তারপরে রাজনৈতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। উদ্দেশ্য, তাঁদের কাছ থেকে হ্বোগট সম্পর্কে যথাসম্ভব দলিলনথি যোগাড় করা।[১৫] পরিশেষে হ্বোগট ও তাঁর বন্ধুদের আমেরিকান ভোঁদড়ের মত 'নিলাজ উদ্বেধের'র জন্য দুষে বললেন যে তাঁরা 'শ্রমিক শ্রেণীকে বেসরকারী ব্যক্তিস্বার্থের কাছে বলি দেয়, অথচ শ্রমিকা/শ্রমিকদের মেহনতের ঘামে জীবন কাটায়'।

ভীষণ বিপদে পড়লে স্কাঙ্ক (আমেরিকার ভোঁদড়) একটি মাত্র উপায়ে নিজেকে বাঁচায়ঃ তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে। আক্রান্ত হলে শরীর থেকে এমন পদার্থ ছড়ায়, যা আপনার কাপড় চোপড়ে লাগলে আগুন জ্বলবে আর চর্মস্পর্শ করলে এমন অবস্থা হবে যে মানব সমাজ আপনাকে ত্যজ্য করবে। এত ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধময় যে শিকারীরা তাদের শিকারী কুকুর স্কাঙ্ক দেখতে পেয়েছে বুঝলেই আতঙ্কে চম্পট দেয়, কোন বাঘ বা নেকড়ে পিছু নিলে এত ভয় পায় না। কারণ শীষা ও তার গুঁড়ো থাকলে বাঘ বা নেকড়ের মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু স্লাঙ্ক-এর কোন প্রতিষেধক জানা নেই।[১৬]

অনেক বিতর্কমূলক পরিচ্ছেদের বাইরে ইয়োরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের রাজনীতির ভাব-সম্প্রসারণ ও বোনাপার্তের প্রতিক্রিয়াশীল ভুমিকা খোলস করতে মার্ক্স সপ্তদশ,অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনো করেছিলেন।[১৭] এই সময়ের পাঠকদের কাছে মার্ক্সের লেখার আলঙ্কারিক কলা পুনরাবিস্কারের পাশাপাশি এই অধ্যয়নের দিক নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তার সাথে মূল্যবান কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাসের কাঠামোর পুনর্নির্মাণ শাখার কাজ।[১৮]

যেভাবেই হোক, মার্ক্সের স্বভাবতই তাঁর অধ্যয়নের জেরে বইয়ের আকার বড় হয়ে গেল 'তাঁর অগোচরেই।[১৯] তাছাড়া বইটি লেখার সময় বাড়তেই থাকল, যদিও এঙ্গেলস তাঁর কাছে আর্জি করেছিলেন, কাজটা যাতে সময় মতো সম্পাদন করতে পারো,তার চেস্টা করো, নয় কিছুটা ভাসা-ভাসাই হোক[২০] ; ইয়েনিকেও লিখলেনঃ 'আমরা সব সময় সত্যিকারের অত্যুৎকৃষ্ট লেখা প্রকাশ করি, কিন্তু দেখো সেসব যেন কখনো সময়মত না বেরোয় যাতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।এতদিন যা করা হয়েছে তার থেকে হ্বোগটকে তখনই একটি তিন পৃষ্ঠার জবাব দিলে অনেক বেশী ফলদায়ক হ'ত। তোমাদের মেধানুযায়ী যতটা এগিয়েছো, প্রকাশকের জন্য তার ভিত্তিতেই কাজটা সম্পন্ন করার ওপর জোর দাও এবং অবিলম্বে। অবশেষে ৯নং প্রচার পুস্তিকা প্রণয়ণ শেষ হয়েছে।'[২১] মার্ক্স সেপ্টেম্বরে লেখাটা শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন।

মার্ক্স বইটার নাম দিয়েছিলেন 'দা দা হ্বোগট'[২২] যাতে হ্বোগট ও তাঁর সমসাময়িক আরব বোনাপার্তবাদী দা দা রসচেইদ-এর মধ্যে সাদৃশ্য ছিল, এই ধারণার উদ্রেক হয়। দ্বিতীয়োক্ত আলজেরিয় কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশে বোনাপার্তীয় প্রচার পুস্তিকাদি আরবি ভাষায় অনুবাদ করে সম্রাট নেপোলিয়নকে 'সূর্যপ্রতিম উপচিকীর্ষু ও আকাশপ্রকৃতির গৌরব'।[২৩] মার্ক্সের কাছে হ্বোগট-এর তাই 'জর্মন দা দা'র চেয়ে উপযুক্ত বিশেষণ আর ছিল না।[২৪] তবে এঙ্গেলস মার্ক্সকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে আরো প্রত্যয়নিষ্ঠ হ'ল শ্রী হ্বোগট।

কোথা থেকে বইটা প্রকাশিত হবে, এ নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। জর্মনি

থেকে প্রকাশের জন্য এঙ্গেলস প্রবল আর্জি জানালেনঃ "যে কোন মূল্যে তোমার ৬ নং পুস্তিকা লন্ডন থেকে প্রকাশ করার ভাবনা পরিহার করো।... দেশান্তরী সাহিত্য কত শতবার প্রকাশের অভিজ্ঞতা তো আছে। সব সময় একই অপারঙ্গমতা, সব সময় অর্থ ও পরিশ্রম জলাঞ্জলি গেছে- বিরক্তির কথা নাই তুললাম।[২৫] তথাচ যেহেতু কোন জর্মন প্রকাশক এগিয়ে এলো না, মার্ক্সকে লন্ডন থেকেই প্রকাশ করতে হ'ল। প্রকাশক পেটশ্চ। আর তাও সম্ভব হ'ল এই শর্তে যে সবাই মিলে তার খরচ বহন করবেন। এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন, 'জর্মনিতে মুদ্রণ বাঞ্ছনীয় ছিল এবং নিঃসংশয়ে তার ব্যবস্থা করা যেতো। আর একজন জর্মন প্রকাশকেরই নীরবতার চক্রান্ত চূর্ণ করার ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল।[২৬]

হ্বোগট-এর অভিযোগগুলি খন্ডনেই মার্ক্সের একটা গোটা বছর কেটে গেল,যার ফলে তাঁর অর্থশাস্ত্র-অধ্যয়নের কাজ অবহেলিত হচ্ছিল, যা বার্লিনের প্রকাশনা ভবন ডুঙ্কেরের সাথে চুক্তি অনুসারে চালিয়ে যাবার বাধ্যতা ছিল, আ কন্ট্রিবিউশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি (১৮৫৯)-এর পারম্পর্যে। সেই দায়বদ্ধতার শুরুতেই এঙ্গেলস তার 'বিপজ্জনকতা' ঠাহর করতে পারেন। মার্ক্সকে ১৮৬০এর জানুয়ারীতে প্রত্যয়িত করার চেস্টা করেছিলেন যাতে তিনি ঐ কাজেই নিজেকে একাগ্রচিত্তে মনোসংযোগ করেন, যা এঙ্গেলসের মতে বিরোধীদের ঘায়েল করার ও পুঁজিবাদ-বিরোধী তত্ত্ব এগিয়ে নিয়ে যাবার বাস্তবিকই একমাত্র উপায়-

'আমি মনে করি হ্বোগট ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের কার্যকলাপ সত্বেও জনগণের কথা ভেবে আমাদের লক্ষ্য অনুসারে আমাদের বিজ্ঞানসম্মত কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।...জর্মনিতে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও বিতর্কমূলক কাজকর্ম অসম্ভব, যদিও আমাদের দল সেই কাজই বোঝে। তাহলে করণীয় কি? হয় চুপ করে থাকা নয় আমাদের এমন প্রয়াস নিতে হবে যা কেবল অভিবাসীরা আর আমেরিকান জর্মনেরা জানবে, জর্মনির কেউ না, নচেৎ আমরা যেভাবে শুরু করেছিলাম, তোমার প্রথম কিস্তি (ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমির) প্রস্তুত করবে পো ও রাইনের জন্যে।...প্রসঙ্গত,

দ্বিতীয় কিস্তি তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হওয়াও জরুরী।আর আমি আশা করি তুমি হ্বোগট-এর কাজও পাশাপাশি করতে পারবে। একটু কম বিবেকী হয়ে একবার চেস্টা করে দেখোই না তুমি কাজ করতে পারো কিনা।যেভাবেই হোক, দুঃস্থ জনগণের পক্ষে খুব ভালো হবে। মোট কথা এটা লিখে ফেলতে ও প্রকাশ করতে হবে। আর যা কিছু ফাঁকফোকর তোমার চোখে পড়বে, তা নিশ্চয়ই গর্দভদের মাথায় ঢুকবে না। সময় যখন উত্তাল, পুঁজির অংশটুকুও শেষ করার আগে গোটা কাজটায় ছেদ ঘটলে তোমার কি লাভ? আমি জানি অনেক বাধা পড়বে, কিন্তু এও জানি দেরী হচ্ছে তোমার গাফিলতিতেই।তাই সেইখানটাতেই এসো, সন্দিহানতার কারণে একেবারে প্রকাশ না হবার থেকে যা আছে তা প্রকাশিত হওয়া শ্রেয়।[২৭]

এমনতরো প্রবল আর্জি সত্বেও মার্ক্সকে তাড়না করছিল সেই বিষয়টিই, যা তাঁর কাছের মানুষদেরও সংক্রমিত করেছিল। তাঁর স্ত্রী ইয়েনি বলেছিলেন, 'সীমাহীন খুশি ও আনন্দ', লাসাল লেখাটিকে 'সব দিক থেকে রাজকীয়' আখ্যায় অভিনন্দিত করেছিলেন।[২৮]

হ্বিলহেল্ম হ্বোলফ বললেনঃ 'আগাগোড়া এক সেরা শিল্পকর্ম'।[২৯] এঙ্গেলসও ঘোষণাঃ "এযাবৎ লেখা তোমার শ্রেষ্ঠ বিতর্কমূলক কাজ।" [৩০]

'শ্রী হ্বোগট'-এ অন্তর্ভুক্ত চিঠিপত্রে দেখা যায় মার্ক্সের পরিচিত অনেকে ঐ কাজ থেকে বিরত হতে বলেছিলেন। রুশ সাংবাদিক নিকোলাই ইভানোভিচ সাজোনভ (১৮১৫-৬২) মার্ক্সকে তুচ্ছ হতভাগাদের আদৌ পাত্তা না দিতে বলেছিলেন, 'সব গভীরভাবাপন্ন ও বিবেকী মানুষেরা আপনার পাশে আছেন, তাঁরা আপনার কাছে বন্ধ্যা কচকচালির বাইরে কিছু প্রত্যাশা করেনঃ তাঁরা আপনার প্রশংসনীয় লেখাপত্র যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হতে থাকুক যাতে তাঁরা পড়তে পারেন। আপনার সুস্বাস্থ্য থাকুক আর অতীতের মত আপনার জন্য বিশ্বের আলোকন এইসব কাপুরুষোচিত দ্বেষ-জনিত তুচ্ছ নির্বুদ্ধিতা ও নীচু মাপের কার্য কলাপ থেকে মুক্ত থাকুক।' [৩১]

হাঙ্গেরীর ১৮৪৯ সালের বিপ্লবী সরকারের গৃহমন্ত্রী ও তদানীন্তন সরকারের প্রধান বার্থোলোমাস সিজেমেয়ার তাঁকে শুধালেনঃ 'এই সব গল্পগাছা নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর মানে আছে?' [৩২] সবশেষে শিক্ষক

ও সক্রিয় রাজনৈতিক ক র্মী পিটার ইমান্ডট তাঁকে এই বলে নিরস্ত করতে চাইলেন, 'আমি এ সম্পর্কে লিখে হাত গন্ধ করতে চাই না এবং অমন পানায় আপনি হাত ডোবালে সবচেয়ে অবাক হব।' [৩৩]

মার্ক্সের প্রধান প্রধান জীবনীকারেরা একমত যে ঐ লেখার কাজ তাঁর সবচেয়ে উল্লেখ্য সময় ও শক্তির অপচয়।৩৪ মার্ক্স-এর যুক্তিবিস্তারে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ছিল সাহিত্যপ্রসঙ্গ। পেদ্রো ক্যালদেরোন দ্য লা বার্ক (১৬০০-১৬৮১), উইলিয়ম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬), দান্তে আলিঘিয়েরি (১২৬৫-১৩২১), আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪), সিসেরো (খৃ পূ ১০৬-খৃ পূ ৪৩), মাত্তিও মারিয়া বৈলার্দো (১৪৪১-১৪৯৪) যোহান ফিসখার্ত(১৪৪১-১৪৯৪), লরেন্স টার্নে (১৭১৩-১৭৬৮) এবং মাধ্যমিক জর্মন বিদ্যালয় স্তরের নানা সাহিত্যসূত্র।নচেৎ ভার্জিল (খৃ পূ ৭০-খৃ পূ ১৯) এর মত বাইবেলের চরিত্রাদি,যোহান ফ্রিডরিশ ফন শিলার (১৭৫৯-১৮০৫), ভলত্যের, যোহান হ্বোলফগাঙ ফন গ্যয়টে, হাইনরিখ হাইনে ও হনর দ্য বালজাক।[৩৫] যাই হোক, হ্বোগট-এর বিপ্রতীপে মূল লেখায় ঐ উদ্ধৃতিগুলি সন্নিবেশে ও তার অন্বেষণে যে মূল্যবান সময় লেগেছে সেটা শুধুমাত্র তাঁর সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য নয়, বা হাস্যরসে পাঠকদের আনন্দদানের পুস্তিকা নয়।

মার্ক্সের ব্যক্তিত্বের দুটি মূল বৈশিষ্ট্য এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম, আজীবন তাঁর লেখায় আঙ্গিক ও কাঠামোর প্রতি তাঁর নজর, এমন কি গৌণ ও শুধুমাত্র বিতর্কমূলক লেখায়-যেমন শ্রী হ্বোগট। নানা লড়াইয়ে মধ্য মানের আধিক্যের সাথে সংঘাত, তাদের নিকৃষ্ট ধরণ, অস্বচ্ছ ও ব্যাকরণগত ত্রুটি, যুক্তিহীন গঠন তাঁর কাছে পীড়াদায়ক মনে হ'ত সবসময়, আর তাই ঘৃণা জাগত।[৩৬] তাই বিষয়বস্তুর সাথে সংঘাতের পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের কুরুচিপূর্ণ ও নির্গুণ লেখাগুলির বিদ্রূপাত্মক জবাবে তিনি শুধুমাত্র সঠিক অবস্থান পেশ করতেন না, কিভাবে সবচেয়ে ভালো জবাব দিতে হয়, তাও দেখিয়ে দিতেন।

দ্বিতীয়, শ্রী হ্বোগট লেখার সমগ্র প্রস্তুতিকালে ফুটে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যঃ বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য খন্ডনে আক্রমনাত্মক ও বাধাহীন তীব্রতা।

দার্শনিকই হোন, অর্থশাস্ত্রবিদ হোন, জঙ্গী রাজনীতিবিদ হোন, ম্যাক্স স্টার্নার, পিয়ের-যোসেফ প্রুধোঁ,হ্বোগট, লাসাল বা মিহাইল বাকুনিনই হোন। মার্ক্স মূলত তাঁদের ধূলিসাৎ করতে চাইতেন, প্রতিপন্ন করতে চাইতেন তাঁদের বক্তব্য অন্তঃসারশূন্য, তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা অসম্ভব মেনে হার মানতে বাধ্য হ'ন।এই ঘাতের জোরেই তিনি পর্বত প্রমাণ সমালোচনাত্মক যুক্তিধারায় তাঁর বিরোধীদের কবর দিতে তাড়িত হতেন আর যখন সেই ক্ষিপ্ততা তাঁকে চালিত করত, তিনি তাঁর রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা-পরিকল্পও তাঁর চোখের আড়ালে চলে যেতো, গিয়র্গ হ্বিলহেল্ম ফ্রিডরিশ হেগেল, ডেভিড রিকার্ডো বা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখে নিরস্ত হতেন না, কিন্তু ইস্কাইলাস(খৃ.পূ ৫২৫- খৃ.পূ ৪৫৬), দান্তে আলিঘিয়েরি,উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ও গটহোল্ড এফ্রেইম লেসিং-কে ব্যবহার করতেন।

শ্রী হ্বোগট এক রকম তাঁর চরিত্রের দুই বিভাগের এক দুর্ভাগ্যজনক কাকতালীয় ঘটনা। মার্ক্সের অনিচ্ছাকৃত অপরিচ্ছন্ন সাহিত্যের সবচেয়ে প্রকট দৃষ্টান্তগুলির অন্যতম হ'ল সেই পথ সংক্ষেপন কেবল শত্রুর বিনাশকল্পে যারা মার্ক্সের গ্রহণযোগ্যতার উপর আঘাত হেনেছিল ও তাঁর রাজনৈতিক অতীতকে কলুষিত করার চেস্টা করেছিল।

মার্ক্স আশা করেছিলেন ঐ বইটি সাড়া জাগাবে ও জর্মন সংবাদমাধ্যম যাতে এ নিয়ে বলে তার জন্য সব কিছু করেছিলেন।তবু সংবাদপত্রগুলি গ্রাহ্য করল না এবং হ্বোগট নিজেও নিরুত্তাপ রইলেন। 'কুকুরেরা নীরবতা দিয়ে ব্যাপারটা নিকেশ করল।'[৩৭] উপরন্তু, তার অতি-সংক্ষেপিত ফরাসী সংস্করণ(যা ছাপাখানায় ছিল [৩৮]) তা সেন্সরশিপের কবলে পড়ে নিষিদ্ধ বইসমূহের তালিকাভুক্ত হ'ল। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের জীবৎকালে শ্রী হ্বোগট-এর আর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি, কেবল নির্বাচিত কিছূ ছোট অনুচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছিল।

২। দারিদ্র্য ও রোগের সাথে লড়াই

মার্ক্সের লেখার কাজে বিলম্ব ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতির প্রবল জটিলতার কারণ

তাঁর দুই চিরন্তন ও পরম শত্রুঃ দারিদ্র্য ও রুগ্নতা। বস্তুত, মার্ক্সের অর্থনৈতিক অবস্থা সত্যিই মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অনেক দেনাদারদের পাওনায় অবরুদ্ধ এবং দালাল ও দরজায় আদালতের আধিকারিকদের নিষেধাত্মক আদেশের আশঙ্কায় এঙ্গেলসকে লিখলেনঃ "বাড়িভাড়া, স্কুলের মাইনে,মুদিখানা ও কশাই খরচের কথা ভেবে কি করে এখান থেকে অন্যত্র যাব আমি ভেবে পাচ্ছি না, ভগবান জানে কি জন্য এসব থেকে রেহাই পাচ্ছি না।'[৩৯] পরিস্থিতি বেঁচে বততে থাকতেও আরো লাগামছাড়া হ'ল ১৮৬১-র শেষ দিকে, বন্ধুর সদা-সাহায্যের উপর করেও, যাঁকে তিনি অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতেন 'আমাদের বন্ধুত্বের অসামান্য নিদর্শন।[৪০] 'সব কিছু বন্ধক রাখার জন্য মার্ক্সকে নুয়ে পড়তে হয়েছিল।'[৪১] বন্ধুকে যথারীতি লিখলেনঃ "আমি যদি এই দুরবস্থাপূর্ণ পরিস্থিতি মুক্ত হতে পারি আর আমার পরিবারকে দুঃস্থ প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হতে হ'ত, আমি ডিসেম্ব্রিস্ট আর্থ ব্যবস্থার বিপর্যয়ে যারপরনাই উল্লসিত হতাম, যা আমি ট্রিব্যুনে এত দিন ও বারংবার আগাম লিখেছি।'[৪২] আর ডিসেম্বরের শেষে যখন তিনি অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন, তাতে লিখলেনঃ 'পুরাতনের মত হলে, আমার দিক থেকে বলতে পারি, আমি শয়তানের হাতেই অর্পণ করব।'[৪৩]

মনোবলভাঙ্গা আর্থিক সংকটের প্রায় সাথে সাথেই এলো স্বাস্থ্য সমস্যা,যার হেতু প্রথমোক্তটিই। সেহেতু অনেক সপ্তাহব্যাপী মার্ক্সের স্ত্রী ইয়েনি গভীর মানসিক অবসাদগ্রস্থ ছিলেন, শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়,.১৮৬০ সালের শেষ দিকে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ সংশয় হয়।সেই রোগভোগের গোটা সময় ও আরোগ্যলাভ অবধি মার্ক্স সবসময় তাঁর সাথীর পাশে ছিলেন।ইয়েনি বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্ম স্থগিত রেখেছিলেন। এঙ্গেলসকে লিখলেন সেই সময়ে কাজ করার কোন প্রশ্নই ওঠে নাঃ "এই সময় যে বিষয় আমার মানসিক শান্তি প্রযত্ন করতে সাহায্য করতে পারে, তা গণিত" [৪৪] – তাঁর জীবনের সবচেয়ে বৌদ্ধিক আসক্তির একটি বিদ্যাশাখা। উপরন্তু,তার কয়েকদিন পরে 'তাঁর সহায়ক হ'ল হঠাৎ খুব দাঁতের যন্ত্রণা'। দন্ত চিকিৎসকের ভুলে একটা দাঁত তোলার পরে একটা টুকরো মুখে থেকে যায়।

মুখ 'ফুলে যাওয়ায় ও গলা অর্ধেক বুঁজে যাওয়ায় যন্ত্রণা হয়।' কিন্তু সহায়ক হ'ল কেন? মার্ক্স পরিহাস ছলে লিখেছিলেনঃ "এই শারীরিক চাপ চিন্তাশক্তি অবশ করে দেয়। হেগেল বলতেন, শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ সত্তা ও শূন্যতা সমার্থক।"[৪৫] সেই সব সমস্যা সত্বেও সেই তিন সপ্তায় মার্ক্স অনেক বই পড়ার অবকাশ পেয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল তার আগের বছরে মুদ্রিত চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) ওরিজিম অফ স্পিসিজ বাই মিন্স অফ ন্যাচারাল সিলেকশ্যন (১৮৫৯)। পড়ে এঙ্গেলসকে লিখে মন্তব্য করেছিলেন, এটি পণ্ডিত সমাজে ও সমাজতন্ত্রী জঙ্গীদের আলোচনা উস্কে দেবেঃ 'যদিও স্থূল ইংরেজী ভাষায় লেখা, এই বই প্রাকৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের অভিমতের ভিত্তি গড়বে।" [৪৬]

সেই সময়ের পরে ১৮৬১-র গোড়ায় যকৃৎ-স্ফীতির জন্য মার্ক্সের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে, তার আগের বছরে গ্রীষ্মকালের মতঃ "আমি যন্ত্রণার্ত, কাজের মধ্যেই, যদিও আমি ঈশ্বর-ভীত নই।'[৪৭] যেমন বেঁকলেই খুব যন্ত্রণার জন্য, তার ওপর লিখতে মানা। সেই কারণে 'অকেজো করে ফেলা অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থা' [৪৮]থেকে রেহাই পেতে তিনি আবার সাহিত্য-ধর্মী বইপত্র অধ্যয়নে নিয়োজিত করলেন নিজেকেঃ "সন্ধে বেলায় চিত্ত বিনোদনের জন্য পড়তাম মূল গ্রিক ভাষায় লেখা অ্যাপ্পিয়ানের সিভিল ওয়ার্স ইন রোম'- সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থসমূহের একটি। প্রাচীন কালের সমগ্র ইতিহাসে স্পার্টাকুস মূখ্য ব্যক্তি। সুমহান চরিত্রের এক বিরাট সৈন্যাধ্যক্ষ(গ্যারিবল্ডি ন'ন), প্রাচীন কালের প্রলেতারিয়েতের প্রকৃত প্রতিনিধি।[৪৯]

৩। সেই অবকাশে প্রতীক্ষায় 'অর্থশাস্ত্র'

ফেব্রুয়ারী ১৮৬১-র শেষে আরোগ্যলাভ করে তাঁর নিজের অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনের জন্য মার্ক্স হল্যান্ডের ৎসল্ট বোম্মেলের সাথে যুক্ত হলেন। সেখানে তিনি তাঁর মামা লায়ন ফিলিপ্সের (১৭৯৪-১৮৬৬) সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী ও প্রথম বাতি কারখানার প্রতিষ্ঠাতার

পিতৃব্য, উত্তরকালে বিশ্বের প্রধানতম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী কতিপয় সংস্থার অন্যতম একটির উদ্যোগপতির পূর্বপুরুষ। মাতৃকূলের উত্তরাধিকার সূত্রে ১৬০ পাউন্ড অগ্রিম পেয়েছিলেন। সেখান থেকে মার্ক্স গোপনে জর্মনি যান ও বার্লিনে চার সপ্তার জন্য লাসালের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

দুজনে মিলে একটা 'দলীয়' মুখপত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লাসাল বারবার তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। আর জানুয়ারী ১৮৬১র রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ফরমান জারির পরে মার্ক্সের প্রুশীয় নাগরিকত্ব ফিরে পাবার অনুকুল পরিস্থিতি বিদ্যমান (নাগরিকত্বচ্যুত হয়েছিলেন ১৮৪৯-এ) আর তা হলে তিনি বার্লিনে চলে আসতে পারবেন। লাসালের প্রতি সংশয়ী ধারণার জন্য পত্রিকার প্রস্তাব মার্ক্সের কাছে আদৌ বিবেচনার্হ মনে হয়নি।[৫০] সফর শেষে জর্মণ জঙ্গী বুদ্ধিজীবি সম্পর্কে লিখলেনঃ "লাসালের কিছু বিদ্বান-পরিবৃত হেরাক্লিটাস ১৯ চক্র ও তাঁর আয়োজিত সুস্বাদু মদ্য ও খাদ্য-প্রিয় স্তাবক চক্রের জন্যই তাঁর চটকদার খ্যাতি। কিন্তু তিনি জানেন না সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর দুর্নামও আছে।। আর তাঁর আছে একগুঁয়েমি ও 'কল্পনাপ্রিয় প্রবণতা'-আসক্তি (লোকটা নব্য হেগেলীয় দর্শণের স্বপ্ন দেখে, তাকে দ্বিমাত্রিক স্তরে নিয়ে যেতে চায়, আর তা লিখে প্রতিপন্ন করতে চায়), আগেকার ফরাসী উদারনীতিবাদ-পরিষেধক, উদ্ধত লেখনী, জেদী মেজাজ ও কৌশলহীনতা। কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ লাসালকে একজন সম্পাদক হিশেবে কাজে লাগানো যেতো। নচেৎ আমরা বোকা ব'নে যাবো।"[৫১]

এঙ্গেলসের নিদানেও তীক্ষ্ণতার ঘাটতি ছিল নাঃ 'মানুষটা শোধরানোর নয়'।[৫২] মার্ক্সের নাগরিকত্বের আর্জি সত্বর নাকচ হয়ে গেল, কারণ তিনি ইংল্যান্ডে নিজেকে দেশীভূত করেন নি। তিনি বাকি জীবন রাষ্ট্রহীনই রয়ে গেলেন।

মার্ক্সের চিঠিপত্রে আছে তাঁর সেই কিছুদিন এক মজাদার জর্মন আবাসের ছবি,যা তাঁর চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে। তাঁর আতিথ্যকর্তা লাসাল ও তাঁর সঙ্গিনী কাউন্টেস সোফি ফন হাৎফেল্ডট (১৮০৫-১৮৮১) তাঁর অনেক কাজকর্ম সংগঠিত করতে যারপরনাই সাহায্য করেছিলেন,যা তিনি কিরকম

অপছন্দ করতেন, তাঁর চিঠিপত্রেই স্পস্ট। ঐ শহরে থাকার প্রথম কয়েকদিনেই আমরা দেখতে পাই সমাজের উপর স্তরের মানুষদের প্রতি তাঁর বিরূপতা। মঙ্গলবারের অপরাহ্ণে তাঁর কাটত বার্লিন কমেডিতে, যেখানে প্রুশীয় আত্মগরিমাপূর্ণতা তাঁর কাছে বিরক্তিকর ঠেকত'। বুধবার টানা তিন ঘণ্টা ব্যালে অপেরায় থাকতে হ'ত- 'সে এক প্রাণান্তকর একঘেয়েমি',সর্বোপরি 'ভয়ংকর নির্বান্ধবতা।' [৫৩] 'অদূরে একটা ঘেরাটোপে সশরীরে থাকতেন সুদর্শন মহারাজ হ্বিলহেল্ম।' [৫৪] বৃহস্পতিবার তাঁর সম্মানে লাসাল মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করতেন, যেখানে কিছু নামজাদা ব্যক্তি হাজির থাকতেন। ঘন ঘন করতালি-সর্বস্বতার পাশে মার্ক্স বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর পাশের টেবিলে উপবিস্ট সাহিত্য সম্পাদিকা ল্যুদমিলা অ্যাসিঙ্গ-এর (১৮২১-১৮৮০) সম্পর্কে লিখলেনঃ "আমার জীবনে দেখা কুৎসিততম মহিলা,কদর্য সাজের এক ইহুদী, ঠেলে আসা স্থূল নাসিকা, অনর্গল দেঁতো হাসি, অসাধারণ কিছু দেখানেপনার প্রয়াসে আওড়ে চলেছে কাব্যিক গদ্য, এক ভূয়া উৎসাহ দেখানো, আর আবেগবশে দর্শকদের দিকে থুতু ছিটকাচ্ছে।'[৫৫] এঙ্গেলসের দূরসম্পর্কের আত্মীয় রাইনের কবি কার্ল সিয়েবেলকে (১৮৩৬-১৮৬৮) ঃ"এখানে আবার একঘেয়ে ও আড়ষ্ট ঠেকছে। আমি যেন এক প্রকার সিংহ,আমাকে স্ত্রী-পুরুষ অনেক অনেক পেশাদারী 'কৌশলীদের' দেখতে হচ্ছে। এক বিচ্ছিরি ব্যাপার।" [৫৬] পরে লাসাল-এর কাছে অস্বীকার করেন নি যে তাঁর কাছে লন্ডনের বিশ্বজনীনতা 'এক অসাধারণ আকর্ষণ,' [৫৭] যদিও সেই বিশাল শহরে তাঁর 'নির্জন জীবন।' [৫৮] আর এভাবে এল্বারফিল্ড,ব্রেমেন, তাঁর জন্মভূমি ত্রিয়ের ও আবার হল্যান্ড হয়ে এপ্রিলের শেষে ফিরে এলেন।

এদিকে তাঁর প্রতীক্ষায় 'অর্থশাস্ত্র'। মার্ক্স ১৮৫৯-র জুন-এ প্রকাশ করলেন 'আ কন্ট্রিব্যূশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি'র প্রথম কিস্তি, ইচ্ছে পরের কিস্তি সত্বর প্রকাশ করা। স্বভাবজ আশাবাদ সত্বেও সেপ্টেম্বর ১৮৬০এ লাসালকে লিখলেনঃ 'মনে হয় ইস্টারের আগেই দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ সম্ভব।'[৫৯] ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে দু বছরের আগে অধ্যয়ন আবার শুরু করার অবকাশ দিল না। খুবই হতোদ্যম হয়ে এঙ্গেলসকে অনুযোগ করলেনঃ 'গার্হস্থ্য কারণে যেরকম চেয়েছিলাম মোটেই সেভাবে এগোতে

পারছি না', [৬০] ডিসেম্বরে আবার লিখলেন, 'এগোচ্ছি,তবে ধীরে, পরিস্থিতি যা ছিল তেমনি থাকার কারণে বস্তুত ঔপপত্তিক বিষয়গুলি উত্থাপনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই লেখাটা জনমুখী রূপ নিচ্ছে, প্রথম অংশের মত হচ্ছে না।'[৬১]

৪। সাংবাদিকতা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

মার্ক্স ১৮৬১-র শেষে ন্যু ইয়র্ক ট্রিব্যুন-এ আবার লেখা শুরু করলেন,আর ভিয়েনার উদারপন্থী দৈনিক 'ডাই প্রেসে' (দি প্রেস)-তে যা জর্মন ভাষায় সবচেয়ে জনপ্রিয় সংবাদপত্রের একটি,যার গ্রাহক সংখ্যা ৩০০০০, অস্ট্রিয়ায় সর্বাধিক।শেষোক্ত দৈনিকের সংবাদ প্রতিনিধিদের অধিকাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধাঞ্চলে।মার্ক্সের ভাষায় ঐ যুদ্ধ জনপ্রিয় স্ব-শাসনের এ যাবৎ অর্জিত সর্বোত্তম রূপ বনাম ইতিহাস থেকে জানা সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্থ ক্রীতদাসত্বের।' [৬২] সেই ব্যাখ্যা এটা সবচেয়ে বেশি সুস্পস্ট করে কেন তাঁর সাথে গ্যুসুপ্পে গ্যারিবল্ডির (১৮০৭-১৮৮২) অতিকায় ব্যবধান। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে তার সেনাবাহিনীর অন্যতম অধ্যক্ষের পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন,কারণ ওঁর মতে যুদ্ধ মানেই ক্ষমতার সংঘাত,যা ক্রীতদাসদের মুক্তিকল্পে কিছুই করতে পারে না। সেই অভিমত ও দু'পক্ষের পার্থক্য নিরসন প্রয়াস সম্পর্কে মার্ক্স এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন, "ঐ নিরেট মূর্খ গ্যারিবল্ডি ইয়াঙ্কিদের সংহতি পত্র প্রেরণ করে নিজেকেই বোকা বানিয়েছে।" [৬৩]

তাঁর প্রবন্ধগুলিতে মার্ক্স ইংল্যান্ডের উপর আমেরিকার সংঘাতের অর্থনৈতিক প্রতিঘাত ব্যাখ্যা করেছিলেন, বিশেষত বাণিজ্যের বিকাশ, আর্থ-পরিস্থিতি ও ইংরেজ সমাজে সেই সময়কালের মতামত নিরীক্ষা। এ ব্যাপারে লাসালকে লেখা একটি চিঠিতে এক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যনির্দেশ আছেঃ "ইংল্যান্ডের সমগ্র সরকারী সংবাদ মাধ্যম অবশ্যই ক্রীতদাসমালিকদের পক্ষে।ঠিক তারাই যারা দুনিয়াকে প রিশ্রান্ত করত ক্রীতদাসবিরোধী বাণিজ্যের মানবপ্রীতির কথা বলে, তুলো তুলো রব তুলে।" [৬৪]

লাসালকে লেখা চিঠিগুলিতে মার্ক্স-এর সবসময় প্রতিফলিত হ'ত সেই

রাজনৈতিক বিষয়গুলির একটি, যার উপর তিনি মনোনিবেশ করে সময় অপচয় করতেন, রাশিয়া ও তাঁর মিত্র হেনরি পামেরস্টোন (১৭৮৪-১৮৬৫) ও লুই বোনাপার্ত-এর (১৭৭৮-১৮৪৬) বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিরোধিতা। মার্ক্স বিশেষ করে লাসালকে বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁদের 'পার্টি' ও রোমান্টিক মতাবলম্বী রক্ষণশীল ডেভিড উর্কুহার্টের দলের লড়াইয়ে সেই অভিসৃতির বিধিসিদ্ধতা। শেষোক্ত রুশ-বিরোধিতা ও হুইগ-বিরোধিতার উদ্দেশ্যে পুনঃপ্রকাশের স্পর্ধা দেখিয়েছিল। পামেরস্টোনের বিরুদ্ধে মার্ক্স লিখেছিলেন, যা ইংল্যান্ডের চার্টিস্টদের মুখপত্রেও মুদ্রিত হয়েছিলঃ"বিষয়ীগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল...,যা তাঁর বিদেশ নীতির (যার তিনি মাথায়) কাজকর্মে বিষয়গতভাবে প্রগতিশীলতারঅন্তরায় নয়।এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অনীহার প্রকাশ, যেমন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে অনীহা, রুশীদের বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণ, গুলিবর্ষণে প্রতিবেশী দেশের মনোভাব যখন কালো,লাল,সোনালী নাকি বৈপ্লবিক"। [৬৫]

মার্ক্স আরো বললেনঃ "বলা বাহুল্য, বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'প্রগতিশীল' তকমা দিয়ে ফয়দা নেই।"[৬৬]

মার্ক্সের প্রথম হানা আলোকচিত্র ১৮৬১র।[৬৭] একটি চেয়ারে হাত রেখে ঝুঁকে পড়া ছবি। ঘন কেশ তখনই শাদা, কিন্তু ঘন কালো দাড়ি। তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিফলন নেই তাঁর পরাভবগুলির, নানা প্রতিবন্ধকতার যা তাঁকে আঁকড়ে ছিল। বরং আজীবন দৃঢ়তার। তবু সেই সময় তাঁর জীবনের অস্বস্তির, দুঃখবোধের ছোঁয়া আছে সেই আলোকচিত্রে।"প্রতিটি সমাধান-না-হওয়া পরিস্থিতির দরুন আমার তীব্র বিরক্তি থেকে রেহাই পেতে আমি এখন পড়ছি থুকিডাইডেস (খৃ পূ ৪৬০-খৃ পূ ৪০০)।" [৬৮]

টিকা নির্দেশ

১ দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের শেষে প্রজাতন্ত্রী সরকার ১৮৭০-এ ফরাসী মহাফেজখানা থেকে উৎকলিত দলিলে প্রমাণ মিলেছিল যে হ্বোগট তৃতীয় নেপোলিয়নের অর্থানুকূল্যভোগী ছিলেন। শেষোক্ত ১৮৫৯-র অগাস্ট মাসে হ্বোগটকে গোপনে ৪০,০০০ ফ্রাঁ পাঠিয়েছিলেন। দ্রস্টব্য Papiers et cor-

respondance de la famille impériale. Édition collationnées sur le texte de Vimprìmerie nationale, vol. II. Paris: Garnier Frères, 1871, p. 161

২ Karl Marx, Herr Vogt, in MECW, vol. 17, p. 89.

৩ ঐ p. 28.

৪ ঐ p. 48.

৫ ঐ p. 28.

৬ Carl Vogt, Mein Prozess gegen die Allgemeine Zeitung: Stenographischer Bericht, Dokumente, und Erläuterungen. Genf: Selbst-Verlag des Verfassers 1859, as quoted in Marx, Herr Vogt, p. 29.

৭ Marx, Herr Vogt, p. 69.

৮ Ibid., p. 61.

৯ Justus von Liebig [1803–1873] was an important German chemist.

১০ Translation: 'Here it is permitted to make bad odours!'

১১ Marx, Herr Vogt, p. 243.

১২Karl Marx to Friedrich Engels, 31 January 1860, in MECW, vol. 41, p. 13.

১৩ Marx, Herr Vogt, p. 272.

১৪ ঐ p. 26. তাছাড়া এই 'তথ্য বিকৃতি' বিশ্লেষণ মার্ক্সকে 'সেই ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সাহায্য করেছিল যে গোটা ব্যাপারটার পেছনে ছিল।'

১৫ এই চিঠিগুলির গুরুত্ব ১৮৪৮-১৮৪৯র বিপ্লবী জঙ্গীদের রাজনৈতিক পত্রালাপ এবং এক সাধারণ প্রেক্ষাপটে মার্ক্স ও হ্বোগটের সংঘাত সম্পর্কে ধারণার জন্য দ্রস্টব্য, মার্ক্সের দৃষ্টিকোণ থেকে, যা এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য Christian Jansen, 'Politischer Streit mit harten Bandagen. Zur briefl ichen Kommunikation unter den emigrierten

Achtundvierzigern – unter besonderer Berücksichtigung der Controverse zwischen Marx und Vogt', in Jürgen Herres and Manfred Neuhaus (eds), Politische Netzwerke durch Briefk ommunikation. Berlin: Akademie, 2002; বোনাপার্তের প্রতি হ্বোগটের সমর্থনের রাজনৈতিক প্ররোচনাও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই অধ্যায়ের একটি পরিশিষ্টতে হ্বোগটের ও হ্বোগটকে লেখা চিঠিপত্র আছে। জাক গ্রাঁদিও ও হান্স পেলগারের রচনাবলীও কৌতূহলোদ্দীপক - Gegen die 'Agentur Fazy/Vogt. Karl Marx' Herr Vogt', in Marx-EngelsForschungsberichte, no. 6, 1990; Georg Lommels, 'Die Wahrheit über Genf: Quellen und textgeschichtliche Anmerkungen', in Marx-Engels-Forschungsberichte, vol. 1990, n. 6, pp. 37–68; and Lommels, 'Les implications de l'aff aire Marx-Vogt', in Jean-Claude Pont, Daniele Bui, Françoise Dubosson and Jan Lacki (eds), Carl Vogt (1817–1895). Science, philosophie et politique. Chêne-Bourg: Georg, 1998, pp. 67–92। কারণ তা মার্ক্সবাদীদের গতানুগতিক ও মতান্ধ ব্যাখ্যামুক্ত Marx, Herr Vogt, pp. 68–9.

১৬ Marx, Herr Vogt, pp. 68–9.

১৭ এই গবেষণার ফল ছটি নোটবুক- নানা ব্যাপৃত ভাবনাধারার বইপত্র, সাময়িকী ও দৈনিক থেকে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ সম্বলিত। এখনও অপ্রকাশিত এই সম্ভার থেকে বোঝা যায় মার্ক্স ঐ অধ্যয়নের প্রাপ্তি মার্ক্স তাঁর রচনায় কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন।এ প্রসঙ্গে বিশেশভাবে দ্রস্টব্য IISH, Marx-Engels Papers, B 93, B 94, B 95, B 96.

১৮ দ্রস্টব্য Marx, Herr Vogt, pp. 78–99.

১৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 6 December 1860, in MECW, vol. 41, p. 225.

২০ Friedrich Engels to Karl Marx, 29 June 1860, in MECW, vol. 41, p. 170.

২১ Friedrich Engels to Jenny Marx, 15 August 1860, in MECW, vol. 41, p. 179.

২২ দ্রস্টব্য Karl Marx to Friedrich Engels, 25 September 1860, in MECW, vol. 41, p. 1

২৩ দ্রস্টব্য Marx, Herr Vogt, pp. 182–3.

২৪ ঐ

২৫ Friedrich Engels to Karl Marx, 15 September 1860, in MECW, vol. 41, p. 191.

২৬ Friedrich Engels to Karl Marx, 5 October 1860, in MECW, vol. 41, pp. 204–5.

২৭Friedrich Engels to Karl Marx, 31 January 1860, pp. 13–14.

২৮ Ferdinand Lassalle to Karl Marx, 19 January 1861, in MEGA 2, vol. III /11, p. 321.

২৯ Wilhelm Wolff to Karl Marx, 27 December 1860, in MEGA 2, vol. III /11, p. 283.

৩০ Friedrich Engels to Karl Marx, 19 December 1860, in MECW, vol. 41, p. 231.

৩১Marx, Herr Vogt, p. 42.

৩২ Ibid., p. 43.

৩৩ ঐ p. 41.

৩৪ মার্ক্সের নানা পরিচিত জন তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন, একথা স্মরণ করে ফ্রানৎস মেহরিং (১৮৪৬-১৯১৯) প্রত্যয়িত করেছেন কেন 'এঁরা আশা করেছিলেন যে তিনি তাঁদের কথা শুনবেন কারণ এই কাজটা তাঁর জীবনের এক মহান কাজে বাদ সাধবে, মূল্যবান কর্মশক্তি ক্ষয় করবে, সময় অপচয় করবে', Franz Mehring, Karl Marx: Th e Story of His Life, p. 296। একই ভাবনা ব্যক্ত করেছেন কার্ল

হ্বোরলান্ডার (১৮৬০-১৯২৮)ঃ ‘এক বৎসরের যন্ত্রণাদায়ক পর্যায় এত আত্মশ্রম ক্ষয় প্রয়াস, ১৯১ পৃষ্ঠা পুস্তিকার জন্য অর্থব্যয়, তীক্ষ্ণ বৌদ্ধিক প্রয়োগ, বিশ্ব সাহিত্য থেকে আহরিত উক্তি ও উদ্ধৃতি নিয়ে সংশয়ের যুক্তি ছিল।’ Karl Vorländer, Karl Marx, p. 189 মার্ক্সের নানা পরিচিত জন তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন, একথা স্মরণ করে ফ্রানৎস মেহরিং (১৮৪৬-১৯১৯) প্রত্যয়িত করেছেন কেন ‘এঁরা আশা করেছিলেন যে তিনি তাঁদের কথা শুনবেন কারণ এই কাজটা তাঁর জীবনের এক মহান কাজে বাদ সাধবে, মূল্যবান কর্মশক্তি ক্ষয় করবে, সময় অপচয় করবে’, Franz Mehring, Karl Marx: Th e Story of His Life, p. 296। একই ভাবনা ব্যক্ত করেছেন কার্ল হ্বোরলান্ডার (১৮৬০-১৯২৮)ঃ ‘এক বৎসরের যন্ত্রণাদায়ক পর্যায় এত আত্মশ্রম ক্ষয় প্রয়াস, ১৯১ পৃষ্ঠা পুস্তিকার জন্য অর্থব্যয়, তীক্ষ্ণ বৌদ্ধিক প্রয়োগ, বিশ্ব সাহিত্য থেকে আহরিত উক্তি ও উদ্ধৃতি নিয়ে সংশয়ের যুক্তি ছিল।’ Karl Vorländer, Karl Marx, p. 189।বরিস নিকোলায়েভস্কি(১৮৮৭-১৯৬৬) ও অটো ম্যেঞ্চেন-হেলফেন-ও(১৮৯৪-১৯৬৯)তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেনঃ “তাঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দেবার প্রয়াসের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করে এক বছরেরও বেশী সময় নিয়েছেন নিজের আত্মরক্ষার্থে; ১৮৬১-র শেষে তাঁর অর্থশাস্ত্র নিয়ে লেখার কাজ পুনরারম্ভ করেছিলেন- Boris Nikolaevskii and Otto Maenchen-Helfen, Karl Marx: Man and Fighter, pp. 249–50। ডেভিড ম্যাকলেলানের মতে ‘(মার্ক্সের)তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কর্মশক্তির বিপুল সময়াতিপাত ও তীব্র ভর্ৎসনায় প্রতিভার অপচয়-এর উদাহরণ হ্বোগট-এর সঙ্গে বিতর্ক’, David McLellan, Karl Marx: His Life and His Th ought, p. 311। ফ্রান্সিস হুয়িন প্রশ্ন তুলেছেনঃ “সুইস সংবাদ মাধ্যমে কার্ল হ্বোগট-এর মত এক অখ্যাত রাজনীতিবিদের কুৎসার জবাবে এক ২০০ পৃষ্ঠার বই লেখার সত্যিই কি প্রয়োজন ছিল?” তিনি আরো লিখেছিলেনঃ “লেখার ডেস্কে অর্থশাস্ত্রগত লেখাজোখা পড়ে আছে আর তার মালিক তা থেকে সরে গিয়ে এক চমকপ্রদ অথচ অপ্রয়োজনীয় কলহরত”, Francis Wheen, Karl Marx: A life, pp. 152 and 238।

অবশ্য মার্ক্সের সপক্ষে বলা যায় হ্বোগট অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না,১৮৪৮-১৮৪৯এ ফ্র্যাঙ্কফুর্ট জাতীয় আইনসভা প্রধান প্রবক্তাদের ছিলেন। কার্ভার এক প্রতিবাদী টিকায় শ্রী হ্বোগট-এর যে 'চালু ধারণা' আছে যেন তা দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থের বিরুদ্ধে মার্ক্সের তৎকালীন রাজনৈতিক সাফল্য 'অবনমিত' করেছে এই তত্ত্ব চ্যালেঞ্জ করেছেন।দ্রস্টব্য Terrell Carver, 'Marx and the Politics of Sarcasm', in Marcello Musto (ed.), Marx for Today, pp. 127–8। যাই হোক, হ্বোগট-এর চরম ব্যর্থতার জন্যেই মার্ক্স দ্রুত নিজের পক্ষাবলম্বনে সফল।

৩৫ এই প্রসঙ্গে দ্রস্টব্য সিগবার্ট এস প্রয়ের-এর প্রক্ষেপন, Karl Marx and World Literature. London: Verso, 2011, p. 264 'কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রপঞ্চ বিচারের শ্রী হ্বোগট-এর এমন ক্ষমতাই নেই যে বিশ্ব সাহিত্য ঘেঁটে দেখবেন'। তাঁর দ্যোতনায় ঐ পাঠসম্পদ বিচার্য 'তাঁর বিতর্কে সম্বলিত নানা সাহিত্যগত পূর্ব সূত্র ও উদ্ধৃতিমালা সঙ্কলনের নানা প্রক্রিয়া হিশেবে', ঐ p. 266। আরো দ্রস্টব্য Ludovico Silva, Lo stile letterario di Marx. Milan: Bompiani, 1973।

৩৬ এ প্রশ্নেও প্রয়ের-এর পর্যবেক্ষণ উজ্জ্বল- Prawer, Karl Marx and World Literature, p. 261. 126

৩৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 22 January 1861, in MECW, vol. 41, p. 249.

৩৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 16 May 1861, in MECW, vol. 41, p. 290.

৩৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 29 January 1861, in MECW, vol. 41, p. 252.

৪০ Karl Marx to Friedrich Engels, 27 February 1861, in MECW, vol. 41, p. 266.

৪১ Karl Marx to Friedrich Engels, 30 October 1861, in MECW, vol. 41, p. 324.

৪২ Karl Marx to Friedrich Engels, 18 November 1861, in MECW, vol. 41, p. 328.

৪৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 27 December 1861, in MECW, vol. 41, p. 338.

৪৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 23 November 1860, in MECW, vol. 41, p. 216.

৪৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 28 November 1860, in MECW, vol. 41, p. 220.

৪৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 19 December 1860, in MECW, vol. 41, p. 232. মার্ক্স ও ডারউইনের বিতর্ক অনেকদিন এক অতিক্তহ্ন-পুস্ট ছিল যে মার্ক্স 'পুঁজি' ঐ ইংরেজ প্রকৃতিবাদীকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে সঠিক তথ্যভিত্তি নির্মাণে দ্রস্টব্য Lewis S. Feuer, 'Is the "DarwinMarx Correspondence" Authentic?', Annals of Science, vol. 32 (1975), n. 1, pp. 1–12; Margaret A. Fay, 'Did Marx Off er to Dedicate Capital to Darwin? A Reassessment of the Evidence', Journal of the History of Ideas, vol. 39 (1978), pp. 133–46; and Ralph Colp Jr., 'Th e Myth of the Darwin-Marx Letter', History of Political Economy, vol. 14 (1982), n. 4, pp. 461–82

৪৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 18 January 1861, in MECW, vol. 41, p. 247.

৪৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 22 January 1861, in MECW, vol. 41, p. 250.

৪৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 27 February 1861, in MECW, vol. 41, p. 265.

৫০ মার্ক্সের বার্লিনে থাকা সম্পর্কে জ্ঞাতব্যসূত্র Rolf Dlubek, 'Auf der Suche nach neuen politischen Wirkungsmöglichkeiten:

Marx 1861 in Berlin', Marx-Engels Jahrbuch, vol. 2004, pp. 142–75.

৫১ Karl Marx to Friedrich Engels, 7 May 1861, in MECW, vol. 41, p. 281.

৫২ Friedrich Engels to Karl Marx, 6 February 1861, in MECW, vol. 41, p. 257.

৫৩Karl Marx to Antoinette Philips, 24 March 1861, in MECW, vol. 41, pp. 270–1.

৫৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 May 1861, in MECW, vol. 41, p. 288.

৫৫Karl Marx to Antoinette Philips, 24 March 1861, in MECW, vol. 41, p. 271.

৫৬ Karl Marx to Carl Siebel, 2 April 1861, in MECW, vol. 41, p. 273.

৫৭ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 7 May 1861, in MECW, vol. 41, p. 281.

৫৮ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 8 May 1861, in MECW, vol. 41, p. 284.

৫৯Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 15 September 1861, in MECW, vol. 41, p. 193.

৬০Karl Marx to Friedrich Engels, 20 July 1861, in MECW, vol. 41, p. 315.

৬১ Karl Marx to Friedrich Engels, 9 December 1861, in MECW, vol. 41, p. 333.

৬২ Karl Marx, 'Th e London Times on the Orleans Princes in America', in MECW, vol. 19, p. 30. On Marx's conception of slavery see Wilhelm Backhaus, Marx, Engels und die

Sklaverei. Dusseldorf: Schwann, 1974.

৬৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 June 1861, in MECW, vol. 41, p. 293.

৬৪ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 29 May 1861, in MECW, vol. 41, p. 291.

৬৫ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 1 or 2 June 1860, in MECW, vol. 41, pp. 152–3. মার্ক্সের রাশিয়া সম্পর্কে রাজনৈতিক ধারণা নির্মান যে অনেক লেখার মধ্যে উল্লেখ্য David Ryazanov, 'Karl Marx über den Ursprung der Vorherrschaft Russland in Europa', in Die Neue Zeit, 1909, n. 5, pp. 1–64; ও Bernd Rabehl, 'Die Kontroverse innerhalb des russischen Marxismus über die asiatischen und westlich- kapitalistischen Ursprünge der Gesellschaft, des Kapitalismus und des zaristischen Staates in Russland', in Ulf Wolter (ed.), Karl Marx. Die Geschichte der Geheimdiplomatie des 18. Jahrhunderts. Über den asiatischen Ursprung der russischen Despotie. Berlin: Olle & Wolter, 1977, pp. 112–78. দ্রস্টব্য Bruno Bongiovanni, Le repliche della storia. Turin: Bollati Boringhieri, 1989, বিশেষত pp. 171–89.

৬৬ ঐ., p. 154.

৬৭ এপ্রিল মাস ধরা যেতে পারে, দ্রস্টব্য MEGA 2, vol. III /11, 465.

৬৮ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 29 May 1861, in MECW, vol. 41, p. 292

ষষ্ঠ অধ্যায়

‘পুঁজি’ঃ অসমাপ্ত সমালোচনা

১। উদ্বৃত্ত মূল্য উপপাদ্যসমূহের সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ

মার্ক্স ১৮৬১র অগাস্টে আবার রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রণয়নে নিমগ্ন হলেন, এতই নিবিড়ভাবে যে ১৮৬৩র জুনের মধ্যে ২৩টি নোটবুক টাকার পুঁজিতে রূপান্তর, বাণিজ্যিক পুঁজি ও সর্বোপরি উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যাখ্যানে অর্থশাস্ত্রবিদদের নানা উপপাদ্য বিষয়ে লেখাজোখায় ভর্তি হয়ে গেল।[১] তাঁর লক্ষ্য ছিল আ কন্ট্রিব্যুশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি শেষ করা, যা তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী তাঁর লেখার প্রথম কিস্তি যার সংক্ষিপ্ত প্রথম অধ্যায় ‘পণ্য’, যাত্ব ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্যের পার্থক্য সূত্রায়িত ছিল; আর দীর্ঘতর দ্বিতীয় অধ্যায় পরিমাপের একক হিশেবে অর্থ তত্বসমূহের ‘অর্থ’ বা সরল সংবহন বিষয়ক। মুখবন্ধে মার্ক্স বললেনঃ ‘আমি বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থা-ধারাকে নিম্নলিখিত পরম্পরায় বিচার করেছি- পুঁজি,ভূমি সম্পত্তি, মজুরি শ্রম, রাষ্ট্র, বৈদেশিক বাণিজ্য, বিশ্ব বাজার।’[২] দু’বছর বাদেও মার্ক্স তাঁর পরিকল্পনা পাল্টান নি, ১৮৫৯ ছয় খন্ডে[৩] এক একটি বিষয় লেখার বাসনা অটুট ছিল।

যাই হোক, ১৮৬১-র গ্রীষ্ম থেকে ১৮৬২-র মার্চ অব্দি তিনি একটি নতুন অধ্যায়ের উপর কাজ করলেন- ‘সাধারণ অর্থে পুঁজি’, যেটি তাঁর প্রকাশনা পরিকল্পনা অনুসারে তুতীয় অধ্যায় হবার কথা। তেইশটি নোটবই-এর প্রথম পাঁচটি ১৮৬৩-র শেষে সম্পূর্ণ হয়, যেখানে তিনি পুঁজি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন, বিশেষ করে(১)অর্থের পুঁজিতে রূপান্তর, (২) পরম উদ্বৃত্ত মুল্য ও (৩) আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মুল্য।[৪] এই বিষয়গুলির কোন কোনটি গ্রুন্দ্রিসি-তে আগেই আলোচিত,এখন তা বৃহত্তর বিশ্লেষণে ও সূক্ষ্মতায় সমৃদ্ধ হ’ল।

সেই সময় বিপুল অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি মার্ক্সকে অধ্যয়নে বেশী সময় ও তাৎপর্যমুলক ঔপপত্তিক অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল, এতদিন ঐ সমস্যা তাঁকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। এঙ্গেলসকে ১৮৬১-র অক্টোবরের শেষে লিখলেনঃ 'পরিস্থিতি অবশেষে এইটুকু স্বস্তি দিয়েছে যাতে মাটির ওপর সোজা হওয়া গেল।' ন্যু ইয়র্ক ট্রিব্যুন 'সপ্তায় দু পাউন্ড' দেবার আশ্বাস দিল।[৫] তিনি ডাই প্রেসে-র(দৈনিক) সাথেও চুক্তিবদ্ধ হলেন। আগের বছর তাঁকে প্রায় 'প্রত্যেকটি আনকোরা সামগ্রী বন্ধক দিতে হয়েছিল' আর সেই দুঃস্থতা তাঁর স্ত্রীর মন ভেঙ্গে দিয়েছিল। কিন্তু এই 'দুই নিযুক্তি' তাঁর 'পারিবারিক উদ্বেজিত অস্তিত্বের অবসান' সুচিত করল ও 'তাঁর বই লেখা শেষ করতে দিল।

তথাপি ডিসেম্বরের শেষে এঙ্গেলসকে জানালেন তিনি তাঁর কশাই ও মুদিকে ঋণখত দিতে বাধ্য হয়েছেন ও পাওনাদের কাছে দেনা একশ পাউন্ডে দাঁড়িয়েছে।[৬] এসব দুশ্চিন্তার কারনে তাঁর গবেষণা শ্লথগতি হয়ে পড়ল। 'পরিস্থিতি আবার সেই জায়গায়, যেখানে ছিল সেখানেই, ঔপপত্তিক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারছি না।' কিন্তু এঙ্গেলসকে জানালেনও, 'বিষয়বস্তু আরো জনপ্রিয় রূপ নিচ্ছে, যার নিদর্শন প্রথম অংশে ছিল না।'[৭]

সেই নাটকীয় প্রেক্ষিতে, মার্ক্স তাঁর মা, অন্যান্য আত্মীয় ও কবি কার্ল স্যিবেলের কাছ থেকে টাকা ধার করতে চেষ্টা করলেন। পরে ডিসেম্বরে এঙ্গেলসকে বোঝালেন যে তাঁর ওপর ক্রমাগত 'চাপ সৃষ্টি' করা হচ্ছে। সে যাই হোক, এসব তাঁর কাছে নিস্ফলা। ডাই প্রেসে-র সঙ্গে চুক্তি ঠিকমত চলছিল না, কারণ প্রেরিত প্রবন্ধের অর্ধেক ছাপা হচ্ছেও, সাম্মানিকও সেই হারে কমছিল।

পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গেল যখন আমেরিকার গৃহযুদ্ধ-জনিত আর্থিক বাধা ন্যু ইয়র্ক ট্রিব্যুনকে বিদেশ সংবাদদাতাদের সংখ্যা কমাতে বাধ্য করল। সেই পত্রিকায় মার্ক্সের শেষ লেখা প্রকাশিত হ'ল ১০ মার্চ ১৮৬২তে। সেদিন থেকে মার্ক্স ১৮৫১র গ্রীষ্ম থেকে তাঁর একমাত্র আয়ের উৎস রুদ্ধ হ'ল। সে মাসেই তাঁর বাড়িওয়ালা বকেয়া ভাড়া না দেবার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার হুমকি দিলেন। এঙ্গেলসকে লেখা চিঠিতে অর্থাৎ

মার্ক্সের কথায়, তাঁর সংকট 'এখন সবাই আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে।' [৮] আরো লিখলেন,' 'আমার বই লেখার কাজও ভালো চলছে না, গার্হস্থ্য ঝঞ্ঝাটে সপ্তার পর সপ্তা বাধা পাচ্ছে।' [৯]

সেই সময় মার্ক্স-এর এক নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছিলঃ উদ্বৃত্ত মূল্য উপপাদ্যমালা (১৮৬২-৬৩)।[১০] পরিকল্পনা অনুসারে এটাই দীর্ঘ তৃতীয় অধ্যায় –'সাধারণ অর্থে পুঁজি'-এর পঞ্চম ও শেষ অংশ। [১১] মার্ক্স দশটিরও বেশি নোটবই-এ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যবচ্ছেদ করলেন কিভাবে প্রধান প্রধান অর্থশাস্ত্রবিদেরা উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রশ্নটি দেখেছেন। তাঁর মূল ধারণা ছিল এই যে 'সব অর্থশাস্ত্রবিদের ভুল এক জায়গায়, উদ্বৃত্ত মূল্যকে বিশুদ্ধ ভাবে না যাচাই করে মুনাফা ও কর/খাজনার নিরিখে দেখা।[১২]

মার্ক্স ৬ষ্ঠ নোটবই-এ কৃষিবাদীদের সমালোচনা দিয়ে শুরু করলেন,যাদের তিনি 'আধুনিক রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের প্রকৃত জনক' বলে চিহ্নিত করলেন, [১৩] কারণ তারাই 'পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের বিশ্লেষণের ভিত্তি স্থাপন করে' [১৪] এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস সন্ধান করে 'তার সংবহনের চত্বরে নয়', টাকার উৎপাদনশীলতায়, যেমন বনিকতন্ত্রীরা ভেবেছিল 'উৎপাদনের চত্বরে'। তারা বুঝেছিল সেই 'মৌলিক নীতি যে শ্রমিকই কেবল উৎপাদনশীল ও উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রজনক।' [১৫] আবার এদের ভ্রান্ত প্রত্যয় 'কৃষি শ্রমিকই একমাত্র উৎপাদনশীল।' [১৬] তাদের ভাবনায় খাজনাই উদ্বৃত্ত মূল্যের একমাত্র রূপ।' [১৭] তাদের বিশ্লেষণ সীমিত সেই ভাবনায় যে ভূমির উৎপাদনশীলতা তাদের (অর্থাৎ কৃষিজীবিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়ের চেয়ে বেশী সাশ্রয় দেয় না।' [১৮] এই তত্ত্বানুসারে উদ্বৃত্ত মূল্য 'প্রকৃতির দান।' [১৯]

মার্ক্স ৬ষ্ঠ নোটবই-এর দ্বিতীয়ার্ধে এবং ৭ম,৮ম ও ৯ম নোটবুকের মনোনিবেশ করেছিলেন অ্যাডাম স্মিথ-এ। তিনি কৃষিবাদীদের ভ্রমাত্মক ধারণা মানতেন না যে কৃষি শ্রমই একমাত্র বাস্তব শ্রম রূপ যা উদ্বৃত্ত মূল্য জারিত করে।' [২০] বস্তুত, মার্ক্সের দৃষ্টিতে স্মিথ-এর সবচেয়ে বড় গুণের অন্যতম এই যে তিনি বুঝেছিলেন যে বুর্জোয়া সমাজে শ্রম প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট চিহ্ন পুঁজিবাদীদের শুধু শুধুই প্রকৃত শ্রমের একাংশ আত্মসাৎ করে না' [২১] অথবা 'কম শ্রমে (অর্থাৎ মজুরি-অনুবাদক) বেশী শ্রম আদায় করে (শ্রমিকা/

শ্রমিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে।' [২২]

'উদ্বৃত্ত মূল্য সেই দিক থেকে' যে মুনাফা ও রাজস্ব/করের রূপ' থেকে আলাদা না করতে পারা স্মিথের সীমাবদ্ধতা।[২৩] তিনি পুঁজির উদ্ভূত অংশ হিশেবে উদ্বৃত্ত মূল্য পরিমাপ করতেন না, কাঁচা মাল কিনতে পুঁজিপতির পরিব্যয় সহ 'মোট নিয়োজিত পুঁজির বাড়তি সংযোজন' পরিমাপ করতেন।[২৪]

এঙ্গেলসের সঙ্গে ১৮৬২-র এপ্রিলে ম্যাঞ্চেস্টারে তিন সপ্তা থাকাকালে মার্ক্স এই সব ভাবনা লিখে ফেলেন। ফিরে এসে লাসালকে লিখলেনঃ 'আমার বই লেখা আগামী দু'মাসে শেষ করে উঠতে পারব না। অনাহার থেকে রেহাই পেতে গত বছর অনেক আজেবাজে, অতীব অবাঞ্ছিত লেখা লিখতে হয়েছে, মাসের পর মাস এক লাইন আমার বইয়ের লেখায় হাত দিতে পারি নি।সাথে ছিল আমি যাই লিখি আর এক মাস যা দেখে উঠতে পারি নি তার মধ্যে খুঁত ধরার ছল, যাতে আমি সবটাই আবার লিখি।[২৫] মার্ক্স পূর্ণোদ্যমে লেখার কাজ শুরু করলেন এবং জুন অব্দি তাঁর গবেষণা অন্য অর্থশাস্ত্রবিদদের দিকে প্রসারিত করলেন, যথা জারমেইন গার্নিয়ের ও চার্লস গ্যানিথ(১৭৫৮-১৮৩৬)। তারপরে আরো গভীরভাবে নিরীক্ষা করলেন সুফলা ও নিস্ফলা শ্রমের প্রশ্নে, আবার স্মিথে ফিরে গেলেন, যিনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা সত্বেও এই দুই ধারণার পার্থক্য টেনেছিলেন। পুঁজিপতির দৃষ্টিতে সুফলা শ্রম হ'ল মজুরি শ্রম যার মজুরি হিশেবে পুঁজির একাংশের (বা তাঁর শ্রম ক্ষমতার মূল্য) বিনিময় হয়, শুধু পুঁজির এই অংশ পুনরুৎপাদন করে না, অতিরিক্তভাবে পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে। এইভাবেই পণ্য বা টাকা পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়, পুঁজি উৎপাদন হয়। মজুরি শ্রমই সুফলা, যা পুঁজি উৎপাদন করে।[২৬]

অন্যদিকে, নিস্ফলা শ্রম 'সেই শ্রম যার বিনিময় পুঁজির সাথে হয় না, সরাসরি রাজস্ব অর্থাৎ মজুরি বা মুনাফার সাথে হয়।[২৭] স্মিথের মতে,শাসন কর্তাদের – বিচারবিভাগীয় ও সামরিক আধিকারিকদের কাজকর্ম কোন মুল্য উৎপাদন করে না, যাদের ভূমিকা গৃহ পরিচারকদের মত। মার্ক্স দেখিয়েছেন এই ভাষা 'তখনও বিপ্লবী বুর্জোয়াদের মত' যারা 'তখনও নিজেদের সমগ্র সমাজ, রাষ্ট্র, প্রভৃতির কাছে শর্তাবদ্ধ হয় নি'ঃ শাসনকর্তা, বিচারক,

আধিকারিক, পুরোহিত –এই নামীদামী ও সাবেক জীবিকা, তাদের মতাদর্শগত প্রজাতি, তাদের পন্ডিতবর্গ, শিক্ষক ও যাজকদের অভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থান; এরা সবাই বুর্জোয়া শ্রেণী এবং অভিজাত ভূমধ্যকারী ও নিস্কাম পুঁজিপতিদের পড়ে-থাকা সম্পদ-লালিত কিলবিল-করা স্তাবকবর্গ এবং ভাঁড়েরা সমস্তরীয়।[২৮]

মার্ক্স ১০ম নোটবই-এ ফ্রাঁসোয়াজ কেনে-র (১৬৯৪-১৭৭৪) অর্থনৈতিক সারণির (১৭৫৮) বিস্তৃত বিশ্লেষণ অধ্যয়ন করেছেন[২৯] ও তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, 'অত্যুজ্জ্বল ভাবধারণা, যেজন্য রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র দায়ী তার অবিসাংবাদিত ব্যাখ্যা।

এদিকে মার্ক্সের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির হতাশব্যঞ্জকতা চলতেই থাকল। মধ্য-জুনে এঙ্গেলসকে লিখলেনঃ 'প্রতিদিন আমার স্ত্রী বলেন তিনি তাঁর সন্তানদের সাথে কবরে নিরাপদে থাকতে চান আর সত্যি কথা বলতে তাঁকে আমি দোষ দিতে পারি না এজন্যে, কারণ অপমান, যন্ত্রণা ও মৃত্যুঘন্টাধ্বনি এক অবর্ণনীয় দৈনন্দিনতার পরিস্থিতি।' এপ্রিল মাসে পরিবারের যা কিছু ছিল আর সবে মাত্র দেনাদারনের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনা সব আবার বন্ধক দিতে হ'ল। অবস্থা এমনই চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে ইয়েনি তাঁর স্বামীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু বই বেচে দিতে মনস্থির করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত ক্রয়েচ্ছুক কাউকে পান নি।

তবুও মার্ক্স 'কঠোর পরিশ্রম' করে মধ্য-জুনে এঙ্গেলসকে স্বস্রিপ্রকাশ করে লিখলেনঃ 'মজার কথা অনেক বছর ধরে দারিদ্র-পরিবৃত হলেও আমার মাথার ঘিলু তার কাজ ভালোভাবেই করছে।'[৩১] তাঁর গবেষণা বজায় রেখে গ্রীস্মে ১১শ,১২শ ও ১৩শ নোটবই লেখা সম্পূর্ণ করলেন- সেখানে খাজনা/করের উপপাদ্যের উপর আলোকপাত করে ঠিক করলেন প্রকাশিতব্য পাঠ্যে এ নিয়ে একটি 'অতিরিক্ত অধ্যায়' [৩২] জুড়ে দেবেন। মার্ক্স যোহান রডবের্টাস-এর (১৮০৫-১৮৭৫) চিন্তাধারার সমালোচনাত্মক নিরীক্ষা করলেন ও তার পরে রিকার্ডোর নীতিমালার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলেন। নিরঙ্কুশ খাজনার অস্তিত্ব অস্বীকার করে রিকার্ডো বললেন খাজনার পার্থক্য থাকব্ব ও জমির উর্বরতা ও অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। এই তত্ত্ব অনুসারে

নিরঙ্কুশ খাজনা বাড়তি, তার বেশী কিছু না কারণ তা 'নির্দিষ্ট শ্রম সময় আর মূল্য সমান' তাঁর এই তত্ব-বিপরীত।[৩৩] তাঁকে স্বীকার করতে হ'ত যে কৃষি পণ্য সব সময় পরিব্যয় মূল্যের (তাঁর পরিমাপ সূত্র বিনিযুক্ত পুঁজি ও গড় মুনাফার যোগফল) চেয়ে বেশী দামে বিকোয়।[৩৪] উল্টোদিকে, মার্ক্সের ভাবনায় নিরঙ্কুশ খাজনা 'ঐতিহাসিক অবস্থা-নির্ধারন্য'... কাঁচা মালের দাম ভূমি-সম্পদ-নির্ভর।' [৩৫]

এঙ্গেলসকে সেই চিঠিতেই মার্ক্স লিখলেন যে তিনি যে 'তাঁর ঔপপত্তিক রচনাকে ঐ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন' সেটা 'সত্যিই এক অঘটন।' [৩৬] তাঁর বাড়িওয়ালা আবার তদারকি কর্মচারীদের (বেলিফ) পাঠাবার হুমকি দিয়েছে, উত্তমর্ন দোকানদারেরা তাঁর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেবার কথা বলছে। আরার নিরুপায় হয়ে এঙ্গেলসেরই শরণাপন্ন হলেন, সঙ্গোপনে জানালেন স্ত্রী ও সন্তানাদি না থাকলে তিনি 'তাঁর ওপর বার বার চাপ সৃষ্টি (তহবিলে টান) করার চেয়ে কোন আবাসে একলা থাকতেন।' [৩৭]

এঙ্গেলসকে সেপ্টেম্বরে মার্ক্স লিখলেন যে নতুন বছরে তিনি 'রেলপথ দপ্তরে' একটা চাকরি পেতে পারেন।[৩৮] ডিসেম্বরে লুড্বিগ কুগেলম্যানকে (১৮২৮-১৯০২) তাই জানিয়ে লিখলেন পরিস্থিতি এতই শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে তিনি 'বাস্তববাদী' হবার 'সিদ্ধান্ত' নিয়েছেন- এছাড়া আর কিছু তাঁর মাথায় আসছে না। স্বভাবজ ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় লিখলেন, 'ভাগ্যক্রমে বা হয়ত দুর্ভাগ্যবশত চাকরিটা পেলাম না, আমার বাজে হাতের লেখার জন্যে।' [৩৯] সেই সময়ে,নভেম্বরের গোড়ায় লাসালকে গোপনে জানালেন 'ছ'সপ্তা মত' লেখার কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম',কিন্তু 'অন্তরায় সত্বেও টেনে নিয়ে যাচ্ছি।' এও বললেন,' আস্তে আস্তে এভাবেই সম্পন্ন করতে পারব।'[৪০]

সেই সময়কালে মার্ক্স আরো দুটি নোটবই লেখা শেষ করেনঃ ১৪শ ও ১৫শ, নানা অর্থশাস্ত্রগত বিস্তৃত সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ-সমন্বিত। তিনি টমাস ম্যালথাস সম্পর্কে লেখেন যাঁর কাছে উদ্বৃত্ত মূল্য 'বিক্রেতার কোনো পণ্য তার দামের চেয়ে কত বেশী দামে বিক্রি করা', কারণ তার কাছে মুনাফা পণ্যের বিনিময়-হতে।ম্যালথাস অতীতের অর্থশাস্ত্রগত তত্ত্বে ফিরে যেতে চান।[৪১] মার্ক্স দেখিয়েছেন যে জেমস মিল মুনাফা আর উদ্বৃত্ত মূল্য ঠিক

মত বোঝেন নি, স্যামুয়েল বেইলি (১৭৯১-১৮৭০) মূল্যের অন্তর্নিহিত পরিমাপ ও পণ্যের মান গুলিয়ে ফেলেছিলেন, আর জন স্টুয়ার্ট মিল অনুধাবন করেন নি যে উদ্বৃত্ত মূল্য হার আর মুনাফা হার আলাদা[৪২]- শেষোক্ত শুধু মজুরি স্তর দ্বারা নির্ধারিত হয় না, অন্যান্য কারণও আছে, প্রত্যক্ষ না হলেও।

রিকার্ডো-তত্ববিরোধী নানা অর্থশাস্ত্রবিদের রচনাদিতেও মার্ক্স বিশেষ মনোনিবেশ করেছিলেন, যেমন সমাজতন্ত্রী টমাস হজস্কিন।সবশেষে তিনি রাজস্ব ও তার উৎস সম্পর্কে অজানা লেখকদের (?) লেখাপত্র পড়লেন,যা তাঁর মতে ইতর অর্থশাস্ত্রের প্রকট উদাহরণ, যা 'শাসকবর্গের অর্থাৎ বুর্জোয়াদের মতাবস্থান'-এর 'গোঁড়া' অথচ 'কৈফিয়তি' তর্জমা[৪৩]। ঐ বইটা পড়াশেষে মার্ক্স অতীতের অর্থশাস্ত্রবিদদের উদ্বৃত্ত মূল্য উপপাদ্যমালা বিশ্লেষণ সমাপ্ত করলেন ও শুরু করলেন বাণিজ্যিক পুঁজি বা যে পুঁজি উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে না, বিতরণ করে, তার নিরীক্ষা[৪৪]। তাঁর বিতর্ক ছিল 'সুদ-বহ পুঁজি' কেন 'সমাজতন্ত্র বলে চালানো' হবে। তবে মার্ক্সের 'তা সংস্কারের উৎসাহ', তা 'প্রকৃত পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন নিয়ে কিছু বলে নি' বরং 'কেবল তার অন্যতম পরিণামের সমালোচনা করেছিলেন। পরন্তু, মার্ক্স লিখলেনঃ "পুঁজির সুদ-বহ পুঁজিতে পূর্ণ বিষয়ান্তর, উৎক্রমণ ও বি-শৃংখলন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্তর্চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে পুঁজি-সৃষ্ট 'চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ।' যেন কোন দেবতা দাবি করছে গোটা পৃথিবী তার অধিকারবলে বলিপ্রদত্ত, যার স্বভাবই এমন বিধিবদ্ধ দাবি, যা কখনোই মেটে না, হতাশা যার এক রহস্যজনক নিয়তি।"[৪৫]

মার্ক্স একই ধারণা বজায় রেখে চললেন। তাই প্রতিভাত হ'ল যে পুঁজি থেকে মূল্য গড়ে সুদ, মুনাফা নয়,যে জন্য তাকে বলা যায় পুঁজি-সৃষ্ট বিশেষ রাজস্ব।মেকী অর্থশাস্ত্রবিদেরা এমনই ভাবে। সব মধ্যবর্তী সংযোগসূত্রগুলি মুছে দেওয়া হয়, পুঁজির চাটুকারি চেহারা ও সম্পূর্ণ হয় পুঁজিরতির অভিধা। এই রূপ পরিগ্রহ অনিবার্য হয়ে ওঠে সম্পত্তির আইনী দিকের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক দিকের পৃথকীকরণের তাগিদে।আর মুনাফার একাংশ সুদ হিশেবে পুঁজির সাথে বা পুঁজির মালিকের সাথে যুক্ত হয়, যা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে একেবারেই আলাদা। মেকী অর্থশাস্ত্রবিদের কাছে এই রূপের

উৎস ঈশ্বর-প্রেরিত যাতে মুনাফার উৎস অচেনা, তার প্রক্রিয়া থেকেও বিযুক্ত ও অস্তিত্বে স্বতন্ত্র, কারণ তার কাছে পুঁজি মূল্যমানের স্বাধীন উৎস। টাকা-পণ্য-টাকা' যোগসূত্রান্তর এখনও বহাল। টাকা-টাকা'য় আমরা পাই পুঁজির ধারণাতীত রূপ,উৎপাদন সম্পর্কের চরমতম উৎক্রমণ ও বাস্তবায়ন।[৪৬]

বাণিজ্যিক পুঁজি অধ্যয়নের পরে, বলা যায় মার্ক্স ১৮৬১-১৮৬৩র অর্থনৈতিক পান্ডুলিপির তৃতীয় স্তরের দিকে পা বাড়ালেন। তার শুরু ১৮৬২-র ডিসেম্বরে ১৬শ নোটবই-এর 'পুঁজি ও মুনাফা' অধ্যায়ে।[৪৭] মার্ক্স উদ্বৃত্ত মূল্য আর মুনাফার পার্থক্যের রূপরেখা টানলেন। ডিসেম্বরে লিপিবদ্ধ ১৭শ নোটবই-এ তিনি ফিরে এলেন বাণিজ্যিক পুঁজির প্রশ্ন নিরীক্ষায় (১৫শ নোটবুকের প্রতিফলনে[৪৮]) ও পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনে টাকার প্রতিপ্রবাহে। বৎসরান্তে মার্ক্স কুগেলম্যানকে অগ্রগতির খতিয়ান পাঠালেন, জানালেন যে 'দ্বিতীয় খন্ডের' বা 'প্রথম কিস্তির ধারাবাহিক অংশ' অর্থাৎ ৩০টি মুদ্রিত পৃষ্ঠার মত খসড়া' তৈরি।'

তাঁর প্রথম পরিকল্প কন্ট্রিব্যুশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি-র চার বছর পরে মার্ক্স তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পের কাঠামো নিরীক্ষা করলেন। কুগেলম্যানকে বললেন, স্থির করেছেন 'পুঁজি'ই তাঁর বইয়ের শিরোনাম হবে আর যে নাম ১৮৫৯ থেকে চালিয়ে এসেছেন তা শুধু 'উপ-শিরোনাম হবে।'[৪৯]

নচেৎ তিনি মূল পরিকল্প অনুসারে কাজ করতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল 'তৃতীয় খন্ডের প্রথম অংশ অর্থাৎ সাধারণ অর্থে পুঁজি' লেখা।[৫০] ঐ খন্ডের প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে থাকবে 'ইংরেজরা যাকে বলে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের নীতিমালা।' তার সাথে ১৮৫৯-এ লেখা কিস্তি মিলে হবে তাঁর অর্থনৈতিক উপপাদ্যের সারমর্ম। কুগেলম্যানকে জানালেন, ঐ উপাদানগুলির ভিত্তিতেই তিনি (পূর্বোক্ত খন্ড-অনুবাদক) প্রকাশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যার 'পরবর্তীতা অন্যদের কাছে সহজ হবে' (ব্যতিক্রম বোধ হয় রাস্ট্রের নানা রূপের সঙ্গে সমাজের নানা অর্থনৈতিক কাঠামোসমূহের সম্পর্ক।'

মার্ক্স ভেবেছিলেন নতুন বছরে পান্ডুলিপির একটা 'স্বচ্ছতর অনুলিপি'[৫১] করে ফেলতে পারবেন, তার পরে সেটা নিজে হাতে করে জর্মনি নিয়ে

যাবেন।তার পরে তাঁর ইচ্ছে ছিল ‘পুঁজি, প্রতিযোগিতা ও ঋণ-এর উপস্থাপনা সম্পন্ন করবেন। কয়েক দিন বাদে নতুন বছরের শুরুতে মার্ক্স তাঁর কাজের অংশগুলি সমাপনের বিশদ তালিকাসূচি ঠিক করে ফেললেন। তিনি ১৮শ নোটবই পরিকল্পে আভাষ দিলেন, প্রথম অংশতে পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়া এভাবে ভাগ করা হ’ল,” সেই চিঠিতেই কুগেলম্যানকে, তিনি ১৮৫৯ সালের পাঠ্যবস্তুর সাথে তাঁর তখনকার প্রস্তুত কাজের তুলনা করলেনঃ ‘প্রথম অংশে উপস্থাপনপদ্ধতি নিশ্চয়ই জনপ্রিয় ছিলই না। অংশত এর কারণ বিষয়বস্তুর বিমূর্ত চরিত্র। এখনকারটা সহজবোধ্য কারণ তাতে আরো বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে চর্চা হয়েছে।’ পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে যুক্তি দিলেনঃ “বিজ্ঞানকে বৈপ্লবিক করার বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বাস্তবে কখনো জনপ্রিয় হয় না।কিন্তু একবার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গঠিত হ’লে, মেরুকরণ সহজ হ্য।আবার, সময় যদি উত্তাল হয়, চেনা যায় কোন রঙ ও তারতম্য এই বিশিষ্ট বিষয়টি মানুষের সামনে আনার চাহিদা জাগায়।” [৫২]

কয়েক দিন বাদে নতুন বছরের শুরুতে মার্ক্স তাঁর কাজের অংশগুলি সমাপনের বিশদ তালিকাসূচি ঠিক করে ফেললেন। তিনি ১৮শ নোটবই পরিকল্পে আভাষ দিলেন, প্রথম অংশতে পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়া এভাবে ভাগ করা হ’ল,” সেই চিঠিতেই কুগেলম্যানকে, তিনি ১৮৫৯ সালের পাঠ্যবস্তুর সাথে তাঁর তখনকার প্রস্তুত কাজের তুলনা করলেনঃ ‘প্রথম অংশে উপস্থাপনপদ্ধতি নিশ্চয়ই জনপ্রিয় ছিলই না। অংশত এর কারণ বিষয়বস্তুর বিমূর্ত চরিত্র। এখনকারটা সহজবোধ্য কারণ তাতে আরো বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে চর্চা হয়েছে।’ পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে যুক্তি দিলেনঃ “বিজ্ঞানকে বৈপ্লবিক করার বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বাস্তবে কখনো জনপ্রিয় হয় না।কিন্তু একবার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গঠিত হ’লে, মেরুকরণ সহজ হ্য।আবার, সময় যদি উত্তাল হয়, চেনা যায় কোন রঙ ও তারতম্য এই বিশিষ্ট বিষয়টি মানুষের সামনে আনার চাহিদা জাগায়।” [৫২]

কয়েক দিন বাদে নতুন বছরের শুরুতে মার্ক্স তাঁর কাজের অংশগুলি সমাপনের বিশদ তালিকাসূচি ঠিক করে ফেললেন। তিনি ১৮শ নোটবই পরিকল্পে আভাষ দিলেন, প্রথম অংশতে পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়া এভাবে

ভাগ করা হ'ল-

১ ভূমিকা,পণ্য,টাকা; ২) টাকার পুঁজিতে রূপান্তর; ৩)নিরঙ্কুশ উদ্বৃত্ত মূল্য; ৪) আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য, ৫) নিরঙ্কুশ ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের সমাহার; ৬) উদ্বৃত্ত মূল্যের পুঁজিতে পুনরূপান্তর; আদিম পুঁজিভবন; ৭) উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলাফল; ৮) উদ্বৃত্ত মূল্যের উপপাদ্যমালা; ৯) উৎপাদী শ্রম ও নিরুৎপাদী শ্রমের উপপাদ্যমালা।[৫৩]

মার্ক্স নিজেকে প্রথম খন্ডে আবদ্ধ রাখেন নি, তাঁর পরিকল্পিত কাজের 'তৃতীয় অংশ 'পুঁজি ও মুনাফা'র খসড়াও লিখে ফেলেন। পুঁজির তৃতীয়ভ খন্ড-নির্দিষ্ট এই অংশের বিষয়গুলি এভাবে বিভক্ত হ'ল- ১)উদ্বৃত্ত মূল্যের মুনাফায় রূপান্তর, মুনাফার হার থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য হারের পার্থক্য ২) মুনাফার গড় মুনাফায় রূপান্তর, ৩) অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর মুনাফা ও উৎপাদনের উপপাদ্যমালা, ৪) খাজনা, ৫) তথাকথিত রাজস্ব সূত্রের ইতিহাস, ৬) মুনাফা হার পতনের সূত্র, ৭) মুনাফার উপপাদ্যমালা, ৪) মুনাফার শিল্পে লাভ ও সুদে ভাগবন্টন, ৯) রাজস্ব ও উৎসসমূহ, ১০) সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় টাকার প্রতিপ্রবাহ গতি,১১)মেকী অর্থশাস্ত্র, ১২) উপসংহারঃ পুঁজি ও মজুরি শ্রম।[৫৪]

জানুয়ারি ১৮৬৩-তে লিপিবদ্ধ ১৮শ নোটবইএ মার্ক্স-এর বণিক পুঁজির বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতা রইল। জর্জ র‍্যামজে-র (১৮৫৫-১৯৩৫),আঁতোয়ান-এলিসে-শেরবুলিয়েৎস (১৭৯৭-১৮৬৯) ও রিচার্ড জোন্স-এর রচনাবলী সমীক্ষা করে তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্য নিরীক্ষায় সংযোজিত কিভাবে নানা অর্থশাস্ত্রবিদ কিভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন।

সেই সময়ও মার্ক্সের অর্থনৈতিক দুঃস্থতা ছিল ও ১৮৬৩-র গোড়ার দিকে আরো অনেক বেড়েছিল। এঙ্গেলসকে লিখলেন, "ফ্রান্স ও জর্মনিতে টাকা যোগাড়ের চেস্টা নিষ্ফল হ'ল' যে কারণে কেউ ধারে খাবার দিল না, 'বাচ্চাদের বাসার বাইরে যাবার মত পোষাক-পাদুকা ছিল না।'[৫৫] দু'সপ্তা বাদে তিনি যেন খাদের কিনারায়।আরেকটা চিঠিতে এঙ্গেলসকে একান্তে লিখলেনঃ "আমাদের বড় দুটি সন্তান কানিংহাম পরিবারের মাধ্যমে গৃহশিক্ষিকার কাজ পেয়ে যাবে। লেঞ্চেনও কোথাও কাজ পাবে। আর আমি,

আমার স্ত্রী ও টুসি (ছোট মেয়ে এলিয়ানরের ডাক নাম-অনুবাদক) এই শহরের সিটি মডেল লজিং হাউসে থাকব,যেখানে রেড উলফ (চিত্রকর, ক্ষুদ্র চিত্র-প্রসিদ্ধ- অনুবাদক) থাকতেন।"[৫৬] সেই সময় তাঁর শারীরিক সমস্যার উৎপাত দেখা দিল।ফেব্রুয়ারীর প্রথম দু'সপ্তা 'পড়া,লেখা ও ধূমপান-এ কড়া নিষেধ ছিল।' তিনি 'চক্ষুস্ফীতি ও মস্তিস্ক স্নায়ুতে চরম উত্যক্তকর যাতনা'য় ভুগছিলেন। ঐ মাসের মাঝামাঝি অধ্যয়ন শুরু করতে পারলেন।এঙ্গেলসকে কবুল করলেন যে অতদিন অলস থেকে তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিল, 'সবদিক ঘিরে ফেলেছিল নানা উদ্ভট মানসিক আবছা চিন্তা যেন তিনি অন্ধ বা উন্মাদ হয়ে যাবেন।' [৫৭] এক সপ্তা পরে চোখের সমস্যা মেটার পরে নতুন করে যকৃতের ব্যাধি অনেক দিন তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। যেহেতূ তাঁর নিয়মিত চিকিৎসক ডাঃ অ্যালেন তাঁর সব কাজকর্ম বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন, সেই ভয়ে এঙ্গেলসকে বললেন ডাঃ এডোয়ার্ড গাম্পার্ট-কে দেখাবেন যাতে 'সরলতর গার্হস্থ্য নিরাময়ের নিদান' মেলে।[৫৮]

এই সময় স্বল্পকালের জন্য শিল্পের যন্ত্রপাতি নিয়ে পড়াশোনা ছাড়া মার্ক্স তাঁর গভীর অর্থনৈতিক অধ্যয়ন স্থগিত রেখেছিলেন।মার্চের দিকে তিনি 'তাঁর সেই হারানো সময় পূরণে কঠোর পরিশ্রম করলেন।'[৫৯] সম্পূর্ণ করলেন ২০শ ও ২১তম নোটবই যাতে নথিবদ্ধ আছে পুঁজিভবন, পুঁজির কাছে শ্রমের প্রকৃত ও আনুষ্ঠানিক আজ্ঞানুবর্তন এবং পুঁজি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বিষয়ে লেখাজোখা। তাঁর যুক্তিসমূহ সম্পর্কিত ছিল সেই সময়ে তাঁর গবেষণার মূল বিষয়ঃ উদ্বৃত্ত মূল্য।

মে মাসের শেষ দিকে এঙ্গেলসকে লিখলেন, বিগত সপ্তাহগুলিতে তিনি পোলিশ প্রশ্ন [৬০] নিয়েও ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়াশুনো করছিলেনঃ 'আমি একদিকে রুশ-প্রুশিয়-পোলিশ বিষয়ে আমার জ্ঞানের (ইতিহাস, কূটনীতি) ফাঁক-ফোকর পূর্ণ করতে আর অন্যদিকে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে আমার সম্প্রসারিত ব্যাখ্যার অংশে সম্পর্কে নানা বিষয়ে পাঠ ও উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করছিলাম।[৬১] মে ও জুন মাসে লিখিত সেই লেখাজোখাগুলি আটটি আলাদা নোটবইতে (এ থেকে এইচ) সন্নিবেশিত হয়েছিল, যাতে আরো শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী ছিল অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক নিরীক্ষার

বস্তুসার।[৬২]

মার্ক্স এঙ্গেলসকে এও জানালেন, তিনি 'মোটামুটি আবার কাজ শুরু করার কথা' ভাবছেন, 'কাঁধের বোঝা নামাতে' কৃতসংকল্প আর তাই ছাপাখানায় দেবার জন্যে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের স্বচ্ছ অনুলিপি' (শেষবারের মত দেখে নিয়ে) প্রস্তুত করতে চান।কিন্তু তখনও তাঁর যকৃৎ স্ফীত'।[৬৩] মধ্য-জুনে জর্মন টোটকা 'হ্বোলফিং সালফার' নিয়েও যকৃতের ব্যথা লাঘব হচ্ছিল না।[৬৪] যাই হোক, তিনি আবার ব্রিটিশ মিউনিয়মে যাওয়া শুরু করলেন। এঙ্গেলসকে মধ্য-জুলাইএ লিখলেন, 'অর্থশাস্ত্র নিয়ে দিনে দশ ঘণ্টা পড়ছেন'। এটা সেই সময়ের কথা যখন তিনি কেনে-র অর্থনৈতিক সারণি পুনর্বিন্যাস করে উদ্বৃত্ত মূল্যের পুঁজিতে পুনঃরূপান্তর বিশ্লেষণ করছিলেন তাঁর ২২তম নোটবইতে।[৬৫] তাঁর ১৮৬১-তে শুরু করা নোটবইগুচ্ছের শেষতম অর্থাৎ ২৩তমটি লিখছিলেন, যাতে মূলত ছিল তাঁর লেখাজোখা ও মন্তব্য।

দু'বছর কঠোর পরিশ্রমের শেষে ও রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মূল তত্ত্ববিদদের গভীর সমালোচনাত্মক পুনর্নিরীক্ষার পরে মার্ক্স তাঁর জীবনের প্রধান কাজ সম্পন্ন করতে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। যদিও অনেক ধারণাগত ও ব্যখ্যামূলক সমস্যাগুলির চূড়ান্ত সমাধান তখনও করতে পারেন নি, তার ইতিহাসগত দিকগুলির সম্পাদন তাঁকে ঔপপত্তিক প্রশ্নগুলিতে মনোনিবেশে বাধ্য করল।

২। তিন খন্ডে প্রণয়ন

দন্তদৃঢ় সংকল্প নিয়ে মার্ক্স নতুন শ্রমোদ্যমে লেগে পড়লেন। তিনি ১৮৬৩-এর গ্রীস্মে লেখা শুরু করলেন যা তাঁর মহাগ্রন্থ হয়ে উঠল।[৬৬] ডিসেম্বর ১৮৬৫ অব্দি প্রথম খন্ডের খসড়া নানা উপ-অধ্যায়ের ব্যাপকতম বর্ণনা ও তৃতীয় খন্ড (পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়ার একমাত্র বিবরণী যাতে আছে) রচনার্থে এবং দ্বিতীয় খন্ডের প্রাথমিক ভাষ্য (পুঁজি সংবহন প্রক্রিয়ার প্রথম সাধারণ উপস্থাপনা)।[৬৭] তাঁর ১৮৫৯ সালে আ কন্ট্রিবিউশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি-র মুখবন্ধে যে ছ'খন্ডে বইয়ের কথা বলেছিলেন, সেখানে মার্ক্স খাজনা ও মজুরির বিষয় নিয়ে লেখাছিল যা মূল

পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা। মার্ক্স ১৮৬৩-র মধ্য-অগাস্টে এঙ্গেলসকে তাঁর মুখবন্ধ পাঠালেনঃ "এক দিক থেকে আমার কাজ (ছাপাখানার জন্য পান্ডুলিপি প্রস্তুত করা) ভালোই চলছে। আমার মনে হয় চূড়ান্ত ব্যাখ্যা সহনীয়ভাবে জনপ্রিয়।অন্যদিকে সারাদিন ধরে লিখলেও আমার অসহিষ্ণুতার কারণে তাড়াতাড়ি লিখতে পারছি না, ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। সে যাই হোক, প্রথমটির চেয়ে ১০০% বেশী বোধগম্য হবে।" [৬৮]

গোটা শরৎকাল খুব দ্রুত মার্ক্স প্রথম খন্ড লেখার ধারা বজায় রাখলেন।কিন্তু তার ফলে শরীর আবার ভেঙ্গে পড়ল। নভেম্বরে তাঁর স্ত্রীর ভাষায় 'কঠিন অসুখ' হ'ল,যার বিরুদ্ধে তাঁকে জীবনের অনেক বছর লড়তে হয়েছিল, তা হ'ল কার্বাঙ্কল,[৬৯] এক বিচ্ছিরি ধরণের সংক্রমণ যাতে সারা শরীর জুড়ে ফোঁড়া ও ফোস্কা হয়।

বড় আকারের কার্বাঙ্কল-এর পরে গভীর ক্ষত (ঘা) হওয়ায় মার্ক্সের শল্য চিকিৎসা করতে হয়, যাতে তাঁর প্রাণ সংশয় হয়।তাঁর স্ত্রীর কথা অনুসারে, শারীরিক সংকট 'চার সপ্তা' ছিল, অসহ্য ও ক্রমাগত যন্ত্রণা আর তার সাথে 'আর্ত উদ্বেগ ও সব প্রকার মানসিক কষ্ট', কারণ আর্থিক দুরবস্থা পরিবার সদাই ছিল 'খাদের কিনারায়।' [৭০]

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে যখন আরোগ্যের পথে, মার্ক্স এঙ্গেলসকে লিখলেন তাঁর 'এক পা কবরে' [৭১] ; তার দু'দিন পরে শারীরিক অবস্থানকে বললেন 'ছোট গল্পের ভালো বিষয়বস্তু। সামনে থেকে তাঁকে মনে হ'ত 'আত্মশক্তিতে উজ্জ্বল, স্থিত ও রক্তাভ পানীয়,সুস্বাস্থ্য মাংসপিন্ড', অন্যদিকে কার্বাঙ্কলে ন্যুব্জ এক মানুষ।' [৭২]

সেই সময় মাতৃপ্রয়াণের মার্ক্সকে জর্মনি যেতে হ'ল তাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয় সমাধানের জন্য। যাবার পথে শরীর আবার বিকল হ'ল, বাধ্য হলেন নেদারল্যান্ডের ৎসান্টবোমেলে মাস দুয়েক তাঁর মামা লিয়ন ফিলিপ্সের কাছে থেকে যেতে। তখন তাঁর ডান পায়ে আরো বড় কার্বাঙ্কল হ'ল। সাথে গলা ও পিঠে ভর্তি ফোস্কা। এতই যন্ত্রণাকাতর ছিলেন যে সারা রাত ঘুমোতে পারতেন না। এঙ্গেলসকে ১৮৬৪-র জানুয়ারীতে লিখলেন,

তাঁর মনে হচ্ছে তিনি যেন 'এক সত্যিকারের ল্যাজারাস, সব দিক থেকে আক্রান্ত।' [৭৩]

লন্ডনে ফিরেও তাঁর যাবতীয় সংক্রমণ ও চর্মরোগ সমস্যাগুলি রয়েই গেল, বসন্তের শুরুতেই মার্ক্সের শারীরিক বৈকল্য তীব্র হ'ল। পাঁচ মাস কর্মচ্ছেদের পরে আবার কাজ শুরু করতে পারলেন মধ্য-এপ্রিলে। প্রথম খন্ডে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। বোধ হয় সেই সময়েই তিনি তথাকথিত 'আশু উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলাফল'-এর খসড়া লিখে ফেললেন, যার প্রাথমিক ভাষ্যের অংশবিশেষ সুরক্ষিত আছে।

মে-র শেষে শরীরে পুঁজ-ভর্তি ফোস্কা-ফোঁড়ায় অবর্ণনীয় কষ্ট দিল। যে কোন মূল্যে বইলেখায় দৃঢ় সংকল্প মার্ক্স আবার এড়িয়ে চললেন ডাঃঅ্যালেনকে (পারিবারিক চিকিৎসক-অনুবাদক) যিনি তাঁকে 'নিয়মিত চিকিৎসা'র জন্য অনুরোধ করতেন। কারণ তা ব্যাঘাত ঘটাত তাঁর কাজের, যা তিনি সম্পন্ন করতে চাইতেন'।

মার্ক্স সব সময় ভাবতেন, 'কোথাও একটা ভুল হচ্ছে'। তাঁর ম্যাঞ্চেস্টারের বন্ধুকে তাঁর খুঁতখুতানির কথা স্বীকার করেছেনঃ 'কঠিনতর বিষয়গুলি নড়াচড়া করার আগে আমাকে কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় অসম্পূর্ণতার ভাবনা এসে যায়। স্পিনোৎসীয় অভিধা ব্যবহারের জন্য মার্জনা চাইছি।[৭৪]

গ্রীষ্মকাল এলেও তাঁর নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হ'ল না। জুলাইয়ের গোড়া থেকেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাহিল হলেন, লিখতেই পারছিলেন না।[৭৫] তার দু'সপ্তা বাদে পুরুষাঙ্গে পুঁজজনিত যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী হলেন। সেই মাসের শেষে র‍্যামসগেট-এ এক পারিবারিক বিরতির পরে ও অগাস্টের প্রথম দশ দিন পরে তিনি কাজ শুরু করতে পারলেন। তৃতীয় খন্ডের দ্বিতীয়াংশ, 'মুনাফা থেকে গড় মুনাফায় রূপান্তর' নতুন করে লেখা শুরু হ'ল। তার পরে প্রথমাংশ, 'উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য' (যা সম্ভবত ১৮৬৪-র অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের গোড়ার মধ্যে সমাপন হয়েছিল)।সেই সময়ে শারীরিক ঝুঁকি নিয়েও আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সঙ্ঘের (আশ্রস-প্রথম আন্তর্জাতিক- অনুবাদক) সভাগুলিতে অংশ নিলেন, তার উদ্বোধনী ভাষণ ও নিয়মবিধি প্রণয়ন করলেন অক্টোবরে। কমিউনিস্ট লীগের

সদস্য ও ধাতব শিল্পশ্রমিক কার্ল ক্লিংস (১৮২৮- চিঠি লিখলেন, জানালেন নানা দুর্বিপাকের কথা লিখে বোঝালেন যে তাঁর কাজের শ্লথ গতি অবধারিত হচ্ছে।[৭৬]

আশ্রস-র কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে যতির পরে কাজ পুনরাম্ভের পরে মার্ক্স তৃতীয় খন্ডের তৃতীয়াংশ, 'মুনাফা হার হ্রাসপ্রাপ্তির সূত্র' লিখে ফেললেন। তখনই তাঁর রোগ আবার চাগিয়ে উঠল। নভেম্বরে 'বাম বক্ষের নীচে কার্বাঙ্কল', [৭৭] যা তাঁকে এক সপ্তা শয্যাশায়িত করল। তার পরেও 'ঝুঁকে বসে লিখতে গেলেই' [৭৮] কষ্ট হচ্ছিল। আরো কার্বাঙ্কলের আশঙ্কায় পরের মাসে ঠিক করলেন ডাক্তারকে দেখাবেন। এঙ্গেলসকে গোপনতার শর্তে লিখলেন, আর্সেনিক-দিয়ে নিরাময়ের দীর্ঘমেয়াদী কুফল সম্পর্কে অনবহিত থাকার জন্য তিনি ডাঃ অ্যালেনকে দেখাতে অনাগ্রহী, তাঁর 'ভয়ংকর ড্রেসিং পিঠেও কার্বাঙ্কল হবে।' [৭৯]

মার্ক্স ১৮৬৫-র জানুয়ারী থেকে মে দ্বিতীয় খন্ড লেখায় নিয়োজিত থাকলেন। তিন খন্ডে বিভক্ত পান্ডুলিপি যা এঙ্গেলস ১৮৮৫ সালে ছাপিয়েছিলেনঃ (১)পুঁজির রূপান্তরিত আকৃতি, (২) পুঁজির ব্যবসায়িক মূল্য ও (৩) সংবহন ও পুনরুৎপাদন। সেই লেখার পাতায় পাতায় মার্ক্স প্রথম ও তৃতীয় খন্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক নতুন অভিধার জন্ম দিলেন।

নতুন বছরেও মার্ক্স কার্বাঙ্কলের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেলেন না। মধ্য-ফেব্রুয়ারীতে আবার চাগিয়ে উঠল। এঙ্গেলসকে লিখলেন যে আগের বছরের মত 'কাজ করার ক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি' তিনি 'ঠিকঠাক কাজ করতে পারছেন'।[৮০] কিন্তু তাঁর আশাবাদের আধিক্য খাটল না- মার্চের গোড়ায় 'পুরনো যাতনা তাঁর স্পর্শকাতর জায়গাগুলি আঘ্রাত' করল', আবার 'বাড়িয়েও তুলল,ফলে ঠিকমত বসতে পারছিলেন না।' [৮১] মার্চের মধ্যভাগ পর্যন্ত 'বিষফোড়া' হলেও আশ্রস-এর কাজে 'প্রচুর সময় দিতে হ'ল।' তথাচ বই লেখার কাজে ছেদ পড়তে দিলেন না, যদিও অনেক দিন রাত ৪টের আগে ঘুমোবার ফুরসৎ মেলে নি।' [৮২]

শেষমেষ উদ্দীপিত হলেন যখন প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক খুঁজে-না-পাওয়া অংশগুলি লিখে ফেলতে পারলেন।এজন্য ধন্যবাদার্হ কমিউনিস্ট

লীগের সাবেক সদস্য হ্বিলহেল্ম স্ট্রোহন ও অটো মেইস্নার (১৮০৯-১৯০২)। শেষোক্ত তাঁকে ২১ মার্চ একটি চিঠি লেখেন, যাতে তাঁর লেখা, 'ক্যাপিটালঃ আ ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি' প্রকাশের চুক্তিপত্র ছিল। 'মোটামুটি ৫০ দস্তখৎ দীর্ঘ[৮৩] ও দুটি খন্ডে।[৮৪]

সময়ও সংক্ষিপ্ত, এপ্রিলের শেষে মার্ক্স লিখলেন এঙ্গেলসকে যে তিনি যেন 'সিক্ত কম্বলের মত নিঃশক্তি, খানিকটা বেশী রাত অব্দি জেগে থাকার জন্যে, খানিকটা মাথায় নারকীয় দুশ্চিন্তার কারণে।' [৮৫] মে মাসের মাঝামাঝি বাম নিতম্বে 'একটা বীভৎস কার্বাঙ্কল' হ'ল, 'শরীরের অপ্রকাশিতব্য অংশের কাছে।' [৮৬] বিষফোড়াগুলো 'তখনও ছিল', যদিও দৈবাৎ 'তার দরুন কষ্ট স্থানাবদ্ধ ছিল, মাথার খুলিকে স্পর্শ করেনি। যতদিন শরীর ঠিক ছিল, সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন। এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন, 'অশ্বেতরের মত পরিশ্রম করছেন।' [৮৭]

মে-র শেষ সপ্তা থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত মার্ক্স 'মজুরি, মূল্য ও মুনাফা' (১৮৬৫)র পাঠক্রম তৈরি করে ফেললেন।[৮৮] সেখানে তিনি জন ওয়েস্টনের তত্ত্ব খন্ডন করলেন, যাঁর বক্তব্য ছিল এই যে মজুরি বৃদ্ধি শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণদায়ক নয়, তাই ট্রেড ইউনিয়নগুলির মজুরি বৃদ্ধির দাবী ক্ষতিকারক। মার্ক্স দেখালেন যে বরং 'সাধারণভাবে মজুরি বৃদ্ধি মুনাফার হার কমায় কিন্তু পণ্যসমূহের গড় মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় না।' [৮৯] সেই সময় মার্ক্স লিখলেন তৃতীয় খন্ডের চতুর্থাংশ- 'পণ্য পুঁজি ও টাকা-পুঁজির বাণিজ্যিক পুঁজি ও টাকা-লেনদেনের পুঁজিতে (বণিক পুঁজি) রূপান্তর'। এঙ্গেলসকে ১৮৬৫র জুলাইয়ে কাজের অগ্রগতির একটি রিপোর্ট পাঠালেনঃ 'ঔপপত্তিক অংশের (প্রথল তিনটি গ্রন্থে) জন্যে আরো তিনটি অধ্যায় লিখে ফেলতে হবে।তাছাড়া বাকি চতুর্থ বই লেখা, ইতিহাসগত, সাহিত্যগন্ধী, যা লেখা আমার পক্ষে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে অনায়াসসাধ্য, কারণ যা কিছু সমস্যাপূর্ণ, সে সবের সমাধান আছে তিনটি খন্ডে। কিন্তু আমি সবটা নিজে না দেখে পাঠাতে নারাজ। আমার লেখায় যাই খামতি থাকুক, সেগুলো সামগ্রিকভাবে শৈল্পিক, কেন না আমার স্বভাবই আমি সামনে থেকে খতিয়ে না দেখে ছাপতে দিই না,যা আমার শৈল্পিকতা।' [৯০]

অনিবার্য শ্লথগতি ও নেতিবাচক ঘটনার ধারাবাহিকতার কারণে তাঁকে তাঁর কর্মপদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছিল। মার্ক্স নিজেকেই শুধালেন আগে প্রথম খন্ডটি চূড়ান্ত করে ছাপতে দিলে কেমন হয়, নাকিসমগ্র কাজসহ সব খন্ড এক সাথে মুদ্রণ। এঙ্গেলসকে আরেকটা চিঠিতে বললেন, তাঁর কাছে 'প্রশ্ন হচ্ছে পান্ডুলিপির স্বচ্ছ অনুলিপি অংশত প্রকাশকের কাছে পাঠানো হবে নাকি সবটাই প্রস্তুত করতে হবে।' তাঁর ইচ্ছে দ্বিতীয়টি করা। বন্ধুকে আশ্বস্ত করলেন তাঁর অন্য খন্ডের কাজ হেলাফেলার নয়ঃ "(এই পরিস্থিতিতে) অগ্রগতি (লেখার- অনুবাদক) একজনের পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটাই হয়েছে, শৈল্পিক বিবেচনা ব্যতিরেকেও। তাছাড়া আমি ছাপা পৃষ্ঠার উচ্চ সীমা ৬০ ধরেছি, [৯১] তাতে অনেক কিছু ঘন সংবদ্ধ,অনেক কিছু বাদ দিতে হচ্ছে যাতে আলাদা আলাদা বিভাগগুলি প্রদত্ত সীমার সাথে সঙ্গতি রেখে আরো ভারসাম্যসমন্বিত হয়, যা চরম প্রয়োজনীয়।" [৯২]

মার্ক্স নিশ্চয়তা দিলেন তিনি 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করবেন', মুস্কিল হচ্ছে সেটা তাঁর কাছে এক দুঃস্বপ্নবৎ বোঝা'। তাঁকে 'অন্য কিছু করতেই' দিচ্ছে না। কোন নতুন রাজনৈতিক উত্থানের আগেই সম্পন্ন করতে চান।'আমি জানি সময় এখনকার মত দাঁড়িয়ে থাকবে না।' [৯৩]

যদিও তিনি মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন যে প্রথম খন্ড আগে আনবেন, দ্বিতীয় খন্ডের কাজ ফেলে রাখতে চাব নি। জুলাই-ডিসেম্বর ১৮৬৫ এর সময়কালে খন্ড খন্ড হলেও পঞ্চম অংশ ('মুনাফাকে সংস্থার লাভ ও সুদে ভাগ- সুদবাহী পুঁজি'),ষষ্ঠ খন্ড ('উদ্বৃত্ত মুনাফাকে জমির খাজনায় রূপান্তর') ও সপ্তম খন্ড ('রাজস্ব ও তার উৎসসমূহ') লিখে ফেললেন।[৯৪] মার্ক্স ১৮৬৪-র গ্রীষ্ম থেকে ১৮৬৫-র শেষ অব্দি তৃতীয় খন্ডের যে কাঠামো ঠিক করেছিলেন, তা ১৯৬৩-র জানুয়ারীতে লেখা ১৮শ নোট বইয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য উপপাদ্য সমূহের পান্ডুলিপির ১২ দফা পরিকল্প অনুসারেই।

যে অর্থনৈতিক সংকট না থাকায় (সাময়িকভাবে-অনুবাদক) মার্ক্স তাঁর কাজ করে যেতে পেরেছিলেন সে অবস্থা বেশিদিন টিকল না। বৎসরকাল পরে তার পুনরাবির্ভাব ঘটল। গ্রীস্মে তাঁর শরীরের অবনতি ঘটল। আর সেই সময়েই তাঁর ওপর আশ্রস একটা বড় কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল, বিশেষ

করে সেপ্টেম্বরে; অক্টোবরে লন্ডনে প্রথম সম্মেলনের জন্য। মার্ক্স ম্যাঞ্চেস্টারে এঙ্গেলসের কাছে গিয়েছিলেন। লন্ডনে ফিরে এসে সমস্যা তীব্রতর হ'ল। কন্যা লরা অসুস্থ হয়ে পড়ল, বাড়িওয়ালা আবার উচ্ছেদের হুমকি, বেলিফ পাঠাল ও মস্তানদের লেলিয়ে দিল। তাঁর স্ত্রী ইয়েনি এতই 'নিঃসঙ্গ অসহায়' হয়ে পড়লেন যে এঙ্গেলসকে মার্ক্সের বিরুদ্ধে অনুযোগ করে লিখলেন, 'সত্যি কি চলছে তা লোকটার তাঁকে বলবার মুরোদ নেই' এবং 'কি করা উচিৎ এখন বুঝে উঠতে পারছেন না'।[৯৫] একটাই 'ভালো খবর' ফ্র্যাঙ্কফুর্টে তাঁর ৭৩-বছরের পিসির মৃত্যু, যাঁর শরিকি উত্তরাধিকার সূত্রে মার্ক্সের অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে।

৩। প্রথম খণ্ড সমাপন

মার্ক্স ১৮৬৬-র প্রথম দিকে পুঁজির প্রথম খন্ডের নতুন মুসাবিদা শুরু করলেন।মধ্য-জানুয়ারিতে হ্বিলহেল্ম লিবনেখত-কে(১৮২৬-১৯০০) পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেনঃ "অসুস্থতা... সব রকম দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘট, আশ্রসের আমার উপর দাবি ইত্যাদি আমার পান্ডুলিপির স্বচ্ছ অনুলিপি করার প্রতিটি মুহূর্ত বরবাদ করেছে।' তবু তিনি ভাবছিলেন তিনি কাজটা প্রায় সম্পূর্ণ করার পথে এবং 'প্রকাশককে মার্চে-র মধ্যেই প্রথম খন্ড ছাপতে দেবার জন্য পাঠাতে পারবেন।' আরো জানালেন যে 'দুটি খন্ড' বেরুবে 'যুগপৎ একই সঙ্গে।'[৯৬] আরেকটি চিঠি সেই দিনই কুগেলম্যানকে লিখলেনঃ 'দিনে ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করছেন স্বচ্ছ অনুলিপি প্রস্তুত করতে'[৯৭] সে কথা জানালেন, আশা প্রকাশ ক্রলেন যে হ্যামবুর্গে প্রকাশকের কাছে দু'মাসের মধ্যে পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু তাঁর প্রত্যাশার বিপ্রতীপে গোটা বছরটা কেটে গেল কার্বাঙ্কলের ও স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির মোকাবিলা করতে। জানুয়ারীর শেষে তাঁর স্ত্রী মার্ক্সের পুরনো ও ঘনিষ্ঠ কমরেড যোহান ফিলিপ বেকারকে জানালেন, 'তাঁর স্বামী আবার পুরনো বিপজ্জনক ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা নিয়ে শয্যাশায়ী।' সেই সময়টা আরো 'কষ্টদায়ক' এ কারণে যে তাঁর বইএর 'পান্ডুলিপির স্বচ্ছ

অনুলিপি করার কাজ শুরু থেকেই বারবার ব্যাহত হচ্ছে।' মার্ক্সের স্ত্রীর মতে 'নতুন করে উদ্গিরণ অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ সময় বিনিদ্র রজনীযাপন।' [৯৮]

কিছুদিন বাদে মার্ক্স এক মারাত্মক সংক্রমণ-আক্রান্ত হলেন, যাতে তাঁর জীবন সংশয় হয়েছিল। মোটামুটি আরোগ্যের পরে লেখার কাজ শুরু করে এঙ্গেলসকে একান্তে জানালেনঃ 'এবার কোন মতে বেঁচে উঠলাম। আমার পরিবারের কেউ জানে না এত গুরুতর অসুস্থ ছিলাম। এরকম তিন চারবার হ'লে আমি এক মৃত মানুষ হয়ে যাব।আমি অবিশ্বাস্য রকম শীর্ণ হয়ে গেছি,এখনও বীভৎস দুর্বল, শুধু মানসিক ভাবে না, কুঁচকি ও পা দুটোও। চিকিৎসকেরা ঠিকই বলেছেন রাতে অতিরিক্ত পরিশ্রমই শরীরের পুনঃপাতনের কারণ।কিন্তু এই ভদ্রলোকদের আমি বলতে পারব না আমার সীমাল লঙ্ঘনের কারণ বা তার উদ্দেশ্য কি।এখন আমার ছোট ছোট বংশধরেরা রয়েছে সেটাই বেদনার যদিও আর বিপজ্জনক নয়।[৯৯] এসব সত্বেও মার্ক্সের চিন্তন তাঁর আগামী কর্তব্যমুখীঃ "আমার কাছে ঘৃণার্হ আমার কাজে ব্যাঘাত।কাজের গতি খুব ভালো ছিল, ১ জানুয়ারী থেকেই যকৃতের ঝামেলা শুরু। যদিও 'বসে থাকার' প্রশ্নই ছিল না। আমি কাজ করতাম যদিও অপেক্ষাকৃত কম সময়ের জন্য। কিন্তু প্রকৃত ঔপপত্তিক বিষয়ে কাজ এগোচ্ছিল না। আমার মাথা ঠিক কাজ করছিল না। তাই আমি ইতিহাসগত দিক থেকে 'দৈনিক কাজের সময়' নিয়ে বিশদভাবে লিখছিলাম, যা মূল পরিকল্পনানুসারে তখন করার কথা নয়।" [১০০]

মার্ক্স একটি সুবর্ণিত শব্দমালায় চিঠির উপসংহার টানলেনঃ 'আমার সমস্ত সময়টাই লেখার জন্যে।' [১০১] এটার চেয়ে ১৮৬৬ সালে কি সত্য বড় হতে পারে!

সেই অবস্থা (মার্ক্স পরিবারের-অনুবাদক) এঙ্গেলসকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করল। এর আরো অবনতি হতে পারে, সেই শঙ্কায় তিনি হস্তক্ষেপ করে মার্ক্সকে বোঝালেন যে তাঁর এভাবে দিনযাপন মেনে নেওয়া যায় নাঃ "তোমাকে ভেবেচিন্তে চলতেই হবে যাতে কার্বাঙ্কলের ছাইপাঁশ থেকে রেহাই পাও, সেজন্যে যদি বই লেখা তিন মাস পিছিয়ে যায়, তাই হোক। বিষয়টা

গুরুতর আকার ধারণ করেছে আর তুমিই বলছ ঔপপত্তিক দিকে মনোনিবেশ করতে পারছো না, কারণ তোমার মাথা কাজ করছে না। তাহলে বিশ্রাম নাও যাতে ঔপপত্তিক স্তরে উন্নীত হতে পারো। রাতে কাজ করা ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন আরার শুরু করো।[১০২]

এঙ্গেলস সত্বর ডাঃ গুম্পার্টের সাথে যোগাযোগ করলেন তিনি আরেক দফা আর্সেনিক দাওয়াই দিলেন। এঙ্গেলস বই লেখা শেষ করার ব্যাপারেও কিছু পরামর্শ দিলেন যাতে মার্ক্স 'পুঁজি'র পান্ডুলিপি সম্পূর্ণ হবার আগে তার কোন অংশ ছাপানো যাবে না, এই অবাস্তব ধারণা ছাড়তে হবে। 'তুমি কি এমন ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারো না যে প্রথম খন্ড ছাপতে দিয়ে তার কয়েক মাস বাদে দ্বিতীয় খন্ড পাঠানো যায়?' [১০৩] সব কিছু বিবেচনা করে তিনি এক বিচক্ষণ মন্তব্য করলেনঃ 'কি লাভ এই অবস্থায় হয়ত অবশেষে তোমার বইয়ের শেষের কয়েকটি অধ্যায় শেষ করলে, অথচ প্রথম খন্ড ছাপাই হল না, এমন আকস্মিক পরিস্থিতি হয়?'

মার্ক্স এঙ্গেলসের প্রতিটি বক্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন, কোনটি গুরু গম্ভীর, কোনটি রসিক ভাষায়। আর্সেনিক প্রসঙ্গে লিখলেনঃ "গুম্পার্টকে বল বা লেখো তিনি ব্যবহার কিভাবে করব তা লিখে জানান। তাঁর ওপর আমার আস্থা আছে, যা তিনি সবচেয়ে ভালোভাবে পেয়েছেন 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র' থেকে, আর কিছু না হলেও ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আমার চিকিৎসা করার পেশাদারী সৌজন্যেও।" [১০৪] তাঁর আগামী কর্মসূচি সম্পর্কে লিখলেনঃ "আমার 'বাজে বইটা'র অবস্থা এইরকম। ডিসেম্বরেই শেষ হয়েছিল। শেষ অধ্যায় ছিল জমির খাজনা নিয়ে নিবন্ধ, যা প্রায় একটা বইয়ের আকার নিতে পারে।[১০৫] আমি দিনের বেলায় (ব্রিটিশ) মিউজিয়ামে যেতাম, রাতে লিখতাম। আমাকে জর্মনির নব্য কৃষি রসায়ন পড়তে হ'ল, বিশেষত লিবিগ (ইউটিউস ফ্রিইয়ারার ভন লিবিগ-অনুবাদক) ও শ্যোনবেইন। যেগুলো এখানে সব অর্থশাস্ত্রবিদদের একত্রের চেয়ে বা ফরাসীতে প্রকাশিত যে বিপুল লেখাপত্র ঘেঁটেছি তার থেকে জরুরী। জমির খাজনা নিয়ে আমার ঔপপত্তিক সিদ্ধান্তে আমি দু'বছর আগেই উপনীত হয়েছি। তারপর থেকে এ নিয়ে আরো অনেক কিছু জেনেছি, যা আদতে আমার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়িত করেছে। আর এদিকে

জাপানও উন্মুক্ত হচ্ছে (সাধারণত কোন সফরে গেলে আমি পেশাগত বাধ্যবাধকতা না থাকলে একেবারেই পড়ি না)এখানে 'বদলি প্রথা' বিদ্যমান, ইংরেজ উৎপাদনকারীরা যেমন এক বা এক গোষ্ঠীর লোকে, করত বা করাতো ১৮৪৮-৫০এ, আমি আমার ক্ষেত্রে করছি।[১০৬]

দিনের বেলায় লাইব্রেরীতে অধ্যয়ন ও তার সাথে সাম্প্রতিকতম আবিস্কার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা আর রাতে তাঁর পান্ডুলিপি নিয়ে কাজ করা – তাঁর বই লেখা সমাপনের জন্য এই শাস্তিকর নিয়মে নিজে আবদ্ধ থেকে মার্ক্স তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।তাঁর মূল কর্মলক্ষ্য সম্পর্কে এঙ্গেলসকে লিখলেনঃ 'যদিও এখন প্রস্তুত হয়েছে, এটা এত বিরাটাকার যে তা আমি কেন, অন্য কেউ ছাপতে দেবে না, এমনকি তুমিও না।' এর পরে পিছনের সপ্তাগুলোর কাজের ফিরিস্তি দিলেনঃ "আমি পান্ডুলিপির অনুলিপি ও ঘষামাজার কাজ ঠিক ১ জানুয়ারী শুরু করি, সব দ্রুত সন্তরণের মত চলছিল, দীর্ঘ জন্ম-যন্ত্রণাজাত শিশুকে লেহন করে স্বভাবতই আমি আনন্দিত। কিন্তু আবার কার্বাঙ্কাল চেগে উঠল, যাতে আমার কাজে এগোতে না পারি, কেবল যে বিভাগগুলো পরিকল্পনানুসারে লেখা হয়ে গিয়েছিল, সেসবে আরো তথ্য সন্নিবেশিত করছিলাম।" [১০৭]

শেষে, প্রকাশন সূচি বিস্তার করে এঙ্গেলসের পরামর্শই মানলেনঃ 'আমি তোমার সঙ্গে সম্মত হয়ে ঠিক করলাম প্রথম খন্ড প্রস্তুত হলেই মেইসনারকে পাঠিয়ে দেব। তার আগে আমাকে উপবেশ-সক্ষম হতে হবে।' [১০৮]

বস্তুত, মার্ক্সের স্বাস্থ্য ক্রমশই খারাপ হচ্ছিল। ফেব্রুয়ারীর শেষে আরো দুটো বড় কার্বাঙ্কাল হ'ল। তিনি নিজেই তার চিকিৎসার চেস্টা করলেন। এঙ্গেলসকে বললেন একটা 'তীক্ষ্ণ ক্ষুর' দিয়ে 'উপরেরটা' ছেঁচে দিয়েছেন। 'দূষিত রক্ত ফিনকি দিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।' ভেবেছিলেন ঐ কার্বাঙ্কাল 'মৃত',কেবল 'একটু শুশ্রূষা' প্রয়োজন। নীচেরটা সম্পর্কে বললেন 'এটা সারবে না, আমার নিয়ন্ত্রনের বাইরে।... এরকম বিপজ্জনক আকার নিলে অ্যালেনের শরণাপন্ন হতে হবে, কারণ ক্ষতের কেন্দ্রবিন্দু আমি দেখতে পাচ্ছি না, সারাতেও পারব না।' [১০৯]

সেই যন্ত্রণাদায়ক বিবরণী শোনার পরে এঙ্গেলস তাঁর বন্ধুকে কঠোর

ভৎর্সনা করেছিলেন, যা আগে কখনো করেন নিঃ "কেউ এমন কার্বাঙ্কাল-এর এত দীর্ঘ পরম্পরা সহ্য করতে পারবে না। তাছাড়া এত তীব্র আক্রমণে তুমি নিজেই শেষ হয়ে যাবে। তখন কোথায় থাকবে তোমার পরিবার, তোমার বই ?' [১১০] মার্ক্সকে কিছুটা স্বস্তি দিয়ে তিনি জানালেন, যে কোন আর্থিক ত্যাগে তিনি প্রস্তুত। মার্ক্সকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন 'বাস্তবনুভূতিশীল' হতে, কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতেঃ "আমাকে ও তোমার পরিবারকে অনুগ্রহ করে সেরে ওঠো। তোমার যদি কিছু ঘটে যায়, তাহলে সমগ্র আন্দোলনের কি হবে। যদি এভাবে চলতে থাকো, তাহলে অনিবার্য যা তাই ঘটবে। আমি সত্যি দিনে-রাতে শান্তি পাচ্ছি না, যত দিন না তুমি তোমার এই কাজের ধারা থেকে মুক্ত হও, প্রতিটি দিন কাটে তোমার সম্পর্কে খবর না পেয়ে। আমার উদ্বেগ তোমাকে নিয়ে, ভাবি তোমার শরীর আরো খারাপ হচ্ছে। শুনে রাখো। তুমি এমন হতে দেবে না যাতে তোমার কার্বাঙ্কাল ছেঁচে ফেলতে হয়। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।" [১১১]

অবশেষে মার্ক্সকে কাজ থেকে বিরতি নিতে রাজী করানো গেল। তিনি ১৫ মার্চ কেন্ট-এর সমুদ্র এক সৈকতাবাসে গেলেন। দশম দিনে নিজের সম্পর্কে এক বিবরনী লিখে পাঠালেনঃ "আমি কিছু পড়ছি না, কিছু লিখছি না। কেবল দিনে তিন বার আর্সেনিক লাগাচ্ছি, তবে খেতে ও হাঁটতে যেতে পারছি।... কথা বলার কেউ নেই। কেবল গাইতে পারছি 'মিলার অফ দি ডি-র (কবি চার্লস ম্যাকে-র লেখা) গান [১১২]ঃ 'আমি কারো গ্রাহ্য করি না আর আমাকে কেউ গ্রাহ্য করে না" [১১৩]

এপ্রিলের গোড়ায় মার্ক্স তাঁর বন্ধু কুগেলম্যানকে জানালেন তিনি 'অনেকটাই সেরে উঠেছেন'। কিন্তু অনুযোগ করলেন ব্যাঘাতের জন্য "আরো 'দু'মাস বা তার বেশী' সম্পূর্ণ অপচয় হ'ল, বই লেখা সমাপনসূচি পিছিয়ে গেল।"[১১৪] লন্ডনে ফিরে তাঁকে আরো দু'সপ্তা নিস্কর্মা থাকতে হ'ল বাত-এর আক্রমন ও আনুসঙ্গিক ঝামেলায়। তাঁর শরীর আর নিতে চাইছিল না, প্রতিরোধশক্তিহীন হয়ে পড়লেন।যদিও জুনের প্রথম দিকে এঙ্গেলসকে জানালেন, 'ভাগ্যক্রমে কার্বাঙ্কাল-এর পুনর্বিস্ফোট ঘটে নি' কিন্তু তিনি অখুশি এ কারণে যে 'শুধুমাত্র শারীরিক কারণে কাজের গতি শ্লথ।'[১১৬]

জুলাই মাসে মার্ক্সের স্বভাবজ তিন শত্রুর আবির্ভাব হ'ল- বকেয়া বাড়িভাড়ার জন্য লিভি'জ পেরিকুলান মোরা (বিলম্বজনিত বিপদ), কার্বাঙ্কাল ও তার একটা নতুন ও বিস্ফোটিতপ্রায়, রোগাক্রান্ত যকৃৎ। অগাস্টে এঙ্গেলসকে আশ্বস্ত করলেন যে, তাঁর 'শরীর ওঠা-নামা-আজ ভালো কাল খারাপ হলেও' তিনি মোটামুটি ভালো বোধ করছেন,আর যাই হোক, 'একটা মানুষ আবার লেখা শুরু করতে পারছে এই বোধটুকু আছে।' [১১৭]

তাঁর শরীরের এখানে ওখানে নতুন কার্বাঙ্কাল-এর উৎপাত দেখা দিল, যদিও সেগুলো 'কোন জরুরী উপচার ছাড়াই অন্তর্হিত হয়ে তাঁকে 'অত্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য কাজ করতে দিয়ে বাধিত করেছে।'[১১৮] সেদিনই কুগেল ম্যানকে লিখলেনঃ 'আমার মনে হচ্ছে না যে অক্টোবরের আগে হ্যামবুর্গে প্রথম খন্ডের (তিন খন্ডে প্রকাশিত হবে) পান্ডুলিপি পৌঁছে দিতে পারব। আমি শারীরিক অসুবিধে ছাড়া প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা কাজের কাজ করতে পারি।' [১১৯]

সেই সময় মার্ক্স অতিশয় আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। নিজের লড়াইয়ে প্রতিদিন যে নেতিবাচকতার প্রবাহ ছিল তা তাঁর বইটি লেখা সমাপনে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু, তাঁকে নানা কর্জপত্রের কূটিল চক্রের হাত থেকে রেহাই পেতে বন্ধকী দোকান থেকে অল্প স্বল্প টাকার জন্যেও সময় খুঁজতে হ'ত।

মধ্য-অক্টোবরে কুগেলম্যানকে লেখা চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে দীর্ঘ রোগভোগ ও তার জন্য অর্থব্যয়ের ফলে 'পাওনাদারদের থেকে আর দূরে রাখা যাচ্ছে না' [১২০] আর তিনি 'শুনতে পারছেন ঘর ভাঙ্গার শব্দ।' তাই অক্টোবরেও পান্ডুলিপি সম্পূর্ণ করতে পারলেন না।

তাঁর হ্যানোভারের বন্ধুকে তৎকালীন অবস্থায় বিলম্বের হেতু ব্যাখ্যা করলেন ও তাঁর পরিকল্পনা-ভাবনা ব্যক্ত করলেনঃ 'পরিস্থিতি (বারবার ও অশেষ ব্যাঘাত, শারীরিক ও সামাজিক) আমাকে প্রথমে প্রথম খন্ড প্রকাশে বাধ্য করেছে; আমার মূল ভাবনানুযায়ী একত্রে উভয় খন্ড নয়। এখন সম্ভবত তিন খন্ডে প্রকাশিত হবে। সমগ্র রচনা নিম্নলিখিতভাবে বিভাজিত হবেঃ

১ নং বই- পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়া;

২ নং বই- পুঁজি সঞ্চলন প্রক্রিয়া;

৩ নং বই- সামগ্রিক প্রক্রিয়া কাঠামো;

৪ নং বই- উপপাদ্যের (তত্ত্ব) ইতিহাস।

প্রথম খন্ডে থাকবে প্রথম দুটি বই, আমার বিশ্বাস তৃতীয় বই থাকবে দ্বিতীয় খন্ডে ও তৃতীয় খন্ডে ৪র্থ বই।[১২১]

কন্ট্রিবিউশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি (১৮৫৯এ প্রকাশিত) থেকে সেই সময় অব্দি তাঁর কাজের পর্যালোচনা করে মার্ক্স আরো লিখলেনঃ 'এটা আমার মতে প্রথম বইয়ের প্রয়োজনীয় শুরু হওয়া অর্থাৎ ডাঙ্কার প্রকাশিত আমার বইয়ের একটি অধ্যায় হবে পণ্য ও টাকা নিয়ে লেখার সারবস্তু। আমি এটা প্রয়োজনীয় ভাবেই বিচার করি, কেবল সম্পূর্ণতার জন্য নয়, কারণ অনেক বুদ্ধিমান জনও এই প্রশ্নটি যথার্থ অনুধাবন করতে পারবে না। অন্যভাবে বললে, প্রথম উপস্থাপনায় কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, বিশেষত পণ্য-বিশ্লেষণে।' [১২২]

নভেম্বরও ছিল তাঁর চরম দারিদ্রের কাল। একটি দিনও যে ভয়াবহতা থেকে রেহাই দেয় নি, তা লিখলেন এঙ্গেলসকেঃ 'এ সবের জন্য যে শুধু আমার কাজে ঘন ঘন ব্যাঘাত ঘটছে তাই নয়, দিনের বেলার কাজের ফাঁক রাতে খেটে পূরণ করতে গিয়ে আমার পুরুষাঙ্গের কাছে একটা সূক্ষ্ম কার্বাঙ্কাল হয়েছে।' [১২৩] কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট করে বললেন, 'এই গ্রীষ্ম ও শরতে তাঁর বিলম্বের কারণ উপপাদ্য নয়, তাঁর শারীরিক ও দেওয়ানি পরিস্থিতি।' শরীর মজবুত থাকলে তিনি তাঁর কাজ সম্পন্ন করতে পারতেন। এঙ্গেলসকে স্মরিয়ে দিলেন, তিন বছর আগে 'প্রথম কার্বাঙ্কাল ছেঁচে দিয়েছিলেন' – সেই সময়েই স্বল্পকালের জন্য স্বস্তি পেয়েছিলেন।[১২৪] উপরন্তু দারিদ্রের সঙ্গে প্রতিদিন সংগ্রামে শক্তি ও সময় ক্ষয়ের প্রেক্ষায়, ডিসেম্বরে মন্তব্য করলেনঃ 'আমার একটিই পরিতাপ ব্যবসায়ী পারলেও, কোন অসরকারী ব্যক্তি দেউলিয়াসংক্রান্ত আদালতে তাদের সম্পত্তির রসিফ দাখিল করতে পারে না।'

পরিস্থিতির বদল শীতকালেও ঘটল না। তাঁর ম্যাঞ্চেস্টারের বন্ধুকে (যিনি যখনই পেরেছেন কিছু টাকা পাঠাতে দ্বিধা করেন নি) লিখলেনঃ

'শনিবার (পরশু) বেলিফকে পাঠিয়ে বলবে, যদি অন্তত ৫ পাউন্ড স্টার্লিং না দিতে পারি... কাজটা শীঘ্রই শেষ করতে পারি, হয়ত আজকেই, যদি এই হয়রানিটা কম হ'ত।' [১২৫]

অবশেষে ১৮৬৭-র ফেব্রুয়ারীর শেষে তাঁর বন্ধুকে বহু-প্রতীক্ষিত সন্দেশ পাঠালেন যে বইটা শেষ করতে পেরেছেন। এখন তাঁকে সেইসব নিয়ে জর্মনি যেতে হবে। তাই বন্ধুর শরণাপন্ন হতে হ'ল যাতে তাঁর 'জামাকাপড় ও ঘড়ি বন্ধকীদালালের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারেন', [১২৬] নচেৎ তিনি যেতে পারবেন না।

মার্ক্স হ্যামবুর্গে পৌঁছে এঙ্গেলসের সঙ্গে আলোচনা করলেন মেইস্নারের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাঃ "তিনি চান তাঁর গ্রন্থ তিন খন্ডে প্রকাশিত হোক। আমার আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত বইটা একত্রে (ইতিহাস-সাহিত্য অংশ) প্রকাশের বিরোধী। তিনি বলছেন প্রকাশকের দিক থেকে এই অংশেই সঞ্চিত আছে সবচেয়ে বেশী মাল মশলা। আমি তাঁকে বললাম এব্যাপারে তাঁর মত শিরোধার্য।'[১২৭]

তার ক'দিন বাদে তিনি অনুরূপ খবর দিলেন বেকার-কেঃ "সমগ্র কাজটা তিন খন্ডে প্রকাশিত হবে- নাম পুঁজিঃ রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা'। প্রথম খন্ডে থাকবে 'পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়া'। এটা নিঃসন্দেহে বুর্জোয়াদের (ভূম্যধিকারীসহ) বিরুদ্ধে ে যাবত নিক্ষিপ্ত সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র।'[১২৮]

হ্যামবুর্গে ক'দিন থেকে মার্ক্স গেলেন হ্যানোভারে। সেখানে রইলেন কুগেলম্যানের অতিথি হয়ে। আট বছর প্ত্র-বন্ধুত্বের শেষে সেই প্রথম মুখোমুখি জানা। মেইস্নার চাইলে প্রুফ সংশোধনের জন্যও ছিলেন। এঙ্গেলসকে মার্ক্স লিখলেন, তাঁর 'শারীরিক উন্নতি অসাধারণ', 'পুরনো সমস্যার লেশমাত্র নেই', 'যকৃতের কষ্টও না'। 'সবচেয়ে বড় কথা, আছেন খোশ মেজাজে'।[১২৯] বন্ধুর ম্যাঞ্চেস্টার থেকে উত্তরঃ "আমার সব সময় মনে হয়েছে, তোমার সব দুর্গতির কারণ যে অভিশপ্ত বইটা তুমি বহন করে এসেছো। আর তুমি কিছুতেই নিজের পিঠ থেকে তা নামাও নি। লেখা কাজ সমাপন তোমার বাধা হয়েছিল, যা তোমাকে শারীরিক, মানসিক ও অর্থগত

দিক থেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল। আমি ভালোভাবেই উপলব্ধি করছি, সেই দুঃস্বপ্ন ঝেড়ে ফেলে তুমি এক নতুন মানুষ।" [১৩০]

মার্ক্স অন্যদেরও তাঁর আসন্ন প্রকাশিতব্য কাজ সম্পর্কে জানালেন। আশ্রস-এর সমাজতন্ত্রী সদস্য ও ন্যু ইয়র্কে শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক সিগফ্রিড মেয়ারকে (১৮৪০-১৮৭২) লিখলেনঃ 'প্রথম খন্ডতে থাকবে পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্বিতীয় খন্ডে উপপাদ্যের ধারাবাহিকতা ও সিদ্ধান্ত ও তৃতীয় খন্ডে মধ্য-১৭শ শতাব্দী অব্দি রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস।' [১৩১]

মধ্য-জুনে এঙ্গেলস প্রাক-প্রকাশন পাঠ সংশোধনে নিয়োজিত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন ১৮৫৯-এর আ কন্ট্রিবিউশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি-র তুলনায় 'যুক্তির দ্বান্দ্বিক অনেক তীক্ষ্ণ হয়েছে।' [১৩২] মার্ক্স এই অনুমোদনে যারপরনাই খুশি হলেনঃ "তুমি যে এতে সন্তুষ্ট এটা আমার কাছে সারা বিশ্ব যা বলতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।"[১৩৩] যাই হোক, এঙ্গেলস লিপিবদ্ধ করলেন মূল্যের প্রকার ব্যাখ্যা অত্যধিক বিমূর্ত হয়ে গেছে, যা গড় পাঠকের কাছে যথেস্ট স্বচ্ছ হবে না, তিনি ব্যথিতও, কারণ ঠিক ঐ অংশেই রয়েছে 'কার্বাঙ্কাল-এর গভীর ক্ষতচিহ্ন।'[১৩৪] মার্ক্স তাঁর শারীরিক যন্ত্রণাবোধে রুষ্ট হয়ে উত্তর দিলেনঃ 'আশা করি বুর্জোয়ারা তাঁদের ইন্তেকালের দিনও মনে রাখভে আমার কার্বাঙ্কাল-এর মনে রাখবে' [১৩৫] আর মানলেন যে মূল্যের প্রকার ধারণা ব্যাখ্যার জন্য বোধগম্য ভাষায় একটি পরিশিষ্ট জুড়ে দেওয়া দরকার।সেই অতিরিক্ত ২০ পৃষ্টা জুনের শেষে লিখে ফেললেন।

মার্ক্স ১ অগাস্ট ১৮৬৭-এ রাত দুটোয় প্রুফ সংশোধন সমাপ্ত করলেন। তাঁর কয়েক মিনিট পরে তাঁর ম্যাঞ্চেস্টারের বন্ধুকে লিখলেনঃ 'আমি এইমাত্র শেষ পাতাটি সংশোধন করলাম। সুতরাং এই খন্ডের কাজ শেষ। এজন্যে আমি ঋণী তোমার কাছে, কেবল তোমার জন্যেই এটা সম্ভব হ'ল। আমি তোমাকে ধন্যবাদপূর্ণ আলিঙ্গন করি' [১৩৬]। কিছুদিন বাদে আরেকটি চিঠিতে এঙ্গেলসকে লিখলেন যা তাঁর মতে বইটির দুই মূল স্তম্ভের সারমর্মঃ '১ (যা সব তথ্যাদি অনুধাবনে বুনিয়াদী প্রয়োজন) শ্রমের দ্বিমুখী চরিত্র, তা ব্যবহার

মূল্যে ব্যক্ত হবে, না বিনিময় মূল্যে, যা এক্কেবারে প্রথম অধ্যায়েই বিশদে লেখা আছে; ২ মুনাফা, সুদ, ভূমি খাজনা ইত্যাদির বিশেষ প্রকার-নিরপেক্ষ উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশ্লেষণ।' [১৩৭]

'পুঁজি' বিক্রি শুরু (অর্থাৎ প্রকাশিত-অনুবাদক) হ'ল ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭তে। [১৩৮] সূচীপত্র চূড়ান্তভাবে সংশোধিত হ'ল এই ভাবেঃ

১। মুখবন্ধ- পণ্য ও টাকা

২। টাকার পুঁজিতে রূপান্তর

৩। নিরঙ্কুশ উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন

৪। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন

৫। নিরঙ্কুশ ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন নিয়ে আরো গবেষণা

৬। পুঁজির পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া; প্রথম খন্ডের পরিশিষ্ট- ১ মূল্যের প্রকার।[১৩৯]

দীর্ঘ সংশোধন প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত সংযোজন, গ্রন্থ-কাঠামো আগামী বছরগুলোয় অনেকটা প্রসারিত হবে এবং মূল পাঠ নানাভাবে পরিমার্জিত হবে। তাই প্রকাশিত হবার পরেও প্রথম খন্ডে যথেস্ট শক্তি নিয়োজিত করতে হয়েছিল মার্ক্সকে।

৪। সুসংজ্ঞায়িত সংকলনের অন্বেষণে

মার্ক্স ১৮৬৭-র অক্টোবরে দ্বিতীয় খন্ডের কাজ শুরু করলেন। কিন্তু আবার শারীরিক উপদ্রবগুলি দেখা দিল – যকৃতের ব্যথা, অনিদ্রা ও 'পুরুষাঙ্গের মুখে দুটি ছোট কার্বাঙ্কল-এর উন্মেষ'। কিছুই তাঁকে রেহাই দিল না- 'না বাহ্যিক আক্রমন, না পারিবারিক জীবনের সমস্যাকীর্ণতা'। এ নিয়ে এঙ্গেলসকে লেখায় ছিল ঋষিসুলভ ভাবীতশ্রদ্ধতাঃ 'আমার অসুস্থতা সবসময় মনঃসঞ্জাত।' [১৪০] যথারীতি তাঁর বন্ধু টাকা পাঠিয়ে দিয়ে আশাপ্রকাশ করলেন, 'কার্বাঙ্কলগুলো বিতাড়িত হবে'।[১৪১] যদিও তা ঘটল না, মার্ক্স নভেম্বরের শেষে লিখলেন, "আমার শরীরের অনেক অবনতি ঘটেছে, কাজ করার প্রশ্নই নেই'।[১৪২] এলো নতুন বছর ১৮৬৮।জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাগুলোয় তাঁর

চিঠিপত্র খুলে দেখার মত শরীরের অবস্থা ছিল না। স্ত্রী ইয়েনি গোপনে জানালেন বেকারকে যে তাঁর 'অসহায় স্বামী আবার পুরনো ও গুরুতর যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী, হাত-পা বাঁধা, বার বার হওয়াটা বিপদ বাড়াচ্ছে।' [১৪৩] কয়েকদিন পরে তাঁর মেয়ে লরা লিখলেন এঙ্গেলসকেঃ 'কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি আবার তাঁর পুরনো শত্রু কার্বাঙ্কল-আক্রান্ত, একটানা বসে থাকতেও পাচ্ছেন না।'[১৪৪]

মাসের শেষে মার্ক্স আবার লেখা শুরু করলেন। এঙ্গেলসকে লিখলেন, তিনি '২-৩ সপ্তা কোন কাজ করবেন না', আরো বললেন, 'যদি তৃতীয় দৈত্য আবার খেপে ওঠে।' [১৪৫]

মার্ক্সের শরীর ওঠা-নামা করছিল। মার্চের শেষে এঙ্গেলসকে জানালেন যে তাঁর অবস্থা এমনই যে 'তাঁর সত্যিই কিছুদিন কাজ আর চিন্তা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে'। এও বললেন, তাঁর কাছে এই সিদ্ধান্ত 'কষ্টদায়ক', তাঁর 'সময় কাটানোর অন্য কোন উপায় থাকলেও।' [১৪৬] প্রায় তিন বছর (১৮৬৫-র প্রথমার্ধ থেকে) ছেদের পরে দ্বিতীয় খন্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ আবার শুরু করার আগে এই নতুন বিরতি। বসন্তকালে তিনি প্রথম দুই অধ্যায় লেখা সম্পূর্ণ করেছিলেন,[১৪৭] তা ছাড়াও পান্ডুলিপির প্রস্তুতিপর্বও সমাপন করেছিলেন উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফা হারের সম্পর্ক, মুনাফা হারের সূত্র এবং পুঁজির আদ্যন্ত রূপান্তর নিয়ে, যে সব নিয়ে ১৮৬৮-র শেষ অব্দি তিনি কাজ করেছিলেন। [১৪৮]

মার্ক্স ১৮৬৮-র এপ্রিলে এঙ্গেলসকে তাঁর কাজের নতুন ছক জানালেন, বিশেষত 'যে পদ্ধতিতে মুনাফা হার নির্ণীত হয়েছে।' [১৪৯] সেই চিঠিতেই খোলসা করলেন দ্বিতীয় খন্ডে থাকবে প্রথম খন্ডে বিকশিত পূর্বানুমানের ভিত্তিতে পুঁজি সঞ্চলন-প্রক্রিয়া।' তিনি যথাসম্ভব সন্তোষজনকভাবে স্থায়ী মূলধন, সঞ্চলনরত পুঁজি, পুঁজির আয়ের 'নিয়মানুগ নির্ণয়' লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সেইমতো 'বিভিন্ন পুঁজি,পুঁজির অংশ ও রাজস্বের সামাজিক বন্ধন' নিয়ে অনুসন্ধান।' তৃতীয় খন্ডে থাকবে উদ্বৃত্ত মুল্যের নানা ও পৃথক অংশ ও প্রকারে রূপান্তর' প্রক্রিয়া। [১৫০]

মে মাসে আবার শারীরিক সমস্যা ফিরে এলো। কিছুদিন নীরবতার পরে

এঙ্গেলসকে বোঝালেন যে তাঁর 'অন্ডকোষে দুটি কার্বাঙ্কল কেন তাঁকে খিটখিটে করে তুলছে।' [১৫১] অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তায় কুগেলম্যানকে লিখলেন তিনি '১৮৬৯-র সেপ্টেম্বরের শেষে'র মধ্যে সমগ্র বই লেখা শেষ করতে পারবেন। [১৫২] কিন্তু শরৎকালে আবার কার্বাঙ্কল স্ফূট হ'ল, আর ১৮৬৯-র বসন্তকালে মার্ক্স যখন দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় অধ্যায় লিখছেন, তাঁর যকৃতের অবস্থা খারাপের [১৫৩] দিকে মোড় নিল।তাঁর দৈবদুর্বিপাক পরবর্তী বছরগুলিতেও ক্লেশকর নিত্যতার সাথে চলতেই থাকল, দ্বিতীয় খন্ড লেখা শেষ করার অন্তরায় হয়ে উঠল।

বিলম্বের পিছনে ঔপপত্তিক হেতূও ছিল। পূজিতন্ত্রের সাম্প্রতিকতম আরোহণ ১৮৬৮-র শীতকাল থেকে ১৮৬৮-র বসন্তে নিয়ামক হয়ে উঠছিল। মার্ক্স 'দি মানি মার্কেট রিভ্যু', 'দি ইকনমিস্ট' ও অনুরূপ পত্রিকা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করছিলেন। [১৫৪] অধিকন্তু, রাশিয়ায় আসন্ন পরিবর্তন (আদতে গৌণ) নিয়ে নতুন নতুন লেখালেখি সম্পর্কে অবহিত হবার জন্যে ১৮৬৯-র শরৎকালে তিনি রুশ ভাষা শেখার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে সেসব নিজে পড়তে পারেন। সেই উৎসাহে স্বভাবজ অতি পরিশ্রমী মার্ক্স সম্পর্কে ১৮৭০-এর গোড়ায় ইয়েনি লিখলেন এঙ্গেলসকে, 'নিজের দিকে নজর না দিয়ে কোমর বেঁধে রুশ ভাষা শিখতে শুরু করেছে, প্রায়ই খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম করছে, দেখা যাচ্ছে হাতের নীচে কার্বাঙ্কল ফুলে শক্ত হয়ে গেছে।' [১৫৫] উদ্বিগ্ন এঙ্গেলস তড়িঘড়ি করে তাঁর বন্ধুকে বোঝাতে লিখলেন, 'দ্বিতীয় খন্ডের স্বার্থে' তাঁর 'জীবনযাপন পাল্টানো' দরকার, কারণ যদি 'বারবার এমন ব্যাঘাত ঘটতেই থাকে', তিনি কখনোই বইটা শেষ করতে পারবেন না।[১৫৬]

তাঁর আশঙ্কা সত্যি হ'ল। গ্রীষ্মের শুরুতে কুগেলম্যানকে লিখলেন 'সারা শীতকালে অসুস্থতার জন্য কাজ করা যায় নি।' আবার তাঁর 'রুশ ভাষা রপ্ত করাও ভূমি প্রশ্ন অনুধাবনেও জরুরী, জমিদারি সম্পর্ক অধ্যয়নে প্রাথমিক সূত্র-উৎস অন্বেষণ অত্যাবশ্যক।' [১৫৭]

বারংবার এত ব্যাঘাত ও প্যারী কমিউনের জন্মের পরে আশ্রস-এর ব্যাপক রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরে, মার্ক্স প্রথম খন্ডের নতুন সংস্করণ লেখার কাজে মনোনিবেশ করলেন। মূল্য তত্ব তাঁর সম্প্রসারণ নিয়ে নিজেরই

অসন্তুস্টি মার্ক্সকে ডিসেম্বর ১৮৭১-জানুয়ারী ১৮৭২-এ ১৮৬৭তে প্রকাশিত পরিশিষ্ট ও প্রথম অধ্যায় পুনর্লিখনে নিমগ্ন করল।[১৫৮] কতিপয় সংযোজন ছাড়াও সেই সুযোগে পুরো বইটার কাঠামো পরিবর্ধন করলেন। [১৫৯]

সংশোধন ও পুনর্লিখন ফরাসী অনুবাদকেও প্রভাবিত করল। মার্ক্স ১৮৭২-এর মার্চে মার্ক্সকে খসড়াগুলি সংশোধনের কাজ, যেগুলি ১৮৭২ ও ১৮৭৫-এর অন্তর্বর্তী কালে দফায় দফায় প্রকাশককে পাঠানো হয়েছিল। [১৬০] সেই সংশোধনের সময়ে তিনি মূল পাঠেও কিছু মৌলিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,প্রধানত পুঁজির পুঞ্জীভবন অংশে। ফরাসী সংস্করণের পুনশ্চ-সংযোজনে তিনি 'মূল-পাঠনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক মূল্য' জুড়তে দ্বিধান্বিত হলেন না। [১৬১]

যদিও গতি আগের চেয়ে শ্লথ ছিল (কারণ তাঁর শরীরের বেহাল অবস্থা ও অন্যতর জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারের জন্য) মার্ক্স তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলিতে 'পুঁজি' নিয়ে কাজ করে চলেছিলেন। তিনি ১৮৭৫ সালে তৃতীয় খন্ডের আরেকটি পান্ডুলিপি লেখেন, শিরোনাম 'গাণিতিকভাবে বিকশিত উদ্বৃত্ত মূল্য হার ও মুনাফা হারের সম্পর্ক' [১৬২] এবং ১৮৭৬-এর অক্টোবর থেকে ১৮৮১-এর গোড়ার দিক অব্দি সময়কালে দ্বিতীয় খন্ডের অংশবিশেষের পান্ডুলিপি নতুন করে লিখলেন। [১৬৩] তাঁর চিঠিপত্রে ইঙ্গিত মেলে যে তাঁর অশেষ গবেষণার ফলগুলি প্রয়োগ করতে পারলে তিনি প্রথম খন্ডও পুনর্লিখন করতেন। [১৬৪]

তাঁর বিরোধীরা ও স্বপ্রকার অনুগামী যে তাঁকে এক গোঁড়া লেখক হিশেবে তুলে ধরত, তিনি যে তা থেকে একেবারেই আলাদা, তাঁর আকর গ্রন্থ রচনায় অনুসৃত সমালোচনাত্মক শক্তি তা প্রকাশ করত। যদিও অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল, [১৬৫] যাঁরা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের সমালোচনায় তাঁর ঔপপত্তিক ধারণার সারবস্তু অনুধাবন করতে চান, মার্ক্সের পুঁজি অধ্যয়ন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

টিকা ও সূত্রনির্দেশ

১ এই নোটবইগুলির মোট আকার ১৪৭২ পৃষ্ঠা (কোয়ার্টো)। দ্রস্টব্য

Friedrich Engels, ‘Preface to the First German Edition’, in Karl Marx, Capital, Volume II, in MECW, vol. 36, p. 6.

২ Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, in MECW, vol. 29, p. 261.

৩ ইতিপূর্বে গ্রুন্দ্রিসিতে মার্ক্স অনুরূপভাবে তাঁর লেখার ‘মালমশলা সজ্জিত রেখেছেন, যদিও তত নির্ভুলভাবে নয়। Karl Marx, Grundrisse, p. 108, চারটি পৃথক পৃথক বিষয়বিন্দুতে pp. 108, 227–8, 264 and 275। তিনি দুটি চিঠিতে প্রত্যাশা করেছিলেন ছ’খন্ডে আ কন্ট্রিব্যুশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ পোলিটিক্যাল ইকনমি লিখবেন। প্রথমটি ২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৮য় ফার্ডিন্যান্ড লাসালকে লেখা, MECW, vol. 40, pp. 268–71 স্বিতীয়টি এঙ্গেলসকে ২ এপ্রিল ১৮৫৮য়- MECW, vol. 40, pp. 268–71। তিনি ১৮৫৯-র ফেব্রুয়ারী ও মার্চের অন্তর্বর্তী কালে তাঁর কাজের এক দীর্ঘ প্রস্তুতি সূচীপত্রের খসড়া তৈরী করে ফেলেন যা গ্রুন্দ্রিসি-র ইংরেজী সংস্করণে ‘বিশ্লেষণী তালিকা সূচী।’ MECW, vol. 40, pp. 268–71 কিছু পরিবর্তনসহ মূল পরিকল্পনার জন্য দ্রস্টব্য, তামাদী হলেও, Roman Rosdolsky, The Making of Marx’s Capital. London: Pluto, 1977, pp. 1–6। 2 আরো সংক্ষিপ্ত Maximilien Rubel, Marx Critique du marxisme. Paris: Payot, pp. 379 and 389 , যাতে দাবী করা হয়েছে যে ১৮৫৭-এ ছকা মূল পরিকল্পনার হেরফের মার্ক্স করেন নি।

৪ এই নোটবইগুলি শতাধিক বৎসর অবহেলিত ছিল। অবশেষে ১৯৭৩ এ মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনাবলীর (Marx-Engels Sochinenya)এক সংযোজনী ৪৭ খন্ড প্রকাশিত হয়।মূল জর্মন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৬এ, MEGA 2, vol. II /3.1

৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 30 October 1861, in MECW, vol. 41, p. 323.

৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 9 December 1861, in MECW, vol. 41, p. 332. 7

৭ ঐ p. 333.

৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 3 March 1862, in MECW, vol. 41, p. 344.

৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 15 March 1862, in MECW, vol. 41, p. 352.

১০ কাউটস্কি প্রকাশিত ১৯০৫ থেকে ১৯১০-এর পান্ডুলিপির প্রকার মূল পান্ডুলিপি থেকে আলাদা।

১১এইভাবে পর্যায়িত হওয়ার কথাঃ (১)টাকার পুঁজিতে রূপান্তর, (২) নিরঙ্কুশ উদ্বৃত্ত মূল্য, (৩) আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য ও (৪) যে অংশ তিনি কখনো লেখেন নি –যে কেমনভাবে তিনটি একত্রে সম্বলিত করবেন।

১২ Karl Marx, Economic Manuscript of 1861–63, vol. I, in MECW, vol. 30, p. 348.

১৩ ঐ p. 352.

১৪ ঐ., p. 354.

১৫ ঐ

১৬ ঐ., p. 355.

১৭ ঐ

১৮ঐ p. 357.

১৯ ঐ

২০ ঐ., p. 391.

২১ ঐ, p. 388.

২২ ঐ, p. 393.

২৩ ঐ., p. 389.

২৪ ঐ., p. 396.

২৫ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 28 April 1862, in MECW, vol. 41, p. 356.

২৬ Karl Marx, Economic Manuscript of 1861–63, vol. I, in

MECW, vol. 31, p. 8.

২৭ ঐ., p. 12.

২৮ ঐ.., p. 197.

২৯ দ্রষ্টব্য. Karl Marx to Friedrich Engels, 18 June 1862, in MECW, vol. 41, p. 381.

৩০Marx, Economic Manuscript of 1861–63, vol. I, in MECW, vol. 31, p. 240.

৩১ Karl Marx to Friedrich Engels, 18 June 1862, in MECW, vol. 41, p. 380.

৩২ Karl Marx to Friedrich Engels, 2 August 1862, in MECW, vol. 41, p. 394.

৩৩ Marx, Economic Manuscript of 1861-63, vol. I, in MECW, vol. 31, p. 359.

৩৪Karl Marx to Friedrich Engels, 2 August 1862, in MECW, vol. 41, p. 396.

৩৫ ঐ., p. 398.

৩৬ঐ., p. 394.

৩৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 7 August 1862, in MECW, vol. 41, p. 399.

৩৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 September 1862, in MECW, vol. 41, p. 417.

৩৯ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 28 December 1862, in MECW, vol. 41, p. 436.

৪০ Karl Marx to Ferdinand Lassalle, 7 November 1862, in MECW, vol. 41, p. 426.

৪১, p. 426. 41 Karl Marx, Economic Manuscript of 1861–63, vol. II, in MECW, vol. 32, p. 215.

৪২ ঐ, p. 373

৪৩ ঐ., p. 450.

৪৪ এগুলি চূড়ান্ত নোট বই, Economic Manuscript of 1861–63, vol. III র অংশ.

৪৫ Karl Marx, Th eories of Surplus Value, vol. III, in MECW, vol. 32, p. 453.

৪৬ ঐ., p. 458.

৪৭ Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861–1863), in MEGA 2, vol. II /3.5, pp. 1598–1675.

৪৮ ঐ., pp. 1682–1773.

৪৯ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 28 December 1862, p. 435.

৫০ দ্রস্টব্য ১৮৫৮ সালে প্রণীত Grundrisse, আছে এ Notebook M এ (১৮৫৭-র ভূমিকার অনুরূপ), ও ১৮৬০ এ লিখিত তৃতীয় অধ্যায়ের খসড়া সূচিপত্রে Marx, 'Draft Plan of the Chapter on Capital', in MECW, vol. 29, pp. 511–17.

৫১ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 28 December 1862, p. 435. এই বিবৃতি ইঙ্গিত করে যে মার্ক্স ঠাহর করতে পেরেছিলেন কেন তাঁর প্রথমে ভাবিত ছয় খন্ডে বইটা লেখা কঠিন Michael Heinrich, 'Reconstruction or Deconstruction? Methodological Controversies about Value and Capital, and New Insights from the Critical Edition', in Riccardo Bellofi ore and Roberto Fineschi (eds), Re- reading Marx: New Perspectives Aft er the Critical Edition. Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2009, p. 80.

৫২ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 28 December 1862,

in MECW, vol. 41, p. 436.

৫৩ Marx, Economic Manuscript of 1861–63, vol. III, in MECW, vol. 33, p. 347.

৫৪ Marx, Economic Manuscript of 1861–63, vol. I, in MECW, vol. 31, pp. 346–7. এই অধ্যায়ের ১৬শ নোট বইয়ের রূপরেখা আগেই ১৮৬১-১৮৬৩-র অর্থনৈতিক পান্ডুলিপিতে আছে। মার্ক্স ১৮শ নোট বইয়ের ছকও তৈরি করে ফেলেছিলেন। দ্রস্টব্য ঐ p. 299.

৫৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 January 1863, in MECW, vol. 41, p. 442.

৫৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 13 January 1863, in MECW, vol. 41, p. 445.

৫৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 13 February 1863, in MECW, vol. 41, p. 453

৫৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 21 February 1863, in MECW, vol. 41, p. 460.

৫৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 24 March 1863, in MECW, vol. 41, p. 461.

৬০ দ্রস্টব্য, ৬০-পৃষ্ঠাধিক IISH, Marx-Engels Papers, B 98. তার ভিত্তিতেই মার্ক্স তাঁর অসমাপ্ত প্রকল্পগুলির একটি শুরু করেছিলেন Karl Marx, Manuskripte über die polnische Frage (1863–1864). S-Gravenhage: Mouton, 1961.

৬১ Karl Marx to Friedrich Engels, 29 May 1863, in MECW, vol. 41, p. 474.

৬২ IISH, Marx-Engels Papers, B 93, B 100, B 101, B 102, B 103, B 104 তে আছে ৫৩৫ পৃষ্টা জুড়ে লেখাজোখা তার সাথে আরো তিনটি নোটবই RGASPI f.1, d. 1397, d. 1691, d. 5583. মার্ক্স ১৭শ ও ১৮শ নোট বই সংকলনে তার কিছু মাল মশলা ব্যব হার করেছিলেন।

৬৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 29 May 1863, in MECW,vol. 41, p. 474.

৬৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 12 June 1863, in MECW, vol. 41, p. 479.

৬৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 6 July 1863, in MECW, vol. 41, p. 485.

৬৬ দ্রস্টব্য Michael Heinrich, 'Entstehungs- und Aufl ösungsgeschichte des Marxschen Kapital', pp. 176–9, in Werner Bonefeld and Michael Heinrich (eds), Kapital & Kritik. Nach der 'neuen' Marx-Lektüre. Hamburg: VSA, 2011, pp. 176–9, যাতে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এই সময়ের পান্ডুলিপিকে বলা যাবে না তৃতীয় ভাষ্য, যার শুরু গ্রুন্দ্রিসিতে, না পুঁজি-র প্রথম খসড়ায়। ৬৭ Karl Marx, Marx's Economic Manuscript of 1864–1865, Fred Moseley (ed.). Leiden: Brill, 2015.

৬৮ 'No. 1':অর্থাৎ 1859 A Contribution to the Critique of Political Economy. Karl Marx to Friedrich Engels, 15 August 1863, in MECW, vol. 41, p. 488

৬৯ আধুনিক চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মার্ক্সের রোগের হেতউ-সমীক্ষা মতে মার্ক্সের রোগের নাম। hidradenitis suppurativa। রুডলফ হ্যাপ্প ও আর্নে কোয়েনিগের দাবি অত্যধিক চুরুট ধূমপান মূল কারণঃ দ্রস্টব্য Th e nature and consequence of Karl Marx's skin disease', British Journal of Dermatology, vol. 158 (2008), n. 1, pp. 1–3 ও Karl Marx: smoking triggers hidradenitis suppurativa', British Journal of Dermatology, vol. 159 (2008), n. 1, pp. 255–6। এ প্রসঙ্গে শুস্টারের প্রতিবক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য।ঐ p. 256

৭০ Jenny Marx, in Hans Magnus Enzensberger (ed.), Gespräche mit Marx und Engels. Frankfurt: Insel Verlag, 1973, p. 288.

৭১ Karl Marx to Friedrich Engels, 2 December 1863, in MECW, vol. 41, p. 495.

৭২Karl Marx to Friedrich Engels, 4 December 1863, in MECW, vol. 41, p. 497.

৭৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 20 January 1864, in MECW, vol. 41, p. 507.

৭৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 26 May 1864, in MECW, vol. 41, p. 530.

৭৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 1 July 1864, in MECW, vol. 41, p. 545.

৭৬ Karl Marx to Carl Klings, 4 October 1864, in MECW, vol. 42, p. 4.

৭৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 4 November 1864, in MECW, vol. 42, p. 12.

৭৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 14 November 1864, in MECW, vol. 42, p. 22.

৭৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 2 December 1864, in MECW, vol. 42, p. 51.

৮০ Karl Marx to Friedrich Engels, 25 February 1864, in MECW, vol. 42, p. 107.

৮১ Karl Marx to Friedrich Engels, 4 March 1865, in MECW, vol. 42, p. 115.

৮২ Karl Marx to Friedrich Engels, 13 March 1865, in MECW, vol. 42, pp. 129–30.

৮৩ Fifty signatures were equivalent to 800 printed pages.

৮৪ ‘Agreement between Mr Karl Marx and Mr Otto

Meissner, Publisher and Bookseller', in MECW, vol. 20, p. 361.

৮৫Karl Marx to Friedrich Engels, 22 April 1865, in MECW, vol. 42, p. 148.

৮৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 13 May 1865, in MECW, vol. 42, p. 158.

৮৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 20 May 1865, in MECW, vol. 42, p. 159.

৮৮ এটি ১৮৯৮ সালে এলিয়ানর 'মূল্য, দাম ও মুনাফা' নামে প্রকাশ করেন, যা সে বছরেই প্রকাশিত জর্মন ভাষায় ডাউ নয়ে জেইট-এ (নতুন সময়) প্রকাশিত হয়েছিল।

৮৯ Karl Marx, Value, Price and Profi t, in MECW, vol. 20, p. 144.

৯০ Karl Marx to Friedrich Engels, 31 July 1865, in MECW, vol. 42, p. 173.

৯১সমতুল্য ৯৬০পৃষ্ঠা। পরে মেইস্নার তাঁর চুক্তি সংশোধন করে তাঁর উদারতার পরিচয় দেন। দ্রস্টব্য Karl Marx to Friedrich Engels, 13 April 1867, in MECW, vol. 42, p. 357.

৯২ Karl Marx to Friedrich Engels, 5 August 1865, in MECW, vol. 42, p. 175.

৯৩ ঐ

৯৪ এঙ্গেলস ১৮৯৪ সালে পুঁজি-র তৃতীয় খন্ড প্রকাশের সময় এই বিভাজন অনুসরণ করেন। দ্রস্টব্য Carl-Erich Vollgraf, Jürgen Jungnickel and Stephen Naron, 'Marx in Marx's Words? On Engels' Edition of the Main Manuscript of Volume III of Capital', in International Journal of Political Economy, vol. 32 (2002), n. 1, pp. 35–78। আরো দ্রস্টব্য সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত

Carl-Erich Vollgraf, ‘Das Kapital – bis zuletzt ein “Werk im Werden”’ in Marx-Engels Jahrbuch, vol. 2012/13, pp. 113–33; and Regina Roth, ‘Die Herausgabe von Band 2 und 3 des Kapital durch Engels’, ঐ pp. 168–82. এঙ্গেলসের সম্পাদনার সমালোচনামূলক মূল্যায়নের জন্য দ্রস্টব্য Michael Heinrich, ‘Engels’ Edition of the Th ird Volume of Capital and Marx’s Origin al Manuscript’, in Science & Society, vol. 60 (1996–1997), n. 4, pp. 452–66. অন্যতর অভিমত - Michael R. Krätkeঃ Kritik der politischen Ökonomie Heute. Hamburg: VSA, 2017, esp. the fi nal chapter ‘Gibt es ein Marx-Engels-Problem?’

৯৪ Th is division was followed by Engels when he published Capital, Volume III, in 1894. See. See also the more recent: For a critical assessment of Engels’s editing, see A diff erent point of view is contained in,

৯৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 November 1865, in MECW, vol. 42, pp. 193–4.

৯৬ Karl Marx to Wilhelm Liebknecht, 15 January 1866, in MECW, vol. 42, p. 219.

৯৭ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 15 January 1866, in MECW, vol. 42, p. 221.

৯৮ Jenny Marx to Johann Philipp Becker, 29 January 1866, in MECW, vol. 42, pp. 570–1.

৯৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 February 1866, in MECW, vol. 42, p. 223.

১০০ ঐ pp. 223–4.

১০১ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 February 1866, in MECW, vol. 42, p. 224.

১০২ Friedrich Engels to Karl Marx, 10 February 1866, in MECW, vol. 42, pp. 225–6.

১০৩ ঐ, p. 226.

১০৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 13 February 1866, in MECW, vol. 42, p. 227.

১০৫ Marx later inserted the section on ground rent into Part Six of Volume III : 'Transformation of Surplus Profi t into Ground Rent'.

106 Karl Marx to Friedrich Engels, 13 February 1866, in MECW, vol. 42, p. 227.

১০৭ ঐ

১০৮ ঐ

১০৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 20 February 1866, in MECW, vol. 42, p. 231.

১১০ Friedrich Engels to Karl Marx, 22 February 1866, in MECW, vol. 42, p. 233.

১১১ ঐ., pp. 233–4.

১১২ একটি প্রচলিত ইংরেজী লোকগীতি.

১১৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 24 March 1866, in MECW, vol. 42, p. 249.

১১৪ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 6 April 1866, in MECW, vol. 42, p. 262.

১১৫Karl Marx to Friedrich Engels, 7 June 1866, in MECW, vol. 42, p. 281.

১১৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 9 June 1866, in MECW, vol. 42, p. 282.

১১৭Karl Marx to Friedrich Engels, 7 August 1866, in

MECW, vol. 42, p. 303.

১১৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 23 August 1866, in MECW, vol. 42, p. 311.

১১৯ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 23 August 1866, in MECW, vol. 42, p. 312.

১২০ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 13 October 1866, in MECW, vol. 42, p. 328.

১২১ ঐ

১২২ ঐ., pp. 328–9.

১২৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 8 November 1866, in MECW, vol. 42, p. 331.

১২৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 November 1866, in MECW, vol. 42, p. 332.

১২৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 21 February 1867, in MECW, vol. 42, p. 347.

১২৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 2 April 1867, in MECW, vol. 42, p. 351.

১২৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 13 April 1867, in MECW, vol. 42, p. 357.

১২৮ Karl Marx to Johann Philipp Becker, 17 April 1867, in MECW, vol. 42, p. 358.

১২৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 24 April 1867, in MECW, vol. 42, p. 361.

১৩০ Friedrich Engels to Karl Marx, 27 April 1867, in MECW, vol. 42, p. 362.

১৩১ Karl Marx to Sigfrid Meyer, 30 April 1867, in MECW, vol. 42, p. 367.

১৩২ Friedrich Engels to Karl Marx, 16 June 1867, in MECW, vol. 42, p. 381.

১৩৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 22 June 1867, in MECW, vol. 42, p. 383.

১৩৪ Friedrich Engels to Karl Marx, 16 June 1867, in MECW, vol. 42, p. 380.

১৩৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 22 June 1867, in MECW, vol. 42, p. 383.

১৩৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 16 August 1867, in MECW, vol. 42, p. 405.

১৩৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 24 August 1867, in MECW, vol. 42, p. 407.

১৩৮ পুস্তক বিপণিগুলিতে বন্টন শুরু হ'ল ১১ সেপ্টেম্বর; দ্রস্টব্য Karl Marx, Das Kapital. Kritik der Politischen □konomie. Erster Band, Hamburg 1867, in MEGA 2, vol. II /5, p. 674. 139 ঐ pp. 9–10.

১৪০ Karl Marx to Friedrich Engels, 19 October 1867, in MECW, vol. 42, p. 453.

১৪১ Friedrich Engels to Karl Marx, 22 October 1867, in MECW, vol. 42, p. 457.

১৪২ Karl Marx to Friedrich Engels, 27 November 1867, in MECW, vol. 42, p. 477.

১৪৩ Jenny Marx to Johann Philipp Becker, 'Aft er 10 January 1868', in MECW, vol. 42, p. 580.

১৪৪Laura Marx to Friedrich Engels, 13 January 1868, in MECW, vol. 42, p. 583.

১৪৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 25 January 1868, in

MECW, vol. 42, p. 528.

১৪৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 25 March 1868, in MECW, vol. 42, p. 557.

১৪৭ Karl Marx, ‘Manuskripte zum zweiten Buch des “Kapitals” 1868 bis 1881’, in MEGA 2, vol. II /11, pp. 1–339.

১৪৮ এই পাঠক্রমগুলি(টেক্সট) কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে Karl Marx, Ökonomische Manuskripte 1863–1868, in MEGA 2, vol. II /4.3, pp. 78–234 and pp. 285–363। শেষ অংশটি দ্বিতীয় খন্ডের ৪র্থ পান্ডুলিপি আর প্রথম দুটি অংশের নতুন সংস্করণ -‘Th e Circulation of Capital’, and Part Two, ‘Th e Metamorphoses of Capital’.।

১৪৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 30 April 1868, in MECW, vol. 43, p. 21.

১৫০ ঐ ১৫১ Karl Marx to Friedrich Engels, 16 May 1868, in MECW, vol. 42, p. 35.

১৫২Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 10 August 1868, in MECW, vol. 43, p. 82.

১৫৩ Marx, ‘Manuskripte zum zweiten Buch des “Kapitals” 1868 bis 1881’, in MEGA 2, vol. II /11, pp. 340–522.

১৫৪ এখনও অপ্রকাশিত, লেখাজোখাগুলি আছে IISH, Marx-Engels Papers এ, B 108, B 109, B 113 and B 114.।

১৫৫ Jenny Marx to Friedrich Engels, ‘About 17 January 1870’, in MECW, vol. 43, p. 551.

১৫৬ Friedrich Engels to Karl Marx, 19 January 1870, in MECW, vol. 43, p. 408.

১৫৭ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 27 June 1870, in MECW, vol. 43, p. 528.

১৫৮ Marx, Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie. Ertser Band, Hamburg 1867, in MEGA 2 vol. II /5, pp. 1–55.

১৫৯ মার্ক্স ১৮৬৭ সালে বইটার অধ্যায়বিভাগ করেছিলেন, যা ১৮৭২ সালে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, যার প্রতিটি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত আছে উপবিভাগে।

১৬০ Karl Marx, Le Capital, Paris 1872–1875, in MEGA 2, vol. II /7.

১৬১ Karl Marx, 'Aft erword to the French Edition' to Capital, Volume I, in MECW, vol. 35, p. 24.

১৬২Karl Marx, 'Manuskripte und redaktionelle Texte zum dritten Buch des "Kapitals". 1871 bis 1895', in MEGA 2, vol. II /14, pp. 19–150.

১৬৩ Karl Marx, 'Manuskripte zum Zweiten Buch des "Kapitals". 1876 bis 1881', in MEGA 2, vol. II /11, pp. 525–828.

১৬৪ দ্রস্টব্য Karl Marx to Nikolai Danielson, 13 December 1881, in MECW, vol. 46, p. 161.

১৬৫ বন্ধুর প্রয়াণের পরে এঙ্গেলস 'পুঁজি'র অসমাপ্ত অংশগুলি প্রকাশের জন্য সম্পাদনার কাজ অতীব জটিল ছিল। মনে রাখা দরকার মার্ক্সের জীবনের বিভিন্ন সময়ের লেখাপত্র ছিল অসম্পূর্ণ,যার ভিত্তি ছিল ছড়ানো-ছিটোনো বিষম প্রকার গবেষণার মালমশলা, যার অংশবিশেষে এমন অবলোকন আছে, যা 'পুঁজি' অন্যত্র সিদ্ধান্ত থেকে আলাদা। যাই হোক এঙ্গেলস দ্বিতীয় খন্ড ১৮৮৫তে আর তৃতীয় খন্ড ১৮৯৪এ প্রকাশ করেন।

তৃতীয় পর্যায়

রাজনৈতিক জঙ্গিপনা

সপ্তম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সমিতির জন্ম

১। যোগ্য স্থানে যোগ্য মানুষ

লন্ডনের হৃদকেন্দ্রে সেন্ট মার্টিন হল হাজার দুয়েক শ্রমজীবি মানুষের জমায়েতে উপচে পড়েছিল ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪-তে। ইংল্যান্ডের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ও ইয়োরোপের নানা প্রান্ত থেকে আসা শ্রমিকদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরা এসেছিলেন। আগাম চেতাবনীতে বলা হয়েছিল 'প্যারিসের শ্রমজীবিদের এক সংগঠিত প্রতিনিধি দল আসবে' যাঁরা 'ভ্রাতৃপ্রতিম ব্রিটিশ শ্রমিকদের স্বাগত ভাষণের জবাব দেবেন ও নানা দেশের জনগণের মধ্যে উন্নততর বোঝাপড়া হবে।' [১] বস্তুত সে বছর খানেক আগে ১৮৬৩-র জুলাই মাসে যখন ব্রিটিশ ও ফরাসী শ্রমিকা/শ্রমিকেরা রুশ জারদের দখলীকৃত পোল্যান্ডের জনগণের প্রতি সংহতি জানাতে লন্ডনে মিলিত হয়েছিলেন তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কি হবে তা ঘোষণা করেন। 'ফরাসী শ্রমজীবিদের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শ্রমজীবিদের প্রস্তুতি ভাষণ'এর মুসাবিদা করেন সুপরিচিত শ্রমিক নেতা জর্জ ওডগার (১৮১৩-১৮৭৭), ছাপা হয়েছিল দ্বি-সাপ্তাহিক 'বিহাইব' পত্রিকায়। বলা হয়েছিলঃ "শ্রমিক স্বার্থে নানা জনগণের সৌভ্রাতৃত্ব অত্যন্ত জরুরী,কেন না আমরা যখনই শ্রমের সময় কমিয়ে সামাজিক অবস্থা ভাল করার চেস্টা করেছি, আমাদের মালিকেরা ফরাসী,জর্মন, বেলজিয়ান ও অন্য দেশের শ্রমিকদের আনিয়ে কম মজুরিতে নিয়োগ করেছে; আমরা দুঃখিত যে এটা ঘটছে যদিও মহাদেশের শ্রমিকভ্রাতারা ইচ্ছে করে আমাদের আঘাত করছেন বলে নয়, ঘটছে এ সব দেশের শিল্প শ্রেণীর মধ্যে নিয়মিত এবং সুব্যবস্থিত পদ্ধতিতে যোগাযোগের প্রয়োজনের অভাবে।আমাদের উদ্দেশ্য সমস্ত নিম্ন মজুরীর শ্রমিকদের বেতন যথাসম্ভব তুলনামূলকভাবে উচ্চ মজুরীর

শ্রমিকদের স্তরে তুলে আনা আর মালিকদের একের বিরুদ্ধে অন্যকে খেলিয়ে দেওয়া বন্ধ করতে, যা তাদের ইপ্সিত গৃধ্ন দর কষাকষির জন্য আমাদের যথাসম্ভব অন্ত্যজ অবস্থানে ঠেলে।[২]

সেই উদ্যোগের কল্পনা করতে বা বুঝতেও পারেন নি, তাঁরা অচিরে কোন জায়গায় পৌঁছতে চলেছেন।তাঁদের ভাবনায় ছিল একটি আন্তর্জাতিক বিচারস্থল গড়া যেখানে শ্রমিকা/শ্রমিকদের মূল সমস্যাগুলির নিরীক্ষা ও বিচার হবে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেনীর ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক কর্ম সমন্বয়ের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা নয়। তেমনই তাঁদের মতাদর্শ প্রাথমিকভাবে সুনীতিগত ও মানবিক উপাদান সঞ্চারিত হ'ল,যেমন শ্রেণী সংঘর্ষ নয়, নানা দেশের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব শান্তির তাৎপর্যকে রাজনৈতিক লক্ষ্য সংজ্ঞায়ন। সেই সব সীমাবদ্ধতার কারণে সেন্ট মার্টিন হলের সভা সেই সময়ের অস্বচ্ছ গণতান্ত্রিক উদ্যোগে দাঁড়িয়ে ছিল, যা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়ে ওঠে নি।কিন্তু সেখানে জন্ম নিল শ্রমিক আন্দোলনগুলির এক সাংগঠনিক আদিরূপ যাতে বিপ্লবীরা ও সংস্কারপন্থীরা অংশ নিতে পারেনঃআন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সমিতি (আশ্রস)।[৩]

এর ফলে গোটা ইয়োরোপে ভাবোচ্ছ্বাস দেখা দিল।শ্রেণী সংহতি হয়ে উঠল গ্রহনীয় আদর্শ আর বিপুল সংখ্যক নরনারী অনুপ্রাণিত হলেন সবচেয়ে আমূল পরিবর্তনকামী লক্ষ্যের আদর্শেঃ পৃথিবীকে পাল্টানো। যথার্থই ব্রাসেলসে ১৮৬৮ সালে আশ্রস-এর তৃতীয় কংগ্রেসের সময় টাইমসের প্রধান লেখক সেই প্রকল্পের সম্ভাবনা নিখুঁতভাবে শনাক্ত করেছিলেনঃ 'এটি শুধুমাত্র যা ভাবা হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি অগ্রসর হওয়া নয়, নিদেনপক্ষে কোন একটি জাতির নয়, মানবজাতির উজ্জীবন। খৃস্ট্রিয় গির্জা ব্যতিরেকে যে কোন সংস্থার কাছে এটি নিশ্চয়ই এক ব্যাপকতম লক্ষ্য পূরণঃআন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সমিতি।'[৪]

আশ্রস-এর জন্যই শ্রমজীবিদের আন্দোলন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে পেরেছে, তাদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে আরো অবহিত হতে পেরেছে, এবং নতুন ও উন্নততর সংগ্রামের ধারা বিকশিত করতে পেরেছে। এই সংগঠনের

প্রতিধ্বনি ইয়োরোপের চৌহদ্দি অতিক্রম করতে পেরেছে, সুদূর বুয়েনস আইরেসের কারিগরদেরও মধ্যেও আশা জাগিয়েছে, কলকাতার প্রথম যুগের শ্রমজীবিদের সংগঠন গড়ার প্রেরণা যুগিয়েছে, এমনকি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মজদুর গোষ্ঠীরা আশ্রস-এর অনুমোদিত হবার জন্য লিখেছে।

পরন্তু, এই প্রতিষ্ঠার খবর শাসক শ্রেণীদের সন্ত্রস্থ করে তুলল। ইতিহাসে শ্রমজীবিরাও যে সক্রিয় ভূমিকা নিতে সচেস্ট হতে পারে, এটা ভেবে তাদের হাড় হিম হয়ে গিয়েছিল। আর অনেক দেশীয় সরকারের লক্ষ্য ছিল আশ্রস-এর বিলোপ, সবভাবে পীড়ন করছিল।

শ্রমজীবিদের যে সংগঠনগুলি আশ্রস প্রতিষ্ঠা করল, তারা ছিল নানা রঙের। তাদের মূল চালিকা শক্তি ছিল ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন,যার নেতাদের প্রায় সবাই নিজেদের চত্বরে সংস্কারপন্থী, মূলত অর্থনৈতিক বিষয়ে উৎসাহী।তাঁরা শ্রমজীবিদের অবস্থার উন্নতির জন্য লড়াই করতেন, কিন্তু পুঁজিতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন না। তাই তাঁদের ভাবনায় আশ্রস ছিল তাঁদের লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হয়ে উঠুক, ধর্মঘটের সময় যেন বিদেশের মানুষ না লিপ্ত হয়।

শ্রমজীবিদের এই সংগঠনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি পারস্পরিক কল্যাণকামীরা,যাঁরা শুধু ফ্রান্সে নয়, বেলজিয়াম ও ফরাসীভাষী সুইটসারল্যান্ডেও প্রভাবশালী ছিলেন, পিয়ের যোসেফ প্রুধোঁর তত্ত্বাদির সাথে সঙ্গতি রেখে তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর আলিপ্ত হবার, ধর্মঘটকে সংগ্রামের আয়ুধ হিশেবে ব্যবহারের, বিরোধী ছিলেন। নারীমুক্তির প্রশ্নেও এঁদের অবস্থান ছিল রক্ষণশীল। সামন্তবাদী দৃষ্টিকোন থেকে সমবায় প্রথার সমর্থনে এঁরা বলতেন যে ঋণ মঞ্জুরিতে সাম্যই পুঁজিতন্ত্রকে পাল্টানো সম্ভব। তাই মোদ্দা কথায় এরাঁই ছিলেন আশ্রস-এর দক্ষিণপন্থী অংশ।

এই দুই সাংগঠনিক অংশ একত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্য রঙের লোকজন ও ছিল। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন কমিউনিস্টেরা, যাঁরা মার্ক্সের মত ব্যক্তিত্বকে ঘিরেছিলেন। আর সক্রিয় ছিলেন জর্মন ও সুইটসারল্যান্ডীয় শহরাঞ্চল ও লন্ডনে সক্রিয় ছোট ছোট গোষ্ঠী-যারা পুঁজিতন্ত্র-বিরোধী ও প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার বিরোধী ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে তার উচ্ছেদের

প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করে।

আশ্রস-এর প্রতিষ্ঠার সময় তার অনুগামীদের মধ্যে এমন জনও ছিলেন যাঁরা সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য বহন করতেন না,যেমন পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশত্যাগীরা,যাঁরা অস্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গুসুপ্পে মাৎসিনি-র অনুসারী, যাঁদের ছিল আড়াআড়ি শ্রেণী চেতনা, প্রধানত জাতীয় দাবি-দাওয়াভিত্তিক। এঁরা আশ্রসকে দেখতেন নিপীড়িত জনগণ সমূহের মুক্তির আবেদন জারির হাতিয়ার।[৫]

পটচিত্রটি জটিলতর হ'ল এ কারণে যে আশ্রস-এ শামিল ফরাসী বেলজিয়ান ও সুইটসারল্যান্ডীয়দের গোলমেলে তত্বাদি, যার মধ্যে ছিল কল্পনাসর্বস্ব অনুপ্রেরণা। আর ছিল জর্মন শ্রমজীবিদের সাধারণ সমিতি,যার নেতৃত্বে ছিলেন ফার্ডিন্যান্ড লাসাল,যা আশ্রসের পাশে ঘুরঘুর করত, কিন্তু যোগদান করেনি, ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধিতা করত, অনমনীয় জাতীয়তাবাদী শর্তে রাজনৈতিক সংগ্রাম-পন্থী ছিল।

জায়মান আশ্রসে এই সব গোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক/ট্রেড ইউনিয়নের জটিল বুননের অবদান রাখল। এমন একটি বিস্তৃত সংগঠনকে একত্র রাখা ও তার মৈত্রীবদ্ধ সর্বগ্রাহ্য গড়ন শ্রমসাধ্য। তাছাড়া অভিন্ন কর্মসূচিতে সম্মত করানো গেলেও প্রতিটি প্রবণতা স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে জাহির করতে চায় (কখনো কখনো বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ)।

একই সংগঠনে এই সব নানা ধারার সহাবস্থান সুনিশ্চিত করার জন্য এমন একটি কর্মসূচি গড়া মার্ক্সের বিরাট কৃতিত্ব, বিশেষত যখন একের সাথে অন্যের দৃষ্টির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার জন্যই আপাতবৈরভাবাপন্নদের মৈত্রীবন্ধনে আনীত করা সম্ভব হয়েছিল, যার ফলে আশ্রস আগেকার শ্রমজীবি সমিতিগুলির মত অচিরে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় নি।[৬] মার্ক্স আশ্রসের সামনে এক স্বচ্ছ উদ্দেশ্যমালা উপস্থাপন করলেন এবং কোন গোষ্ঠীকে বাইরে না রেখে সুদৃঢ় এক শ্রেণীভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন করলেন যা বিভেদবাদ ব্যতিরেকে গণচরিত্র দিল।সাধারণ পরিষদ (আশ্রস)-এর রাজনৈতিক আত্মাস্বরূপ ছিলেন মার্ক্সঃ প্রত্যেকটি মুখ্য

প্রস্তাবের খসড়া ও কংগ্রেসের রিপোর্ট তিনি প্রস্তুত করেছিলেন (ব্যতিক্রম ১৯৬৭-র লোসান কংগ্রেস; তখন তিনি দাস কাপিতাল-এর প্রুফ সংশোধনে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তাঁর সম্পর্কে জর্মন শ্রমজীবিদের নেতা গিয়র্গ এক্যারিয়াস (১৮১৮-১৮৮৯) বলেছিলেন 'যোগ্য স্থানে যোগ্য মানুষ'। [৭]

উত্তরকালে এক কল্প-ধারণার প্রচার হয়েছিল যে আশ্রসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মার্ক্স। সেন্ট মার্টিন'স হলে সভার সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন না। এঙ্গেলসকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, তিনি 'মঞ্চে উপবিস্ট হলেও বক্তা হিশেবে ছিলেন না'। সেখানে তাঁর অংশ গ্রহন নিয়ে লিখেছেনঃ "আমি জানতাম সেই উপলক্ষে 'গণ্যমান্য জনেরাই আসবেন লন্ডন ও প্যারিস থেকে আর তাই আমি আমার নিজের রীতি অনুসারে কোন আমন্ত্রণ রক্ষা করি নি।... সেই সভায় তিল ধারণের জায়গাও ছিল না(কারণ সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল)। সিদ্ধান্ত হ'ল 'শ্রমজীবিদের একটি আন্তর্জাতিক সমিতি' গঠিত হবে যার সাধারণ পরিষদের দপ্তর হবে লন্ডনে। তা জর্মনি,ইতালি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের শ্রমজীবি সমিতিগুলির সাথে 'মধ্যস্থতা' করবে। ঠিক হ'ল ১৮৬৫ সালে বেলজিয়ামে সাধারণ শ্রমজীবি জনগনের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে।" [৮]

আপসহীন সূচনা হলেও মার্ক্স তখনই ঐ উদ্যোগের সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই নতুন সংস্থা যাতে সফলভাবে তার লক্ষ্য পূরণ করতে পারে তার জন্য কঠোর পরিশ্রম শুরু করলেন। তার নামেই ছিল সম্মানসূচক প্রতিভাস, অন্তত সীমিত মহলে। তিনি ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হলেন।[৯] সেখানে তিনি শীঘ্রই যথেস্ট আস্থা অর্জন করলেন,যে কারণে তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল উদ্বোধনী ভাষণ ও আশ্রসের অস্থায়ী নীতিমালা প্রণয়নের। মার্ক্স বুঝতে পেরেছিলেন যে খসড়াতে তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রণীত কোন কিছু অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব'। তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে 'এমন একটি লাইনও না থাকে' খসড়ায়।[১০]

ঐ দুই পাঠ্য বস্তুতে তিনি লিখেছিলেন, মার্ক্স সুদৃঢ়ভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে পরস্পর অন্বিত করেন এবং আন্তর্জাতিক চিন্তন ও আন্তর্জাতিক সংগ্রামকে বেছে নেওয়ার বিকল্প নেই।[১১] উদ্বোধনী ভাষণে বলা

হয়েছিলঃ ‘সর্বত্রই শ্রমিক শ্রেণীগুলির বিপুল অংশ অবদমিত ও নিম্নগামী হচ্ছে আর একই হারে তাদের ওপরে যাঁরা আছেন তাঁরা সামাজিকভাবে ঊর্ধগামী। ইয়োরোপের সব দেশেই এখন প্রত্যেক সংস্কারমুক্ত মানসিকতার কাছে যে সত্য প্রতিভাত আর যারা তা অস্বীকার করে অন্য জনগনের প্রতিবন্ধকতার স্বার্থে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করে তা হ’ল এই যে যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগ, যোগাযোগের নানা কৌশল, কোন নতুন উপনিবেশ প্রাপ্তি, কোন অভিবাসন, কোন নতুন বাজার খুলে যাওয়া, মুক্ত বাণিজ্য, এসব কিছু একত্র করে মেহনতি জনগনের দুর্দশামোচন করতে পারবে না, কিন্তু এই ভূয়া বিকাশভিত্তিতে শ্রমের উতপাদনী শক্তির প্রতিটি নূতন বিকাশ সামাজিক বৈপরীত্য গভীরতর করবে ও সামাজিক বৈরিতার জন্ম দেবে।ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহানগরীতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই নেশাগ্রস্ত যুগে অনাহারের মৃত্যু প্রায় একটি প্রতিষ্ঠানের স্তরে পৌঁছেছিল।বিশ্ব ঘটনাপঞ্জিতে এই যুগ চিহ্নিত দ্রুতঘটিত প্রত্যাবর্তন, প্রশস্তকারী কম্পাস এবং সামাজিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সংকট নামক সামাজিক কীটের মারাত্মক প্রভাবে।

শ্রমজীবিদের কাছে এটা পরিষ্কার হতে হবে যে ‘ভূম্যধিকারী ও পুঁজিমালিকরা তাদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া অধিকার রক্ষা ও চিরন্তনতার জন্য রাজনৈতিক বিশেষাধিকার সবসময় ব্যবহার করবে।তাই উন্নীত করা তো দূরস্থান, মেহনতি মানুষের মুক্তি অবরোধ করতে তারা সম্ভাব্য সবরকম অন্তরায় প্রতিস্থাপন করতেই থাকবে।’ আর তাই ‘রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন শ্রমিক শ্রেণিসমূহের মহান কর্তব্য।’ [১২] অভিন্ন সংগ্রামের পরিকল্পে মৌলিক স্বাতন্ত্র্যাধিকার অটুট রেখে নানা জাতীয় প্রেক্ষাপটে তাদের এক নির্দেশক কেন্দ্রের তলে ঐক্যবদ্ধ করে আশ্রসকে এক রাজনৈতিক সংশ্লেষ নির্মাণের কর্মকান্ডের বিকাশ মঞ্চ করে তোলার মূল কৃতিত্ব মার্ক্সের।[১৩] একতা রক্ষা করা কখনো কখনো কঠোর কঠিন, বিশেষ করে যখন সেই সংগঠনের রাজনৈতিক অবস্থানে মার্ক্সের পুঁজিতন্ত্র-বিরোধিতার আধিপত্য কখনো ছিল না। তাই তিনি এঙ্গেলসকে বলেছিলেন ‘শ্রমজীবিদের আন্দোলনের বিদ্যমান দৃষ্টিকোণে আমাদের মতাবস্থান প্রতিফলিত হবে এমন গড়ন অত্যন্ত কঠিন’

হয়ে উঠছিল।তাই তিনি এঙ্গেলসকে বলেছিলেন 'শ্রমজীবিদের আন্দোলনের বিদ্যমান দৃষ্টিকোণে আমাদের মতাবস্থান প্রতিফলিত হবে এমন গড়ন অত্যন্ত কঠিন' হয়ে উঠছিল।আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের আগে ভাষার সাবেকী সাহসী ব্যবহার করতে সময় লাগবে। আমাদের আচরণে সুভদ্রতা, কাজে দৃঢ়তা (লাতিনে লিখেছিলেন fortirer in re, suaviter in modo –অনুবাদক) থাকতে হবে।[১৪] কিন্তু আন্তর্জাতিকে সম্ভাব্য নির্বাচনিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মার্ক্সের ভিন্ন চিন্তা ছিল। (আশ্রস) প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরে তিনি ব্রিটিশ আমূল পরিবর্তনকামী এডমন্ড ব্যিলস (১৮০৩-১৮৮১) প্রসঙ্গে লিখলেনঃ 'আমরা পাতি সংসদীয় উচ্চাশার জন্য স্তম্ভ পাদানি হতে পারি না'[১৫], তিনি সংসদীয় নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন।

যাই হোক,কালক্রমে খানিকটা তাঁর জিদ, খানিকটা নৈমিত্তিক ভাঙ্গন মার্ক্সের চিন্তা হয়ে উঠল নেতৃত্বদায়ী নীতি। সে কাজও কঠিন ছিল,[১৬] কিন্তু সেই বছরগুলির সংগ্রাম থেকে রাজনৈতিক বিবরণীর প্রয়াস লাভবান হয়েছিল। শ্রমজীবিদের সমাবেশ গুলির চরিত্র, প্যারি কমিউনের পদ্ধতিগত বিরোধিতার চ্যালেঞ্জ, অত বড় ও জটিল সংগঠনকে সংবদ্ধ রাখার অভূতপূর্ব কর্মকর্তব্য, নানা ঔপপত্তিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি নিয়ে শ্রমজীবিদের আন্দোলনে অন্যান্য ধারার সাথে বিতর্কের পরম্পরা- এই সবই মার্ক্সকে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যাবার বাধ্যকতা দিয়েছিল,যা ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পরাভব ও সবচেয়ে প্রগতিশীল শক্তিগুলির গতিস্রোতে ভাঁটার পর থেকেই তাঁর মানস আবদ্ধ করেছিল। তিনি নিজেও তাঁর চিন্তাধারা বিকাশ ও কখনো কখনো সংশোধনে, পুরনো অবশ্যম্ভাবিতাগুলি আলোচনা ও নতুন প্রশ্নবোধকতাকে অনুপ্রাণিত হতেন, বিশেষ করে পুঁজিতন্ত্র নিয়ে তাঁর সমালোচনা তীক্ষ্ণতর করে কমিউনিস্ট সমাজের বিস্তৃত রূপরেখা প্রণয়নের জন্য। আশ্রস-এ মার্কসের ভূমিকা সম্পর্কে গোঁড়া সোভিয়েত অভিমত অনুযায়ী তিনি ইতিহাসের মঞ্চে যান্ত্রিকভাবে একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রয়োগ করেছিলেন ও তাঁর গবেষণায় নিহিত করেছিলেন – এ ধারণা বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।[১৭]

২। সাংগঠনিক অগ্রগতি ও বিকাশ

তাঁর জীবদ্দশায় এবং পরবর্তী দশকগুলিতে, আশ্রস-কে একটি ব্যাপৃত ও আর্থিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল। এর সদস্যসংখ্যা সর্বদা অতিরঞ্জিত করা হ'ত,, তা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণেই হোক,কিছু কিছু নেতার বাস্তব পরিস্থিতির অতিরঞ্জনের জন্য হোক বা কারণ বিরোধীদের ইপ্সিত নৃশংস অবদমন করতে চায়, এমন বাহানাকে যুক্তি খাড়া করছিল বলে। কিছু ফরাসি নেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পাবলিক প্রসিকিউটর ১৮৭০এর জুনে বলেছিলেন যে ইউরোপে এই সংগঠনের ৮০০,০০০ এরও বেশি সদস্য ছিল [১৮]; পরের বছর প্যারি কমিউনের পরাজয়ের পরে, দি টাইমস-এর অনুমান ২৫ লক্ষ,রক্ষণশীল শিবিরের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত সমীক্ষক অস্কার টেস্টুট (১৮৪০-)এর হিশেবে ৫০ লক্ষ। [১৯]

ব্রিটেনে কেবল ইস্পাত শ্রমিকরা ব্যতিক্রমী।নচেৎ, আশ্রস-এ শিল্প প্রলেতারিয়েতদের সর্বদা বড় সংখ্যার উপস্থিতি ছিল। [২০] আর কোথাও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না।অন্তত দক্ষিণ ইউরোপে সংগঠনের সম্প্রসারণের পরে। আরেক বিপুল সীমাবদ্ধতা ছিল অদক্ষ শ্রমিকদের শামিল করায় ব্যর্থতা-[২১], শুরু থেকে প্রথম কংগ্রেস-এর অন্তর্বর্তী কালে মার্ক্সের প্রয়াস সত্বেও। 'অস্থায়ী সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দেশাবলীঃ নানা প্রশ্নমালা' এ বিষয়ে পরিষ্কার বলা হয়েছিলঃ তাদের আসল উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও, তাদের [ট্রেড ইউনিয়নগুলি] এখন তাদের অবশ্যই শিখতে হবে কিভাবে সচেতনভাবে শ্রমজীবি শ্রেণির সংগঠন কেন্দ্র হিশেবে গড়ে তোলা যায় তাদের পূর্ণ মুক্তির স্বার্থে।। তাদের প্রতিটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন সেই দিকে চালিত হতে সহায়ক হবে। নিজেদের সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির আরক্ষক ও প্রতিনিধির ভূমিকাগ্রহণকারী হিশেবে তাদের সমাজ-বহির্ভূত মানুষ জনকে তাদের সারিতে টেনে আনায় ব্যর্থ হ'লে চলবে না। তাদের অবশ্যই সবচেয়ে কম-মজুরী পাওয়া মজদুরদের স্বার্থ সযত্নে দেখতে হবে;কৃষি শ্রমিক যারা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে নিঃশক্তি।তাদেরকেবোঝাতে হবে যে তারা (অর্থাৎ আশ্রসের-অনুবাদক)

সংকীর্ণতা ও স্বার্থসিদ্ধি থেকে অনেক দূরে থেকে দুনিয়ার নিযুত নিযুত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লক্ষে নিয়োজিত।[২২]

যাইহোক, আশ্রস ছিলকর্মরত শ্রমজীবিদের সংগঠন, কর্মহীন নয়। একটি সংস্থা হিসাবে রয়ে গেছে; বেকাররা কখনই এর অংশ হয়ে উঠেনি। তার প্রতিফলন নেতৃবৃন্দের উৎসভিত্তিই। কারণ কিছু ব্যতিক্রম ছিল, আর সবাই কারিগর ও মস্তিস্ক-শ্রমজীবি ছিলেন।

আশ্রসএর অর্থসংস্থান ছিল তেমনই অবিশ্বাস্য সম্পদের অধিকারী কথাটা চালু হ'লেও[২৩] আসল সত্য এই যে তার আর্থিক সামর্থ্য সব সময় অস্থিতিশীল ছিল। সংগৃহীত চাঁদা বছরে কয়েক কুড়ি পাউন্ড স্টার্লিং-এর বেশী হ'ত না,[২৪] যা থেকে সাধারণ সম্পাদকের চার শিলিং সাপ্তাহিক মজুরি এবং দপ্তরের ভাড়ার সংস্থান হ'ত। মাঝে মাঝে বকেয়া বেড়ে যাওয়ায় উচ্ছেদের হুমকিও আসত।

আশ্রস-এর অন্যতম মূল রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নথিতে তার কাজকর্ম মার্কস এভাবে সংক্ষেপিত করেছেন: 'শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলিকে একত্রিত ও সাধারণীকরণ করা আশ্রস-এর কাজ, তবে কোনও হুকুম জারি বা গোঁড়া চাপিয়ে দেওয়া নয়,তা সে হোক না কেন।[২৫]

সঙ্ঘ এবং স্থানীয় বিভাগগুলিতে যথেষ্ট স্বায়ত্ত স্বাতন্ত্র্য দেওয়া সত্ত্বেও আশ্রস সবসময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি সঞ্চারপথকে ধরে রেখেছে। এর সাধারণ পরিষদ ছিল এমন এক স্থান কেন্দ্র যা বিভিন্ন প্রবণতার একীকরণের উদ্দেশ্যে সংশ্লেষণ করেছিল এবং সমগ্র সংগঠনের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছিল।তাই ১৮৬৪-র অক্টোবর থেকে অগাস্ট ১৮৭২ অব্দি দারুণ নিয়মিতভাবে সভায় মিলিত হয়েছিল, ৩৮৫ বার। বুধবার সন্ধ্যায় পরিষদের অধিবেশন কক্ষগুলি পাইপ এবং চুরুটের ধোঁয়ায় আবৃত থাকত, সদস্যরা নানা বিষয়ে বিতর্ক করতেন, যেমনঃ কর্মস্থলের পরিবেশ, নতুন যন্ত্রের প্রভাব, ধর্মঘটের পক্ষে সমর্থন, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা ও গুরুত্ব, আইরিশ প্রশ্ন, বিদেশ নীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং অবশ্যই ভবিষ্যতের সমাজকে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে তা নিয়ে। আশ্রস-এর বর্তমান উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি, চিঠিপত্র এবং প্রস্তাব; বিশেষ পরিস্থিতিতে

ইশতেহার, বক্তৃতা এবং আহ্বান সংক্রান্ত। নানা দলিলের খসড়া করার জন্যও দায়িত্ব ছিল সাধারণ পরিষদের। [২৬]

ব্রিটেনই প্রথম দেশ যেখান থেকে আন্তর্জাতিকটিতে যোগদানের জন্য আবেদন করা হয়েছিল জন্মের প্রথম বছরে, সাধারণ পরিষদ আশ্রস-এর নীতিগুলি প্রচার করার জন্য নিবিড়ভাবে তৎপরতা দেখায়। বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক প্রশ্নের বাইরেও তার দিগন্ত প্রসারিত করতে সহায়তা করা হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৮৬৫-র ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত (নির্বাচনী) সংস্কার লীগের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে এটি ছিল।

ফ্রান্সে ১৮৬৫-র জানুয়ারিতে আশ্রস-এর একটা চেহারা ফুটে ওঠে, যখন প্যারিসে এ তার প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যান্য বড় কেন্দ্রগুলি খুব শীঘ্রই লিয়ঁ এবং কেন-এ প্রতিষ্ঠা হ'ল। কিন্তু এটি শক্তিগতভাবে অত্যন্ত সীমিত ছিল। তবুও আশ্রস-এর ফরাসি সমর্থকেরা ২৫ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত সংস্থার প্রথম সম্মেলনে নিজেদেরকে দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রুপ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁদের বেশিরভাগ প্রুধোঁর পারস্পরিকবাদী তত্ত্বের অনুসারী ছিলেন।জার্মানি, পোল্যান্ড এবং ইতালি থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি সহ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের ত্রিশজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তখনই একটি সাধারণ কংগ্রেস স্থাপনের মূল পরিকল্পনাটি ছিল। তবে মার্কস অভিমত ছিল এই যে 'সেই সময়টা এখনও হয়নি',[২৭] এবং এঙ্গেলসকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছেন যে, রাজনৈতিক কাঠামো যখন ভ্রূণের স্তরে, এমন করলে নিজেরা 'কেবলমাত্র হেয় প্রতিপন্ন হবে'।[২৮] প্রতিনিধিরা ১৮৬৫র সেপ্টেম্বরে লন্ডন সম্মেলনে মিলিত হয়ে আশ্রস-এর বিশেষত সাংগঠনিক পর্যায়ে নেওয়া প্রথম পদক্ষেপের তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। আর সেই সম্মেলন থেকে পরের বছরের জন্য প্রথম কংগ্রেস ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং আলোচনা মূল বিষয়গুলি পেশ করা হয়। এই ভিত্তিতে, মার্কস একটি খসড়া আলোচ্যসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন করেছিলেন এবং সুইটসারল্যান্ডের জন্য আশ্রস-এর সচিব হারমান ইয়ুং (১৮৩০-১৯০১) এর কাছে একটি চিঠিতে মূল বিষয়গুলি উদ্ধৃত করেছিলেন:

১। সমিতি সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ: ১) এর প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ। ২) সমিতির সদস্যদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ সমিতি প্রতিষ্ঠা। - সমিতির অনাথদের নৈতিক ও বৈষয়িক সহায়তা প্রদান করা।

২। সামাজিক প্রশ্নমালাঃ এক,সমবায় শ্রম; দুই, শ্রমের সময় হ্রাস; তিন, মহিলা এবং শিশুদের শ্রম; চার, ট্রেড ইউনিয়ন: তাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ; পাঁচ, পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে সংগ্রামে আশ্রস-এর মাধ্যমে সমন্বয়ের প্রয়াস ; ছয়, আন্তর্জাতিক ঋণ, আন্তর্জাতিক ঋণ প্রতিষ্ঠান গঠনের ভিত গড়া, তাদের রূপ ও পরিচালনা পদ্ধতি; সাত, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ কর; আট, স্থায়ী সেনা বাহিনী এবং উৎপাদন-এ তাদের প্রভাব।

৩। আন্তর্জাতিক রাজনীতিঃ মস্কোর প্রভাব অবসান করে ইউরোপে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক ও সামাজিক ভিত্তিতে পোল্যান্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

৪। দর্শনের একটি প্রশ্ন: ধর্মীয় ধারণা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে এর সম্পর্ক। [২৯] এই দুটি সমাবেশের মধ্যে সময়কালে, আশ্রস ইউরোপে প্রসারিত হতে থাকে এবং বেলজিয়াম এবং ফরাসী ভাষী সুইটসারল্যান্ডে তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কুর প্রতিষ্ঠা করে। প্রুশিয় সম্মিলন আইন(যা জর্মন রাজনৈতিক সমিতিগুলিকে অন্যান্য দেশের সংস্থাগুলির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন থেকে বিরত ছিল)-যা র অর্থ হ'ল আশ্রস তৎকালীন জর্মন কনফেডারেশন যে বিভাগ ছিল তা খুলতে না পারা। জর্মন শ্রমজীবিদের সাধারণ সমিতি ছিল জর্মন ইতিহাসে প্রথম শ্রমজীবিদের দল,[৩০] ১৮৬৩ সালে লাসালের শিষ্য যোহান ব্যাপ্টিস্ট শোয়াইৎসারের (১৮৩৩-১৮৭৫) নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত। এরা ওটো ফন বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৭৮) এর সাথে দোলাচলী আলোচনার লাইন অনুসরণ করেছিল এবং তার অস্তিত্বের শুরুর বছরগুলিতে আশ্রস সম্পর্কে খুব প্রায় কোন আগ্রহই দেখায়নি; মার্কসের সাথে তাঁর রাজনৈতিক সান্নিধ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর মত এ ব্যাপারে অনীহা ছিল হ্বিলহেল্ম লিবনেখতের যোহান ফিলিপ বেকার জেনেভা ভিত্তিক 'জর্মনভাষীগোষ্ঠী'-র মাধ্যমে সমস্যাগুলির সুরাহার পথ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্রমজীবিদের সংগ্রামে আন্তর্জাতিক মাত্রার কেন্দ্রিকতা লিবনেখতের কাছে যেমন বোধগম্য ছিল না ফন শোয়াইৎসারের সাথেও মার্ক্সের গভীর ঔপপত্তিক এবং রাজনৈতিক,মতভেদ ছিল।তিনি তার পরে ১৮৬৫র ৫ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন যে 'সমবায় সমিতির জন্য রয়্যালপ্রুশিয়ান সরকারের সহায়তা', লাসালপন্থীরা স্বাগত জানালেও, 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে মূল্যহীন ছিল, যদিও একই সাথে খবরদারির রীতি প্রসারিত করেছিল শ্রমিক শ্রেণির একাংশকে দুর্নীতিগ্রস্থ ও আন্দোলনকে নির্বীর্য করেছিল।' শ্রমজীবীদের সাথে রাজতন্ত্রের জোটের সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেনঃ "প্রুশিয়ার বুর্জোয়া দল যেমন নিজেই অপদার্থ দুর্নাম কিনেছিল ও প্রিন্স রিজেন্টের কৃপায় 'নতুন যুগের' সাথে সরকার তার কোলে ঢলে পড়েছিল বলে দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস নিয়ে বর্তমান দুর্দশাগ্রস্থ পরিস্থিতি ডেকে এনেছিল, তেমনি শ্রমজীবিদের দলও আরো বেশী অপদার্থ প্রতিপন্ন করবে এই কল্পনা করে যে বিসমার্ক যুগ বা অন্য কোনও প্রুশিয়ান যুগ রাজার অনুগ্রহে সোনার আপেল মুখের এসে পড়বে। কোন প্রুশিয় সরকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারে লাসালের এই দুর্ভাগ্যজনক মায়া হতাশার জন্ম দেবে। পরিস্থিতিই তার যুক্তি দেবে। তবে শ্রমজীবিদের দলের সম্মানের স্বার্থে প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা সেই ফানুস ফুটো করে দেওয়ার আগেই এই সব মায়া ত্যাগ করুক। শ্রমিক শ্রেণি হয় বিপ্লবী নয় কিছুই নয়।[৩১]

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের সমালোচনা সেই সময়ে মার্ক্সের রাজনৈতিক ভাবনায় প্রায়ই প্রতিফলিত হ'ত। এর কিছুদিন আগে শোয়াইৎসারকে চিঠি লেখার পরে, তিনি এঙ্গেলসকে তাঁর অভিভাবনা জানিয়েছিলেন যে জর্মনিতে লাসালপন্থীদের অবস্থান অনেকটা 'উদারপন্থী বুর্জোয়াদের' বিরুদ্ধে "সরকারের" সাথে "প্রলেতারিয়েতের" জোট, 'যা দু পক্ষই ১৮৪৭ সালে বিরোধিতা করেছিল।[৩২]

লন্ডনে সাধারণ পরিষদের তৎকালীন কার্যকলাপ আশ্রস-কে আরও শক্তিশালীকরণে নির্ধারক হয়েছিল। লন্ডন অ্যাম্যালগ্যামেটেড টেইলার্সের ধর্মঘটীদের সমর্থন নিয়ে ১৮৬৫র বসন্তে এটি শ্রমিকদের সংগ্রামে প্রথমবারের জন্য একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এবং ধর্মঘটের

সাফল্যের পরে, দর্জিদের পাঁচটি সমিতি (যার প্রতিটির সংখ্যা প্রায় ৫০০ ছিল) শ্রমিকরা আশ্রস-এর অনুমোদিত হবার সিদ্ধান্ত নিল। অন্যান্য শ্রমবিরোধের ইতিবাচক ফলাফল বেশ কয়েকটি ছোট ইউনিয়নকে আকৃষ্ট করেছিল, ফলে প্রথম কংগ্রেসের সময় পর্যন্ত এর মধ্যে ইতিমধ্যে মোট সতেরোটি ইউনিয়ন অনুমোদন নেওয়ায় মোট ২৫,০০০ এর বেশি নতুন সদস্য শামিল হলেন। আশ্রস-ই প্রথম সংস্থা যা ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির অনুগামীদের শুধুমাত্র অনুমোদিত সমিতি তালিকাভুক্ত করার মধ্যে কর্মকান্ড আবদ্ধ রাখে নি।[৩৩]

কোনও ঘটনাই সরল পথে সমাধান হয় না। স্বাস্থ্যের কারণে মার্কসের অনুপস্থিতির সুযোগে লুইজি হ্বোল্ফের (১৮১০-১৮৭১) নেতৃত্বাধীন মাৎসিনিপন্থীরা সাধারণ পরিষদে প্রায়শ রাজনৈতিক সংঘাত সৃষ্টি করতেন মার্কস তাঁদের বৈরিতা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন এবং ১৮৬৫-র সালের ডিসেম্বরে তিনি এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন যে, 'যদি তিনি কাল পদত্যাগ করেন, বুর্জোয়া স্বার্থসেবীরা বেড়ে উঠবে।' [৩৪]

একবার ১৮৬৬-র মার্চে একটি বিশেষ প্রতিকূল মুহূর্তে, তিনি লিখলেন: "আশ্রস-এর 'আন্ত র্জাতিক পরিষদ'এ সব কিছু অগোছালো হয়ে আছে। "অথচ অনুপস্থিত "অত্যাচারী" ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মহান আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে,একই সাথে পুরো ব্যবস্থাটির উচ্ছেদাকাঙ্খী।" [৩৫] একই মাসে তিনি তার মামাতো ভাই আঁতোয়ানেত ফিলিপসকে [১৮ ৩৭-১৮৮৫) লিখলেন: "আশ্রস-এর পরিষদ থেকে আমার বাধ্যত ও দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতির সময় মাৎসিনি আমার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একধরণের বিদ্রোহ উস্কে দিতে নিয়োজিত ছিলেন। 'নেতৃত্ব' কখনই উল্লাসকর নয় বা আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-জাত নয়। আমি সবসময় আমার মনে ছিল তোমার বাবা যা বলতেন 'খচ্চররা সর্বদা খচ্চরচালককে ঘৃণা করে'। তবে আমি একবার একটি উদ্যোগে কাজ করতে শুরু করে ভেবেছিলাম 'উদ্বিগ্ন' মানুষ হয়ে আমি পথ ছাড়ব না মুক্তচিন্তা ও সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে দৃঢ় ঘৃণাকার মাৎসিনি আমাদের সমিতির অগ্রগতির প্রতি গভীর ঈর্ষান্বিত ছিলেন।"[৩৬]

জেনেভা শহরে ব্রিটিশ, ফ্রান্স, জর্মনি এবং সুইটসারল্যান্ডের ৬০ জন

প্রতিনিধি নিয়ে আশ্রস-এর প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হ'ল ১৮৬৬-র ৩ থেকে ৮ সেপ্টেম্বরে। ততদিনে প্রতিষ্ঠার পর দুই বছরে আশ্রস-এর সাংগঠনিক হিশেব নিকেশ অনুকূলতার ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছিল। তার পতাকা তলে এক শতাধিক ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক সংগঠন শামিল হয়েছে। কংগ্রেসে অংশগ্রহনকারীরা নেওয়া মূলত দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রথমটিতে ব্রিটিশ প্রতিনিধি, কয়েকজন জর্মন ও সুইসদের অধিকাংশ সমন্বয়,যাঁরা মার্ক্স-নির্ধারিত সাথারণ পরিষদের নির্দেশাবলীর পক্ষে (যদিও মার্ক্স জেনেভাতে উপস্থিত ছিলেন না)। দ্বিতীয়টি ফরাসী প্রতিনিধি এবং কিছু ফরাসীভাষী সুইসদের পারস্পরিকবাদীদের সমন্বয়ে গঠিতল। সেই সময়ে, বাস্তবে, মধ্যপন্থীদের অবস্থান আশ্রস-এ প্রাধান্য পেত এবং প্যারিসের আঁরি তোলেঁ (১৮২৮-১৯৯৭) এর নেতৃত্বে পারস্পরিকবাদীরা এমন একটি সমাজের কল্পনা করেছিল যেখানে শ্রমিকরা একাধারে উৎপাদক, পুঁজিবাদী এবং উপভোক্তা হবে। যাঁরা মুক্ত ঋণ-মঞ্জুকে সমাজের রূপান্তরে নিয়ামক মনে করতেন; মহিলাদের শ্রমকে নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিজনক মনে করতেন এবং শ্রম সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করতেনঃ দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টার থেকে কমিয়ে আনার আইনও - এই যুক্তিত্ব যে এটি শ্রমিক এবং নিয়োগকারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের হুমকিস্বরূপ এবং বিদ্যমান ব্যবস্থা আরও কঠিন করে তুলবে।

মার্ক্স-প্রণীত প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতে, সাধারণ পরিষদের নেতারা কংগ্রেসে সংখ্যাগতভাবে শক্তিশালী পারস্পরিকবাদীদের খর্ব করতে সফল হন এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পক্ষে ভোট পড়ে। পরোক্ত প্রশ্নে, অস্থায়ী সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দেশাবলী অংশে 'কিশোর ও শিশুদের শ্রম (উভয় লিঙ্গ)' সম্পর্কিত 'নানা প্রশ্ন (১৮৬৬) মার্ক্স স্পষ্ট করে বলেছিলেনঃ কেবলমাত্র সামাজিক কারণকে সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেই এটি কার্যকর করা যেতে পারে এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের শক্তি দ্বারা প্রয়োগ ব্যতিরেকে সাধারণ আইনের মাধ্যমে এটি করার কোনও অন্য পদ্ধতি নেই। এরূপ আইন প্রয়োগে শ্রমিক শ্রেণি সরকারী ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে না। পরন্তু তারা সেই শক্তিটিকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত

তাদের নিজস্ব স্বার্থমুখী হতে পারে। তার জেরেই কোন না কোন সাধারণ উপায়ে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যর্থ প্রয়াস।[৩৭]

তাই বুর্জোয়া সমাজকে শক্তিশালী তো দূরস্থান (যা প্রুধোঁ ও তাঁর অনুগামীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল) করা থেকে অনেক দূরে - যেমন প্রডাহন এবং তাঁর অনুসারীরা ভুলভাবে বিশ্বাস করেছিল) এই সংস্কারবাদী দাবীগুলি শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য একটি অপরিহার্য সূচনা সূত্র ছিল।

উপরন্তু মার্ক্স জেনেভা কংগ্রেসের জন্য যে "নির্দেশানামা" লিখেছিলেন তাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মূল কর্মধারা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত ছিল যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল শুধু ব্রিটেনের রবার্ট আওয়েন ও জর্মনির লাসালের[৩৮] অনুগামীরা ও পারস্পরিকবাদীরা:

ট্রেড ইউনিয়নগুলির সেইসব কার্যকলাপ কেবল বৈধ নয়, প্রয়োজনীয়ও। এত দিন তা পরিহার্য হতে পারে না কারণ উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিপরীতে, সব দেশে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা সাধারণীকৃত ও সমন্বিত হওয়া। অন্যদিকে, অবচেতনভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিক শ্রেণির সংগঠনের কেন্দ্র হয়ে উঠছিল,, মধ্যযুগীয় পৌরসভায় ও কমিউনগুলিতে হয়েছিল। যেমন স্টরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির হয়েছিলেন। যদি মূলধন এবং শ্রমের মধ্যে গেরিলা লড়াইয়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রয়োজন হয়, তবে তারা মজুরি শ্রম এবং মূলধনী হুকমত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে নিয়ম্য ব্যবস্থার তদারকির কাজ অগ্রাধিকার পায়।

একই দলিলে মার্কস বিদ্যমান ইউনিয়নগুলিকে তাঁর সমালোচনা থেকে রেহাই দেয়নি। কারণ তাঁরা "পুঁজির বিরুদ্ধে স্থানীয় ও তাৎক্ষণিক বিষয়গুলির দিকেই ঝুঁকছিল এবং মজুরি দাসত্বের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তাঁদের ক্ষমতা পুরোপুরি বুঝতে পারে নি। সুতরাং তাঁরা সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে অনেক বেশি দূরে রইলেন।"[৩৯]

তিনি এক বছর আগে ২০-২১ জুনে সাধারণ পরিষদে ভাষণে ঠিক একই যুক্তি দিয়েছিলেন,যা মরণোত্তরকালে 'মূল্য, মূল্য এবং মুনাফা (১৮৬৫)' নামে প্রকাশিত হয়েছিল:

প্রতিদিনের লড়াইয়ের চূড়ান্ত কাজটি নিজের কাছে অতিরঞ্জন শ্রমিক

শ্রেণির অনুচিত। তাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তাঁরা লড়ছে ফলাফলের বিরুদ্ধে, তাদের কার্যকারণের বিরুদ্ধে নয়। তাঁরা নিম্নগামী আন্দোলনকে প্রতিহত করে, কিন্তু তাদের দিক পরিবর্তন করে না, তারা ব্যাধি নিরাময় নয়, তার উপশম প্রয়োগ করে। অতএব, অনিবার্যভাবে পুঁজি বা বাজারের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনিঃশেষ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত গেরিলা যুদ্ধে নিমগ্ন থাকা উচিত নয়। তাঁদের বোঝা উচিত যে, তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত দুর্দশাগুলির সাথে বর্তমান ব্যবস্থা একই সাথে সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত পরিস্থিতি এবং সামাজিক রূপগুলিকে উৎসাহ যোগায়। 'একটি সুষ্ঠু দিনের কাজের জন্য একটি ন্যায্য দিনের মজুরি', এই রক্ষণশীল উদ্দেশ্যের পরিবর্তে, তাদের কেতনে খোদিত হওয়া উচিৎ বৈপ্লবিক নীতিবাক্য 'মজুরি ব্যবস্থার বিলুপ্তি!'[৪০]

কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলিরঅন্যতম ছিল মার্ক্স-ভাবিত এমন এক পদক্ষেপ শ্রমিক শ্রেণিকে পুঁজির জোয়াল থেকে মুক্ত করার জন্য অপরিহার্য –কাজের সময় সংক্ষিপ্তকরণ।

একটি প্রাথমিক শর্ত, যা ছাড়া উন্নতি এবং মুক্তি থেকে সমস্ত প্রচেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ প্রমাণিত হবে, অর্থাৎ কর্ম দিবসের সীমাবদ্ধতা। শ্রমিক শ্রেণীর (শ্রমিক শ্রেণী মানে প্রতিটি জাতির মহা অবয়ব) স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শক্তি পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজন, পাশাপাশি তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের সম্ভাবনা সুরক্ষিত করার জন্য পারস্পরিক মেলামেশা সামাজিক এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তা।[৪১]

প্রতিনিধিরা আগাম দেখতে পেয়েছিলেন 'কর্মদিবসের আইনী সীমা হিশেবে ৮ ঘন্টা কাজ করার' দাবিটি শেষ পর্যন্ত 'গোটা দুনিয়া জুড়ে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের সাধারণ মঞ্চ হয়ে উঠবে।

এই কংগ্রেসের ফলাফল সম্পর্কে মার্কসের মন্তব্যগুলি সাধারণভাবে ইতিবাচক ছিল। হ্যানোভারে তাঁর বন্ধু লুদ্বিগ কুগেলম্যানকে লিখেছিলেনঃ মোটের উপর, যা হ'ল তা আমার প্রত্যাশার অতীত।আমি যেতে পারিনি, তবে লন্ডনের প্রতিনিধিদের পেশ করা কর্মসূচি আমার লেখা। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সেই বিষয় চুম্বকগুলিতে আবদ্ধ রেখেছিলাম, যেগুলি

শ্রমজীবিদের প্রত্যক্ষ চুক্তিবদ্ধতা ও প্রচেস্টাসমূহের সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করে এবং শ্রমজীবিদের সংগঠনকে শ্রেণিবদ্ধ করা ও শ্রেণি সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ পুষ্টিবর্ধন করে ও প্রেরণা যোগায়। প্যারিসের ভদ্রলোকদের মস্তিস্ক এতই প্রুধোঁবাদী শূন্যতাবৃত ছিল তারা অবিরাম বিজ্ঞান সম্পর্কে না জেনে কপচে যেতেন। সর্ব প্রকার বৈপ্লবিক আন্দোলন অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রাম থেকেই উদ্ভূত, প্রতিটি সংবিবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন এবং সেইজন্য যা রাজনৈতিক উপায়ে অর্জন করা যায় (যেমন, আইন অনুসারে কর্ম দিবস সীমাবদ্ধকরণ) বর্জন করতেন। স্বাধীনতার জন্য ও সরকারবিরোধী বা স্বৈরাচারবিরোধী ব্যক্তিসর্বস্বতার আড়ালে এই ভদ্রজনেরা (যারা ১৬ বছর ধরে চরম নৃশংসতা চুপচাপ সহ্য করেছেন এবং এখনও তা সহ্য করে চলেছেন) আসলে মেকি বুর্জোয়া বুর্জোয়া অর্থনীতি প্রচার করছেন, প্রুধোঁবাদী আদর্শের ছদ্মবেশে।প্রুধোঁ প্রচুর ক্ষতি করেছেন। কল্পনাসর্বস্বতাবাদীদের সাথে তাঁর মেকী-সংঘাত ছদ্ম- সমালোচনাত্মক (তিনি নিজেই এক অর্ধ-শিক্ষিতবকল্পনাসর্বস্বতাবাদী), যা প্রথমে 'উল্বন উল্লাসী' ছাত্রদের এবং পরে শ্রমজীবিদের (বিশেষত প্যারিসে) কব্জা ক'রে, পরে দূষিত করেছিল আমার প্রতিবেদনে আমি তাঁর ও তাঁদের প্রকাশ্যে না হলেও কড়া সমালোচনা করেছি।' [৪২]

ইউরোপের অনেক দেশে ১৮৬৬-র শেষ দিকে ধর্মঘটগুলি তীব্রতর হয়। শ্রমজীবিদের ব্যাপক সংখ্যক সংগঠিত জনশক্তি- তাঁদের দুঃস্থ অবস্থার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে সহায়তা করেছিল এবং সংগ্রামের একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ তরঙ্গের মূল শক্তি কেন্দ্র গঠন করেছিল। সেই সমাবেশ আশ্রস-এর সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের পথ বেঁধেছিল। আশ্রস ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি সমর্থনজ্ঞাপন এবং সংহতির আহ্বান করেছিল, ধর্মঘটকারীদের জন্য তহবিল সংগ্রহ সংগঠিত করেছিল, এবং শ্রমজীবিদের প্রতিরোধকে কর্তৃপক্ষের দুর্বল করার প্রচেষ্টা বানচালের প্রয়াসে সহায়তা করেছিল।

সেই সময়কালে তাঁদের ব্যবহারিক ভূমিকা শ্রমজীবিদের আশ্রস-কে তাঁদের স্বার্থরক্ষার একটি সংস্থা হিসাবে চিনতে শেখায়। কোন কোন সংগঠন

আশ্রস-এর যোগদানের আবেদনও করেছিল।[৪৩] নানা জাতীয়তা ও ভাষা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্নতার আবদ্ধ হলেও আশ্রস ব্যাপক পরিসরে নানা সংগঠনের ও স্বতঃস্ফূর্ত লড়াইগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে পেরেছিল।তার সবচেয়ে বড় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রতিপন্ন হয়েছিল শ্রেণি সংহতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নিরঙ্কুশ প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনে,যা সুদৃঢ় ভাবে প্রাথমিক লক্ষ্য এবং রণকৌশলগুলির আংশিক চরিত্র ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিককরণের প্রক্রিয়াধীন ছিল। সংস্কার আইনের সাথে যুক্ত যুদ্ধের প্রথম ফলস্বরূপ সংস্কার আইন দশ লক্ষেরও বেশি ব্রিটিশ শ্রমজীবিদের ভোটাধিকার দিল। পরবর্তী সময়ে ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে বৈধকরণ নির্যাতন ও দমনের ঝুঁকির অবসান ঘটিয়েছিল, সংবাদ মাধ্যমকে সমাজে সত্যিই সজীব উপস্থিতি দিয়েছিল, যার ফলে দেশের বাস্তববাদী শাসকরা সংস্কারের পথে জারি রাখল এবং মেহনতি শ্রেণিগুলি সুতরাং তাদের ফরাসী প্রতিরূপদের বিপরীতে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য আরও বেশি আশাবাদী হওয়ার কারণে তাদের ছিল একাত্মতার অনুভূতি।[৪৪] মহাদেশের পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষে একেবারে অন্যরূপ। জর্মন মহাসমিতিতেকনফেডারেশনে যৌথ মজুরি-দর কষাকষি তখনও কার্যত অস্তিত্বহীন ছিল। বেলজিয়ামে সরকার ধর্মঘট প্রায় দমন করে ফেলেছিল যেন তা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে করণীয়, যদিও সুইটসারল্যান্ডে একপ্রকার ব্যত্যয় ছিল যাতে যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা তা মেনে নিতে পারছিল না। ফ্রান্সে, ঘোষণা করা হয়েছিল যে ১৮৬৪ সালে ধর্মঘট বৈধ হবে, তবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এতখনও কঠোর বিধিনিষেধে পরিচালিত হচ্ছিল।

ফ্রান্সে ঔপপত্তিক-রাজনৈতিক অগ্রগতির অভাব (যে দেশটি তিনি সমগ্র ইউরোপীয় শ্রমজীবিদের আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন) সেই দেশটি সে সময় মার্কসের অন্যতম প্রধান পূর্বাধিকার ছিল। এঙ্গেলসকে ১৮৬৬র জুনের গোড়ার দিকে তিনি লিখলেন: ‘প্রুধোঁর বিশ্বস্ত অনুসারীরা (যাঁদের মধ্যে আছেন আমার খুব ভাল বন্ধু লাফার্গ ও লোঙ্গে) [।।।] বিশ্বাস করেন যে গোটা ইউরোপ অবশ্যই তার নিত ম্বের নীচে নীরবে বসে থাকবে

যতক্ষণ না ফরাসি হুজুরেরা দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা বিলোপ না করে।'৪৫ দু'সপ্তাহ পরে, তিনি "জিউন ফ্রান্স" পত্রিকার প্রতিনিধিদের (অ-শ্রমিক) একটি গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছিলেন, যাঁরা সাধারণ পরিষদের একটি সভায় 'তাদের জাতীয়তা এমনকি জাতিসত্তাও পূর্ব-পূর্ববর্তী কুসংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন' বলে মন্তব্য করেছিলেন। মার্ক্স এ জাতীয় ধারণা সম্পর্কে বলেছেন - যার অনুযায়ী তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'ছোট ছোট গোষ্ঠী বা কমিউন বলা উচিত' যা তখন একটি 'সমিতি, কিন্তু একটি রাষ্ট্র নয়' –বলা যায় প্রুধোঁয়িত স্টার্নারবাদ'। তিনি এই বিষয়টিকে নিয়ে মজা করেছিলেন যে এই 'মানবতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকরণ ও "পারস্পরিকতা"র ফলে ইতিহাস প্রতিটি দেশে থেমে যায় আর ফরাসীরা সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত গোটা দুনিয়াকে অপেক্ষা কল্রতে হবে। 'তবেই তারা আমাদের কাছে এই নিরীক্ষাটি প্রদর্শন করবে এবং বাকি দুনিয়া তাদের দৃষ্টান্তে কুপোকাৎ হয়ে তা অনুকরণ করবে জোরে চাপিয়ে দেওয়া একই কাজ করবে' - 'ঠিক যেমন ফুরিয়ার তার কাল্পনিক ফ্যাল্যানস্ট্রি মডেল থেকে প্রত্যাশা করেছিলেন'। মার্কস কথাচ্ছলে বোধগম্যভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে, 'জাতিসত্তাগুলি অস্বীকার' করে অনেক ফরাসী মানুষ 'আদর্শ ফরাসী জাতির ধারণা গলাঃধকরণ করাতে চেয়েছিলেন।'" ৪৬

লসানে ১৮৬৭-র ২ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মেলনের এটাই পটভূমি ছিল। ছ'টি দেশের ৬৪জন প্রতিনিধি (বেলজিয়াম এবং ইতালি প্রত্যেকে একটি করে) এতে অংশ নিয়েছিলেন।আশ্রস নতুন শক্তি সঞ্চয় করে একত্রিত হয়েছিল যা তার ক্রমান্বিত উদার ভিত্তিতে সম্প্রসারণে সম্ভব হয়েছিল।'পুঁজি'র প্রুফ সংশোধনের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন সাধারণ পরিষদে প্রস্তুতিমূলক দলিলগুলি খসড়া সম্পাদনার সময় ও কংগ্রেসে অনুপস্থিত ছিলেন।৪৭ তার ফল অবশ্যই অনুভূত হয়েছিল –যেমন সাংগঠনিক বৃদ্ধির সাদামাটা রিপোর্টগুলি পেশে প্রুধোঁবাদী ধারনাগুলি (যেমন সমবায় আন্দোলন ও ঋণের বিকল্প ব্যবহার) ঢুকিয়ে দেওয়া,যা পারস্পরিকতা বাদীদের প্রিয় ছিল। এঙ্গেলসকে সেই আশঙ্কার কথা লিখেছিলেন : 'এই

মুহূর্তে মনে হচ্ছে প্রুধোঁবাদী প্রস্তাবের সংখ্যার আধিক্যে ফরাসী জোয়ারে কংগ্রেস সত্যিই ভাসমান।'[৪৮] কিন্তু তাঁর বন্ধু তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে দিয়েছিল:' মোটেই তা নয়। আসল কথা হ'ল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে কী ঘটেছিল তা নয়। আমরা আমাদের সাধারণ প্রতিবেদনে প্যারিসের পণ্ডিতমূর্খদের খেলাব।''[৪৯] তাই ঘটেছিল - এবং দুটি মত প্রবণতার মধ্যে মুখোমুখি লড়াইটি স্থগিত রাখা হয়েছিল।

৩। পারস্পরিকবাদীদের পরাজয়

আশ্রস-এর প্রথম দিক থেকেই, ফ্রান্স, ফরাসী ভাষী সুইটসারল্যান্ড, ওয়ালোনিয়া এবং ব্রাসেলস শহরে প্রুধোঁর ধারণাগুলি আধিপত্যবাদী ছিল। তাঁর শিষ্যরা, বিশেষত তোলেঁ এবং আর্নে এদুয়ার্দ ফ্রিবার্গ ১৮৬৪-র প্রতিষ্ঠা সভায়, ১৮৬৫র লন্ডন সম্মেলন এবং জেনেভা ও লসান কংগ্রেসে তাঁদের অবস্থান নিয়ে একটি দাগ কাটতে সফল হ'। চার বছরের জন্য পারস্পরিকবাদীরা ছিল আশ্রস-এর সবচেয়ে নরমপন্থী অংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলি মার্ক্সর পুঁজিতন্ত্রবিরোধিতা সমর্থন করে নি। তাদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে সংগঠনের নীতিগুলি প্রভাবিত করবে, যা প্রুধোঁর অনুসারীরা পারতেন। যে অনুশীলন করতে পেরেছিল, সেই সংস্থার ও তাদের সমান টান ছিল না। ফরাসী নৈরাজ্যবাদী তত্বের উপর ভিত্তি করে পারস্পরিকবাদীরা যুক্তি দিয়েছিল যে শ্রমজীবিদের অর্থনৈতিক মুক্তি মুক্তি অর্জিত হতে পারে উৎপাদনকারীদের সমবায় ও কেন্দ্রীয় গণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।তারা যে কোনও ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের দৃঢ় বিরোধী, তারা জমির সামাজিকীকরণ এবং উৎপাদনের উপায়ের পাশাপাশি ধর্মঘটকে আয়ুধ হিশেবে ব্যবহারের বিরোধিতা করেছিল।

টিকানির্দেশ

১ David Ryazanov, 'Zur Geschichte der Ersten Internationale', in Marx-Engels Archiv, vol. I (1925), p. 171.

২ ঐ p. 172.

৩ আশ্রস-এর জীবনের সমাপ্তির কাছাকাছি সময়ে, সংগঠনের সংশোধিত সংবিধির অনুমোদনের জন্য বিবেচনার সময়, সাধারণ পরিষদের সদস্যরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে, 'ব্যক্তিদের' পরিবর্তে 'পুরুষদের' প্রতিস্থাপন করা উচিত কি না। ফ্রিডরিক এঙ্গেলস বলেছিলেন যে 'সাধারণভাবে বোঝা যেত যে পুরুষরা বলতে উভয় লিঙ্গ সহ একটি সাধারণ শব্দ' এইভাবে যে এই আশ্রস মহিলা এবং পুরুষদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.), Th e General Council of the First International 1871–1872. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1968,256.

৪ Quoted in G. M. Stekloff, History of the First International. New York: Russell & Russell, 1928, p. [ii].

৫ Th ere were even members of secret societies favouring republicanism and/or socialism, such as the Lodge of Philadelphia, among the early members. See Julian P. W. Archer, Th e First International in France, 1864–1872. Lanham: University Press of America, 1997, pp. 33–5.

৬ দ্রস্টব্য Henry Collins and Chimen Abramsky, Karl Marx and the British Labour Movement. London: MacMillan, 1965, p. 34.

৭ Johann Georg Eccarius to Karl Marx, 12 October 1864, in MEGA 2, vol. III /13, p. 10.

৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 4 November 1864, in MECW, vol. 42, p. 16.

৯ আশ্রস-এর প্রতিষ্ঠা বৈঠকে সমিতি গঠনের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি তুলে দেওয়া হয়। তারপরে কেন্দ্রীয় পরিষদ-এর নাম হয়। এখন থেকে, এই কমিটিগুলি সাধারণ পরিষদ শুধু হিশেবে চিহ্নিত হবে'

.১০ ঐ., pp. 18 and 17.

'অসুস্থতা'র কারণে প্রথম সভায় এবং তারপরে পূর্ণাঙ্গ কমিটির পরবর্তী সভায় যোগ দিতে বাধা দিয়েছিল,ঐ, p. 16.

১১ দ্রস্টব্য Gian Mario Bravo, Marx e la Prima Internazionale. Bari: Laterza, 1979, pp. 18–19.

১২ দ্রস্টব্য Karl Marx, 'Karl Marx, Inaugural Address of the International Working Men's Association', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite!, pp. 73–9.

১৩ দ্রস্টব্য Karl Marx to Friedrich Bolte, 23 November 1871, in MECW, vol. 44, p. 252, সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন: 'আশ্রস-এর ইতিহাস হ'ল সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ও অপেশাদারী নিরীক্ষাগুলির বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদের এক ধারাবাহিক লড়াই, যেগুলি আশ্রসের মধ্যেই শ্রমজীবি শ্রেণীর সাচ্চা লড়াইএর বিরুদ্ধে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা। কংগ্রেসগুলিতে সেই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, তবে বেশীটাই সাধারণ পরিষদে ব্যস্টিক উপশাখা বিভাগগুলির সাথে অসরকারী লেনদেন নিয়ে।' Th e Birth of the IWMA

১৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 4 November 1864, in MECW, vol. 42, p. 18. Translation: 'strong in substance, mild in manner'.

১৫ Karl Marx to Victor Le Lubez, 15 February 1865, in MECW, vol. 42, p. 92. মার্ক্স ১৮৭১ সালে চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতা জর্জ জুলিয়ান হার্নিকে (১৮১৭--১৮৯7) একটি চিঠিতে একই অবস্থান নিয়েছিলেন: 'লন্ডনে আমি সখেদের সাথে বলেছি, শ্রমজীবিদের প্রতিনিধিদের অধিকাংশ আমাদের পরিষদে তাদের অবস্থানকে কেবল যেন তেন প্রকারেণ হাউস অফ কমন্সে প্রবেশ করতে পাতি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, Karl Marx to George Julian Harney, 21 January 1871, in MECW, vol. 44, pp. 100–1.

১৬ দ্রস্টব্য Bravo, Marx e la Prima Internazionale, p. 165.

১৭ দ্রস্টব্য Maximilien Rubel, Marx critique du marxisme,

p. 41: 'only the needs of mythology – if not mystifi cation – could prompt them to see in this [political programme] the consequence of "Marxism", that is, a fully realized doctrine, imposed from outside by an omniscient brain on an amorphous and inert mass of men in search of a social panacea'.

১৮ দ্রস্টব্য Oscar Testut, L'Association internationale des travailleurs. Lyons: Aimé Vingtrinier, 1870, p. 310.

১৯Th e Times, 5 June 1871; Oscar Testut, Le livre bleu de l'Internationale. Paris: Lachaud, 1871. বাস্তবে সদস্যসংখ্যা অনেক কম ছিল। আনুমানিক সংখ্যায় উপনীত হওয়াও কঠিন ছিল। আর আশ্রস-এর নেতাদের ও যারা বিষয়টি সবচেয়ে খতিয়ে দেখছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই প্রশ্নে মার্ক্স ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭০-এ সাধারণ পরিষদের সভায় ঘোষণা করেছিলেন: 'সদস্যদের তালিকাকে মান্যতা দিয়েই আসল শক্তিটি কী তা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ বাইরের জনগণ সর্বদাই মনে করতেন যে সক্রিয় সদস্যদের সংখ্যা অনেক ছিল' Institute of Marxismleninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.), Th e General Council of the First International 1870–1871, p. 96. তবে বর্তমান গবেষণা অনুসারে এই অনুমানকে মান্যতা ১৮৭১-১৮৭২এ সবচেয়ে শক্তিশালী সময়েও সংখ্যাটি ১৫০,০০০ ছাড়িয়েছে: ব্রিটেনে ৫০,০০০, ফ্রান্স বেলজিয়াম ও স্পেনে ৩০,০০০ এর বেশি, সুইটসারল্যান্ডে ৬000, ইতালিতে প্রায় ২৫,০০০,জর্মনিতে প্রায় ১১,০০০ (বেশির ভাগই সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য), এবং অন্যান্য ইউরোপীয় কয়েকটি দেশে প্রতি কয়েক হাজার এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৪,০০০। সেই সময়গুলিতে, যখন ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন এবং জেনারেল অ্যাসোসিয়েশন অফ জর্মন ওয়ার্কার্স ব্যতিরেকে সক্রিয় শ্রমিক শ্রেণির সংস্থা অভাব ছিল, তখন এদের সংখ্যা যথেস্ট বড় আকারের ছিল। আশ্রস-এর সদস্য সংখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য Marcello Musto, 'Introduction', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 68.

২০ দ্রস্টব্য Collins and Abramsky, Karl Marx and the British Labour Movement, p. 70; Jacques D'Hondt, 'Rapport de synthèse', in Colloque International sur La première Internationale (ed.), La Première Internationale: l'institute, l'implantation, le rayonnement. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifi que, 1968, p. 475.

২১ দ্রস্টব্য Collins and Abramsky, Karl Marx and the British Labour Movement, p. 289.

২২ Karl Marx, 'Resolutions of the Geneva Congress (1866)', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 87.

২৩ তাঁর দিনপঞ্জিতে Tagebuchblätter aus dem Jahre 1867 bis 1869. Leipzig: von Hirzel, 1901, vol. VIII, p. 406, জেনারেল ফ্রিডরিখ ফন বের্নহার্ডি লিখেছেন 'নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে'যে লন্ডনে আশ্রস-এর তহবিলে ৫০০,০০০ স্টার্লিং পাউন্ডেরও বেশি জমা পড়েছিল, দ্রষ্টব্য Julius Braunthal, History of the International. New York: Nelson, 1966, p. 107.

২৪ দ্রস্টব্য Braunthal, p. 108, তিনি কবুল করেছেন যে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক আয়ের কোনও পূর্ণ বয়ান তার কাগজপত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায় নি। তবে কোষাধ্যক্ষ কোয়েল স্টেপনির একটি রিপোর্টে ছয় বছরের জন্য সাধারণ পরিষদের ব্যক্তিওয়ারি সদস্যদের আয়ের পরিমাণের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই হিশেব এইরকমঃ ১৮৬৫ - ২৩ পাউন্ড স্টার্লিং; ১৮৬৬ - ৯.৩ পাউন্ড স্টার্লিং; ১৮৬৭ - ৫.১৭ পাউন্ড স্টার্লিং; ১৮৬৮ - ১৪.১৪ পাউন্ড স্টার্লিং ; ১৮৬৯ - ৩০.১২ পাউন্ড স্টার্লিং; ১৮৭০-১৪.১৪ পাউন্ড স্টার্লিং। হেগ কংগ্রেসে এঙ্গেলস-এর পেশ করা ১৮৭০-২ সালে শেষ পর্বের সর্বশেষ আর্থিক প্রতিবেদনে সাধারণ পরিষদের সদস্য এবং অন্যদের কাছে পরিষদের প্রাপ্য ২৫ ডলারের বেশি। Copies of some balance sheets of the International have also been published in Collins and Abramsky, Karl Marx and the British Labour

Movement, pp. 80–1.

২৫Marx, 'Resolutions of the Geneva Congress (1866)', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 85. See Karl Marx to Paul Lafargue, 19 April 1870, in MECW, vol. 43, p. 491: 'the General Council was not the Pope, [...] we allowed every section to have its own theoretical views of the real movement, always supposed that nothing directly opposite to our Rules was put forward'.

২৬ See Georges Haupt, L'Internazionale socialista dalla Comune a Lenin. Turin: Einaudi, 1978, p. 78.

২৭ Karl Marx to Friedrich Engels, 24 June 1865, in MECW, vol. 42, p. 163.

২৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 31 July 1865, in MECW, vol. 42, p. 174.

২৯ Karl Marx to Hermann Jung, 20 November 1865, in MECW, vol. 42, p. 400.

৩০ সেই সময়ে পার্টির প্রায় ৫০০০ সদস্য ছিল।

৩১ Karl Marx to Johann Baptist von Schweitzer, 13 February 1865, quoted in Karl Marx to Friedrich Engels, 18 February 1865, in MECW, vol. 42, p. 96.

৩২ Karl Marx to Friedrich Engels, 18 February 1865, in MECW, vol. 42, p. 97.

৩৩Collins and Abramsky, Karl Marx and the British Labour Movement, p. 65.

৩৪ Karl Marx to Friedrich Engels, 26 December 1865, in MECW, vol. 42, p. 207.

৩৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 March 1866, in

MECW, vol. 42, p. 238.

৩৬ Karl Marx to Antoinette Philips, 18 March 1866, in MECW, vol. 42, p. 243.

৩৭ Marx, 'Resolutions of the Geneva Congress (1866)', in Musto (ed.), Workers Unite!, p 84

৩৮ লাসাল এক 'কঠোর মজুরিআইন'-এর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল মজুরি বাড়ানোর প্রচেস্টা নিরর্থক এবং শ্রমজীবিদের রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের প্রাথমিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে।

৩৯ Marx, 'Resolutions of the Geneva Congress (1866)', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 86.

৪০ দ্রষ্টব্য Karl Marx, 'Th e Necessity and Limits of Trade Union Struggle', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 121. অন্যদিকে, রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মধ্যে পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা মার্ক্সের কাছে সর্বদা স্পষ্ট ছিল। জর্মন ট্রেড ইউনিয়নবিদ যোহান হামান ফক্সস্টাট-কে ১৮৬৯-র সেপ্টেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে, (হ্বোক্সটাট,২৭ November নভেম্বর, ১৮৬৯) তিনি বলেছিলেন: 'ট্রেড ইউনিয়নগুলির কখনো কোনও রাজনৈতিক সমাজের অধীন বা তার সাথে যুক্ত হওয়া উচিৎ নয়, যদি তারা যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল, তা অর্জন করতে চায়। নচেৎ তাদের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি সমাজতন্ত্রের পাঠশালা।' দ্রষ্টব্য Johann Heinrich Wilhelm Hamann, 'Bericht über eine Unterredung von Metallgewerkschaft en mit Karl Marx in Hannover am 30. September 1869', in MEGA 2, vol. I/21, p. 906.

৪১ Marx, 'Resolutions of the Geneva Congress (1866)', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 83.

৪২ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 9 October 1866, in MECW, vol. 42, p. 326.

৪৩ দ্রষ্টব্য Jacques Freymond, 'Introduction', in Henri Burgelin, Knut Langfeldt and Miklós Molnár (eds), La première Internationale, vol. I (1866–1868). Geneva: Droz, 1962, p. xi.

৪৪ দ্রষ্টব্য Collins and Abramsky, Karl Marx and the British Labour Movement, pp. 290–1.

৪৫ Karl Marx to Friedrich Engels, 7 June 1866, in MECW, vol. 42, p. 281.

৪৬ Karl Marx to Friedrich Engels, 20 June 1866, in MECW, vol. 42, p. 287.

৪৭ মার্ক্স কংগ্রেসগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন, একমাত্র ব্যতিক্রম ১৮৭২-এর হেগ কংগ্রেস

৪৮ Friedrich Engels to Karl Marx, 11 September 1867, in MECW, vol. 42, p. 425.

৪৯ Karl Marx to Friedrich Engels, 12 September 1867, in MECW, vol. 42, p. 428.

অস্টম অধ্যায়

প্যারিসে বিপ্লব

১। আয়ার্ল্যান্ডে মুক্তি সংগ্রাম

সামাজিক সংঘর্ষে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল ১৮৬০-দশকের শেষে ও ১৮৭০ দশকের প্রথম দিকে। বহু শ্রমিকা/শ্রমিক প্রতিবাদ-আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন।তাঁরা আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত নিলেন, কারণ তার সুখ্যাতির অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি ও তাঁদের লড়াই-এ সমর্থনের জন্য আর্জি।আন্তর্জাতিক-এর সমগ্র ইয়োরোপে এক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপ্তি ঘটল ১৮৬৯-এ। ব্যতিক্রম ব্রিটেন। সেখানে ইউনিয়নের নেতারা পারস্পরিক কল্যাণপন্থীদের(অর্থাৎ সমঝোতাবাদী) বিরুদ্ধে সমর্থন করলেও তাঁদের ঔপপত্তিক প্রশ্নে মনোনিবেশের ছিল না [১] এবং তাঁদের বৈপ্লবিক আকুলতাও ছিল না। এ কারনেই মার্ক্স দীর্ঘকাল আন্তর্জাতিক-এর সাধারণ পরিষদ-নিরপেক্ষ ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন।

একই সময় কালে ইংল্যান্ডে আন্তর্জাতিক-এর আইরিশ শ্রমিকা/শ্রমিকদের কয়েকটি বিভাগ গড়ে উঠেছিল এবং জন ম্যাকডনেল (১৮৪৫-১৯০৬) সাধারণ পরিষদ-এর আয়ার্ল্যান্ডের সমান্তরাল সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন।মার্ক্স তার ১৬ নভেম্বর-এর বৈঠকে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে 'আয়ার্ল্যান্ডের জনগণের নির্ভীক, দৃঢ়চিত্ত ও আত্মদীপ্ত আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক-এর প্রশংসা' সূচক এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।[২] তার ক'দিন আগে এঙ্গেলসকে একটি চিঠিতে তিনি 'আয়ার্ল্যান্ডের সেই সময়ের সভাগুলি' তাঁকে তৃপ্ত করেছিল, যাজকদের কলার ধরে অধ্যক্ষ আসনচ্যুত করা হয়েছিল।[৩]

আইরিশ প্রশ্নের বিশদ বিশ্লেষণের সাথে সাথে মার্ক্স কেবল ব্রিটিশ শ্রমিক নেতাদের সংশয়বাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যান নি,

তাঁর আগেকার ধারণাগুলিতেও এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। তাঁর সুহৃদ লুড্বিগ কুগেলম্যানকে লিখলেনঃ 'আমার এই প্রত্যয় দৃঢ়তর হচ্ছে যে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই বিশ্বাস জাগাতে হবে যে ইংল্যান্ডে তারা সংকল্পিতভাবে কিছুই করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা আয়ার্ল্যান্ড সম্পর্কে শাসক শ্রেণীর ধারণা থেকে নিজেদের ধারণা পৃথকীকরণ করবে এবং শুধু আইরিশদের সাথে সহমত হওয়া নয়, ১৮০১ সালে তার(আয়ার্ল্যান্ড) সম্মিলন ভেঙে দিয়ে স্বাধীন যুক্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে হবে। সেটা আয়ার্ল্যান্ডের প্রতি সহানুভূতিসূচক হয়না যেন, তা হবে ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের স্বার্থানুগ দাবি।

নচেৎ ব্রিটিশ জনগণ তাঁদের শাসক শ্রেণীর খুঁটে শিশুবৎ বাঁধা রয়েই থাকবেন,কারণ তারা আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধ্য হবে।যে আইরিশরা ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেই আইরিশদের সঙ্গে বিভেদ ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিটি আন্দোলনকে ক্ষীণবল করে দিচ্ছে। তাই অনর্জিত থেকে যাবে মুক্তিলাভ, যার প্রাথমিক শর্ত ইংল্যান্ডের জমিদারদের গোষ্ঠীশাসনের উচ্ছেদ, কারণ এদের শক্ত ঘাঁটি আয়ার্ল্যান্ড,যেখানে আঘাত হানা যাচ্ছে না। কিন্তু সেখানে যদি এ দায়িত্ব আইরিশ জনগণের হাতে ন্যস্ত হয় এবং নিজেদের আইনসভা সদস্য নির্বাচন করতে পারেন,স্বায়ত্তশাসন লাভ করেন, তাহলে জমিদারদের গোষ্ঠীশাসনের (যারা ইংল্যান্ডেরও জমিদার) অবসান অনেক সহজতর হবে -যেহেতু... এটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রশ্ন নয়,জাতীয়ও,কেন না জমিদাররা জাতিসমূহের মারাত্মক শোষক।[৪]

মার্ক্স এক জরুরী বিষয়ে আবার মনোনিবেশ করলেন – ২৮ মার্চ ১৮৭০এ আন্তর্জাতিককে প্রেরিত 'গোপন পত্র,[৫] যাতে লিখেছিলেনঃ "আয়ার্ল্যান্ডে জমিদারতন্ত্র চালায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। যে মুহূর্তে দুই দেশের চাপিয়ে দেওয়া সম্মিলন থাকবে না, তখনই আয়ার্ল্যান্ডে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হবে, সাবেকী ধরণে হলেও।' ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর কাছে 'আয়ার্ল্যান্ডে জমিদারী শক্তির জোরে' জমিদাররা 'ইংল্যান্ডে অপরাজেয়'। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক ছিল। কারণ আয়ার্ল্যান্ড 'শাসনের

অছিলায় বিরাট সৈন্যবাহিনী মোতায়েন ছিল, আয়ার্ল্যান্ডে প্রশিক্ষিত সৈন্যদের ব্রিটিশ শ্রমিকা/শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে লেলিয়ে দেবার জন্যে, যা অতীতেও হয়েছে।'[৬]

মার্ক্স অধিকতর প্রত্যয়িত হলেন যে আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতা এক নিরঙ্কুশ ও প্রধান প্রশ্ন। কুগেলম্যানকে ১৮৬৯-এর নভেম্বরে একটি চিঠিতে মন্তব্য করলেনঃ 'আয়ার্ল্যান্ডের সাথে বর্তমান সম্পর্ক শুধু ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ সামাজিক বিকাশকে শীর্ণ করছে না', তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতির উপরেও,'বিশেষত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে'। মনে রাখতে হবে সেই 'ঘটনা' যে ক্রমওয়েলের আমলে ইংরেজ প্রজাতন্ত্রের ভরাডুবি ঘটেছিল আয়ার্ল্যান্ডে', মার্ক্স লাতিন প্রভাব-এ সতর্ক করলেন - Non bis in idem- ভুলের পুনরাবৃত্তি।[৭]

ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণী কিভাবে আয়ার্ল্যান্ডের মুক্তির লড়াইএ নিজেদের অন্বিত করবে, মার্ক্স ১৮৬৯-এর ডিসেম্বরে সেই প্রত্যয়ের রূপরেখা এঙ্গেলসকে অবহিত করলেনঃ 'দীর্ঘকাল আমার বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণী আরূহ হলে আইরিশ হুকমতকে উৎপাটন সম্ভব হবে। ন্যু ইয়র্ক ট্রিব্যুনে সব সময় আমি এটাই লিখেছি। এখন গভীরতর বীক্ষা এখন আমি নিশ্চিত উল্টোটাই ঠিক।আয়ার্ল্যান্ড মুক্ত না হলে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণী কোন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। সেই হাতলদন্ড প্রয়োগ করতে হবে।সে কারণে সাধারণভাবে সামাজিক সংগ্রামে আইরিশ প্রশ্ন এত জরুরী।[৮]

উপরন্তু 'জমিদারী সম্পত্তি ও পুঁজিতন্ত্রের পীঠস্থান' হবার দরুন গোটা ইয়োরোপ ও সাথারণভাবে প্রলেতারিয় বিপ্লবে নিয়ামক ইংল্যান্ড। মার্ক্স এই অন্বয় লরা ও পল লাফার্গকে (১৮৪২-১৯১১) ১৮৭০-এর মার্চে একটি চিঠিতে প্রাঞ্জলভাবে অভিব্যক্ত করলেনঃ 'ইয়োরোপে সামাজিক সংগ্রামের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে হলে সরকারী ইংল্যান্ডের বিপর্যয়ের জন্য তোমাদের আগুয়ান হতেই হবে। সেজন্য তার দুর্বলতম গ্রন্থি আয়ার্ল্যান্ডে আঘাত হানতে হবে। আয়ার্ল্যান্ড হস্তচ্যুত হলে ব্রিটিশ 'সাম্রাজ্য'ই থাকবে না এখনো তন্দ্রালু ব্রিটেনে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করবে।[৯]

আন্তর্জাতিকের 'প্রথম কর্তব্য' ইংল্যান্ডে 'সামাজিক বিপ্লব ত্বরান্বিতকরণ',

২৮ মার্চের 'গোপন পত্রে' তা পুনর্বার বলা হয়েছিল। তা সম্ভব হবে রাজনৈতিক সংগঠন গড়লেই যাতে 'আয়ার্ল্যান্ডের দাসত্ব' রূপান্তরিত হয় সাম্যভিত্তিক ও মুক্ত সঙ্ঘ হলেই, প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন হয়েও।' [১০]

অনুরূপ চিঠি দীর্ঘতর ও আরো সুলিখিত ভাষায় মার্ক্স ১৮৭০-এর বসন্তে লিখলেন আমেরিকা-নিবাসী আন্তর্জাতিকের দুই সদস্যকেঃ সিগফ্রিড মেয়ার (১৮৪০-১৮৭২) ও আগুস্ত হ্বোগট (১৮৩০-১৮৮৩)ঃ 'বেশ কয়েক বছর আইরিশ প্রশ্ন বীক্ষা আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে ইংল্যান্ডের শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত ইংল্যান্ডে সম্ভব নয়, কেবল আয়ার্ল্যান্ডেই সম্ভব –যা সারা বিশ্বের শ্রমিকা/শ্রমিক আন্দোলনে নিয়ামক হয়ে উঠবে।[১১]

অবশ্য মার্ক্সের কাছে রাজনৈতিক দিক থেকে ইংল্যান্ডের আয়ার্ল্যান্ড দখলে রাখার চেয়ে 'আরো গুরুত্বপূর্ণ' প্রলেতারিয়েতের মধ্যে হিংসাত্মক জাতীয়তাবাদ-জাত বিভাজন। 'গোপন পত্রে তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, "ইংরেজ বুর্জোয়ারা আইরিশ দুঃস্থতার সুযোগ নিয়ে শুধু আয়ার্ল্যান্ডের গরীব-গুর্বোদের জোর করে অভিবাসন করে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখে নি শ্রমিকা/শ্রমিকদের দুটি 'বৈর শিবিরে' বিভাজিত করেছিল।"

ইংল্যান্ডের প্রায় সব বড় বড় শিল্পাঞ্চলে আইরিশ ও ইংরেজ প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে তীব্র বৈরিতা ছিল। গড়ে একজন ইংরেজ শ্রমিক তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন আরেক আইরিশ শ্রমিককে যার জন্য তাঁর মজুরি হ্রাস পাচ্ছে,যার বিরুদ্ধে তাঁর জাতীয় ও ধর্মীয় বিদ্বেষ বিদ্যমান। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের প্রতি গরীব শ্বেতাঙ্গদের আচরণের মতো। এই বৈরিতা ইংল্যান্ডে বুর্জোয়ারা কৃত্রিমভাবে লালন ও জীয়ন্ত করে রেখেছে। তারা জানে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার গোপনে নিহিত চালিকা এই বিভাজন। [১২]

মেয়ার ও হ্বোগট-কে লেখা চিঠিতে মার্ক্স তাঁর অভিমতের পক্ষে আরো যুক্তি দিলেন। স্মরিয়ে দিলেন যে ইংরেজ শ্রমিকা/শ্রমিক 'নিজেকে শাসক রাষ্ট্রের সদস্য মনে করেন আর তাই আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিজেকে অভিজাত ও পুঁজিবাদীদের ক্রীড়নক বানিয়েছে; এভাবেই নিজের উপর তাদের আধিপত্য কঠিনতর হয়েছে।'

'আয়ার্ল্যান্ডীয়রা তাঁর অর্থ সুদসহ তাদের দিয়েছে, সঠিক ভাবেই ইংরেজ শ্রমিকা/শ্রমিককে 'আয়ার্ল্যান্ডে ইংরেজ শাসনের ও নির্বোধ যন্ত্র' হিশেবে দেখেছে। শাসক শ্রেণীরা এই বৈরিতাকে যারপরনাই উৎসাহিত করছে, 'যা কৃত্রিমভাবে জীইয়ে রেখেছে সংবাদ মাধ্যম, যাজক শ্রেণী ও কমিক স্ট্রিপ বা এক কথায় তাদের জিম্মায় থাকা যা কিছু সব।' [১৩]

উপরন্তু, অশুভের এখানেই শেষ নয়, তা সমুদ্র পেরিয়ে যায়।[১৪] মার্চ ১৮৭০-এ মার্ক্স 'গোপন পত্রে' লিখেছিলেন, 'স্বভূমি-উচ্ছিন্ন আইরিশদের ঠাঁই উত্তর আমেরিকায়,যেখানে ইংল্যান্ডের প্রতি ঘৃণা তাঁদের একমাত্র চিন্তা ও আবেগকে ঘিরে রেখেছে।' ইংরেজ ও মার্কিন সরকার অথবা 'যে শ্রেণীর প্রতিনিধি যারা তারা সেই আবেগকে লালন করে যাতে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সুপ্ত লড়াই চিরায়ত হয় আর সেভাবে অতলান্তিকের দুই পারে দুই দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত ও সনিষ্ঠ মোর্চা গড়া ও তার ফলশ্রুতিতে মুক্তি অর্জন প্রতিহত করা যায়।'

মেয়ার ও হ্বোগট-কে মার্ক্স আরো বিশদভাবে লিখলেন, 'ইংরেজ ও আইরিশ-এর মধ্যে বৈরিতা দুই দেশের সরকারকে ইচ্ছামতো একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে সামাজিক সংঘর্ষের ধার ভোঁতা করার শক্তি দিল, প্রয়োজনে যুদ্ধ বাধিয়েও।' অতলান্তিকের দুই পারের কমরেডদের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে মার্ক্স তৎকালীন পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যা করে সবচেয়ে শ্রেয় ও জরুরী রাজনৈতিক পন্থার কথা বললেনঃ 'বিশ্ব বাজারের এখন চালকের শক্তিধর হিশেবে পুঁজির পীঠস্থান ইংল্যান্ড বর্তমানে শ্রমিক বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ,একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে বিপ্লবের বস্তুগত শর্তাবলী এক পরিপক্ক স্তরে উপনীত। তাই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের সবচেয়ে জরুরী কাজ ইংল্যান্ডে সামাজিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করা। তার উদ্দেশ্য আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতা অর্জন। সুতরাং ইংল্যান্ড ও আয়ার্ল্যান্ডের সংঘাত সর্বত্র সামনে আনা ও আয়ার্ল্যান্ডের পক্ষে দাঁড়ানো 'আন্তর্জাতিক'-এর কর্তব্য।[১৫] আন্তর্জাতিককে, বিশেষত তার সাধারণ পরিষদের লন্ডন বৈঠকে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীকে বোঝাতে হয়েছিল যে 'আয়ার্ল্যান্ডের জাতীয় মুক্তি বিমূর্ত ন্যায় বা মানবিক ভাবানুভূতির প্রশ্ন নয়, যা কোন কোন

আলোকান্বিত উদারনীতিবাদী বা ধর্মীয় নেতারা বলতে চাইছেন।'এটা শ্রেণী সংহতির বুনিয়াদী প্রশ্ন, তাঁদের (অর্থাৎ ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর-অনুবাদক) সামাজিক মুক্তির প্রথম শর্ত।' [১৬] মার্ক্স 'গোপন পত্রে' লিখেছিলেনঃ 'প্রাচীন রোমে যা ঘটেছিল, অতিকায় একারে এখন ইংল্যান্ডে তাই হচ্ছে। একটি জাতি অন্য একটি জাতিকে নিজের শৃঙ্খলে খতবন্দী করছে।এমন পুনরাবৃত্তির প্রতিরোধ করতে আন্তর্জাতিক জন্মেছে।

২। ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধের বিরোধিতা

প্রতিটি ইয়োরোপীয় দেশে ১৮৭০ সালে আন্তর্জাতিক সংগঠনগতভাবে যখন বেশ শক্তিশালী ছিল,তখন এর সদস্যরা সাবেকী সংগঠন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নতুন সংগঠন গড়ছিলেন।অবশ্য আন্তর্জাতিকের মূল শক্তি হওয়ার দরুন ব্রিটেনে ইউনিয়নগুলি তাদের সংগঠন ভেঙ্গে দেয় নি। লন্ডন-স্থিত সাধারণ পরিষদ তাই একই সাথে দুটি দায়িত্ব পালন করছিল-আন্তর্জাতিকের সদর দপ্তর-এর সাথে ব্রিটেনে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব যেখানে তার প্রভাব পড়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যার প্রায় ৫০,০০০ সদস্য ছিল।

ফ্রান্সে ১৮৬৮ সালে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের নিপীড়নমূলক নীতিসমূহ আন্তর্জাতিকের কাছে ছিল এক গভীর সংকটের বছর। পরের বছর সংগঠন চাঙ্গা হয়ে উঠল। নতুন নেতৃত্ব আপোষকামী কল্যাণবাদী অবস্থান বর্জন করেছিল। আন্তর্জাতিকের ব্যাপ্তি ১৮৭০এ চূড়ায় পৌঁছল, কিন্তু তা সত্বেও ৯০টি দপ্তরের মধ্যে ৩৮টির বেশীতে সংগঠন মজবুত হতে পারে নি। জাতীয় সদস্য সংখ্যা ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০-এর মধ্যেই রইল।[১৭] তাই ফ্রান্সে যদিও আন্তর্জাতিক সত্যিকারের গণ সংগঠন হতে পারে নি, তা একটা রেয়াৎযোগ্য জায়গায় পৌঁছেছিল ও ব্যাপক সাড়া জাগাতে পেরেছিল।

বেলজিয়ামে হাজার হাজার শ্রমিকা/শ্রমিক যোগ দেওয়ায় সদস্য শক্তি ১৮৭০-এর গোড়াতেই শিখরে উঠে গেল, সদস্য সংখ্যায় ফ্রান্সকে ছাপিয়ে গেল।জনসংখ্যার অনুপাতে আন্তর্জাতিক-এর ঘনত্ব (সদস্য সংখ্যায়-

অনুবাদক) সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছল ও সমাজে ব্যাপকতম প্রভাব পড়ল। সেই সময় সুইটসারল্যান্ডেও ইতিবাচক উদ্বর্তন দেখা দিল। কিন্তু বাকুনিনের কার্যকলাপ ১৮৭০ সালে সংগঠনকে আড়াআড়িভাবে দু'ভাগ করল, যার ফলে রোমান্ডে মহাসমিতির কংগ্রেসে এক পক্ষ অন্যের মুখোমুখি হ'ল মহাসমিতি তাঁর (বাকুনিনের-অনুবাদক) ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর সোশ্যাল ডেমক্র্যাসিকে স্থান দেবে কি না।[১৮] তাঁরা যখন দেখলেন তাঁরা তাঁদের প্রস্তাব গৃহীত হওয়া অসম্ভব, কংগ্রেসের কাজ দুটো সমান্তরাল ধারায় চলল। সাধারণ পরিষদের হস্তক্ষেপে একটা রফা হ'ল লন্ডন-ঘেঁষা গোষ্ঠী কিছুটা ছোট হলেও রোমান্ডে মহাসমিতির নাম অপরিবর্তিত থাকল, আর বাকুনিন-ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীকে জুরা সমিতি নাম নিতে হ'ল, যদিও আন্ত র্জাতিক তাকে পুনর্স্বীকৃতি দিল।

এই সময়ে বাকুনিনের ভাবনা ছড়াতে শুরু করে, স্পেনই একমাত্র দেশ যেখানে তা সবচেয়ে দ্রুত গ্রহণযোগ্য হ'ল। আসলে বাকুনিনের অনুরোধে নেপ্লসিয় নৈরাষ্ট্রবাদী গুসুপ্পে ফানেলি (১৮২৭-১৮৭৭) বার্সিলোনা থেকে মাদ্রিদ চষে বেরিয়ে আন্তর্জাতিক ও অ্যালায়েন্স ফর সোশ্যাল ডেমক্র্যাসি দুই গোষ্ঠীর সাথেই সংযোগে সাহায্য করেন ও আইবেরীয় উপদ্বীপে প্রভাব পড়ে।আন্তর্জাতিকের দুই গোষ্ঠীর দলিলই বিতরণ করেন।বাকুনিনীয় বিভ্রান্তি ও ঔপপত্তিক অনেকান্তবাদ এভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল।স্পেনের শ্রমিকা/ শ্রমিকেরা এভাবেই অ্যালায়েন্স ফর সোশ্যাল ডেমক্র্যাসির নীতিমালায় এক আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা করে।

উত্তর জর্মন কনফেডারেশ্যনের লাসালীয় জেনারেল অ্যাসোসিয়েশ্যন অফ জর্মন ওয়ার্কার্স ও মার্ক্সিস্ট সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টি অফ জার্মানী এই দুই রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব থাকলেও আন্তর্জাতিক নিয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না এবং তার সদস্য হওয়ার জন্য কতিপয় অনুরোধ এসেছিল। প্রথম তিন বছরে জর্মন জঙ্গীরা কার্যত এর অস্তিত্বই স্বীকার করত না- কর্তৃপক্ষের নিপীড়নের আশঙ্কায়।জর্মনদের দুর্বল আন্তর্জাতিকতা শেষ পর্যন্ত আইনী দিকের উপর অতি-নির্ভরতার ফলে তাদের প্রভাব আরো হ্রাস পেল,বিশেষত যখন অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে তাদের আন্দোলন আলিপ্ত

হল।[১৯]

সেই পটভূমিতে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অসম বিকাশের পরিস্থিতিতে ১৮৭০-এর সেপ্টেম্ব রে তার(আন্তর্জাতিকের-অনুবাদক) পঞ্চম কংগ্রেসে এসব নিয়ে আলোচনার সুযোগ রেখেছিল। কথা ছিল প্যারিসে হবে, কিন্তু ফরাসী সরকারের নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের জন্য সাধারণ পরিষদ মেইনৎস-এ কংগেস হবে,এ সিদ্ধান্ত নিল। মার্ক্স সম্ভবত ভেবেছিলেন জর্মন প্রতিনিধিদের একটা বড় অংশ ও তাঁর অবস্থানের কাছাকাছিরা বাকুনিনবাদীদের (যাঁরা দক্ষিণ ইয়োরোপে প্রভাবশালী) প্রাগ্রসরতা ঠেকিয়ে রাখবেন। মে মাসে সাধারণ পরিষদের বৈঠক তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করল। তিনি এঙ্গেলসকে লিখলেনঃ 'গতকাল মেইনৎস-এ কংগেস-এর স্থানান্তরের প্রস্তাবের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে ভোট বাকুনিনের যোগ্য জবাব।' [২০]

এক মাস পরে মার্ক্স এক দীর্ঘ পত্রে পল লাফার্গ-কে আন্তর্জাতিকের প্যারিসের শাখাগুলিতে 'বাকুনিনের ষড়যন্ত্র' সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য দিয়ে অবহিত করলেন। মার্ক্স লিখলেন,বাকুনিন অ্যালায়েন্স ফর সোশ্যাল ডেমক্র্যাসি-কে একটি 'সম্প্রদায়'-এর ধরণ দিয়েছিলেন, 'যার পৃথক কংগ্রেস চাই', যার পৃথক এক আন্তর্জাতিক সংগঠন হবে আবার যা 'আন্তর্জাতিক'এর সদস্যও থাকবে। সার কথা,বাকুনিন চাইছিলেন 'আন্তর্জাতিক' সাংগঠনিকভাবে –'পরাধিকার-প্রবেশক গোপন সমিতি' - তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাক। [২১] দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্ট হ'ল, রইল না কোন বাধা-নিষেধ।

মার্ক্স শ্রমিক আন্দোলনের উপর নিবিড় বীক্ষণ জারি রাখলেন, যাতে অনুরূপ লক্ষণ অন্যত্র না দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক-এর এক নতুন শাখা উদ্বোধনের সময় লাফার্গ-কে আর্জি জানালেন যাতে সেই শাখার কোন ''সম্প্রদায়–ঘেষা নাম – 'কমিউনিস্ট বা ঐ গোছের' কিছু না দেওয়া হয়, তার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস নেওয়া হয়। মার্ক্সের মতে কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের 'সংকীর্ণ' নাম বাঞ্ছনীয় নয়।[২২]

আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসের প্রস্তুতিকালে মার্ক্স সেখানে কি প্রশ্নগুলি উঠবে, তা নিয়ে ১৮৭০-এর গ্রীষ্মে একটি বিশদ নোট পাঠালেন হারম্যান ইয়ুং-কেওঃ

১। সরকারী ঋণ অবলোপের আবশ্যকতা-ক্ষতিপূরণের আলোচনার অধিকার দেয়,

২। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও সামাজিক আন্দোলনের সম্পর্ক,

৩। জমিদারদের সম্পত্তিকে সরকারী সম্পত্তিতে রূপান্তরের বাস্তব সমস্যাদি

৪। মুদ্রা ব্যাঙ্ক গুলিকে জাতীয় ব্যাঙ্ক-এ রূপান্তর,

৫। জাতীয় স্তরে সমবায় উৎপাদনের শর্তাবলী

৬। জেনিভা কংগ্রেসে (১৮৬৬) গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক শ্রমিক শ্রেণীর শ্রম সংক্রান্ত সাধারণ পরিসংখ্যান রাখার প্রয়োজনীয়তা

৭। যুদ্ধাবসানের জন্য পদক্ষেপ-এর প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা।

ঐ ক'টির সাথে তিনি বেলজিয়াম সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব জুড়ে দিলেন যে 'আন্তর্জাতিক-এর ভিতরে কয়েকটি কৃষিগত বিভাগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং কৃষি ও অন্যান্য শিল্পে প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে সংহতি গড়তে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ায় কথা বিবেচিত হোক।[২৩]

যাই হোক, ১৮৭০-এর ১৯ জুলাই ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধ বেঁধে যেতে কংগ্রেস প্রত্যাহার করা ছাড়া উপায় ছিল না। ইয়োরোপের যুদ্ধের মর্মে সংঘাত-এর ফলে জাতীয়তাবাদী বাগাড়ম্বরের বিপ্রতীপে সর্বাগ্রাধিকার শ্রমিক আন্দোলনে স্বাধীন অবস্থান ঘোষণা।

'ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধ (১৮৭০) নিয়ে প্রথম বক্তৃতা'য় মার্ক্স ফরাসী শ্রমিকা-শ্রমিকদের শার্ল লুই বোনাপার্তকে বিতাড়ন ও আঠারো বছর আগে তাঁর স্থাপিত সাম্রাজ্য অবসানের ডাক দিলেন। প্রত্যাশিত ছিল জর্মন শ্রমিকা-শ্রমিকরা বোনাপার্তের পরাজয় যাতে ফরাসী জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমনের রূপ না নেয়, তা ঠেকানঃ 'জর্মন শ্রমিক শ্রেণী যদি এই যুদ্ধকে নিরঙ্কুশ আত্মরক্ষার চরিত্র হারাতে ও ফরাসী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবনমিত হতে দেয়, তাহলে জয় বা পরাজয় বিপর্যয়ে পর্যবসিত হবে।'

মার্ক্স আরো বললেনঃ 'ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী ফরাসী ও জর্মন জনগণের

প্রতি সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা গভীরভাবে প্রত্যয়িত ছিলেন যে আসন্ন ভয়াবহ যেদিকেই মোড় নিক, সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীসমূহের মৈত্রী শেষ অব্দি যুদ্ধকেই নিকেশ করবে। এতো ঠিক, ফ্রান্স ও জর্মনি যখন ভ্রাতৃঘাতী কোন্দল-মুখে ধাবিত। ফ্রান্স ও জর্মনির মেহনতিজনেরা পারস্পরিক শান্তি ও শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাচ্ছে, অতীতের ইতিহাসে এই সুমহান সত্য তুলনারহিত, যা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বাতায়ন উন্মোচিত করেছে। এটা প্রমাণ করল যে অর্থনৈতিক দুঃস্থতা ও রাজনৈতিক বিকারগ্রস্থতাবাহী সাবেক সমাজের বিপরীতে,জেগে উঠছে এক নতুন সমাজ, শান্তি হবে যার আন্তর্জাতিক নীতি,কারণ জাতীয় শাসক সর্বত্র এক- শ্রমজীবী! নতুন সমাজের পথিকৃৎ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সঙ্ঘ।' [২৪]

ঐ বক্তৃতার ৩০,০০০ কপি (ফ্রান্স ও জর্মনি উভয় দেশের জন্য ১৫,০০০-ছাপা হ'ল জেনিভায়) বিক্রি (বিতরণ) হ'ল- আন্তর্জাতিকের প্রথম বিদেশ নীতি ঘোষণাপত্র, যার সপক্ষে সোৎসাহে যিনি বললেন তিনি জন স্টুয়ার্ট মিল- 'এতে একটি শব্দও নেই, যা অনুচিত।' [২৫]

উত্তর জর্মন কনফেডারেশ্যনের সংসদে সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির মাত্র দু'জন সদস্য ছিলেন হ্বিলহেইম লিবনেখত (১৮২৬- ১৯০০) ও আগুস্ত বেবেল (১৮৪০-১৯১৩)।[২৬] তাঁরা যুদ্ধের জন্য বিশেষ বরাদ্দের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন এবং ফ্রান্সে আন্তর্জাতিকের শাখাগুলি জর্মন শ্রমিকা-শ্রমিকদের প্রতি মৈত্রী ও সংহতির বার্তা পাঠালেন। তথাচ ফ্রান্সের পরাজয় ইয়োরোপে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী ও জাত্যাভিমানী জাতিরাষ্ট্র যুগের সূচনা করল।

''ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধ নিয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা'য় মার্ক্সের ভাবনায় এই চিত্রপট ছিল, লিখলেন, 'এই ভয়ানক যুদ্ধ হয়ত আরো মারাত্মক আন্তর্জাতিক কোন্দলের পথ দেখাবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে তরোয়াল, জমি ও পুঁজির প্রভুরা নব উৎসাহে মেহনতিজনদের পদানত করবে।[২৭]

৩। প্যারি কমিউনের ক্ষমতা অর্জন

সেদানে জর্মনির বিজয় ও বোনাপার্ত-এর গ্রেপ্তার ফ্রান্সে ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭০-এ তৃতীয় সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হ'ল। পরের বছর জানুয়ারীতে বিসমার্কের শর্তাবলী মেনে নেওয়ায় ফ্রান্সের চারমাসব্যাপী অবরোধের অবসান হ'ল, যুদ্ধবিরোধী চুক্তি নির্বাচন এবং নিয়মতন্ত্রবাদী ও অরলিয়নপন্থীদের সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে আদলফ থিয়ের-এর (১৭৯৭-১৮৭৭) নিয়োগের পথ প্রশস্ত করল।রাজধানীতে অবশ্য প্রগতিশীল রিপাব্লিক্যানরা বিপুল ভোটে জিতলেন ও সেখানে ব্যাপক গণ অসন্তোষ দেখা দিল। শহরকে নিরস্ত্র করতে ও সব সামাজিক সংস্কার রুখতে চায়, এমন একটি সরকার স্থাপনের সম্ভাবনার আঁচ পেয়ে প্যারির মানুষ থিয়ের-এর ঘুরে দাঁড়ালেন এবং ১৮ শ্রমিকা-শ্রমিকদের জীবনে প্রথম এক মহতী রাজনৈতিক ঘটনা ঘটলঃপ্যারি কমিউন।

যদিও বাকুনিন দেশপ্রেমের যুদ্ধকে বৈপ্লবিক সমরে নিয়ে যেতে শ্রমিকা-শ্রমিকদের ডাক দিয়েছিলেন,[২৮] লন্ডনে সাধারণ পরিষদ প্রথম দিকে নীরব ছিল এবং মার্ক্সকে আন্তর্জাতিকের নামে একটি সন্দর্ভ রচনার দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রকাশে দেরী করছিলেন, কারণ পরিস্থিতির জটিলতা ও গভীরতর প্রেক্ষাপট। বাস্তবে কমিউনের শক্তিসমূহের প্রকৃত সম্পর্ক ও দুর্বলতা সম্পর্কে য়্রথেস্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন,জানতেন তার পরাভব অনিবার্য ছিল। এমনকি ১৮৭০-এর সেপ্টেম্বরে 'ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধ নিয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা'য় ফরাসী শ্রমিক শ্রেণীকে সতর্ক করতেও চেস্টা করেছিলেনঃ বর্তমান সংকটে যখন শত্রু প্রায় প্যারিসের দরজায় কড়া নাড়ছে, এই নতুন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেস্টা এক প্রচন্ড ভুল হবে। ফরাসী শ্রমজীবিদের ১৭৯২ সালের জাতীয়তাবাদী স্মৃতি-বিভ্রান্ত হতে দিতে পারে না। তাঁদের অতীত রোমন্থন করতে হবে না, ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। নিজেদের শ্রেণী সংস্থা গড়ার জন্য তাঁদের শান্ত ও দৃঢ়ভাবে সাধারণতন্ত্রী স্বাধীনতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। এতে ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন ও আমাদের অভিন্ন কর্ম অর্থাৎ শ্রমের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যমুখে যেতে সজীব ও

বিপুল শক্তি যোগাবে। সাধারণতন্ত্রের নিয়তি এই শক্তি অর্জন ও প্রজ্ঞার উপরে নির্ভর করছে।[২৯]

লিবনেখট-কে একটি চিঠিতে অনুযোগ করলেন, প্যারিসের বিপ্লবীরা 'অতি মাত্রায় সৎ'। 'অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে', এমন অপবাদ যাতে না বর্তায় তাঁদের উপর, তাই তাঁরা কমিউনের নির্বাচন সংগঠিত করার 'মূল্যবান মুহূর্তগুলি(অভিজ্ঞতা-অনুবাদক) হারালেন'। তাঁদের ভুল' এই নয় যে 'তাঁরা গৃহযুদ্ধ শুরু করতে চাইছিলেন না – যেন প্যারিসকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করে তা ইতিমধ্যেই তিয়ের শুরু করেন নি।' [৩০] এক সপ্তাহ বাদে বন্ধু কুগেলম্যানকেও এই কথাগুলিই লিখলেনঃ 'বিবেকী দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জন্যেই অনেক সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছে... দ্বিতীয় ভ্রান্তিঃ কমিউনের পথ প্রশস্ত করতে কেন্দ্রীয় কমিটির তড়িঘড়ি করে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ। আরেক সম্মাণীয় বিবেকনিষ্ঠা।'

সে যাই হোক, ফ্রান্সের ঘটনাপ্রবাহের উপর সমালোচনাত্মক মন্তব্য করলেও মার্ক্স কমিউনার্ডদের বিরল প্রতিরোধ-এর আত্মশক্তি ও রাজনৈতিক যোগ্যতার প্রশংসায় কুণ্ঠিত হ'ন নি। আরো লিখলেনঃ 'কি স্থিতধী, কি ঐতিহাসিক উদ্যম, প্যারিসবাসিদের কি আত্মাহুতির ক্ষমতা! বহিঃশত্রুর অন্তর্ঘাতের ফলে ছ'মাস ক্ষুধা ও ধ্বংসলীলা, প্রুশীয় বেয়নেটে পদানত থাকার তাঁরা জাগ্রত হয়েছিলেন, যেন ফ্রান্স ও জর্মনীর একেবারে যুদ্ধ হত না, শত্রু প্যারিসের দরজায় তখনও ছিল না! ইতিহাসে এই মহত্ব নজিরবিহীন।'

মার্ক্স বুঝেছিলেন বিপ্লবের যাই পরিণতি হোক না কেন,শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে কমিউন এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত করল।

পুরানো সমাজের নেকড়ে, শূকর এবং শোষিত শত্রু দ্বারা চূর্ণ হলেও প্যারিসের বর্তমান জাগরণ প্যারিসে জুনের বিদ্রোহের পর থেকে আমাদের পার্টির সবচেয়ে গৌরবময় কীর্তি।[৩১] এই প্যারিসবাসীদের তুলনা করুন ব্যারাকে, গির্জায় জর্মন-প্রুশিয় পূত রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্গের ক্রীতদাসদের দুর্গন্ধময় মৃতদেহগুলি, সাথে ও সর্বোপরি ফিলিস্তিনেরা [৩২] তার কয়েকদিন বাদে মার্ক্স আরেকটা চিঠিতে কুগেলম্যানকে এই ধারণাগুলিই ব্যক্ত করলেন।

তাঁর বন্ধু যখন প্যারির লড়াইকে ১৩ জুন ১৮৪৯-এর 'পাতি বুর্জোয়া বিক্ষোভের তুলনা করছেন, মার্ক্স পুনর্বার তখন কমিউনার্ডদের সাহসের বিপুল প্রশংসা করছেনঃ 'যদি অভ্রান্তভাবে অনুকূল সম্ভাবনার পরিস্থিতিতে এই সংগ্রাম হ'ত, বিশ্ব ইতিহাস লেখা অনেক সহজভাবে লেখা যেতো।' এখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর সমালোচকদের তাঁকে যে অদৃষ্টবাদপন্থী নিয়তিবাদী তকমা দিয়েছিলেন, আসলে তিনি তা থেকে কত পৃথকঃ 'অন্যদিকে 'আকস্মিক ঘটনাবলী'র কোন ভূমিকা না থাকলে (ইতিহাস) অত্যন্ত রহস্যময়। এই আকস্মিক ঘটনাগুলি স্বাভাবিকভাবে সাধারণ বিকাশধারার অন্তর্গত এবং অন্য আকস্মিক ঘটনাবলীর পরিপূরক,যার মধ্যে সেই 'আকস্মিক ঘটনা'ও আছে যা আন্দোলনের শীর্ষে থাকে।[৩৩]

কমিউনের বিরুদ্ধে যে পরিস্থিতি সক্রিয় হয়েছিল তা হ'ল ফরাসী মাটিতে ভার্সাই-এর 'বুর্জোয়া-লালিত অধঃপতিদের যোগসাজসে প্রুশিয় উপস্থিতি। জর্মনদের সাথে বোঝাপড়ার বলে বলী [৩৪] ভার্সাই চুক্তি প্যারিসবাসীদের দিল লড়াই বা লড়াই বিনা অনাত্মসমর্পন-এর বিকল্প। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, অগুনতি 'নেতাদের' পতনের চেয়েও বৃহৎ দুর্বিপাক হত শ্রমিক শ্রেণীর নীতিভ্রংশ। মার্ক্সের অভিমতঃ "প্যারিসে পুঁজিপতি শ্রেণী ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই এক নতুন স্তরে উপনীত হয়েছে। তার আশু ফল যাই হোক না কেন, বিশ্ব পরিসরে এই নতুন বাঁকের তাৎপর্য ঐতিহাসিক। [৩৫]

প্যারি কমিউনের বিজয়কে দীপ্ত স্বরে ঘোষণা করলে সমগ্র ইয়োরোপ জুড়ে শ্রমিকা-শ্রমিকদের মধ্যে অবাস্তব প্রত্যাশার সৃষ্টি হ'ত, যা থেকে নীতিভ্রংশতা ও বিশ্বাসহীনতা দেখা দিত।মার্ক্স তাই বেশ কয়েক সপ্তাহ সাধারণ পরিষদ সভায় যোগদান থেকে বিরত ও মুলতুবী রাখলেন। তাঁর রূঢ় আশংকা অতি সত্য প্রতিপন্ন হ'ল এবং ২৮ মে অর্থাৎ ঘোষণার কিঞ্চিদধিক দুই মাস পরে প্যারি কমিউন রক্তে ডুবে গেল।তার দু'দিন বাদে সাধারণ পরিষদে 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' (১৮৭১)-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে উপস্থিত হলেন। তা পঠিত ও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হ'ল, পরিষদের সব সদস্যের নামে প্রকাশিত হ'ল।

তার পরে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ঐ দলিলের ব্যাপক প্রভাব অনুভূত

হ'ল, যেমনটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর কোন দলিলের ক্ষেত্রে হয় নি। প্যারি কমিউন সম্পর্কে মার্ক্স লিখলেনঃ এটা মূলত ছিল একটি শ্রমিক শ্রেণীর সরকার, আত্মসাৎকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদনকারী শ্রেণীর সংগ্রামের ফসল, সবশেষে আবিস্কৃত রূপ যা শ্রমজীবিদের অর্থনৈতিক মুক্তি রচনা করবে। এই শেষ শর্ত ব্যতিরেকে কোনো সমস্টিগত সংবিধান অসম্ভব ও বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।উৎপাদনকারীদের রাজনৈতিক শাসন ও সামাজিক ক্রীতদাসত্ব একসাথে চলতে পারে না। নানা শ্রেণীর অস্তিত্ব ও শ্রেণী শাসনের উপর যে অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ভরশীল, তা উৎপাটনের উত্তোলক দন্ডের ভূমিকা ছিল কমিউনের। শ্রমজীবির মুক্তি প্রতিটি মানুষী/মানুষকে করে তুলবে কর্মী মানুষী/মানুষ, উৎপাদনকারী শ্রম শ্রেণী তকমা-রহিত হবে।[৩৬]

প্যারি কমিউন সব দিক থেকেই এক অভিনব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা।

মূলত একটি শ্রমিক শ্রেণীর সরকার, আত্মসাৎকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদনকারী শ্রেণীর লড়াইএর ফসল, শ্রমজীবিদের অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে অবশেষে আবিস্কৃত রাজনৈতিক রূপ। এই শেষ শর্ত ছাড়া সাম্প্রদায়িক সংবিধান অসম্ভব ও মায়াবৎ হ'ত। উৎপাদনকারীদের রাজনৈতিক শাসন আর সামাজিক ক্রীতদাসত্বের সহাবস্থান অসম্ভব। যে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর শ্রেণী সমূহের অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে, কমিউন তাই ও তার সাথে শ্রেণী শাসন উৎখাত করতে চাইল। শ্রমজীবিদের মুক্তি হলে প্রতিটি মানুষ কর্মরত মানুষে রূপান্তরিত হতেন, উৎপাদনকারী শ্রমিকের শ্রেণী-তকমা হারাতেন। [৩৭]

মার্ক্সের চোখে প্যারি কমিউন শ্রেণী সংগ্রামে উন্মোচিত নতুন স্তর সাফল্য লাভ করত এবং সে কারণে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারত শুধু সুস্পস্ট পুঁজিবাদ-বিরোধী কর্মসূচির মাধ্যমেঃ কমিউন শ্রেণীগত সম্পত্তির বিলোপ চেয়েছিল, যা ছিল মুস্টিমেয়র করতলগত বহু শ্রমজীবির শ্রমলব্ধ, উৎপাদন সম্পর্ক,জমি ও পুঁজির রূপান্তরের মাধ্যমে ব্যস্টিগত সম্পত্তিকে বাস্তব সত্য করতে চেয়েছিল,যা প্রধানত এখন শ্রমজীবিদের নিপীড়িত ও দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা আছে তাঁদের মুক্ত ও সহযোগী শ্রমজীবিতে রূপান্তরিত করতে

চেয়েছিল।....যদি সমবায় উৎপাদন ছল ও ফাঁদ বা হয়, তাকে যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রদ করতে হয়, একটি অভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে সমবায় সমিতিগুলি জাতীয় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে, আর সেউ মতো সব নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পুঁজিবাদ-অনুষঙ্গ আত্মঘাতী নিরন্তর নৈরাজ্য ও পর্যাবৃত্ত মৃগী অবসান সূচিত করে, ভদ্রমহোদয়গণ, এটা সাম্যবাদ ছাড়া কি হবে, না 'সম্ভাব্য' সাম্যবাদ? কমিউন থেকে শ্রমিক শ্রেণী অঘটন প্রত্যাশা করে নি। জনগণের জন্য ফরমান জারি করে পূর্ব-নির্দিষ্ট কোন কল্পলোক তাদের ভাবনায় ছিল না। তারা জানে তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য তাদেরই কাজ করতে হবে। তার সাথে তার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি মারফৎ দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে ও ইতিহাসের একাধিক পর্য্যায়ক্রমে, পরিস্থিতি ও মানুষের রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে অপ্রতিরোধ্যভাবে বর্তমান সমাজকে উন্নত স্তরে উত্তরণমুখী করে তুলবে। তাদের কোন আদর্শ রূপায়ন করার নেই, কিন্তু পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজ থেকে নতুন সমাজের পোয়াতি উপাদানগুলি মুক্ত করবে।" [৩৮]

'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' বইটার তিনটি ইংরেজী সংস্করণ শ্রমিকা-শ্রমিকদের প্রশংসা কুড়োল ও বুর্জোয়া মহলে সোরগোল তুলল। অংশত বা পূর্ণত ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ডজনখানেক ভাষায় নানা সংবাদপত্র,সাময়িকী ও পুস্তিকায় অনুদিত হ'ল।

মার্ক্সের আবেগাপ্লুত সংহতি-জ্ঞাপন সত্বেও, প্রতিক্রিয়াশীলদের দাবি ও আন্তর্জাতিককে গৌরবান্বিত করতে আকুল গোঁড়া মার্ক্সবাদীদের দাবি সত্বেও,[৩৯] সাধারণ পরিষদ প্যারিসবাসীদের অভ্যুত্থানের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, এ প্রশ্ন ওঠেই নি। সাংগঠনিকভাবে যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশ নিয়েছিলেন,তাদের অন্যতম ছিলেন হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত লিও ফ্র্যাঙ্কেল (১৮৪৪-১৮৯৬)- কর্মকান্ড, শিল্প ও বাণিজ্যের দায়িত্বে ছিলেন, যদিও প্যারি কমিউনের নেতৃত্বে ছিল আমূল পরিবর্তনকামী জ্যাকোবিন গোষ্ঠী। পুরসভায় নির্বাচিত (২৬ মার্চ), [৪০] ৮৫ জনের মধ্যে ১৫ ছিলেন নরমপন্থী (তথাকথিত 'পার্তি দে ময়ের', যাদের পরিচিতি প্রাক্তন মহানাগরিক),চারজন আমূল পরিবর্তনকামী,যাঁরা ইস্তফা দিয়েছিলেন এবং কমিউনের পরিষদসদস্য হন নি। বাকি ৬৬ জনের মধ্যে ১১জন বিপ্লবী হলেও তাদের পরিষ্কার রাজনৈতিক

চিন্তাভাবনা ছিল না; ১৪জন ছিলেন জাতীয় রক্ষী বাহিনীভুক্ত, ১৫জন পরিবর্তনকামী সাধারণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী আর নয় জন ব্ল্যাঁকিবাদী এবং ১৭ জন আন্তর্জাতিকের সদস্য।[৪১] তাদের মধ্যে ছিলেন ভাইয়াঞ (১৮৪০-১৯১৫),বেনোয়া মালোঁ (১৮৪১), অগুস্ত সেরাইয়ের (১৮৪০-১৮৭২), জাঁ লুই পিণ্ডি (১৮৪০-১৯১৭),আলবেয়ার থেইসজ (১৮৩৯-১৮৮০), শার্ লঙ্গে (১৮৩৯-১৯০৩)এবং পূর্বোল্লেখিত ভারলাঞ ও ফ্রাঙ্কেল। ও ফ্রাঙ্কেল। যাই হোক, তাঁদের নানা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র হওয়ায় এঁরা একশিলা গোষ্ঠীভুক্ত ন'ন, প্রায়ই বিচ্ছিন্নভাবে ভোট দিতেন। ফলে আমূল পরিবর্তনকামী সাধারণতন্ত্রীবাদী জ্যাকোবিন আধিপত্য অনুকূল হয়েছিল, যা প্রতিফলিত হয়েছিল মে মাসে মন্টেনার্ড-অনুপ্রাণিত গণ নিরাপত্তা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত (ব্ল্যাঁকিবাদীসহ পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ ভোটে অনুমোদিত)। মার্ক্স নিজে বলেছিলেনঃ 'কমিউনের সংখ্যাধিক্য কোন অর্থেই সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, থাকার কথা নয়।' [৪২]

ভার্সাই চুক্তির পরে 'রক্তস্নাত সপ্তাহে' প্যারিসে প্রায় দশ হাজার সংগ্রামরত কমিউনার্ড নিহত নিকেশ হয়েছিলেন। ফ্রান্সের ইতিহাসে রক্তাক্ততম গণহত্যা – ন্যূনাধিক ৪৩,০০০কে বন্দী হয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে ১৩,৫০০ জন প্রাণদন্ড,কারাবাস, অনিচ্ছাশ্রম বা নির্বাসনে দন্ডিত হয়েছিলেন (অনেককে প্রত্যন্ত নিউ ক্যালেডনিয়ায় চালান করা হয়েছিল। পালিয়ে গিয়ে ৭০০০ জন ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম ও সুইটসারল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইয়োরোপের রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক সংবাদ মাধ্যম কমিউনার্ডদের জঘন্য অপরাধী তকমা এঁটে তিয়েরের সেনাদের কাজটাই করেছিল, ক্ষুব্ধ শ্রমিকা/ শ্রমিকদের অভ্যুত্থান-এর পরাভবকে 'সভ্যতার' বিজয় আখ্যা দিয়েছে। এখন থেকে কায়েমী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে কোন কাজের জন্য সেই ঝড়ের আঁখি আন্তর্জাতিকের দিকে আঙুল তোলা হ'ল। 'যখন শিকাগো অগ্নিকান্ড ঘটল', মার্ক্স 'তীব্র বিদ্রূপ করে লিখলেন, 'আন্তর্জাতিকের নরক কান্ড-কীর্তির এ এক বার্তা ঘোষণা এবং এটাও সত্যি এক বিস্ময়কর যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে হারিকেন তান্ডবের দায় এই দানবীয় সংস্থার'। [৪৩]

আন্তর্জাতিক ও তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমের কুৎসার মার্ক্সের সারাদিন

কেটে যেতো। তাঁর কথায়, 'এই সময়টা (মার্ক্স-লেখক) লন্ডনের সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ।' [৪৪] ইত্যবসরে, প্যারিসের মত অভ্যুত্থান-আশঙ্কায় ইয়োরোপের সব সরকার তাদের শোষণ যন্ত্র শাণিত করেছিল।

প্যারিসে রক্তের হোলির অন্তিম পর্যায় এবং ইয়োরোপের অন্যত্র কুৎসার ঢেউ ও সরকারী নিপীড়ন সত্বেও আন্তর্জাতিক-এর শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল, কমিউনের জাগরণের কথা ছড়িয়ে পড়ায়। পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্তদের কাছে কায়েমী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তা ভয়ের কারণ হয়ে উঠল, কিন্তু শোষণহীন ও অন্যায়-রহিত দুনিয়াকামী শ্রমিকা-শ্রমিকদের কাছে আশার বহ্নি জ্বালালো।[৪৫] অভ্যুত্থিত প্যারিস শ্রমিকা-শ্রমিকদের আন্দোলনকে রক্ষা করেছিল, আরো পরিবর্তনকামী অবস্থান গ্রহণে ও জঙ্গী মানসিকতা তীব্রতর করতে শক্তি যুগিয়েছিল। অভিজ্ঞতা তাদের দেখালো বিপ্লব সংঘটন সম্ভব, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ও সম্ভব; অধিকন্তু সেই লক্ষ্যপূরণে শ্রমিকা-শ্রমিকদের স্থায়ী ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক সমিতি গড়তে হবে।[৪৬] সর্বত্র বিপুল প্রাণবন্ততা অনুভূত হচ্ছিল, সাধারণ পরিষদের সভাগুলিতে উপস্থিতি দ্বিগুণ হ'ল, আন্তর্জাতিক-এর সাথে যুক্ত সংবাদপত্রের সংখ্যা ও বিক্রয় বাড়তে লাগল, নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল।

৪। লন্ডন সম্মেলনের রাজনৈতিক বাঁক

আন্তর্জাতিক-এর শেষ কংগ্রেসের পরে দুবছর কেটে গেলেও পরিস্থিতির চাপে আরেকটি কংগ্রেস আহ্বানের অনুকূল অবস্থা ছিল না। তাই সাধারণ পরিষদে স্থির হ'ল লন্ডনে একটি সম্মেলন হবে, সেই মতো ২২জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ১৭-২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭১এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। আয়ার্ল্যান্ডের সেই প্রথম প্রতিনিধি এসেছিলেন, বেলজিয়াম,সুইটসারল্যান্ড, স্পেন থেকে ও দেশান্তরী ফরাসীরা।[৪৭] যদিও সম্মেলনটি যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্বমূলক করার প্রচেস্টা হয়েছিল, কার্যত তা হয়ে দাঁড়াল বর্ধিত সাধারণ পরিষদ সভা।

মার্ক্স গোড়াতেই বলেছিলেন যে সম্মেলনে আলোচনা 'শুধু সংগঠন ও

নীতি বিষয়ে' সীমাবদ্ধ থাকবে,[৪৮] ঔপপত্তিক আলোচনা এক প্রান্তে হবে।প্রথম অধিবেশনেই একথা ব্যক্ত করেছিলেন। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে একমত হয়ে অনেকগুলি দেশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে ও নতুন পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে এক নতুন সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্যে সম্মেলন ডেকেছিল সাধারণ পরিষদ। দ্বিতীয়ত, যে সব সরকার আন্তর্জাতিক সমিতিকে নিরন্তর ধ্বংস করতে চাইছে, তার মোকাবিলার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শেষত সুইটসারল্যানডের সমস্যার পূর্ণ সমাধান।[৪৯]

মার্ক্স এই অগ্রাধিকারগুলির জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি একত্র করেছিলেনঃ আন্তর্জাতিককে পুনর্সংগঠিত করা, তাকে প্রতিকূল শক্তিগুলির আক্রমন থেকে রক্ষা করা ও বাকুনিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব অবরোধ। সম্মেলনে সবচেয়ে সক্রিয় প্রতিনিধি মার্ক্স ১০২বার বলতে উঠেছিলেন, তাঁর পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি-রহিত সব প্রস্তাব রুখতে পেরেছিলেন, যাঁরা তাঁর মত মানতে পারছিলেন না, তাদের সপক্ষে আনতে পেরেছিলেন।[৫০] লন্ডনের জমায়েত সংগঠনের ভিতরে তাঁর প্রতিপত্তি সুনিশ্চিত করল, শুধু রাজনৈতিক অবস্থান নির্মাণের মস্তিস্ক নয়, সবচেয়ে প্রত্যাঘাতী ও সবল জঙ্গীদের অন্যতমও।

সম্মেলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভেলঁ প্রস্তাব (৯ম) অনুমোদন।প্যারি কমিউনের শেষ দিকে আন্তর্জাতিকে যোগদানকারী ব্ল্যাঁকিপন্থীদের অবশিষ্টাংশের নেতা প্রস্তাব দিলেন সংগঠনকে সাধারণ পরিষদের নেতৃত্বে কেন্দ্রায়ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ দেওয়া হোক। কোন কোন, বিশেষত ব্ল্যাঁকিপন্থীদের অবস্থান, প্রশ্নে মতভেদ থাকলেও মার্ক্স নির্দ্বিধায় ভেলঁপন্থীদের সাথে জোট গড়লেন, আন্তর্জাতিকের অভ্যন্ত্রার শুধু বাকুনিনবাদীদের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে নয়, শ্রেণী সংগ্রামের নতুন স্তরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য ব্যাপকতর সহমতের তাগিদেও। মার্ক্স ২০ সেপ্টেম্বর-এর একটি অধিবেশনে হস্তক্ষেপ করে বললেনঃ প্রচারের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র জনসভা। কেউ এমন ভাবে না যে সংসদে শ্রমিকা-শ্রমিকদের প্রতিনিধির ভূমিকা গৌণ। একটি দৃষ্টান্তঃ ফ্রান্সে সংঘটিত যুদ্ধের (ফরাসী-প্রুশিয়) সময়,বেবেল ও লিবনেখট দর্শিয়ে ছিলেন এ সবের মুখোমুখি একদিকে শ্রমিক শ্রেণীর অন্যদিকে সমগ্র জর্মনি কম্পমান, মিউনিখেও বিয়ারের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে

বিপ্লব,যুদ্ধ অবসানের বিরুদ্ধে বিরাট বিরাট বিক্ষোভ সভা,যা মিউনিখে বহু শ্রমিকা-শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সরকারগুলি আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল, যা মোকাবিলায় আমরা প্রাণপণ শক্তি দিয়ে করেছি, গণপ্রতিবাদ হয়েছে। শ্রমিকা-শ্রমিকদের সংসদে স্থান পেতে হলে ঠিকঠাক প্রতিনিধি চয়ন করতে হবে, কারণ তার সাথে সাথে সরকারগুলির বিরুদ্ধে বিজয়লাভ, যা আন্তর্জাতিক আজ নয়, সব সময় দাবি করে এসেছে যে শ্রমিকা-শ্রমিকদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র দখল করতে হবে।[৫১]

'পরের দিন মার্ক্স ঐ বিষয় নিয়েই বক্তব্য রাখলেন। তাঁর হস্তক্ষেপ-এর যে অংশ অনুলিখিত ও রক্ষিত আছে, তদনুযায়ী, তিনি 'রাজনীতি থেকে বিরত থাকার ইতিহাস ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে এ নিয়ে মানসিক শ্রম অপ্রয়োজনীয়।'[৫২] এও বললেন, 'এমন নীতির প্রবক্তারা ছিলেন সৎ অভিপ্রায়বিশিষ্ট অবাস্তববাদী,যাঁরা আজ সেই পথে, তাঁরা অন্য চরিত্রের। তাঁরা সশস্ত্র লড়াইয়ের পরে রাজনীতি বর্জন করেন, জনগণকে বুর্জোয়া বিরোধী-রাজনীতির দিকে ঠেলে দেন। আমরা সরকারগুলির বিরোধিতার সাথে সাথে এই প্রবণতারও বিরোধিতা করব।'[৫৩] মার্ক্সের মতানুসারে, সরকারগুলির প্রতি আন্তর্জাতিকের এই বার্তা দেওয়া উচিৎ, 'আমরা জানি প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে তোমরা এক সশস্ত্র শক্তি। যেখানে সম্ভব, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ পথে লড়ব; আর যেখানে সম্ভব নয়, প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে নেব।[৫৪] লন্ডন সম্মেলনে তাই গৃহীত প্রস্তাবে বলা হ'ল-

একটি রাজনৈতিক দল হিশেবে সংগঠিত না হলে শ্রমিক শ্রেণী সম্মত্তি-মালিক শ্রেণীর যৌথ শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে না, এমন এক দল যা সম্মত্তি-মালিক শ্রেণীর গড়া সাবেকী দলগুলির বিরোধী ও সেগুলি হতে পৃথক; সামাজিক বিপ্লবের সাফল্য সুনিশ্চিত করা ও চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে তথা শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণীর কাছে একটি দল গড়া এক বিকল্পহীন অনিবার্যতা, সাথে সাথে অর্থনৈতিক সংগ্রামগুলির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট সব শক্তিকে কাছে আনার হাতল। উপসংহারঃ অর্থনৈতিক আন্দোলন (শ্রমিক শ্রেণীর) এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের অচ্ছেদ্য বন্ধন।' [৫৬]

জেনিভা কংগ্রেসে (১৮৬৬) ট্রেড ইউনিয়নগুলির গুরুত্ব মান্য হয়েছিল,

লন্ডন সম্মেলনে (১৮৭১) দিকনির্দেশ ছিল আধুনিক শ্রমিকা-শ্রমিকদের আন্দোলনের সহায়ক রাজনৈতিক দল-গঠন।এক্ষেত্রে জোর দিয়ে বলতে হবে সেই সময়ের উপলব্ধির ব্যাপকতা বিংশ শতাব্দীতে ছিল না। তাই মার্ক্সের সম্বোধি ব্ল্যাঁকিবাদীদের থেকে আলাদা ছিল- দুই পক্ষে সংঘাত সে কারণেই।[৫৭]

মার্ক্সের ভাবনায় শ্রমিক শ্রেণীর স্ব-অর্জিত মুক্তি এক দীর্ঘ ও কঠিন-শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া- সার্গেই নেচায়েভ(১৮৪৭-১৮৮২)এর 'এক বিপ্লবীর প্রশ্নোত্তর (১৯৬৯)'এ কথিত তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিপরীত মেরুতে, লন্ডন সম্মেলনে প্রতিনিধিরা যাঁর গুপ্ত সমাজ-এর ধারণা-প্রচারনা নিন্দা করলেও[৫৮] বাকুনিন সোৎসাহে সমর্থন করেছিলেন।

মাত্র চারজন প্রতিনিধি লন্ডন সম্মেলনে ৯ম প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলেও মার্ক্সের বিজয় ক্ষণস্থায়ী প্রতিপন্ন হ'ল। প্রতিটি দেশে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা ও সাধারণ পরিষদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদানের ডাক আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরীণ জীবনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার নমনীয় চরিত্র অত দ্রুত এক সুষম রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহের জন্য প্রস্তুত ছিল না।[৫৯]

মার্ক্স নিশ্চিত-প্রত্যয় ছিলেন যে কার্যত প্রধান প্রধান সমিতি ও শাখাগুলি সাধারণ পরিষদের পেশ-করা প্রস্তাবগুলি সমর্থন করবে। তবু অচিরেই নতুন ভাবতে হয়েছিল।আন্তর্জাতিকের নৈরাষ্ট্রবাদী নেতৃত্বাধীন সুইস গোষ্ঠী জুরা সমিতি ১২ নভেম্বর তাদের ছোট্ট কমিউন সোনভিলিয়ের-এ কংগ্রেসের ডাক দিল।বাকুনিন যোগ দিতে না পারলেও আন্তর্জাতিকের ভিতরে সরকারীভাবে বিরোধী অবস্থান ঘোষিত হ'ল। সভাশেষে গৃহীত বিবরনী "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সঙ্ঘের সব সমিতির কাছে প্রেরিত এক চেতাবনীতে জেমস গীলম (১৮৪৪-১৯১৬) ও অন্যান্য অংশগ্রহনকারীরা আন্তর্জাতিকে 'কর্তৃত্ববাদ নীতি' প্রবর্তন এবং মুল কাঠামোকে পালটে 'পুরোহিততান্ত্রিক সংগঠন করা ও একটি কমিটি-শাসিত করে তোলার জন্য সাধারণ পরিষদকে দুষল'। সুইটসারল্যান্ডীয়রা নিজেদের 'সব রকম নির্দেশক কর্তৃত্ববিরোধী' ঘোষিত করলেন ও দাবী করলেন যে কর্তৃত্বও নির্বাচিত হতে হবে এবং

শ্রমিকা-শ্রমিকদের অনুমোদিত হতে হবে', তাছাড়াও 'শাখাগুলির স্বায়ত্ত ক্ষমতা দেওয়ার' জন্য চাপ দিলেন, যাতে শ্রমিকা-শ্রমিকদের চিঠিপত্র আদানপ্রদান কেন্দ্র ও পরিসংখ্যান পর্ষদের রূপ নেয়।[৬০] তাঁরা অবিল স্বে কংগ্রেস-এর আওয়াজ তুললেন।

জুরা সমিতির এমন অবস্থান গ্রহণ অপ্রত্যাশিত না হলেও, মার্ক্সকে বোধ হয় বিস্মৃত করেছিল অস্থিরতা ও সাধারণ পরিষদ-এর রাজনৈতিক লাইনের বিরুদ্ধে অন্যত্র এদের বিদ্রোহের প্রকাশ।বেশ কয়েকটি দেশে লন্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বায়ত্তাধিকারের উপর অগ্রহনীয় হস্তক্ষেপ বলা হয়েছিল। বেলজিয়ামের সমিতি সম্মেলনে দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা নিলেও লন্ডন সম্মেলনের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিল। ওলন্দাজ সমিতিও দূরতর অবস্থান নিয়েছিল। দক্ষিণ ইয়োরোপে প্রতিক্রিয়া তীব্রতর ছিল, যা থেকে বিরোধীরা যথেস্ট সমর্থন পেল। বস্তুত, আইবেরিয় আন্তর্জাতিকতাবাদীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে ও বাকুনিনের ধারণার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এসবের আংশিক কারণ নিঃসন্দেহে ঐ অঞ্চলে শিল্পে নিযুক্ত প্রলেতারিয়েতের প্রধান শহরগুলিতে থাকার সীমাবদ্ধতা,যেখানে তখনও শ্রমজীবি আন্দোলন খুব দুর্বল ও মূলত অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনে নিয়োজিত। ইতালিতেও লন্ডন সম্মেলনের ফলাফল নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হ'ল। যাঁরা রোমে ১-৬ নভেম্বর ১৮৭১-এ মিলিত হয়েছিলেন, তাঁরা মাৎসিনি-র সমর্থক, বাকিরা বাকুনিনের অবস্থানে। যাঁরা ৪-৬ অগাস্ট ১৮৭২-এ রিমিনি-তে আন্তর্জাতিকের ইতালীয় সমিতির প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসে অংশ নিলেন তাঁরা সাধারণ প রিষদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে পরিবর্তনকামী অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আন্তর্জাতিকের আগামী সম্মেলনে যোগ দেবেন না ও সুইটসারল্যান্ডের নয় শ্যাতেল-এ 'কর্তৃত্ববাদবিরোধী সাধারণ কংগ্রেস'-এর প্রস্তাব নিলেন।[৬১] প্রকৃতপক্ষে সেটাই আসন্ন দ্বিভাজনের প্রথম কাজ।

অতলান্তিকের ওপারেও নানা কোন্দল আন্তর্জাতিকের প্রসার সঙ্কুচিত করল।[৬২] ইংরেজরা ছাড়া সাধারণ পরিষদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন সুইটসারল্যান্ডীয়দের অধিকাংশ, ফরাসী (এখন বেশীর ভাগই ব্ল্যাঁকিপন্থী),

দুর্বল জর্মনেরা, সম্প্রতি পুনর্সংগঠিত ডেনমার্ক, আয়ার্ল্যান্ড ও পর্তুগালের বিভাগগুলি এবং হাঙ্গারী ও বোহেমিয়ার গোষ্ঠীরা। কিন্তু লন্ডন সম্মেলন-শেষে মার্ক্স যেমন প্রত্যাশা করেছিলেন, তার অল্পই পূর্ণ হ'ল।

সাধারণ পরিষদের প্রতি বিরুদ্ধতার চরিত্রগত রকমফের দেখা দিল, কখনো ব্যক্তিস্বার্থান্বেষী,যেগুলি একজোট হয়েছিল এক বিচিত্র রসায়নে, যা আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বকে আরো কঠিন সংকটে ফেলে দিয়েছিল। তবু কিছু কিছু দেশে বাকুনিনের তত্বের প্রতি কল্পনাপ্রবণতা ও গিলমের নানা রঙের বিরোধীদের একজোট করার ক্ষমতার বাইরে 'শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জঙ্গীপণার প্রধান চালিকাশক্তি এমন এক পরিপার্শ্ব যা মার্ক্স-প্রস্তাবিত গুণগত অগ্রগমণের বিপ্রতীপ। উপযোগিতার নানা দাবির জন্য লন্ডন সম্মেলনের বাঁক কারো কারো কাছে কড়া হস্তক্ষেপ মনে হয়েছিল, কেবল বাকুনিন-ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলি নয়, অধিকাংশ সমিতি ও স্থানীয় শাখাগুলিও; স্বায়ত্তাধিকার নীতি ও বাস্তবের বিচিত্রতা অনুধাবনে অক্ষমতা,অথচ এগুলিই আন্তর্জাতিকের অন্যতম ভিত্তি ছিল। সংগঠনের সংকটের ত্বরান্বিত হয়েছিল মার্ক্সের ভ্রান্তি। [৬৩]

টিকা নির্দেশ

১ Jacques Freymond, 'Introduction', in Henri Burgelin, Knut Langfeldt and Miklós Molnár (eds), La première Internationale, vol. I (1866–1868), p. xix.

২ Karl Marx, 'Draft Resolution of the General Council on the Policy of the British Government towards the Irish Prisoners', 18 November 1869, in MECW, vol. 21, p. 83.

৩ Karl Marx to Friedrich Engels, 12 November 1869, in MECW, vol. 43, p. 371.

৪.Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 29 November 1869, in MECW, vol. 43, pp. 390–1.

৫ এই পাঠ্যাংশ তাঁর বন্ধু ও আন্তর্জাতিক-এর সদস্য কুগেলম্যানকে প্রেরিত একটি অ-সরকারী সার্কুলার থেকে উদ্ধৃত-জর্মন সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির ব্রান্সুয়িক কমিটির উদ্দেশ্যে। মার্ক্স তার সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন ১ জানুয়ারী ১৮৭০-র পরেই লিখিত একটি পাঠ্যাংশ-শিরোনাম 'সুইটসারল্যান্ডের রোম্যান্স যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ', যা ১৮৭২ সালে 'আন্তর্জাতিকের মিথ্যাশ্রিত বিভাজন' শীর্ষক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৬ Karl Marx, 'Confi dential Communication', in MECW, vol. 21, p. 120.

৭ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 29 November 1869, p. 391. Translation: 'Let this not happen a second time!'

৮ Karl Marx to Friedrich Engels, 10 December 1869, in MECW, vol. 43, p. 398.

৯ Karl Marx to Laura and Paul Lafargue, 5 March 1870, in MECW, vol. 43, p. 449.

১০ Marx, 'Confi dential Communication', in MECW, vol. 21, pp. 120–1.

১১ Karl Marx to Sigfrid Meyer and August Vogt, 9 April 1870, in MECW, vol. 43, p. 473.

১২ Marx, 'Confi dential Communication', in MECW, vol. 21, p. 120.

১৩ Karl Marx to Sigfrid Meyer and August Vogt, 9 April 1870, in MECW, vol. 43, pp. 474–5.

১৪ Ibid., p. 475.

১৫ Ibid.

১৬ Ibid.

১৭ Jacques Rougerie spoke of 'some tens of thousands',

‘Les sections françaises de l’Association Internationale des Travailleurs’, in Colloque International sur La première Internationale (ed.), La Première Internationale: l’institute, l’implantation, le rayonnement, p. 111

১৮ Jacques Freymond (ed.), Études et documents sur la Première Internationale en Suisse. Geneva: Droz, 1964, p. 295.

১৯ Ibid., p. x

২০ Karl Marx to Friedrich Engels, 18 May 1870, in MECW, vol. 43, p. 523.

২১ Karl Marx to Paul Lafargue, 19 April 1870, in MECW, vol. 43, pp. 489–90.

২২ Karl Marx to Paul Lafargue, 18 April 1870, in MECW, vol. 43, p. 485.

২৩ Karl Marx to Hermann Jung, 14 July 1870, in MECW, vol. 43, p. 538.

২৪ Karl Marx, ‘First Address on the Franco-Prussian War’, in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 239.

২৫ John Stuart Mill, Th e Collected Works of John Stuart Mill, vol. 32. Toronto: University of Toronto Press, 1991, p. 244.

২৬ Th e representatives of the Lassallean General Association of German Workers voted in favour.

২৭ Karl Marx, ‘Second Address on the Franco-Prussian War’, in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 241.

২৮ See Arthur Lehning, ‘Introduction’, in Lehning (ed.), Bakunin – Archiv, vol. VI : Michel Bakounine sur la Guerre

Franco-Allemande et la Révolution Sociale en France (1870–1871). Leiden: Brill, 1977, p. xvi.

২৯ Marx, 'Second Address on the Franco-Prussian War', p. 241

৩০ Karl Marx to Wilhelm Liebknecht, 6 April 1871, in MECW, vol. 44, p. 128.

৩১Marx is referring to the workers' uprising of June 1848, which was drowned in blood by a conservative republican government.

৩২ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 12 April 1871, in MECW, vol. 44, pp. 131–2.

৩৩ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 17 April 1871, in MECW, vol. 44, pp. 136–7.

৩৪ দ্রষ্টব্য Karl Marx to Léo Frankel and Louis Eugène Varlin [1839–1871] (draft), 13 May 1871, in MECW, vol. 44, p. 149: 'নির্দিষ্ট চুক্তি (২৬ মে) সম্পাদনের আগে প্রুশিয়রা ভার্সাই-এর জনগণের হাতে দুর্গগুলি প্রত্যর্পণ করবে না, যাতে সরকারকে প্যারিসে সশস্ত্র পুলিশ সহ বিনিয়োগ করতে পারে। থিয়ের ও তাঁর দলবল প্যারিস দখল না হওয়া পর্যন্ত বিসমার্কের কাছে প্রথম কিস্তির অর্থপ্রদান পিছিয়ে দেবার আর্জি জানাল। বিসমার্ক মঞ্জুর করলেন। অর্থের জরুরী প্রয়োজন বোধে প্রুশিয়া ভার্সাই-এর জনগণকে প্যারিস দখল ত্বরান্বিত করতে যথাসাধ্য সহায়তা দিল। সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে।'

৩৫ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 17 April 1871, in MECW, vol. 44, p. 137.

৩৬ Karl Marx, 'On the Paris Commune', in Musto (ed.), Workers Unite!, pp. 215–16.

৩৭ ঐIbid., pp. 217–18.

৩৮ ঐ., pp. 218–19.

৩৯ দ্রস্টব্য Georges Haupt, Aspect of International Socialism 1871–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, তিনি মতাদর্শোপম ভাবমূর্তির সাথে সঙ্গতি রেখে কমিউনের পুনর্গঠনের অবাস্তবতা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, p. 25.

৪০ মোট ৯২টি আসন থাকলেও কেউ কেউ একাধিক আসনে নির্বাচিত হওয়ায় মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৫।

৪১ See Jacques Rougerie, Paris libre 1871. Paris: Seuil, 1971, p. 146; Pierre Milza, L'année terrible. Paris: Perrin, 2009, p. 78.

৪২ Karl Marx to Domela Nieuwenhuis, 22 February 1881, in MECW, vol. 46, p. 66.

৪৩ Karl Marx, 'Report of the General Council to the Fift h Annual Congress of the International', in Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.), Th e General Council of the First International 1871–1872, 1968, p. 461. 44 Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 18 June 1871, in MECW, vol.

৪৪, p. 157.

৪৫ দ্রষ্টব্য George s Haupt, L'internazionale socialista dalla Comune a Lenin, p. 28.

৪৬ ঐ pp. 93–5.

৪৭ আদতে ১৯জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন, একজন আসতে পারেন নি, দু'জন শুধু প্রথম দুটি অধিবেশনে ছিলেন।

৪৮ Karl Marx, 15 August 1871, in Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.), Th e General Council of the First International 1870–1871, p. 259.

৪৯ Karl Marx, 17 September 1871, in Henri Burgelin, Knut Langfeldt and Miklós Molnár (eds), La première Internationale, vol. II (1869–1872), p. 152. 'সুইটসারল্যান্ডের বিবাদ' নৈরাষ্ট্রবাদীদের মতানৈক্যের সাথে অন্বিত ছিল। দ্রষ্টব্য Marcello Musto, 'Introduction', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 36f.

৫০ দ্রষ্টব্য Miklós Molnár, Le déclin de la première internationale, p. 127.

৫১ Karl Marx, 'On the Political Action of the Working Class', in Musto (ed.), Workers Unite!, pp. 278–9. ৫২ Karl Marx, 'On the question of Abstentionism', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 280.

৫৩ ঐ.

৫৪ ঐ

৫৫ Karl Marx and Friedrich Engels, 'On the Political Action of the Working Class and Other Matters', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 285.

৫৬ ঐ

৫৭ মার্ক্স বা বাকুনিন যার অনুসারীরা যাদের কথাই ধরা যাক, 'দল' শব্দটির প্রয়োগ মার্ক্স-এরও ঘোলাটে ছিল।ম্যাক্সিমিলিয়েন রুবেলের মত (Marx critique du marxisme, p. 183)ঃ 'দল-ধারণা আর শ্রেণী ধারণার মধ্যে সাযুজ্য বিদ্যমান।' এখানে জোর দেওয়া দরকার যে আন্তর্জাতিকে যখন এ নিয়ে বাদবিতণ্ডা ১৮৭১ থেকে ১৮৭২ কালপর্বে তখনও রাজনৈতিক দল নির্মানের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয় নি – লন্ডন সম্মেলনে দু'বার ও হেগ কংগ্রেসে পাঁচবার কথাটা উচ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু 'রাজনৈতিক' বিশেষণটিই 'ব্যবহৃত হয়েছিল।Haupt, L'Internazionale socialista dalla Comune a Lenin, p. 84.

৫৮ See Henri Burgelin, Knut Langfeldt and Miklós Mol-

nár (eds), La première Internationale, vol. II (1869–1872). Geneva: Droz, 1962, p. 237; and Karl Marx, 'Declaration of the General Council on Nechayev's Misuse of the Name of the International Working Men's Association', in MECW, vol. 23, p. 23.

৫৯ দ্রষ্টব্য Jacques Freymond and Miklós Molnár, 'Th e Rise and Fall of the First International', in Milorad M. Drachkovitch (ed.), Th e Revolutionary Internationals, 1864–1943. Stanford: Stanford University Press, 1966, p. 27

৬০ নানা লেখক, 'Circulaire du Congrès de Sonvilier', in Burgelin, Langfeldt and Molnár (eds), La première Internationale, vol. II (1869–1872), pp. 264–5.

৬১ নানা লেখক, Risoluzione, programma e regolamento della federazione italiana dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, in Gian Mario Bravo, La Prima Internazionale, p. 787.

৬২ দ্রষ্টব্যMusto (ed.), 'Introduction', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 20.

৬৩ দ্রষ্টব্য See Freymond and Molnár, 'Th e Rise and Fall of the First International', pp. 27–8.

নবম অধ্যায়

বাকুনিনের সঙ্গে সংঘাত

প্রথম আন্তর্জাতিকের সংকট

শেষ সংগ্রাম হয়েছিল ১৮৭২ সালের গ্রীষ্মশেষে। তিন বছরে ফ্রান্স-প্রুশিয়া যুদ্ধ, প্যারি কমিউনের পরে নিপীড়নের জলোচ্ছ্বাস ও অসংখ্য বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ - এ তিন ভয়ঙ্কর ঘটনাবলীর পরে আন্তর্জাতিক-এর আবার কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। যে দেশে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেসব স্থানে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব ও শ্রমিকা-শ্রমিকদের উৎসাহবর্ধক প্রয়াসে আকস্মিকভাবেই তাদের স্লোগানগুলি উচ্চকিত হ'ল। ইতালি, ডেনমার্ক, পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ডস-এ ১৮৭২ সালেই সর্বোচ্চ সাংগঠনিক বিকাশ ঘটেছিল। তখন ফ্রান্স, জর্মনি ও অস্ট্রিয়-হাঙ্গারিয় সাম্রাজ্যে শ্রমিক সংগঠন নিষিদ্ধ। এতদসত্বেও আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বস্তরে সংঘাতগুলির সংকট সম্পর্কে সদস্যদের অধিকাংশ অনবধান ছিলেন।[১]

হেগ শহরে ২-৭ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনাপ্রবাহের সমূহ গুরুত্ব মার্ক্স-কে ঐ কংগ্রেসে অংশ নিতে বাধ্য করে। এঙ্গেলসকেও। কুগেলম্যানকে মার্ক্স লিখলেন, "আন্তর্জাতিকের এই জীবন-মরণের সঙ্কটে আমি সঙ্ঘ থেকে ইস্তফা দেবার আগে তাকে বিভেদকামীদের থেকে রক্ষা করতে চাই'।[২] তিনি ঐ একবারই আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেসে অংশ নিয়েছিলেন।

সিজার দ্য পেপ বা বাকুনিন কেউই ওলন্দাজ রাজধানী শহরে যান নি, বোধহয় ভেবেছিলেন আগের বছরে লন্ডনের মত [৩]মার্ক্স একই রকম মধ্যস্ততার ভূমিকায় সফল হবেন।

নিয়তির পরিহাস, কনকর্ডিয়া প্রেক্ষাগৃহে কংগ্রেস হল, যদিও কনকর্ড (অর্থাৎ সম্মিলনের) সাক্ষ্য মেলে নি- প্রতিটি অধিবেশনে দুই শিবিরে

অমোচনীয় বৈরিতা ফুটে উঠল, পূর্ববর্তী দুটি কংগ্রেসের তুলনায় বিতর্কের মানও অনেক নিম্নস্তরীয়।

হেগ কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি মঞ্জুর সম্ভব হয়েছিল খন্ডিত প্রতিনিধিত্বের জন্য। যদিও কৃত্রিম ও অনেকাংশে জোড়াতালি দেওয়া, কংগ্রেসে শামিল প্রতিনিধিরা ছিলেন সংখ্যালঘু হলেও তাঁরাই আন্তর্জাতিকের সর্বোচ্চ সংখ্যার প্রতিভূ।[৪]

হেগ-এ মার্ক্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সঙ্ঘের বিধিরীতির মধ্যে ১৮৭১ সালে লন্ডন সম্মেলনের ৯ম প্রস্তাব সন্নিবেশ- যা হ'ল ৭ক ধারাঃ ১৮৬৪ সালের অস্থায়ী নীতিমালায় বলা হয়েছিল, 'প্রত্যেক রাজনৈতিক আন্দোলনের বাধ্যতা শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তিই প্রধান লক্ষ্যপূরণ।এই সন্নিবেশ সংগঠনের ভিতরে নতুন শক্তি-সম্পর্কের প্রতিভাস। তখন সামাজিক রূপান্তরে রাজনৈতিক সংগ্রাম প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে কারণ 'ভূমি ও পুঁজির প্রভুরা তাদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া অধিকার এবং শ্রমিকদের ক্রীতদাসত্ব চিরন্তন ও আরক্ষিত করে রাখার জন্য তাদের রাজনৈতিক বিশেষাধিকার সর্বদা প্রয়োগ করে। তাই রাজনৈতিক অধিকার বিজয় শ্রমিক শ্রেণীর মহান কর্তব্য।[৫]

আন্তর্জাতিক তখন তার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে অনেক অন্যরূপ নিয়েছেঃ ক্রমবর্ধিতভাবে প্রান্তিকীকৃত আমূল পরিবর্তনকামী গণতন্ত্রীরা বেরিয়ে গেছে, সহাবস্থানবাদীরা পরাভূত, অনেকে রূপান্তরিত, সংস্কারবাদীদের ব্রিটেন বাদে কোথাও সাংগঠনিকভাবে সংখ্যাধিক ছিল না। সামগ্রিকভাবে সঙ্ঘের রাজনৈতিক পন্থা হয়ে উঠেছে পুঁজিতন্ত্র-বিরোধিতা, পাশাপাশি নৈরাষ্ট্রবাদী-সমন্বয়ের নব্য-প্রবণতা।পরন্তু, যদিও আন্তর্জাতিকের কালে অর্থনৈতিক দুর্গতি হ্রাস পাওয়ায় কিছুটা আর্থিক সুরাহা দেখা দিয়েছিল, শ্রমিকা/ শ্রমিকদের এ উপলব্ধি হয়েছিল যে উপশমক নয়, প্রকৃত পরিবর্তন কেবল মানুষের উপর শোষণের অবসানের মাধ্যমেই সম্ভব। বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্যোগ নয়, তাঁরা বস্তুগত প্রয়োজন মেটানোর জোরদার লড়াই-এর অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বুঝেছিলেন।

বাহ্যিক পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা ছিল। জর্মনির একীকরণ (১৮৭১)

এক নতুন যুগ সূচিত করল,যার মূল কথা রাজনৈতিক, আইনী ও ভূখন্ডগত সত্তার ভিত্তিতে জাতিগত রাষ্ট্রগঠন,যা রাষ্ট্রবাসীদের কোন স্বরাট শক্তির কাছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অংশীদারত্ব অর্পণ নিয়ে প্রশ্ন জাগিয়েছিল। একই সাথে বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে ক্রম বর্ধমান পার্থক্যের কারণে সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ সবার দাবীর মিটিয়ে কোন অভিন্ন রাজনৈতিক সংশ্লেষে উপনীত হতে পারছিল না।

আন্তর্জাতিকের প্রাথমিক গঠন ইতিমধ্যেই অচল হয়ে গেছে, যেমন তার মূল উদ্দেশ্যও। ইয়োরোপব্যাপী ধর্মঘটের প্রস্তুতি ও সংগঠন অথবা ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার আবশ্যকতা ব্যাখ্যার জন্য বা ভূমি ব্যবস্থা ও উৎপাদন উপায়ের সামাজিকীকরণ ব্যাখ্যার জন্য কংগ্রেসের আহ্বান আর প্রধান কর্তব্য রইল না।এগুলি তখন সংগঠনের সমষ্টিগত ঐতিহ্যের অন্তর্গত।প্যারি কমিউনের পরে শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃত চ্যালেঞ্জ বৈপ্লবিক হয়ে উঠলঃ কিভাবে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অবসান ও বুর্জোয়া দুনিয়ার ব্যবস্থা উৎপাটিত হয় তার জন্য সংগঠিত হওয়া। নিত্যবৃত্ত সমাজের সংস্কার সাধন আর নয়, কি করে নতুন সমাজ গড়া যায় তাই বিবেচ্য।[৬] শ্রেণী সংগ্রামের সেই উত্তরণে প্রত্যেক দেশে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল গঠনের অনিভার্যতার কথা ভেবেছিলেন মার্ক্স। এবিষয়টি এঙ্গেলস-এর ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারীতে লেখা দলিল 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সঙ্ঘের স্পেন অঞ্চলের যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রতি' বিষদভাবে বিবৃত।

অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে শ্রমিকা/শ্রমিকদের উপর সাবেক দলগুলির আধিপত্য থেকে মুক্ত করার শ্রেষ্ঠ উপায় প্রত্যেক দেশে প্রলেতারিয়েতদের দল গড়া, তাদের নিজেদের নীতি প্রণয়ন, যা অন্য দলগুলি থেকে আলাদা ও যা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির আবশ্যিক শর্তসমূহ অভিব্যক্ত করবে। পরিস্থিতগত ফারাকের জন্য এই নীতিগুলি এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু শ্রম ও পুঁজির মৌলিক সম্পর্ক সর্বত্র অভিন্ন এবং নিপীড়িত শ্রেণীর উপর ক্ষমতাসীন শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য সর্বত্র বিরাজিত। অন্তত পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েতীয় নীতির মূল কথাগুলি ও উদ্দেশ্যাবলী একই।... 'আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের হাতে রাজনৈতিক

জমি ছেড়ে দেওয়ার অর্থ সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির একটি সমর্পণ করা, বিশেষত সংগঠন ও প্রচারের ক্ষেত্রে।[৭]

তাই তার পরে উপলব্ধ হ'ল যে,প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের জন্য একটি দল জরুরী, যা বিদ্যমান সব রাজনৈতিক শক্তি থেকে পৃথক হবে ও গড়তে হবে জাতীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মসূচি ও সংগঠন। মার্ক্স সাধারণ পরিষদের ২৩ জুলাই ১৮৭২-এর অধিবেশনে কেবল লন্ডন সম্মেলনে ৯ম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আক্রমনকারী বিরতবাদীদের সমালোচনা করলেন না, রেয়াৎ করেন নি 'ইংল্যান্ড ও আমেরিকার শ্রমিক শ্রেনীর' সমভাবে বিপজ্জনক অবস্থানে ছিল,'যারা মধ্যবিত্ত শ্রেনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহৃত হতে দিয়েছে।[৮] দ্বিতীয়ত, লন্ডন সম্মেলনেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'রাজনীতিকে সব দেশের অবস্থার সাথে মানানসই হতে হবে।'[৯] হেগ কংগ্রেসের পরের বছর আমস্টার্ডামে তাঁর ভাষণে জোর দিয়ে বললেনঃ

কোন না কোনদিন শ্রমিকা/শ্রমিক নতুন শ্রম সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা করবেনই। তাঁকে সাবেকী প্রতিষ্ঠান-আঁকড়ে থাকা পুরনো রাজনীতি উৎখাত করতেই হবে। রাজনীতিকে অবহেলা ও ঘৃণা করার মাশুল দিতে সাবেক খৃস্টানদের মর্ত থেকে স্বর্গহারা হবার আশঙ্কার মত। কিন্তু আমরা সর্বত্র সে লক্ষ্য পূরণের জন্য সক্রিয় হই নি। আমরা অস্বীকার করি না যে কোন কোন দেশে শান্তিপূর্ন পথে শ্রমিকা/শ্রমিকরা লক্ষ্যপূরণ করতে পারেন। তা হলেও আমাদের মহাদেশের অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিপ্লবের হাতল বলপ্রয়োগ, শ্রমরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন না কোনদিন আমাদের সেই ডাক দিতে হবে।[১০]

তাই যদিও শ্রমিকা/শ্রমিকদের দলগুলি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছে, তাদের কোন জাতীয় স্বার্থের কাছে মাথানত করা অনুচিত।[১১] সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম সেভাবে সীমাবদ্ধ হতে পারে না, বিশেষত আন্তর্জাতিকতাবাদের নতুন প্রেক্ষাপটে তাই প্রলেতারিয়েতের আলোকদিশারী, যা হবে রাষ্ট্র ও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মারণ আলিঙ্গনের প্রতিষেবক।

হেগ কংগ্রেসে ভোটাভুটির আগে তিক্ত বিতর্ক হয়েছিল। রাজনৈতিক

ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য নীতিমালায় ৭ক ধারা,অর্থাৎ গঠনতন্ত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য গ্রথিতকর্ গৃহীত হবার পরে কথা উঠল সেজন্য শ্রমিকা/শ্রমিকদের দল অত্যাবশ্যক। পরবর্তী সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার প্রসারণ, যা সংখ্যালঘুর কাছে আরো অসহনীয় হ'ল, কারণ তাহলে পরিষদের দায়িত্ব 'আন্তর্জাতিকের গঠনতন্ত্র ও সাধারণ নিয়মাবলী কঠোরভাবে মেনে চলানো সুনিশ্চিত করা' ও 'পরবর্তী কংগ্রেস অব্দি আন্তর্জাতিকের শাখা,বিভাগ, পরিষদ (নীচের তলার-অনুবাদক) বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সমিতি ও মহাসমিতি সাময়িকভাবে নিস্ক্রিয়করণ।' [১২]

আন্তর্জাতিকের ইতিহাসে সেই প্রথম সর্বোচ্চ কংগ্রেসে সাময়িকভাবে নিস্ক্রিয়করণ করা হ'ল। অ্যালায়েন্স ফর সোশ্যাল ডেমক্র্যাসিকে 'গোপন সংগঠন হিশেবে পরিচালন সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিকের গঠনতন্ত্রবিরোধী', একটি তদন্ত কমিশ্যন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাকুনিন ও গীলম বেশ শোরগোল তোলেন।[১৩] শেষে কংগ্রেস এ নিয়ে 'অ্যালায়েন্স ফর সোশ্যাল ডেমক্র্যাসি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারকিং মেন'স অ্যাসোসিয়েশ্যন' (১৮৭৩) শিরোনামে এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশ অনুমোদন করে।সেখানে বাকুনিনের সংগঠনের ইতিহাস ও পৃথকভাবে বিভিন্ন দেশে তাদের প্রকাশ্য ও গোপন কার্যকলাপ বিশ্লেষিত হয়েছিল। ফরাসী ভাষায় লেখা এঙ্গেলস, লাফার্গ ও মার্ক্সের ঐ দলিল ১৮৭৩-এর জুলাইএ প্রকাশিত হয়েছিল। বাকুনিনের 'বৈপ্লবিক বিপ্লবীয়ানা' নিয়ে একটি বিস্তারিত সমালোচনা-সমন্বিত অধ্যায় ছিল। তাঁরা যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন বাকুনিনের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধ্বংস হবে 'বিদ্যমান রাষ্ট্র ও সরকারগুলি সাধারণ বিপ্লবীদের অনুসৃত পদ্ধতিতে নয়, বাগাড়ম্বরপূর্ণ বুলি ও হুংকারে।' [১৪] বাকুনিনের উদ্দেশ্য 'বোনাপার্টবাদী, প্রুশিয় বা রুশ রাষ্ট্র' নয়, বিমূর্ত রাষ্ট্র উচ্ছেদ, যে রাষ্ট্র দুনিয়ায় কোথাও নেই।[১৫]

কংগ্রেসে বিরোধীদের আক্রমণের ধারা অভিন্ন ছিল না, কিছু ভোটদানে বিরত, বাকিদের ভোট বিরুদ্ধে। শেষ দিনে অবশ্য একটি যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, পাঠ করেছিলেন হেগ বিভাগের এক শ্রমিক ভিক্টর ডেভ (১৮৪৫-১৯২৩)ঃ

১। আমরা, স্বশাসনপন্থীরা ও শ্রমজীবি মানবগোষ্ঠীর সমিতি সাধারণ পরিষদের সঙ্গে প্রশাসনিক সম্পর্ক বজায় রাখব,

২। আমরা যে সমিতিগুলির প্রতিনিধি করি তারা নিজেদের মধ্যে এবং সঙ্ঘের চালু শাখাগুলি প্রত্যক্ষভাবে ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করব,

৩। আমরা যুক্তরাষ্ট্রগত স্বশাসনের নীতির ভিত্তিতে শ্রম সংগঠনের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকের সাফল্যের জন্য এখন থেকে পরবর্তী কংগ্রেসের নির্বাচন কালপর্বে সব সমিতিগুলি ও তাদের শাখাগুলিকে প্রস্তুত হবার আহ্বান জানাচ্ছি। [১৬]

ঐ বিবৃতি ছিল এক কৌশলগত পদক্ষেপঃ সংগঠন পুনর্গঠনের জন্য গভীর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, সংগঠন ভাঙ্গার দায়িত্ব যাতে নেতৃত্বের উপর না বর্তায়, যখন ভাঙ্গন অনিবার্য ছিল। সেদিক থেকে সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা বাড়ানোর প্রশ্নে 'মধ্যপন্থীদের'ও একই রকম প্রস্তাবাদি ছিল এবং তাঁরা আগে থেকেই কঠোরতর বিকল্পের পরিকল্পনা করছিল।

কংগ্রেসের ৬ সেপ্টেম্বরের প্রভাতী অধিবেশন সবচেয়ে নাটকীয় মোড় নিল যখন আন্তর্জাতিক কালক্রমে সঞ্জাত ও নির্মিত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল।অধিবেশনে উপস্থিতদের চমকে দিয়ে এঙ্গেলস উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করলেন, 'সাধারণ পরিষদের সদর দপ্তর ১৮৭২-৭৩ সালে ন্যু ইয়র্কে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক এবং তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হোক'। [১৭] সুতরাং মার্ক্স ও আন্তর্জাতিকের 'প্রতিষ্ঠাতাদের' কেউ আর কেন্দ্রীয় পরিচালনাজোটে রইলেন না। পরিবর্তে এলেন নাম-না-জানা মানুষেরা। এমন সাত জনের নাম প্রস্তাব করলেন এঙ্গেলস, অনধিক ১৫ জন পর্যন্ত বর্ধিত করার অধিকার দেওয়া হল।

মার্ক্সকে সমর্থন করে সাধারণ পরিষদ সদস্য মল্টম্যান ব্যারি (১৮৪২-১৯০৯) প্রতিনিধিদের মধ্যে সবচেয়ে নজরকাড়া বক্তব্য পেশ করলেন।'বিভেদের দল(এঙ্গেলস-এর শেষ কথা)-এর অংশের প্রতিক্রিয়ায় ও হাবভাবে স্পস্ট তারা ভীত ও পরাভূত।... কেউ বক্তব্য পেশের আগেই মনে হল যেন অভ্যুত্থান ঘটতে চলেছে, একে অন্যের দিকে তেমনভাবে তাকাচ্ছে। [১৮] এঙ্গেলস বিতর্কে অংশ নিয়ে বললেন লন্ডনে আন্তঃগোষ্ঠী

সংঘাত এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে (সাধারণ পরিষদ-এর) দপ্তর বদল-এর সিদ্ধান্ত সেখানেই নিতে হয়েছিল।[১৯] এবং নিপীড়ন যখন বাড়ছে, ন্যুইয়র্ক-ই সবচেয়ে শ্রেয় স্থান। কিন্তু ব্লঁকিবাদীরা সেই প্রস্তাব ভয়ঙ্করভাবে বিরোধিতা করল এই যুক্তিতে যে 'আন্তর্জাতিকের সর্বপ্রথমে হওয়া উচিৎ প্রলেতারিয়েতের নিরন্তর অভ্যুত্থানের সংগঠন [২০] এবং 'যখন দল সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তখন নেতৃত্ব যত সক্রিয়,সশস্ত্র ও শক্তিশালী হবে, তত বাড়বে কর্মপ্রবাহ'। যখন দেখা গেল যে, 'মাথাটাই' চালান করে দেওয়া হচ্ছে 'অতলান্তিকের ওপারে আর সশস্ত্র বাহিনী লড়ছে (ইয়োরোপে),[২১] তখন হেগ-এ উপস্থিত ভেইয়ঁ ও ব্লঁকি-র সমর্থকেরা মনে করলেন তাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। সাধারণ পরিষদে তাঁরা আর ছড়ি ঘোরাতে পারবেন না এটা বুঝতে পেরে তাঁরা কংগেস-কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন, পরে আন্তর্জাতিক থেকেও।

সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুসারীদের অনেকেও ন্যু ইয়র্কে স্থানান্তরের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন,কারণ তাঁদের আশঙ্কা ছিল এতে আন্তর্জাতিক-এর সাংগঠনিক কাঠামো আর থাকবে না। মাত্র তিন ভোটের ব্যবধানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল (২৬টি পক্ষে,২৩টি পক্ষে- ৯জন ভোট দেন নি)। সংখ্যালঘুদের কেউ কেউ তাঁদের কার্যকলাপের এলাকা থেকে সাধারণ পরিষদের দপ্তর দূরে চলে যাওয়ায় খুশিই হলেন।

মার্ক্সের মতে দপ্তর স্থানান্তর আরেক দিক থেকেও শ্রেয়ঃ বিরোধীদের হাতে তুলে দিয়ে এক সংকীর্ণতাবাদী সংগঠন হয়ে শেষ হয়ে যাবার থেকে আন্তর্জাতিক-এর প্রয়াস পরিত্যাগ করা ভালো। দীর্ঘমেয়াদী ও নিস্ফল ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের চেয়ে আন্তর্জাতিক-এর অবসান (ন্যু ইয়র্কে সাধারণ পরিষদ-এর দপ্তর স্থানান্তর যার পরে অনিবার্য) অনেক অনেক কাম্য।

সেই সময়টাতে সংকীর্ণতাবাদী গোষ্ঠীগুলির বিরোধিতা ও শ্রমিক আন্দোলনকে শূন্যগর্ভ দলীয় গির্জার মত ক্ষুদ্রতর করার অবিচ্ছিন্ন বিরোধিতা মার্ক্সের রাজনৈতিক ভাবনার এক বৈশিষ্ট্য ছিল। এঙ্গেলস-এর সাথে যৌথভাবে লেখা নিবন্ধ 'আন্তর্জাতিক-এ ভাঙ্গনের অভিযোগ' (১৮৭২)-এ তিনি সপ্রত্যয়ে লিখলেন, "বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের

প্রথম পর্বে এক সংকীর্ণতাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছিল। প্রলেতারিয়েত যখন শ্রেণী হিশেবে বিকশিত হয় নি, তখন এটা প্রত্যাশিত। কোনো কোনো চিন্তাবিদ সামাজিক বৈরিতার সমালোচনা করেন ও অবাস্তব পরামর্শ দেন যাতে শ্রমিক-শ্রমিকারা ব্যাপক সংখ্যায় তা মেনে নেন, প্রচারে নামেন ও রূপায়ন করেন। এদের গড়া উপগোষ্ঠীগুলি চরিত্রগতভাবে নির্দিষ্ট-অবস্থানবিরোধী – সব রকম আন্দোলন,রাজনীতি, ধর্মঘট,মোর্চা বা এক কথায় কোন প্রকার যৌথ আন্দোলনের বিরোধী। প্রলেতারিয়েতের বিপুলাংশ এই ধরণের প্রচারের প্রতি শুধু অনীহ নয়, বিতৃষ্ণও।চার্টিস্ট ও ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নবাদীদের যেমন আওয়েনপন্থী প্রতি মনোভাব, প্যারিস ও লিয়ঁ-র শ্রমিক-শ্রমিকারা সাঁ-সিমঁপন্থী, ফুরিয়ারপন্থী ও ইকারিয়দের প্রতি মনোভাব তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন না।প্রথম দিকে সেই উপগোষ্ঠীগুলিই আন্দোলনের চালিকাশক্তি ছিল, কিন্তু আন্দোলনের প্রসার হতেই তারা বাধাস্বরূপ ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠল।ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের এই উপগোষ্ঠীগুলির এবং পরবর্তী জর্মনীর লাসালপন্থীদের দিকে দেখুন, যাঁরা অনেক বছর প্রলেতারিয়েতদের সংগঠনে বাধা দেবার পরে সরাসরি পুলিশের যন্ত্রী হয়ে উঠেছিল। সংক্ষেপে বলতে হলে, আমরা এখন প্রলেতারিয়েত আন্দোলনের শৈশবে, যেমন বিজ্ঞানে ছিল জ্যোতিষ ও অপরসায়ন। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রলেতারিয়েতকে এই পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।"

'সংকীর্ণতাবাদী সংগঠনগুলির' এবং তাদের খেয়ালীপনা ও আন্তঃপ্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপ্রতীপে মার্ক্স যুক্তি দিলেন যে আন্তর্জাতিককে হতে হবে সমস্ত দেশগুলির প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সাচ্চা ও জঙ্গী সংগঠন, যা পুঁজিবাদীদের ও জমিদারদের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রে তাদের সংহত শ্রেণী শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ থাকবে।তাই আন্তর্জাতিক-এর নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে কেবল 'শ্রমিকা-শ্রমিকদের সমাজ সমূহের কথা বলা হয়েছিল, সবার লক্ষ্য এক, কর্মসূচি এক,যেখানে প্রলেতারিয় আন্দোলনের এক সাধারণ রূপরেখা বিবৃত, সঙ্গে বাস্তব সংগ্রামের সাথে সঙ্গতি রেখে ঔপপত্তিক বিশদ ব্যাখ্যা এবং সব শাখাগুলির মধ্যে ভাবনা-

চিন্তার আদান-প্রদান, যাতে তাদের মুখপত্রগুলিতে ও কংগ্রেসগুলিতে সব প্রকার সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের অবারিত অলিন্দ ছিল।[২২]

তথাচ, এটা মেনে নেওয়া যায় না– অনেকে বলে থাকলেও[২৩] – যে আন্তর্জাতিকের অবরোহনের প্রকৃত কারণ ছিল দুটি চিন্তাপ্রবাহের বা বলা যেতে পারে দুই ব্যক্তির – মার্ক্স ও বাকুনিনের সংঘাত,তাঁরা যত বড় ব্যক্তিত্বই হয়ে থাকুন। বরং বিশ্বে চতুর্দিকে পরিবর্তনগুলি আন্তর্জাতিককে বাতিল করে দিয়েছিল। শ্রমিকা/শ্রমিকদের আন্দোলনের বিকাশ ও রূপান্তর, ইতালী ও জর্মনীর একীকরণ-হেতু জাতি-রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধি, স্পেন ও ইতালির মত দেশে (যেখানে আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ব্রিটেন বা ফ্রান্সের থেকে একেবারেই আলাদা) আন্তর্জাতিকের প্রসার, ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অধিকতর নরমপন্থা, প্যারি কমিউনের পরে ব্যাপক নিপীড়ন – এই সব কারণগুলি নতুন কালে আন্তর্জাতিক-এর মূল কাঠামো-রূপকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল।

এই প্রেক্ষাপটে ও তার সাথে কেন্দ্রাতিগ প্রবণতাগুলির প্রভাবশালিতা আন্তর্জাতিক-এর জীবনে ঘটনাপ্রবাহ ও তার মূল অধিবক্তারা স্বভাবতই প্রভাব ফেলেছিল। যেমন লন্ডন সম্মেলন মান রক্ষা করবে, মার্ক্সের সেই প্রত্যাশা আদৌ পূর্ণ হয় নি। অনমনীয়তার জন্য অভ্যন্তরীণ সংকট লক্ষণীয়ভাবে তীব্র হয়েছিল। পরিপার্শ্বের মানসিকতা আঁচ করতে পারা যায় নি বা বাকুনিন ও তাঁর গোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধি ঠেকানোর দূরদৃষ্টি দেখাতে পারে নি।[২৪] ফলে মার্ক্সের জয় হলেও অনেক মাশুল দিতে হয়েছিল, যা অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনের পরিবর্তে তীব্রতর হল। এমতাবস্থায় লন্ডনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি এক প্রাক-প্রক্রিয়া ত্বরিত করল, যা উল্টোদিকে ঘোরানো গেল না।

সেই ঐতিহাসিক ও সাংগঠনিক বিবেচনাদির সাথে সাথে অন্য অনেকে ছিলেন যাঁরা প্রধান অধিবক্তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মার্ক্স ১৮৭১ সালে লন্ডন সম্মেলনের এক অধিবেশনে প্রতিনিধিদের স্মরিয়ে দিয়েছিলেন, 'পরিষদের কাজ ব্যাপৃত হয়েছে, সাধারণ ও জাতীয় উভয় প্রশ্নগুলিরই মোকাবিলা করতে হবে'।[২৫] এটা আর ১৮৬৪ সালের ছোট্ট সংস্থা নয়, যার

এক পা ইংরেজী, আর এক পা ফরাসী। এখন ইয়োরোপের সব দেশে তার উপস্থিতি, একেক দেশের একেক সমস্যা ও বৈশিষ্ট্য। সংগঠন শুধু অভ্যন্তরীণ সংঘাতেই দীর্ণ হয় নি, অনেক কমিউনার্ডদের স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে লন্ডন-আগমন ও তাঁদের নানা ভাবনাসহ নতুন কাজকর্মে নিয়োজন সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক সংশ্লেষের কাজ কঠিন করে তুলল।

আন্তর্জাতিকের জন্য আট বছর কঠোর ও নিবিড় পরিশ্রমে মার্ক্স পরিশ্রান্ত।[২৬] প্যারি কমিউনের পরাভবের ফলে শ্রমশক্তিকে পিছু হঠতে হচ্ছে,সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন যে আগামী বছরগুলিতে তাঁর আশু করণীয় কাজ হবে 'পুঁজি' গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করা। উত্তর সাগর পেরিয়ে নেদারল্যান্ডস-এ পৌঁছালেন, যেন অধিবক্তার শেষ বড় কাজের জন্য সে দেশ তাঁকে স্বাগত জানাল।

সেন্ট মার্টিন হলে ১৮৬৪ সালে যিনি প্রায়-নির্বাক ছিলেন, তিনি শুধু প্রতিনিধিদের বা সাধারণ পরিষদের আন্তর্জাতিকের জন্য নয়, তার বাইরে জনমানসের কাছে নেতা হয়ে উঠলেন। এজন্যেই আন্তর্জাতিক শুধু মার্ক্সের কাছে ঋণী হল না, তা মার্ক্সের জীবনটাই বদলে দিল। আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাঁর পরিচিতি ছিল রাজনৈতিক কর্মীদের ছোট ছোট গোষ্ঠীর কাছে। পরবর্তী কালে ও বিশেষ করে প্যারি কমিউনের পরে (অবশ্যই ১৮৬৭ সালে তাঁর মহাগ্রন্থ প্রকাশের পরে) ইয়োরোপের অনেক দেশে বিপ্লবীদের কাছে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, এমন হল যে সংবাদ মাধ্যম তাঁকে আখ্যা দিল 'লাল সন্ত্রাসী ডক্টর। আন্তর্জাতিকে ন্যস্ত দায়িত্ব অনেক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। সাম্যবাদের প্রতিভাস তাঁকে পুঁজিতন্ত্রবিরোধী মানস গড়নের প্রেরণা দিল।

২। মার্ক্স বনাম বাকুনিন

হেগ কংগ্রেসের পরে কয়েক মাসের মধ্যে দুই শিবিরে লড়াই শুরু হ'ল, কিন্তু মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে তা ছিল ঔপপত্তিক ও মতাদর্শগত পার্থক্য ঘিরে। মার্ক্স প্রায়শ বাকুনিনের অবস্থান নিয়ে কৌতুক করতেন, 'শ্রেণী সমীকরণের'[২৭]

উমেদার (১৮৬৯-এ তাঁর অ্যালায়েন্স ফর সোশ্যালিস্ট ডেমক্রেসির নীতিসমূহের ভিত্তিতে) বা রাজনৈতিক ভোটে বিরত থাকার সওয়াল নিয়ে। তাঁর প্রতিপক্ষকে মোকাবিলার ঔপপত্তিক ক্ষমতা ঐ রুশ নৈরাষ্ট্রবাদীর ছিল না, তাই ব্যক্তিগত দোষারোপ ও অপমান করার কৌশল অবলম্বন করতেন। ব্যতিক্রম ১৮৭২-এর অক্টোবরের গোড়ায় তাঁর ভাবনার ইতিবাচক অসম্পূর্ণ টেক্সট (ব্রাসেলস-এর লা লিবের্ত পত্রিকা-কে লেখা চিঠি), যা তিনি কখনো পাঠান নি, তাই বিস্মৃত রয়ে গেছে, তাই ক্রমাগত বাকবিতন্ডার সময়ে বাকুনিনের সমর্থকেরা তা ব্যবহার করতে পারেন নি। 'স্বায়ত্তশাসনপন্থীদের' রাজনৈতিক অবস্থান এ থেকে স্বচ্ছ আন্তর্জাতিকের সদস্যদের, শাখা ও সমিতিগুলির একটি অবশ্যমান্য বিধি ছিল- সব দেশে শ্রমজীবিদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সব কাজে নিয়োজিত শ্রমিকা/শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংহতি। তা সব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত কার্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংহতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা প্রকৃত সংগঠন এবং স্বাধীন সমিতিই রচিত করে আন্তর্জাতিকের মূর্ত ও জীবন্ত ঐক্য।বুর্জোয়াদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের জঙ্গী সংহতি থেকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রামের সংগঠন ক্রম-ব্যাপ্ত, বিকশিত ও বৃদ্ধিলাভ করবে , এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে ? এ ব্যাপারে মার্ক্সবাদীদের আর আমাদের পূর্ণ মতৈক্য। কিন্তু তাহলে আমাদের সাথে মার্ক্সবাদীদের বিভেদ কি করে ঘটল সে প্রশ্ন উঠছে।আমরা মনে করি প্রলেতারিয়েতদের নৈতিক দিক থেকে বিপ্লবী হতে হবে,যাদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য রাষ্ট্রসমূহের ধ্বংসসাধন। আমরা বুঝতে পারি না রাষ্ট্রগুলিকে জীইয়ে রেখে আন্তর্জাতিক সংহতির কথা বলা হচ্ছে কেন। রাষ্ট্র চরিত্রগতভাবে সেই সংহতি চূর্ণ করবে ও যুদ্ধ বাঁধানোর নিরন্তর উৎস। রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে ও তার প্রক্রিয়া-আওতায় প্রলেতারিয়েতের মুক্তি বা জনগণের পরিত্রাণের কথা কি করে বলা হচ্ছে, তাও আমাদের বোধগম্য নয়। রাষ্ট্র মানেই আধিপত্য আর আধিপত্যের অর্থ জনগণকে দাবিয়ে রাখা এবং সংখ্যালঘু শাসকদের স্বার্থে তাদের শোষণ। গণ পরিষদ,প্রাদেশিক সরকার বা তথাকথিত বৈপ্লবিক একনায়কত্বের মাধ্যমে বৈপ্লবিক উত্তরণ প্রক্রিয়ায় আমাদের সায় নেই।কারণ আমাদের স্থির

প্রত্যয় যে, বিপ্লব একনিষ্ঠ, সৎ ও বাস্তবিক হতে পারে কেবল জনগণের দ্বারাই এবং যদি তা কতিপয় ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হয়, তা অবধারিত ও অবিলম্বে প্রতিক্রিয়ার পথে যাবে।[২৮]

সুতরাং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব-মাত্রেরই এককাট্টা বিরোধিতায় বাকুনিনের সাথে প্রুধোঁর সাদৃশ্য (বিশেষত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ রূপের প্রশ্নে) থাকলেও তাঁকে আর আপোষপন্থীদের এক পাতে ফেলা যাবে না। ওঁরা যেখানে আন্তর্জাতিকের গোড়ার দিকের মত সবরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত ছিলেন, স্বায়ত্তশাসনবাদীরা 'সামাজিক বিপ্লব এবং বুর্জোয়া রাজনীতি ও রাষ্ট্রের ধ্বংসের রাজনীতি'র জন্য লড়েছিলেন, হেগ কংগ্রেসের শেষ দিকে মধ্যস্ততার সময় যার উপর জোর দিয়ে ছিলেন গিলম।[২৯]

তাহলে আর স্বায়ত্তশাসনবাদীদের ভাবিত 'নেতিবাচক রাজনীতি', যা তাঁদের মতে একমাত্র সম্ভাব্য সংগ্রাম আর মধ্যপন্থীদের 'ইতিবাচক রাজনীতি'র পার্থক্য কোথায়? সেন্ট-ইমিয়ারে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭২) ইতালীয় সমিতির প্রস্তাবের উপর সিদ্ধান্তগুলিতে (অনেক হেগ-ফেরৎ প্রতিনিধিও অংশ গ্রহণ করেছিলেন) বলা হয়েছিল, 'সব রাজনৈতিক সংগঠনই এক শ্রেণীর সেবা ও জনগণের ক্ষতিসাধনের জন্য আধিপত্য-বিস্তারের সংগঠন ছাড়া কিছু নয়, এবং যদি প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা দখল করে, তারাও আধিপত্য-বিস্তার ও শোষণ করবে। সেজন্য 'রাজনৈতিক ক্ষমতা ধ্বংস প্রলেতারিয়েতের প্রথম কাজ' এবং 'যে কোন প্রকার তথাকথিত অস্থায়ী ও বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা- সংগঠনের মাধ্যমে ধ্বংসের ধারণা প্রতারণাত্মক, যা প্রলেতারিয়েত ও এখনকার সরকার গুলির পক্ষে বিপজ্জনক।৩০ বাকুনিন তাঁর একটি অসম্পূর্ণ রচনা,' আন্তর্জাতিক ও মার্ক্স' (১৮৭২)-এ মোটা দাগে লিখেছিলেন, আন্তর্জাতিকের কর্তব্য 'রাষ্ট্রের রাজনীতি ও বুর্জোঁয়া জগতের বাইরে' প্রলেতারিয়েতকে নেতৃত্ব দেওয়া, তার কর্মসূচির সত্যিকারের ভিত্তি 'একেবারে সরল ও মধ্যপন্থী হওয়া উচিৎ, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রামে সংহতির সংগঠন'।[৩১] প্রকৃতপক্ষে, ১৮৭১-এর লন্ডন সম্মেলনের পরে নানা রদবদল বিবেচনায় সেই নীতিমালার ঘোষণার সাথে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যগুলির নৈকট্য ও তার দিশা মার্ক্স ও

সাধারণ পরিষদ থেকে অনেক আলাদা।[৩২]

নীতিমালা ও উদ্দেশ্যাবলীর প্রশ্নে গভীর পার্থক্য হেগ-এর বাতাবরণ রূপায়ন করেছিল।অধিকাংশ যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার 'ইতিবাচক' বিজয়ের দিকে তাকিয়ে,[৩৩] স্বায়ত্তশাসনবাদীরা বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানের আবশ্যিকভাবে পদানত হিশেবে রাজনৈতিক দলকে চিত্রিত করছে ও মার্ক্সের সাম্যবাদ-ধারণার সাথে লাসালের হ্বোক্সতাত(জনগণের রাষ্ট্র)-এর তুলনা করছে, যা তিনি অবিশ্রাম বিরোধিতা করে এসেছেন। তবু যেটুকু সময়ে সেই বিরোধিতায় বিরল যৌক্তিকতা দেখা দিয়েছে, বাকুনিন ও গিলাম মেনেছেন যে দু পক্ষেরই আকাঙ্খা অভিন্ন।[৩৪] 'আন্তর্জাতিক-এ ভাঙ্গনের অভিযোগ'-এ মার্ক্স বিশদভাবে লিখলেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম পূর্ব শর্ত রাষ্ট্র ক্ষমতার অবলুপ্তিঃ সব সমাজতন্ত্রীই নৈরাষ্ট্রবাদকে এবম্বিধ কর্মসূচি হিশেবে দেখেন, যা অর্জন করলে যে রাষ্ট্র ক্ষমতা অতি সংখ্যালঘু শোষকদের উৎপাদনকারীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের খতবন্দী করে রাখে, তার বিলোপ ঘটবে এবং সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনিক কর্মে নিয়োজিত থাকে। আশু লক্ষ্য পূরণে স্বায়ত্তশাসনবাদীদের একগুঁয়ে হবার কারণে পার্থক্য অপরিবর্তনীয় হয়েছিল। বস্তুত, যেহেতু তাঁরা আন্তর্জাতিককে রাজনৈতিক সংগ্রামের নিমিত্তক নয়, ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শ এমন এক প্রতিমান মনে করেছিল যেখানে কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকবে না। বাকুনিন ও তাঁর সমর্থকেরা ঘোষণা করেছিলেন প্রলেতারিয়েতদের কর্মী স্তরে নৈরাষ্ট্রবাদ শোষকদের করতলগত সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কুক্ষিকরণ অমোঘভাবে চূর্ণ করতে পারে। সেই অছিলায় যখন সাবেকী দুনিয়া চূর্ণ হবার মুখে আন্তর্জাতিককে তাঁরা বলল সংগঠনকে নৈরাষ্ট্রবাদী হতে হবে।[৩৫] তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীসমূহের ও রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অবলুপ্তির আবশ্যকতার প্রশ্নে সহমত সত্বেও কোন পথ অনুসরণ করতে হবে ও সমাজ বদলের জন্য সামাজিক শক্তি সমাবেশ নিয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলি ঘিরেই দু পক্ষের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান দেখা দিল।

মার্ক্সের বিবেচনায় কারখানার প্রলেতারিয়েতই বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ শ্রেণী।, বাকুনিনের দৃষ্টি ছিল 'বিপুল জন-জটলা', তথাকথিত 'লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত'এর

প্রতি যা 'বুর্জোয়া সভ্যতা-অদূষিতপ্রায়, ভিতর থেকে যাদের আশা-আকাঙ্খা সঞ্জাত হয়, তাদের যৌথ জীবনের প্রয়োজন ও দুর্দশা যার মধ্যে উপ্ত ভবিষ্যতের সমাজতন্ত্র'।[৩৬] কমিউনিস্ট মার্ক্স পাঠ নিয়েছিলেন যে সামাজিক রূপান্তরের জন্য বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, শক্তপোক্ত সংগঠন ও জনগণের মধ্যে শ্রেণী চেতনা সঞ্চারের দীর্ঘ প্রক্রিয়া।বিপরীতে নৈরাষ্ট্রবাদী বাকুনিনের প্রত্যয় ছিল যে সাধারণ মানুষের স্বজ্ঞা ও তথাকথিত 'জন-জটলা' উভয়েই অপরাজেয়, যেন স্বতঃসঠিক ভাবেই সামাজিক বিপ্লব সূচনা ও সমাপ্ত করতে সক্ষম।[৩৭]

সমাজতন্ত্র অর্জনের প্রয়োগপন্থায় আরেকটি মতানৈক্যও ছিল। বাকুনিনের জঙ্গী কার্যকলাপ বা কল্পনার প্রাসাদ নির্মানে ছিল প্রধানত বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে ছোট ছোট 'গোপন সংস্থা' গঠন- যাঁরা 'উৎসর্গীকৃত, টগবগে ও বুদ্ধিমান, সর্বোপরি জনগণের প্রকৃত সুহৃদ'[৩৮], যাঁরা অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নেবে, বিপ্লব সম্পাদন করবে।

অন্যদিকে মার্ক্স-এর বিশ্বাস ছিল শ্রমিক শ্রেণীর আত্ম-মুক্তি অর্জনে। তিনি স্থিরপ্রত্যয় ছিলেন যে গোপন সংস্থাগুলির সাথে সংঘাত ঘটবে 'প্রলেতারিয় আন্দোলনের বিকাশের, ঐ সংস্থাগুলি শ্রমিকা-শ্রমিকদের নির্দেশনার পরিবর্তে আরোপ করবে কর্তৃত্ববাদী ও কাল্পনিক বিধানমালা যা তাঁদের স্বাধীনতা বিকল করবে, যুক্তি-ক্ষমতা খর্ব করবে।' [৩৯] প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লবিক নয় শ্রমিক শ্রেণীর এমন যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধিতা করতেন রুশ নির্বাসিতেরা, অন্যদিকে যে রাষ্ট্রহীন মানুষের লন্ডনে স্থায়ী আস্তানা আছে তিনি সমাজ-সংস্কার ও তার আংশিক লক্ষ্যমুখী জন সমাবেশ-এর উদ্যোগ অবজ্ঞার চোখে দেখতেন না। তাঁরা এবিষয়ে পূর্ণ প্রত্যয়ী ছিলেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হবার চেয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন অবসানকল্পে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

বিপ্লবের পরেও ঐ সব মতপার্থক্যের অবসান হবে না। বাকুনিনের কাছে 'প্রলেতারিয়েত'এর অর্থনৈতিক মুক্তিঅর্জনের প্রাক-শর্ত বা আবশ্যিক সহগ রাষ্ট্রের অবলুপ্তি'।[৪০] আর রাষ্ট্রকে এক দিনেই অবলুপ্ত হবে বা হবে এমনটা মার্ক্স-এর ভাবনায় ছিল না। 'অ্যালম্যানাচ্চো রিপাব্লিকানো'(সাধারণতন্ত্রী

পঞ্জিকা)র ডিসেম্বর ১৮৭৩ তাঁর 'রাজনৈতিক অনীহাবাদ' সন্দর্ভে তিনি ইতালীর শ্রমিক আন্দোলনে নৈরাষ্ট্রবাদীদের আধিপত্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করে সপ্রত্যয়ে সতর্ক করেছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন যদি হিংসাত্মক রূপ নেয় ও যদি বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব উচ্ছেদ করে শ্রমিকা-শ্রমিকদের একনায়কত্ব (বাকুনিনীয়), তাঁদের রাষ্ট্রদ্রোহ-অপরাধে দন্ডিত হতে হবে, কারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর অবরোধ চূর্ণ করতে তাঁদের বেঁচে-বততে থাকার জন্য দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজন মেটাতে হলে অস্ত্র সংবরণ ও রাষ্ট্রের অবলুপ্তির বদলে রাষ্ট্রকে এক বিপ্লবী ও উত্তরণমুখী রূপ দিতে হবে।[৪১]

স্বীকার করতেই হবে, কখনো-সখনো বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয় ক্ষমতার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য মানতে বাকুনিনের ক্রুদ্ধ অস্বীকৃতি সত্বেও তিনি পূজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে 'অন্তর্বর্তী উত্তরণকালে' কিছু কিছু বিপদের আভাস পেয়েছিলেন – বিশেষত বিপ্লবোত্তর আমলাতান্ত্রিক অবক্ষয়ের বিপদ। তাঁর অসমাপ্ত রচনা 'নুটো-জর্মন সাম্রাজ্য ও সামাজিক বিপ্লব'এ (১৮৭০-৭১ এ প্রণীত) লিখেছিলেনঃ আমরা জেনেছি মার্ক্সের গণরাষ্ট্রে কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণী থাকবে না। সবাই সমান-শুধু আইনী ও রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও। তাই আর কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণী থাকবে না, কিন্তু সরকার থাকবে, এবং পড়েছি যে সেই সরকার হবে অত্যন্ত এক জটিল সরকার, যা অন্য সরকারগুলির মত জনগণের শাসন ও রাজনৈতিক প্রশাসনে তুস্ট থাকবে না, উৎপাদন স্বহস্তে নিয়ে ও স্ব-নিয়ন্ত্রণ করে, সম্পদের সুষম বন্টন আবাদী জমিতে কৃষিকাজ। কলকারখানা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ, বাণিজ্য সংগঠন ও পরিচালনা এবং অবশেষে একমাত্র ব্যাঙ্কের মাধ্যমে উৎপাদন করবে।... তা হবে এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমানদের রাজ, সবচেয়ে বনেদী,স্বেচ্ছাচারী,উদ্ধত ও ঘৃণ্য সরকার। এক নতুন শ্রেণী উদিত হবে, প্রকৃত ও ছদ্ম-বিজ্ঞানী ও পন্ডিতদের নতুন ক্ষমতা-কাঠামো। দুনিয়াটা বিপুল ও নিরীহ সংখ্যাগরিষ্ঠ জ্ঞান-ভিত্তির নামে সংখ্যালঘুর মধ্যে দ্বিভাজিত হবে।... সবচেয়ে সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক হলেও যে কোন রাষ্ট্রই আসলে ওপর থেকে বুদ্ধিমান সংখ্যালঘু দ্বারা জনগণকে শাসন করা, যেন জনগণের প্রকৃত স্বার্থ তারা জনগণের চেয়ে বেশী বোঝে।[৪২]

যুক্তরাষ্ট্রবাদী পথে ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজে কিভাবে উপনীত হওয়া যাবে, প্রকৃত পক্ষে, তার দিশা বাকুনিন,যার আংশিক হেতু অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর অত্যল্প জ্ঞান। কিন্তু তাঁর সমালোচনাত্মক অন্তর্দৃষ্টিপাত বিংশ শতকের নাটকীয় ঘটনাবলী আভাষিত করেছিল।

৩। বিপ্লব সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ধারণা

আন্তর্জাতিক আর আগের মত রইল না। যে মহা সংগঠন ১৮৬৪ সালে জন্মেছিল, যা আট বছরে অনেকগুলি সফল ধর্মঘট ও সংগ্রাম সংঘটিত করেছিল, একটি পুঁজিতন্ত্র-বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ ও ইয়োরোপের সব দেশে উপস্থিতি গড়েছিল, যা স্ফূরিত হয়েছিল হেগ কংগ্রেসে। তবু মার্ক্সের নিস্ক্রমনের সাথে সাথে বিষয়টির নিরসন হ'ল না। কারণ দুটি গোষ্ঠীই অনেক ছোট হয়ে গেল, পুরনো রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও নতুন প্রকল্প সংগঠনের ক্ষমতা রইল না। দুটির প্রভাব একই রকম। একটি শেষ কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ 'মধ্যপন্থী',যা সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে সংগঠনের পক্ষপাতী। আরেকটি 'স্বায়ত্তশাসনপন্থী' বা 'যুক্তরাষ্ট্রবাদী' সংখ্যালঘু, যারা প্রত্যেক শাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতিপন্থী ছিল।[৪৩] দুটি গোষ্ঠীর সাদৃশ্য দ্রুত প্রভাব হ্রাস।

মার্ক্স ও বাকুনিন দূরত্বে থেকেও তাঁদের বিরোধিতা জীইয়ে রেখেছিলেন। ইতালিতে অ্যালম্যানাচ্চো রিপাব্লিকানো' তাঁর প্রথম সন্দর্ভ 'রাজনৈতিক অনীহাবাদ'তে মার্ক্স তাঁর প্রতিপক্ষের শান্তিপূর্ণ পথে শ্রমিকা-শ্রমিকদের সংগ্রামের ভাবনাকে বিদ্রূপ করে লিখলেনঃ শ্রমিকা-শ্রমিকদের কোন ধর্মঘট যেন না করে। কারণ মজুরি বৃদ্ধি বা হ্রাসরোধের জন্য লড়াইএর অর্থ মজুরি প্রথা মেনে নেওয়া, যা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শ্বাশ্বত নীতিবিরোধী।... শ্রমিকা-শ্রমিকদের কর্মদিবসের নির্দিষ্ট আইনী সীমা বেঁধে দেবার জন্য লড়াই করবে না, কারণ সেটা সমঝোতা হবে প্রভু-মালিকদের সাথে, যারা তখন ১৪ বা ১৬ ঘন্টার বদলে ১০ বা ১২ ঘন্টার শোষণ কায়েম করবে।... শ্রমিকা-শ্রমিকরা বরং এও চাইবেন না যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদানে বাধিত

থাকুক, কারণ রাষ্ট্রের বাজেট (যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটছে) শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমে স্ফীত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা মানে পূর্ণ শিক্ষা নয়। মেহনতী মানুষী-মানুষ পড়তে-লিখতে বা রাষ্ট্রের অধীন বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষকের কাছে গণনা করা না শিখুক। বরং অজ্ঞতা ও ১৬ ঘন্টা শ্রমদিবসও শ্রেয় যাতে শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের অপকৃষ্ট করে যে শ্বাশ্বত নীতি পদদলিত হয়।[৪৪]

মার্ক্স দেখিয়েছেন যে বাকুনিন নিজেই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক লড়াইএর হিংসাত্মক কৌশলে তুস্ট নন।

যদি শ্রমিকা-শ্রমিকরা বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব উৎখাত করে তাঁদের নিজস্ব বিপ্লবী একনায়কত্ব কায়েম করতে চান, তাঁরা ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হবেন কারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর অবরোধ চূর্ণ করতে তাঁদের বেঁচে-বততে থাকার জন্য দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজন মেটাতে হলে অস্ত্র সংবরণ ও রাষ্ট্রের অবলুপ্তির বদলে রাষ্ট্রকে এক বিপ্লবী ও উত্তরণমুখী রূপ দিতে হবে।[৪৫]

অধিকন্তু বাকুনিনের মতে 'শ্রমিকা-শ্রমিকদের প্রতিটি শিল্পে আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন গড়া অনুচিত। কারণ তাতে তাঁরা শ্রমের সামাজিক বিভাগ কায়েমী হবে'। সারমর্মঃ 'শ্রমিকা-শ্রমিকদের উচিৎ হাত গুটিয়ে বসে থাকা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে সময় অপচয় না করা', কারণ ঐ আন্দোলনগুলিতে বড় জোর স্বল্পমেয়াদী ফললাভ হয়'। মার্ক্সের মতে পূজিতন্ত্রের বিকাশকালে ও শ্রমিক শ্রেণীর গণ- নির্মাণের সময় অমন অবস্থানের অর্থ উপলব্ধ হলেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মানা যায় না।

যখন শ্রমিক শ্রেণীর এক জঙ্গী শ্রেনী হয়ে ওঠার মত সামাজিক পরিপার্শ্ব যথেষ্ট বিকশিত হয় নি, প্রথম সমাজতন্ত্রী কয়েক জন (ফুরিয়ে, আওয়েন, সাঁ সিমোঁ প্রভৃতি) বাধ্যত নিজেদের ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখায় সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতিকল্পে শ্রমিকা-শ্রমিকদের ধর্মঘট, রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদির নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু অপরসায়নবিদদের পূর্বসূরি হিশেবে যেমন রসায়নবিদেরা উড়িয়ে দিতে পারে না তেমনই আমরা সমাজতন্ত্রের সেই উদ্গাতাদের নস্যাৎ করতে পারি না। কিন্তু আমাদের অন্তত তাঁদের ভুলগুলি এড়াতে পারিই, কারণ তা

করলে আমরা ক্ষমার্হ হতে পারতাম না।[৪৬]

পরস্পরকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত নানা নিবন্ধ ও মধ্যস্ততার পাশাপাশি ছিল বাকুনিনের একমাত্র সমাপ্ত প্রধান রচনা 'রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাষ্ট্রবাদ' (১৮৭৩)-এ যাতে তাঁর অবস্থান ও দুই মহারথীর বিতর্কের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ ছিল। মার্ক্সের হেফাজতে সেই বইয়ের একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহের পার্শ্ব লেখাজোখাতেও আছে। বিশদ ও বিপুল পরিমাণ মন্তব্যসহ দুটিই যে সময়ের তখন মার্ক্স ও বাকুনিন দুজনেই প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থেকে ঔপপত্তিক কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, মার্ক্স যেমন 'পুঁজি'র অবশিষ্ট খন্ডগুলি লেখার কাজে নিমগ্ন ছিলেন।

'রাষ্ট্রিক-সাম্যবাদের কর্মসূচি'র পন্থী, মার্ক্স-এর বিরুদ্ধে বাকুনিন দোষারোপ করেই চললেন [৪৭] এবং তাঁকে এ বলে দায়ী করলেন যে তাঁর অনুসারীরাই সর্বত্র 'রাষ্ট্রের পক্ষ নেয় ও গণ বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করে'। আবার মার্ক্সের তত্বগুলিকে ভ্রমাত্মকভাবে লাসালের তত্বের সাথে এক করে দেখেছেন[৪৮] 'মার্ক্সের তত্ব এক মিলন ফলকঃ এক ঐক্যবদ্ধ ও বলশালী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র। লাসালও এটাই চেয়েছিলেন, বিসমার্ক তা রূপায়ন করেছিলেন। তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেই তো পারে'? [৪৯] সেই কাল্পনিক ধারণার ভিত্তিতে বাকুনিন আরো জোর দিয়ে বল্লেন- আমরা ইতিমধ্যেই অনেকবার লাসাল ও মার্ক্সের তত্ব গভীরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি, যে তত্ত্ব তাঁদের চূড়ান্ত আদর্শ হিশেবে তাঁরা শ্রমিকা-শ্রমিকদের সুপারিশ করেছে। তাঁদের ব্যাখ্যানুসারে, এতে প্রলেতারিয়েতদের শাসক শ্রেণীর স্তরে উন্নীত করা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, প্রলেতারিয়েত শাসক শ্রেণী ব'নে কাদের শাসন করবে? তাহলে নিশ্চয় নতুন রাষ্ট্রে আরেক প্রলেতারিয়েতকে শাসন করবে।[৫০]

সেসব ভিত্তিহীন সমালোচনার জবাবে মার্ক্স কিছু লেখাজোখা খসড়ায় রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রকৃতি ও সামাজিক বিপ্লবের প্রাক-শর্তাদির সুস্পষ্ট আভাষ দিয়েছিলেন। 'বাকুনিনের রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাষ্ট্রবাদ-এর সংক্ষিপ্ত জরিপ (১৮৭৪-৭৫)' মার্ক্স তাঁর নৈরাষ্ট্রবাদী প্রতিদ্বন্দীর চিন্তাকে 'বালকসুলভ' তকমা দিয়ে লিখলেনঃ আমূল পরিবর্তনকামী সামাজিক বিপ্লবের সাথে সংসক্ত অর্থনৈতিক

বিকাশের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক শর্তাবলী; তার পূর্বানুমান। তা সম্ভব তখনই যখন পুঁজিবাদী উৎপাদনের পাশাপাশি জনগণের একটা বড় অংশ হয়ে ওঠে শিল্পে যুক্ত প্রলেতারিয়েত।শ্রী বাকুনিনের সামাজিক বিপ্লবে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই, তাঁর আছে কেবল রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর, অর্থনৈতিক অবস্থা আদৌ তাঁর ভাবনায় নেই। যেহেতু পূর্বেকার যাবতীয় অর্থনৈতিক গঠনসমূহের দরুণ – উন্নত বা অনুন্নত যাই হোক না কেন-শ্রমিকা-শ্রমিকদের দাসত্ব (মজুরী শ্রমিক বা কৃষক) বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, এখন তিনি কল্পনা করছেন সমস্ত (অর্থনৈতিক) গঠনে আমূল বিপ্লব সমভাবে সম্ভব। এছাড়াও তিনি চান ইয়োরোপীয় সামাজিক বিপ্লব যার অর্থনৈতিক ভিত্তি পুঁজিবাদী উৎপাদন, যা সাধিত করতে হবে রুশ, স্লাভীয় কৃষি ও মেষপালক স্তরে, তার উপরে নয়। অর্থনৈতিক অবস্থা নয়,সামাজিক বিপ্লবের ভিত্তি ইচ্ছা শক্তি।[৫১]

শ্রমিকা-শ্রমিক আন্দোলন, 'অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যস্টিগতভাবে সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবর্তে' বরং 'তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে যথেস্ট শক্তিসঞ্চয় ও সংগঠন করতে পারে।' [৫২] সেই কালপর্বে তাই প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াদের অস্ত্রেই বুর্জোয়াদের গড়া দুনিয়াকে ধ্বংস করার রাজনৈতিক সংগ্রামে নামেঃ 'রাজনীতির সাবেক পদ্ধতির মধ্যে থেকেই সক্রিয় থাকে, তখনও তো সংগঠন চূড়ান্ত পরিপক্কতা অর্জন করেনি। আর তাই মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সেই সব পদ্ধতিরই আশ্রয় নেয় যেগুলি মুক্তি অর্জনের পরে পরিত্যাগ করবে।[৫৩] শ্রমিকা-শ্রমিকদের আন্দোলনে ঐ পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ-সম্ভব এই ভাবনার জন্য মার্ক্স বাকুনিনকে দোষারোপ করেছেন, যে আন্দোলন বিদ্যমান রাজনীতি দ্বারা দূষিত হতে বাধ্য। মার্ক্সের মতে, উল্টোটা হতে পারত, যদি প্রলেতারিয়েত শাসন ক্ষমতা পেতো এবং 'তাদের শত্রুরা ও পুরনো সমাজের কাঠামো তখনও পূর্ণ অন্তর্হিত নাও হ'ত'। তাদের উৎখাত করতে 'সরকারী যন্ত্র দ্বারাই বলপ্রয়োগ করত'।[৫৪] কিন্তু 'শ্রেণী হিশেবেই থাকত এবং যদি অর্থনৈতিক অবস্থা শ্রেণী সংগ্রামের পথ গড়ে তুলত ও অনবলুপ্ত শ্রেণীগুলির অবসান ঘটাত বা সেগুলি রূপান্তরিত করত।' যাই হোক, সেই অবস্থা চিরস্থায়ী হ'ত না, কারণ 'সাবেকী দুনিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামই শ্রমিকা-শ্রমিকাদের শ্রেণী শাসন' –যে শাসনের তীব্র

বিরোধিতা করেছিলেন বাকুনিন, 'যা শ্রেণী সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি চূর্ণ না হওয়া অব্দি টিকে থাকবে।[৫৫] আর তা (অর্থনৈতিক ভিত্তি চূর্ণ) যখন ঘটবে, শ্রেণী শাসন লোপ পাবে আর 'রাজনৈতিক দিক থেকে' থাকবে না রাষ্ট্রও।

যে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তা থেকে উদ্ভূত গণতন্ত্রে এর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়বে। মার্ক্স-এর মতে, বাকুনিন বুঝতেই পারেন নি যে 'অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও ভোটারদের অর্থনৈতিক আন্তর্সম্পর্ক' পরিবর্তিত হওয়ায় প্রতিনিধিত্বের ভাবার্থে রূপগত পার্থক্য ঘটে যাবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে (ক) সরকারী কর্ম অস্তিত্বহীন ও (খ) নির্বাচনে এখনকার রাজনৈতিক চরিত্র লোপ পায়।[৫৬]

বেশ কিছুদিন ব্যাপী শারীরিক সমস্যা সত্বেও 'বাকুনিনের রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাষ্ট্রবাদ-এর সংক্ষিপ্ত জরিপ'-এ মার্ক্স তাঁর সমালোচনাত্মক মন্তব্যের পরে বেশ কয়েক বছর ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গবেষণা করেন। ঐ সময়ের বড় বড় বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর উদ্দীপনা ও ঐ সমীক্ষাগুলি মার্ক্সকে শুধু পুঁজিবাদের সমালোচনা নয়, থেকে উত্তর-পুঁজিবাদী সমাজের সম্ভাব্য রূপ নিয়েও তাঁর চিন্তন সমৃদ্ধ হচ্ছিল।

৪। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ?

তাঁর রাজনৈতিক রচনাবলীতে মার্ক্স ইয়োরোপীয় রঙ্গমঞ্চে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির পথে সব সময় রাশিয়াকে অন্যতম প্রধান অন্তরায় বলেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি রাশিয়াকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করলেন, এক বড় রকম সামাজিক রূপান্তরের পরিস্থিতির হেত্বাভাস লক্ষ্য করলেন। বস্তুত, মনে হ'ল ব্রিটেনের আগে রাশিয়ায় বিপ্লবের সম্ভাবনা জারিত হচ্ছে। ব্রিটেনে পুঁজিবাদের দরুন তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক কারখানার শ্রমিকা-শ্রমিক ছিলেন। কিন্তু উপনিবেশবাদী শোষণের দৌলতে উন্নত জীবন নির্বাহের কারণে ব্রিটেনে শ্রম আন্দোলন দুর্বলতর হচ্ছিল ও ট্রেড় ইউনিয়নে দেখা দিয়েছিল সংস্কারবাদজনিত নেতিবাচক পরিপার্শ্ব।[৫৭]

মার্ক্স ১৮৫০ দশকের শেষ দিক থেকে লক্ষ্য করছিলেন – খুব অনুকূলসূচক স্বাগত জ্ঞাপন করলেনও –রাশিয়ায় কৃষক আন্দোলনের পরেই ১৮৬১ সালে ক্রীতদাস প্রথার অবসান হ'ল। পরবর্তী দশকে তিনি উৎসাহভরে রুশ ভাষা শিখলেন যাতে করে ঘটনাপ্রবাহের উপর নজর রাখতে পারেন, পরিসংখ্যান যাচাই এবং সমাজ-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারা অধ্যয়ন ও সাথে সাথে গণ্যমান্য রুশ পন্ডিতদের ভাবনার সাথে তাল রাখতে পারেন।

ঘটনাচক্রে ১৮৮১ সালে রাশিয়া সম্পর্কে মার্ক্সের জ্ঞানান্বেষণ-লিপ্সার সূচনা, যা তাঁকে জনগোষ্ঠীর প্রাচীন প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলে, তৎকালীন নৃতত্ত্ববিদদের লেখাপত্র অধ্যয়নের প্রেরণা দেয়, তাঁর চিন্তন ইয়োরোপের পরিধিও ছাপিয়ে যাচ্ছিল। মধ্য-ফেব্রুয়ারীতে তিনি পপুলিস্ট ব্ল্যাক রিডিস্ট্রিব্যুশ্যন গ্রুপ-এর সদস্য ভেরা জাসুলিচ (১৮৪৮-১৯১৯)-এর একটি সংক্ষিপ্ত ও দ্যোতনাপূর্ণ চিঠি পান। ঐ গোষ্ঠী সেন্ট পিটার্সবার্গের পুলিশ প্রধানকে হত্যার চেস্টা করেছিল। মার্ক্সের এক মহা অনুরাগী ঐ রুশ নারী ভাবতেন মার্ক্স নিশ্চয়ই রাশিয়ার রাজধানীতে বিপুল জনপ্রিয়। তিনি রুশ বিপ্লবীদের 'জীবন মরণের প্রশ্ন' [৫৮] ঘিরে জিজ্ঞাসা ও তাঁদের আলোচনা-উদ্ভূত দুটি পৃথক অভিমতের সারবস্তু পেশ করেছিলেনঃ

অত্যধিক করের দাবি মেটানো এবং অমাত্যদের ও স্বেচ্ছাচারী প্রশাসনকে অর্থদানের দায় হতে মুক্ত গ্রামীন কমিউন (অবশ্চিনা) সমাজতান্ত্রিক দিশায় গড়ে উঠবে অর্থাৎ ক্রমশ যৌথ ভিত্তিতে উৎপাদন ও বন্টন পরিচালনা করবে। সে ক্ষেত্রে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী কমিউন-এর মুক্তি ও বিকাশে সর্বশক্তি নিয়োজিত করবে।

যদি কমিউন ধ্বংস হয়, সমাজতন্ত্রীর সব অবশেষ ভ্রান্ত পরিগণনায় পর্যবসিত হবে। আর কত দশকে রুশ কৃষকদের জমিজমা বুর্জোয়াদের করতলগত হবে, রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্র পশ্চিম ইয়োরোপে ইতিমধ্যে অর্জিত স্তরে পৌঁছাতে কত শতাব্দী লাগবে। তখন তাঁদের কর্তব্য হবে শুধু শহুরে শ্রমিকা-শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার সংগঠিত করা, আর কমিউন বিলুপ্ত হলে এই শ্রমিকা-শ্রমিকারা ক্রমশ কৃষক জনশক্তির মধ্যে ডুবে যাবে, যারা সব বড়

বড় শহরে মজুরির সন্ধানে রাজপথে নামতে বাধ্য হবে।[৫৯]

জাসুলিচ আরো বললেন যে এই বিতর্কে লিপ্তদের কেউ কেউ সওয়াল করেছেন যে 'ইতিহাস ও তর্কাতীত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রাচীন প্রকৃতির গ্রামীন কমিউনকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।সেই মতাবলম্বীরা নিজেদের মার্ক্স-এর 'শ্রেষ্ঠ শিষ্য বলতেন' ; 'মার্ক্সবাদীরা'। তাঁরা প্রায়ই জোর দিয়ে দাবি করতেন, 'একথা মার্ক্স বলেছেন।' [৬০]

প্রায় তিন সপ্তাহ মার্ক্স এ নিয়ে তাঁর কাগজপত্রে নিমগ্ন রইলেন, তাঁকে তো এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে এক স্ব-অবস্থান প্রকাশের জন্য এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঔপপত্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সেই শ্রমের ফল তিনটি উত্তরের খসড়া ও অবশেষে জাসুলিচকে উত্তর দিলেন। 'সামন্ত্রতান্ত্রিক উৎপাদন থেকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন' [৬১] পথযাত্রার বিশ্লেষণের বস্তুসার। মার্ক্স ১৮৭৭-এর নভেম্বরে পুঁজির ফরাসী সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ওতেচেস্তহ্বেন্নহ্বে জাপিস্কি-র (পিতৃভূমির বিবরণী) সম্পাদকমন্ডলীর প্রতি একটি চিঠিতে (যা তিনি পাঠিয়ে উঠতে পারেন নি) বলেছিলেনঃ 'সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর অবলুপ্তি' পশ্চিম ইয়োরোপে 'পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর' উপাদানগুলি মুক্ত করেছিল।[৬২] সেই প্রক্রিয়া পৃথিবীর সর্বত্র ঘটে নি, ঘটেছিল কেবল সাবেক মহাদেশে। মার্ক্স পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, তিনি সামন্ত্রতন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে অকপটে নির্দিষ্ট' করেছিলেন কেবল 'পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলিতে।' [৬৩]

এটা এক প্রকার সিদ্ধান্ত-সূত্র ধরে নিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজের বীজানুস্বরূপ অবশ্চিনাকে ঘিরে বেশ কিছু উচ্চাবচ ও বিস্তৃত ভাবনা নির্মাণ করেছিলেন এবং বাস্তবে তা রূপায়নে সব নিত্যমূর্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছিলেন। মার্ক্সের মনে হয়েছিল অবশ্চিনার নিয়তি আগেকার শতাব্দীগুলিতে পশ্চিম ইয়োরোপের যা ঘটেছিল। তখন সেখানে মোটামুটিভাবে 'জনগোষ্ঠীগত সম্পত্তিভিত্তিক সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক সমাজে উত্তরণ ঘটেছিল।' [৬৪] রাশিয়ায় তা অনিবার্য কিনা,তার উত্তরে মার্ক্স বলেছিলেন,'একেবারেই না।'

স্বভাবজ নমনীয়তা ও ছকে-বাঁধা মানসিকতার বিরোধিতার কারণে মার্ক্স গ্রামীন কমিউনের পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর মতে অবশ্চিনা দুভাবে বিবর্তিত হতে পারেঃ 'হয় যৌথ উপাদানের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপাদান ছড়ি ঘোরাবে অথবা তার বিপরীত ঘটবে...।[৬৫] সব নির্ভর করবে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর, সে সময় সমাজতান্ত্রিক বিকাশের বিকল্পও উড়িয়ে দেওয়া যেত না।

মার্ক্স প্রথম যে দিকটা দর্শালেন তা হ'ল গ্রামীন কমিউন ও উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহাবস্থান। মার্ক্স লক্ষ্য করেছিলেন যে 'রাশিয়ায় ছিল এক উচ্চ মানের সংস্কৃতি, যা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন আধিপত্যাধীন বিশ্ব বাজারের সাথে সম্পর্কিত ছিল। সেই উৎপাদন ব্যবস্থার ইতিবাচক ফলগুলি আত্মস্থ করে তা গ্রামীন কমিউনগুলি ধ্বংস করার পরিবর্তে সেগুলিকে প্রাচীন প্রকৃতি উন্নীত ও রূপান্তরিত করতে পারে।' [৬৬] কৃষক জনগন 'এমনভাবেই দোদুল্যমানতাএড়িয়ে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা-প্রবর্তিত ইতিবাচক আহরণগুলি সংযোজিত করতে পারে।' [৬৭] যাঁরা এই উল্লম্ফন-সম্ভাবনা মানতে চাইছিলেন না ও রাশিয়াতেও পুঁজিতন্ত্র অনিবার্য মনে করছিলেন, মার্ক্স তাঁদের তির্যকভাবে শুধালেন রাশিয়ায় তাহলে 'ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এক দীর্ঘ পোয়াতি হবে... যাতে মেশিন, বাস্পীয় এঞ্জিন প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়।'... অনুরূপভাবে 'চোখের পলকে সমগ্র বিনিময় যন্ত্র(ব্যাঙ্ক, ঋণদাতা সংস্থা) চালু করা যেত কি, যেগুলি পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রবর্তন করতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল?' [৬৮] ইংল্যান্ড ও অন্যান্য পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলি অনুসৃত ঐতিহাসিক স্তব্রগুলিকে ক্রীতদাসসুলভ অনুকরণ রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই যুক্তিগতভাবে, অবশ্চিনায় সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আবশ্যিক ছিল না।

শেষত মার্ক্স ভাবলেন যে ঐতিহাসিক মুহূর্তে যে উপপ্রমেয় বিবেচিত হচ্ছে তার পরিমাপ জরুরী। গ্রামীন কমিউনের সমাজতান্ত্রিক বিকাশ যে 'যুগের ঐতিহাসিক প্রবণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ' তার 'শ্রেষ্ঠ প্রমাণ' হ'ল সেই 'মারাত্নক সংকট (এখানে 'মারাত্নক শব্দটির অত্যধিক ব্যবহার মার্ক্সের রাজনৈতিক প্রত্যাশার কারণে) যার মধ্যে দিয়ে ইয়োরোপীয় ও আমেরিক্যান

দেশগুলি সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছেছে।' নৃতত্ত্ববিদ লুইস হেনরি ম র্গ্যান(১৮১৮-১৮৮১)-এর 'প্রাচীন সমাজ' গ্রন্থে অভিভাবনা থেকে আহরিত ভাবনার ভিত্তিতে তিনি আসন্ন অর্থনৈতিক সংকট দেখতে পেয়েছিলেন যা পুঁজিতন্ত্রের 'বিনাশ'-এর অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি ও 'যৌথ উৎপাদন ও গ্রাসের প্রাচীনতম রূপের মধ্যে দিয়ে আধুনিক সমাজের প্রত্যাবর্তন সূচিত করতে পারে।[৬৯]

মার্ক্স-এর চিন্তন 'বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল ব্যষ্টির জন্য আদিম সমবায়ী বা যৌথ উৎপাদন নয় এবং উৎপাদনের উপায়ের সামাজিকরণের ফসল' তা প্রতীয়মান হল। ৭০ তিনি মন্তব্য করলেন, অবশ্চিনা হল 'সাম্যবাদী সম্পত্তির প্রাচীন রূপের আধুনিকতম রূপভেদ।' [৭১]

মার্ক্স প্রাচীন কৃষি কমিউনের 'বিচ্ছিন্নতা'র সমালোচনা করে বললেন কূপমন্ডুক হবার জন্য এদের বাইরের দুনিয়ার সাথে কোন সংযোগ ছিল না,রাজনৈতিক ভাষায় বললে তাদের অর্থনৈতিক রূপ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল জার হুকমতের মতঃ 'স্থান-সীমাবদ্ধ অনুজগৎ-এক কমিউনের জীবনের সাথে অন্য কমিউনের সম্পর্ক ছিল না।' [৭২]

এটা নিশ্চিত যে রাশিয়ার গ্রামীন কমিউন সম্পর্কে মার্ক্স-এর দুরূহ ও সমালোচনাত্মক বিচার এবং ব্যস্টিক বিকাশ ও সামাজিক উৎপাদন নিয়ে বিশ্লেষণ অপরিবর্তিত ছিল। জাসুলিচকে পত্রোত্তরের খসড়ায় তাঁর আগেকার বিশ্বাস থেকে নাটকীয় অনন্বয়ের লেশমাত্র ছিল না। নতুন উপাদান ছিল শুধু সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্য অন্য পথ সম্পর্কে ঔপপত্তিক মুক্তচিত্ততা,যা আগে কখনো ভাবেন নি বা অর্জনীয় মনে হয় নি।'[৭৩]

মার্ক্স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে রুশ লোকরঞ্জনবাদীদের বিকল্প পথ সফল হতে পারত।

তাহলে ঔপপত্তিক দিক থেকে বললে, রুশ 'গ্রামীন কমিউন' নিজেকে প্রযত্নে রাখতে পারে তার ভিত্তি প্রসার করে, ভূমির এজমালি মালিকানা যার অর্থ ব্যক্তিগত মালিকানা নীতির অবসান; তাতেই সঞ্জাত হ'ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আধুনিক সমাজমুখী প্রবনতা। আত্মবিনাশ এক নতুন পথের সূচনা করত।পুঁজিতান্ত্রিক রাজের মধ্যে দিয়ে না গিয়েও মানব সভ্যতাকে যে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সমৃদ্ধ করেছে তার সুফলগুলির মালিকানা পাবে।[৭৪]

তা ঘটলে এই উপপ্রমেয়কে 'বিশুদ্ধ তত্ব থেকে রুশ বাস্তবতায় নেমে আসতে হবে।' [৭৫] এই মর্মে মার্ক্স অবশ্চিনার 'অধিকতর বিকাশের ক্ষমতা' চিহ্নিত করতে চেস্টা করলেন।[৭৬] সেই মুহূর্তে তা 'এক অনন্য স্থান অধিকার করে ছিল, ইতিহাসে যা নজিরবিহীন। শুধু ইয়োরোপে বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে তখনও ছিল গ্রামীন জীবনের সেই কর্তৃত্বকর অঙ্গীয় রূপ। ভূমির এজমালি মালিকানা দিয়েছিল যৌথ আত্মীকরণের স্বাভাবিক ভিত্তি। তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের সমসাময়িকতা, যার পূর্ণ বিকাশ এক বিস্তৃত পরিসরেপ্রশস্ত করতে পারে সমবায়ী শ্রমের বস্তুগত পরিপার্শ্বিকতা। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবাদে নিগমবদ্ধ করতে পারে ইতিবাচক অধিগ্রহন। ভাগচাষের পরিবর্তে মেশিনের সাহায্যে সম্মিলিত আবাদ প্রবর্তন করতে পারে, যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আধুনিক সমাজের দিকে নিয়ে যেতে পারে।[৭৭]

ঐ বিকল্প 'ইংল্যান্ডের পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি'র চেয়ে রুশ সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ঐ বিকল্প রূপায়ন সম্ভব।[৭৮] কিন্তু তা টিকে থাকতে পারে কেবলমাত্র 'ভাগচাষের (যা ব্যক্তিগত শোষণের হেতু) পরিবর্তে যৌথ চাষ প্রবর্তিত হয়'। তার জন্য দুটি শর্তঃ 'অর্থনৈতিক আর্জি থেকে পরিবর্তনেচ্ছা ও তার অনুসঙ্গ বস্তুগত পরিস্থিতি'।[৭৯] ইয়োরোপে পুঁজিতন্ত্র ও রুশ গ্রামীন কমিউন সমসাময়িক হওয়ায় 'সব কিছু যৌথ শ্রমের অনুকুল হয়েছিল [৮০] আর সাথে সাথে রুশ কৃষকদের সমবায় প্রথার সাথে পরিচিতি [৮১], যা বাস্তবে 'যৌথ শ্রমে' উত্তরণে সহায়ক হয়েছিল' [৮২]

সুতরাং অবশ্চিনার টিকে থাকা ও আমূল পরিবর্তনের মূল প্রাক-শর্ত ছিল রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অনুকূল ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। অন্য অর্থে, পুঁজিবাদের তাবৎ অভ্যুত্থানের হুমকি সত্বেও অবশ্চিনার মত প্রাচীন জনগোষ্ঠীরূপের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সম্ভাবনা রয়েই ছিলঃ

সেটা সমস্যা সমাধানের বিষয় নয়, শত্রুকে পরাজিত করার বিষয়। রুশ কমিউনকে বাঁচাবার জন্য রুশ বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। যদি সময়োপযোগী মুহূর্তে বিপ্লব সংঘটিত হয়, যদি গ্রামীন কমিউনের সমস্ত শক্তিকে পূর্ণ বলসহ সংবদ্ধ করা হয়, তা রুশ সমাজের পুনর্জন্মের উপাদান হিশেবে

বিকশিত হবে, যে উপাদান পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাস সব দেশের চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রতিপন্ন হবে।[৮৩]

মার্ক্স ১৮৮২ সালে অনুরূপ বিষয়চর্চায় পুনরায় নিমগ্ন হলেন। এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথভাবে প্রণীত কমিউনিস্ট ইস্তাহারের নতুন রুশ সংস্করণে রুশ গ্রামীন কমিউনের ভবিষ্যৎকে পশ্চিম ইয়োরোপের প্রলেতারিয় সংগ্রাম গুলির সাথে অন্বিত করলেন।

আমরা সেই সময় দেখছি রাশিয়ায় মুখোমুখি একদিকে দ্রুত হারে পুঁজিবাদী প্রতারণার প্রসার ও বুর্জোয়া মালিকানাধীন ভূসম্পত্তির সদ্যবিকাশ, অন্যদিকে অর্ধেকের বেশী জমি মিলিত মালিকানা কৃষকদের। তাহলে প্রশ্ন ওঠে,অত্যন্ত অবহেলিত হলেও রুশ অবশ্চিনা কি প্রাচীন মিলিত মালিকানা রূপে সরাসরি মিলিত কমিউনিস্ট মালিকানার উচ্চস্তরে উত্তরণোপযোগী ছিল?

নাকি, উল্টো দিক থেকে, প্রতীচ্যে ইতিহাসের পথ বেয়ে আগে অবলুপ্ত হবে? সম্ভাব্য উত্তর একটিইঃ রুশ বিপ্লব যদি প্রতীচ্যের বিপ্লব-সঙ্কেত হয়, তাহলে একে অপরের পরিপূরক, রাশিয়ার জমির মিলিত মালিকানা সাম্যবাদী বিকাশের সূচনাফলক হয়ে উঠতে পারে।[৮৪]

কয়েকটি দীর্ঘ ও যুক্তিঘন খসড়া করার পরে জাসুলিচকে চিঠির জবাব মার্ক্স পাঠালেন ৮ মার্চ ১৮৮১। জাসুলিচ-এর ইঙ্গিত 'প্রকাশোপযোগী সংক্ষিপ্ত' উত্তর দিতে না পারার জন্য মার্জনা চাইলেন।[৮৫] তবু 'কয়েকটি লাইনে' বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যাতে 'সংশয় না থাকে', জাসুলিচকে আমার 'তথাকথিত তত্ব বিভ্রান্ত না করে।'[৮৬] 'কৃষি পণ্যের বাজেয়াপ্তকরণ' নিয়ে 'পুঁজি'র ফরাসী সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মার্ক্স তাঁর বিশ্লেষণ 'পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির মধ্যে সীমিত' রেখেছিলেন, যেখানে তিনি 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির আন্তঃরূপান্তর'[৮৭] দেখেছিলেন।বিপ্রতীপে, রাশিয়ায় 'জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হতে পারত'।[৮৮] তাই মন্তব্য করলেনঃ

'পুঁজি'তে সন্নিবেশিত বিশ্লেষণে গ্রামীন কমিউনের প্রয়োগসাধ্যতা পক্ষে বা বিপক্ষে কারণ ব্যাখ্যা দিতে পারি নি, কিন্তু তা নিয়ে বিশেষ নিরীক্ষা

করেছিলাম এবং আহরিত প্রাথমিক তথ্যনথি আমাকে প্রত্যয়িত করে যে ঐ কমিউনই রাশিয়ায় সামাজিক পুনর্জন্মদান-এর বাহন হতে পারে, কিন্তু সেজন্যে আগে দরকার তার চারপাশে আগ্রাসী যাবতীয় ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি নিস্ক্রিয় করা এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের স্বাভাবিক অবস্থা সুনিশ্চিত করা।' [৮৯]

মার্ক্স তাঁর দ্বান্দ্বিক অবস্থান তাঁকে এমন অভিমতে উপনীত করে নি যে উৎপাদনকারীদের সমিতি-ভিত্তিক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে না কোনো প্রাক-সংজ্ঞায়িত স্তরমালার নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে। একই সাথে তিনি এও স্বীকার করলেন না যে বিশ্বের সর্বত্র পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য।

মার্ক্সের গভীর যুক্তিমালাসমৃদ্ধ বিবেচনায় অবশ্চিনার ভবিষ্যৎ আর উতপাদিকা শক্তিসহ সমাজতন্ত্রের সমীকরণ-এর মধ্যে মেরু ব্যবধান ছিল – যে ভাবনা বিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিগুলি (উপনিবেশবাদের প্রতি সহানুভূতি সত্বেও) জোর দিয়েছিল। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক রূপান্তরের সাথে সামাজিক পরিবর্তন অচ্ছেদ্য, মার্ক্স এ ধারণা নস্যাৎ করলেন, ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বৈশেষিকতা, বাস্তবের রূপায়নে মানব মধ্যবর্তিতার কেন্দ্রীয়তা ও সমাজতন্ত্র অর্জনের কথা তুলে ধরেছিলেন।

টিকানির্দেশ

১ See Georges Haupt, L'internazionale socialista dalla Comune a Lenin. Turin: Einaudi, 1978, p. 88.

২ Karl Marx to Ludwig Kugelmann, 29 July 1872, in MECW, vol. 44, p. 413.

৩ ঐ সময়ের বেলজিয়ামের বিপ্লবীদের বিষয়ে দ্রস্টব্য César de Paepe, Entre Marx et Bakounine. Paris: Maspero, 1974.

৪ দ্রস্টব্য Guillaume, L'Internationale, Documents et Sou-

venirs (1864–1878), vol. II, pp. 333–4; cf. Freymond, 'Introduction', in Henri Burgelin, Knut Langfeldt and Miklós Molnár (eds), La première Internationale, vol. I (1866–1868). Geneva: Droz, 1962, p. 25.

৫ Friedrich Engels and Karl Marx, 'General Rules of the International Working Men's Association', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later, p. 268.

৬ See Freymond, 'Introduction', in Burgelin, Lanfeldt and Molnár (eds), La première Internationale, vol I (1866–1868), p. x.

৭ Friedrich Engels, 'On the Importance of Political Struggle', in Musto (ed.), Workers Unite!, pp. 274–5.

৮ Karl Marx, 23 July 1872, in Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.), Th e General Council of the First International 1871–1872, p. 263.

৯ Karl Marx, 20 September 1871, in Henri Burgelin, Knut Langfeldt and Miklós Molnár (eds), La première Internationale, vol. II (1869–1872). Geneva: Droz, 1962, p. 195.

১০ Karl Marx, 'On Th e Hague Congress', in MECW, vol. 23, p. 255.

১১ See Haupt, L'Internazionale socialista dalla Comune a Lenin, p. 100.

১২ Burgelin, Langfeldt and Molnár (eds), La première Internationale, vol. II (1869–1872), p. 374. বিরোধীরা সন ভিলিয়ার কংগ্রেসেই(নভেম্বর ১৮৭১)সাধারণ পরিষদ-এর সদস্য সংখ্যা কমিয়ে দেবার পক্ষে সওয়াল করছিল,কিন্তু মার্ক্স হেগ-এ ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা তার

চেয়ে সাধারণ পরিষদ অবলুপ্ত করে দেব, তবু সাধারণ পরিষদ-এর আকার ছোট করতে দেব না',ঐ p. 354.

১৩,ঐ., p. 377.

১৪ Karl Marx, Friedrich Engels and Paul Lafargue, 'Critique of Bakunin's Politics', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 182.

১৫,ঐ., p. 183.

১৬ Various authors, 'Statement of the Minority', in Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.), Th e Hague Congress of the First International, vol. I: Minutes and Documents. Moscow: Progress, 1976, pp. 199–200.

১৭ Friedrich Engels, 5 September 1872, in Burgelin, Langfeldt and Molnár (eds), La première Internationale, vol. II (1869–1872), p. 355

১৮ Maltman Barry, 'Report of the Fift h Annual General Congress of the International Working Men's Association, Held at Th e Hague, Holland, September 2–9, 1872', in Hans Gerth, Th e First International: Minutes of Th e Hague Congress of 1872. Madison: University of Wisconsin Press, 1958, pp. 279–80.

১৯ Friedrich Engels, 5 September 1872, in Burgelin, Langfeldt and Molnár (eds), La première Internationale, vol. II (1869–1872), p. 356.

২০ Édouard Vaillant, Internationale et Révolution. A propos du Congrès de La Haye, in Bert Andréas and Miklós Molnár (eds), La première Internationale, vol. III : Les conflits au sein de l'Internationale, 1872–1873. Geneva: Institut

Universitaire de Hautes Études Internationales, 1971, p. 140.

২১ঐ., p. 142.

২২ Karl Marx, and Friedrich Engels, 'Against Sectarianism', in Musto (ed.), Workers Unite!, pp. 288–9.

২৩ For a critical analysis of such positions see Molnár, 'Quelques remarques à propos de la crise de l'Internationale en 1872', in Colloque International sur La première Internationale (ed.), Le déclin de la Première Internationale, 1963, p. 439.

২৪ Molnár, Le déclin de la Première Internationale, p. 144.

২৫ Karl Marx, 22 September 1872, in Henri Burgelin, Knut Langfeldt and Miklós Molnár (eds), La première Internationale, vol. II (1869–1872), p. 217.

২৬ Karl Marx to César De Paepe, 28 May 1872, in MECW, vol. 44, p. 387: 'আমি পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারব না। সেটাই হবে আমার দাসত্বের অবস্থান। তার পরে আমি আবার মুক্ত মানুষ। সাধারণ পরিষদ বা ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ-এর কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব নেব না।

২৭ Mikhail Bakunin, 'Programme of the Alliance [International Alliance of Socialist Democracy]', in Arthur Lehning (ed.), Michael Bakunin: Selected Writings. London: Jonathan Cape, 1973, p. 174.

২৮ Mikhail Bakunin, 'A Letter to the Editorial Board of La Liberté', in Lehning (ed.), Michael Bakunin: Selected Writings, pp. 236–7

২৯ James Guillaume, 'Anarchist politics', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 290.

৩০ Mikhail Bakunin and James Guillaume, 'Th e Destruction of Political Power', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 294.

৩১ Mikhail Bakunin, 'Th e International and Karl Marx', in Sam Dolgoff (ed.), Bakunin on Anarchy. New York: Alfred A. Knopf, 1971, p. 303.

৩২ শ্রমিক শ্রেনী-সংগঠিত রাজনৈতিক দলের রাষ্ট্র-বিজয় এর ধারণা বাকুনিনের নস্যাৎকরণ সম্পর্কে দ্রস্টব্য Lehning, 'Introduction', in idem (ed.), Bakunin – Archiv, vol. VI : Michel Bakounine sur la Guerre Franco-Allemande et la Révolution Sociale en France (1870–1871), p. cvii.

৩৩ See Guillaume, op. cit., p. 342.

৩৪ See, for example, Guillaume, L'Internationale, Documents et Souvenirs (1864– 1878), vol. II, pp. 298–9.

৩৫ From Karl Marx and Friedrich Engels, 'Against Sectarianism', in Musto (ed.), Workers Unite!, p. 289.

৩৬ Bakunin, 'Th e International and Karl Marx', op. cit., p. 294.

৩৭ ঐ., pp. 294–5.

৩৮ Mikhail Bakunin, 'Programme and Purpose of the Revolutionary Organization of International Brothers', in Lehning (ed.), Michael Bakunin: Selected Writings, p. 155. Evidence of Bakunin's defi cient sense of reality is his claim: 'বাকুনিনের বাস্তব বোধে খামতি ছিল, তাঁর কথাতেই তার প্রমানঃ 'অতএব বিরাট সংখ্যক ব্যক্তি চাই না। গোটা ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক-এর জন্য

একশ শক্তিশালী ও নিষ্ঠাবান বিপ্লবীই যথেষ্ট। বৃহত্তম দেশের জন্য দু'শ বা তিনশ বিপ্লবীই যথেষ্ট।' ঐ

৩৯ Karl Marx, 'Record of Marx's speech on Secret Societies', in MECW, vol. 22, p. 621.

৪০ Mikhail Bakunin, 'Aux compagnons de la Fédération des sections internationales du Jura', in Lehning et al., Bakunin – Archiv, vol. II : Michel Bakounine et les Confl its dans l'Internationale. Leiden: Brill, 1965, p. 75.

৪১ Karl Marx, 'Political Indiff erentism', in MECW, vol. 23, p. 393.

৪২ Mikhail Bakunin, Marxism, Freedom and the State. London: Freedom Press, 1950, p. 21.

৪৩ আন্তর্জাতিক-এ জাক ফ্রেমঁদ-এর চয়ন যুক্ত রাষ্ট্রবাদী'এর চেয়ে 'স্বায়ত্তশাসনবাদী' শব্দটি জর্জ হাউপ্ত L'Internazionale socialista dalla Comune a Lenin, p. 70 এ ব্যবহার শ্রেয় মনে করেন। দ্রস্টব্য 'Introduction', in Andréas and Molnár (eds), La première Internationale, vol. III : Les confl its au sein de l'Internationale, 1872–1873, p. viii.

৪৪ Karl Marx, 'Political Indiff erentism', in MECW, vol. 23, pp. 392–3.

৪৫ ঐ. p. 393.

৪৬ ঐ, p. 394.

৪৭ Mikhail Bakunin, Statism and Anarchy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 33.

৪৮ ঐ, p. 135.

৪৯ ঐ, p. 184.

৫০ ঐ, p. 177.

৫১ Karl Marx. 'Conspectus of Bakunin's Statism and Anarchy', in MECW, vol. 24, p. 518.

৫২ ঐ, p. 519.

৫৩ ঐ, p. 521.

৫৪ ঐ, p. 517.

৫৫ ঐ, p. 521.

৫৬ ঐ, p. 519.

৫৫ ঐ, p. 521.

৫৬ ঐ, p. 519.

৫৭ মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর ১৮৮২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারের দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের ভূমিকা দ্রস্টব্যঃ '১৮৪৮-৪৯এর বিপ্লবের সময় শুধু ইয়োরোপের রাজপুত্রেরা নয়, ইয়োরোপীয় বুর্জোয়ারা প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে মুক্তির জন্য রুশ মধ্যবর্তিতার দিকে চেয়েছিল, যদিও প্রলেতারিয়েত তখন সদ্য-জাগর। ইয়োরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধান ঘোষিত হলেন জার।আজ তিনি গাটচিনায় যুদ্ধবন্দী(পিতা নিহত হবার পরে যে দুর্গে তৃতীয় আলেকসান্দর আশ্রয় নিয়েছিলেন) এবং রাশিয়া হয়ে উঠল ইয়োরোপের বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রণী"-MECW, vol. 24, p. 426.

৫৮ Vera Zasulich, 'A Letter to Marx', in Shanin (ed.), Late Marx and the Russian Road. New York: Monthly Review, pp. 98–9.

৫৯ ঐ

৬০ ঐ

৬১ Karl Marx, 'Draft s of the Letter to Vera Zasulich: Second Draft', in MECW, vol. 24, p. 360 (hereaft er: Marx, followed by the indication of the number of the draft and the page number).

৬২ Karl Marx, Le Capital, MEGA 2, vol. II /7, p. 634. ফরাসী

অনুবাদকর্মরত থাকাকালে যোসেফ রয় এইটি যুক্ত করেন, যা ১৮৯০ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে(যা মার্ক্সের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে গ্রাহ্য ছিল)সন্নিবেশিত ছিল।.

৬৩ Karl Marx, 'Second Draft', in MECW, vol. 24, p. 360.

৬৪ Karl Marx, 'Th ird Draft', in MECW, vol. 24, p. 367.

৬৫ Karl Marx, 'First Draft', in MECW, vol. 24, p. 352.

৬৬ Marx, 'Second Draft', MECW, vol. 24, p. 362.

৬৭ Marx, 'Th ird Draft', MECW, vol. 24, p. 368.

৬৮ Marx, 'First Draft', MECW, vol. 24, p. 349.

৬৯ ঐ, p. 357.

৭০ ঐ, p. 351.

৭১ Marx, 'Second Draft', MECW, vol. 24, p. 362.

৭২ Marx, 'First Draft', op. cit., p. 353.

৭৩ দ্রস্টব্য ম্যারিয়ান সওয়ের-এর অসাধারণ কাজ, Marxism and the Question of the Asiatic Mode of Production. Th e Hague: Martinus Nijhoff, 1977, p. 67: 'যা ঘটেছিল,বিশেষত ১৮৭০-এর দশকে, তা এই নয় যে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর চরিত্র সম্পর্কে মার্ক্স অন্যরকম ভাবছিলেন বা তারা সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হতে পারে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।বরং তিনি ঐ গোষ্ঠীগুলির বৈপ্লবীকরণের সম্ভাবনা পুঁজিতান্ত্রিক নয়, সমাজতান্ত্রিক পথে এমন ভাবছিলেন। মনে হয় তিনি গভীরভাবে ভাবছিলেন যে সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিবিড়করণ ও উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সন্নিবেশিত করা যায় কিনা।পুঁজিতন্ত্রের প্রভাবে অবশ্চিনার সামগ্রিক অবলুপ্তির সত্যিকারের বিকল্প এ পথে গড়ে উঠতে পারে, ১৯৮২তে মার্ক্স-এর এমন ভাবনা জারিত হচ্ছিল।

৭৪ ঐ, p. 354.

৭৫ ঐ

76 Marx, 'Th ird Draft', MECW, vol. 24, p. 368.

৭৭ ঐ

78 Marx, ‘First Draft’, MECW, vol. 24, p. 358.

৭৯ ঐ, p. 356.

৮০ ঐ

৮১ সমবায় সমিতির কার্টেল রূপ-এর সূচনা তাতারদের সমাজে, রক্তের বন্ধনের ভিত্তিতে; রাষ্ট্র ও তৃতীয় সত্তার প্রতি যৌথ দায়িত্ব পালন করত সদস্যেরা।

৮২ Marx, ‘First Draft’, MECW, vol. 24, p. 356.

৮৩ ঐ, pp 359–60.

৮৪ Marx and Engels, ‘Preface to the Second Russian Edition of the Manifesto of the Communist Party’, in MECW, vol. 24, p. 426.

৮৫ Karl Marx, ‘Letter to Vera Zasulich’, in MECW, vol. 24, p. 370. Cf. Musto, Th e Last Marx (1881–1883): An Intellectual Biography.

৮৬ Marx, ‘Letter to Vera Zasulich’, MECW, vol. 24, p. 370.

৮৭ ঐ

৮৮ ঐ, pp. 370–1.

৮৯ ঐ, p. 371.

Bibliography

1. Writings of Karl Marx

1.1 Marx-Engels Collected Works (MECW)

Marx, Karl (1975), 'Refl ections of a Young Man on the Choice of a Profession', in MECW, vol. 1: Karl Marx: 1835–43, pp. 3–9.

Marx, Karl (1975), 'Letter from Karl to His Father in Trier', in MECW, vol. 1, pp. 10–21.

Marx, Karl (1975), 'Th e Fiddler', in MECW, vol. 1, p. 22.

Marx, Karl (1975), 'Nocturnal Love', in MECW, vol. 1, pp. 23–4.

Marx, Karl (1975), 'Letters: April 1841–March 1843', in MECW, vol. 1, pp. 379–402.

Marx, Karl (1975), 'Notebooks on Epicurean Philosophy', in MECW, vol. 1, pp. 403–509.

Marx, Karl (1975), 'Certifi cate of Maturity for Pupil of the Gymnasium in Trier', in MECW, vol. 1, pp. 643–4.

Marx, Karl (1975), 'Certifi cate of Release from Bonn University', in MECW, vol. 1, p. 657.

Marx, Karl (1975), 'Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law. Introduction', in MECW, vol. 3:

Marx and Engels: Letters 1843–44, pp. 3–129.

Marx, Karl (1975), 'On the Jewish Question', in MECW, vol. 3, pp. 146–74.

Marx, Karl (1975), 'Comments on James Mill, Élémens d'économie politique', in MECW, vol. 3, pp. 211–28.

Marx, Karl (1975), Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, in MECW, vol. 3, pp. 229–346. Marx, Karl (1975), 'Draft of an Article on Friedrich List's Book Das Nationale System der Politischen Oekonomie', in MECW, vol. 4:

Marx and Engels 1844–45, pp. 265–93.

Marx, Karl (1975), 'Plan of the "Library of the Best Foreign Socialist Writers"', in MECW, vol. 4, p. 667.

Marx, Karl (1975), 'Marx's Undertaking Not to Publish Anything in Belgium on Current Politics', in MECW, vol. 4, p. 677.

Marx, Karl (1976), 'Declaration against Karl Grün', in MECW, vol. 6: Marx and Engels: Letters 1845–48, pp. 72–4.

Marx, Karl (1976), Th e Poverty of Philosophy, in MECW, vol. 6, pp. 105–212.

Marx, Karl (1977), 'Th e Bourgeoisie and the Counter-Revolution', in MECW, vol. 8: Marx and Engels: Letters 1848–49, pp. 154–78.

Marx, Karl (1977), Wage Labour and Capital, in MECW, vol. 9: Marx and Engels: Letters 1849, pp. 197–228.

Marx, Karl (1978), Th e Class Struggles in France, 1848 to 1850, in MECW, vol. 10: Marx and Engels: Letters 1849–51, pp. 45–146.

Marx, Karl (1978), 'Refl ections', in MECW, vol. 10, pp. 584–94.

Marx, Karl (1979), 'Pauperism and Free Trade – Th e Approaching Commercial Crisis', in MECW, vol. 11: Marx and En-

gels: Letters 1851–53, pp. 357–63.

Marx, Karl (1979), 'Revolution in China and Europe', in MECW, vol. 12: Marx and Engels: Letters 1853–54, pp. 93–100.

Marx, Karl (1979), 'Th e Future Results of British Rule in India', in MECW, vol. 12, pp. 217–23.

Marx, Karl (1979), 'Political Movements – Scarcity of Bread in Europe', in MECW, vol. 12: Marx and Engels: Letters 1853–54, pp. 301–8.

Marx, Karl (1980), 'Th e Commercial Crisis in Britain', in MECW, vol. 13: Marx and Engels: Letters 1854–55, pp. 585–9

Marx, Karl (1980), 'Th e Crisis in England', in MECW, vol. 14: Marx and Engels: Letters 1855–56, pp. 59–62.

Marx, Karl (1986), 'Th e French Crédit Mobilier', in MECW, vol. 15: Marx and Engels: Letters 1856–58, pp. 8–24.

Marx, Karl (1986), 'Th e Monetary Crisis in Europe', in MECW, vol. 15, pp. 113–16.

Marx, Karl (1986), 'Th e European Crisis', in MECW, vol. 15, pp. 136–8.

Marx, Karl (1980), 'Mazzini's New Manifesto', in MECW, vol. 16: Marx and Engels: Letters 1858–60, pp. 37–9.

Marx, Karl (1981), Herr Vogt, in MECW, vol. 17: Marx and Engels: Letters 1859–60, pp. 21–329. Marx, Karl (1984), 'Th e London Times on the Orleans Princes in America', in MECW, vol. 19: Marx and Engels: Letters 1861–64, pp. 27–31.

Marx, Karl (1985), Value, Prices and Profi t, in MECW, vol. 20: Marx and Engels: Letters 1861–64, pp. 101–49.

Marx, Karl (1985), 'Confi dential Communication', MECW,

vol. 21: Marx and Engels: Letters 1867–1870, pp. 112–24.

Marx, Karl (1986), Th e Civil War in France, in MECW, vol. 22: Marx and Engels: Letters 1870–71, pp. 307–59.

Marx, Karl (1986), 'Record of Marx's Speech on Secret Societies', in MECW, vol. 22, p. 621.

Marx, Karl (1988), 'Declaration of the General Council on Nechayev's Misuse of the Name of the International Working Men's Association', in MECW, vol. 23:

Marx and Engels: Letters 1871–74, p. 23.

Marx, Karl (1988), 'On Th e Hague Congress', in MECW, vol. 23, pp. 254–6.

Marx, Karl (1988), 'Political Indiff erentism', in MECW, vol. 23, pp. 392–7.

Marx, Karl (1989), 'K. Marx: Draft s of the Letter to Vera Zasulich: First Draft', in MECW, vol. 24: Marx and Engels: Letters 1874–1883, pp. 346–60.

Marx, Karl (1989), 'K. Marx: Draft s of the Letter to Vera Zasulich: Second Draft', in MECW, vol. 24, pp. 360–4. Marx, Karl (1989), 'K. Marx: Draft s of the Letter to Vera Zasulich: Th ird Draft', in MECW, vol. 24, pp. 364–9.

Marx, Karl (1989), 'K. Marx. Letter to Vera Zasulich', in MECW, vol. 24, pp. 370–1.

Marx, Karl (1987), A Contribution to the Critique of Political Economy, MECW, vol. 29: Marx: 1857–1861, pp. 257–417.

Marx, Karl (1987), 'Original Text of the Second and the Beginning of the Th ird Chapter of A Contribution to the Critique of Political Economy', MECW, vol. 29, pp. 430–500.

Marx, Karl (1988), Economic Manuscript of 1861–63, Volume I, in MECW, vol. 31: Karl Marx: 1861–63.

Marx, Karl (1988), Economic Manuscript of 1861–63, Volume II, in MECW, vol. 32.

Marx, Karl (1988), Economic Manuscript of 1861–63, Volume III, in MECW, vol. 33.

Marx, Karl (1996), 'Aft erword to the Second German Edition', in MECW, vol. 35: Karl Marx, Capital, Vol. I, pp. 12–20.

Marx, Karl (1996), 'Aft erword to the French Edition', in MECW, vol. 35, pp. 24–6.

Marx, Karl (1998), Capital, Volume 3, MECW, vol. 37 : Karl Marx, Capital, Vol. III.

Marx, Karl (1987), 'Confession', in MECW, vol. 42: Marx and Engels: Letters 1864–68, pp. 567–8.

1.2 Co- authored with Friedrich Engels, Marx-Engels Collected Works (MECW)

Marx, Karl and Friedrich Engels (1975), Th e Holy Family, in MECW, vol. 4, pp. 3–235.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1975), Th e German Ideology, in MECW, vol. 5: Marx and Engels: Letters 1845–47, pp. 19–539.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1976), Th e Manifesto of the Communist Party, in MECW, vol. 6, pp. 477–519.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1978), 'Announcement of the Neue Rheinische Zeitung. Politisch- okonomische Revue', in MECW, vol. 10, pp. 5–6.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1978), 'Review: January–February 1850', in MECW, vol. 10, pp. 257–70.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1978), 'Reviews from the Neue Rheinische Zeitung Revue No.4', in MECW, vol. 10, pp. 301–37.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1978), 'Review: March–April 1850', in MECW, vol. 10, pp. 338–41. Marx, Karl and Friedrich Engels (1978), 'Review: May–October 1850', in MECW, vol. 10, pp. 490–532.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1989), 'Preface to the Second Russian Edition of the Manifesto of the Communist Party', in MECW, vol. 24, pp. 425–6.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1982), MECW, vol. 38: Marx and Engels: Letters 1844–51.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1983), MECW, vol. 39: Marx and Engels : Letters 1852–55.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1983), MECW, vol. 40: Marx and Engels: Letters 1856–59.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1985), MECW, vol. 41: Marx and Engels: Letters 1860–64.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1987), MECW, vol. 42: Marx and Engels: Letters 1864–68.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1988), MECW, vol. 43: Marx and Engels: Letters 1868–70.

1.3 From Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA 2)

Marx, Karl (1975), 'Buch der Liebe', in MEGA 2, vol. I/1:

Marx: Werke, Artikel, literarische Versuche bis März 1843, pp. 477–553.

Marx, Karl (1975), 'Gedichte. Aus einem Notizbuch von Sophie Marx', in MEGA 2, vol. I/1, pp. 760–3. Marx, Karl (1976), MEGA 2, vol. II /3.1: Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861–1863).

Marx, Karl (2012), MEGA 2, vol. II /4.2: Marx: Ökonomische Manuskripte 1863–1868.

Marx, Karl (1983), Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie. Erster Band, Hamburg 1867, in MEGA 2, vol. II /5.

Marx, Karl (1989), Le Capital, Paris 1872–1875, in MEGA 2, vol. II /7.

Marx, Karl (2008), 'Ökonomisches Manuskript 1868–1870. Zweites Buch: Der Zirkulations Prozess des Kapitals', in MEGA 2, vol. II /11: Manuskripte zum zweiten Buch des 'Kapitals' 1868 bis 1881. Berlin : Akademie, pp. 1–339.

Marx, Karl (1984), MEGA 2, vol. III /4: Marx/Engels: Briefwechsel. Januar bis Dezember 1851, pp. 377–8.

Marx, Karl (2005), MEGA 2, vol. III /11: Marx/Engels: Briefwechsel. Juni 1860 bis Dezember 1861. Marx, Karl (1976), 'Exzerpte aus Aristoteles: De anima', in MEGA 2, vol. IV /1: Marx/Engels: Exzerpte und Notizen. Bis 1842, pp. 153–288.

Marx, Karl (1981), 'Exzerpte aus Jean Baptiste Say: Traité d'économie politique', in MEGA 2, vol. IV /2: Marx/Engels: Exzerpte und Notizen, 1843 bis Januar 1845, pp. 301–27.

Marx, Karl (1981), 'Exzerpte aus Adam Smith: Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations', in MEGA

2, vol. IV /2, pp. 332–87.

Marx, Karl (1981), 'Exzerpte aus David Ricardo: Des principes de l'économie politique et de l'impôt', in MEGA 2, vol. IV /2, pp. 392–427.

Marx, Karl (1981), 'Exzerpte aus James Mill: Élémens d'économie politique', in MEGA 2, vol. IV /2, pp. 428–71.

Marx, Karl (1998), 'Notizbuch aus den Jahren 1844–1847', in MEGA 2, vol. IV /3: Marx: Exzerpte und Notizen. Sommer 1844 bis Anfang 1847, pp. 5–30.

Marx, Karl (1988), MEGA 2, vol. IV /4: Marx/Engels: Exzerpte und Notizen. Juli bis August 1845. Marx, Karl (2014), MEGA 2, vol. IV /5: Marx/Engels: Exzerpte und Notizen. August 1845 bis Dezember 1850. Marx, Karl (1983), 'Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unsrer Zeit', in MEGA 2, vol. IV /6: Marx: Exzerpte und Notizen. September 1846 bis Dezember 1847.

Marx, Karl (1983), MEGA 2, vol. IV /7: Marx/Engels: Exzerpte und Notizen. September 1849 bis Februar 1851.

Marx, Karl (1986), 'Bullion. Das vollendete Geldsystem', in MEGA 2, vol. IV /8: Marx: Exzerpte und Notizen. März bis Juni 1851, pp. 3–85.

Marx, Karl (1986), 'Refl ection', in MEGA 2, vol. IV /8, pp. 227–34.

Marx, Karl (1986), 'Exzerpte aus James Steuart: An inquiry into the principles of political economy', in MEGA 2, vol. IV /8, pp. 312–25, 373–80, 400–1, 405–8 and 429–45.

Marx, Karl (1986), 'Exzerpte aus David Ricardo: On the principles of political economy', in MEGA 2, vol. IV /8, pp. 326–31, 350–72, 381–95, 402–4 and 409–26.

Marx, Karl (1991), MEGA 2, vol. IV /9: Marx: Exzerpte und Notizen. Juli bis September 1851. Marx, Karl (2007), MEGA 2, vol. IV /12: Marx/Engels: Exzerpte und Notizen. September 1853 bis Januar 1855.

1.4 Single Editions and Unpublished Manuscripts

Marx, Karl (1932), Der historische Materialismus. Die Frühschrift en, Siegfried Landshut and Jacob Peter Mayer (eds). Leipzig : Alfred Kröner.

Marx, Karl (1932), Ökonomisch- philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, in MEGA, vol. I/3. Berlin : Marx-Engels-Verlag.

Marx, Karl (1961), Manuskripte über die polnische Frage (1863–1864). S-Gravenhage : Mouton.

Marx, Karl (1982), Die technologisch- historischen Exzerpte. Frankfurt : Ullstein.

Marx, Karl (1985), Le Capital. Paris : Flammarion.

Marx, Karl (1993), Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). Harmondsworth : Penguin Books.

Marx, Karl (2014), 'Karl Marx, Inaugural Address of the International Working Men's Association', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 73–9.

Marx, Karl (2014), '[On the Right of Inheritance]', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 163–5.

Marx, Karl, Friedrich Engels and Paul Lafargue (2014), '[Critique of Bakunin's Politics]', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 182–6. Marx, Karl (2014), '[First Address on the Franco-Prussian War]', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 236–9.

Marx, Karl (2014), '[Second Address on the Franco-Prussian War]', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 240–1.

Marx, Karl (2014), '[General Rules of the International Working Men's Association]', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 265–8. Marx, Karl (2014), '[On the Political Action of the Working Class and Other Matters]', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 283–6. Marx, Karl (2014), '[Against Sectarianism]', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 287–9.

Marx, Karl (2015), Marx's Economic Manuscript of 1864–1865, Fred Moseley (ed.). Leiden : Brill. Marx, Karl, IISH, Marx-Engels Papers, B 63, B 64, B 65.

Marx, Karl, IISH, Marx-Engels Papers, B 77, B 78, B 80, B 82, B 83, B 86, B 90.

Marx, Karl, IISH, Marx-Engels Papers, B 93, B 94, B 95, B 96.

Marx, Karl, IISH, Marx-Engels Papers, B 98. Marx, Karl, IISH, Marx-Engels Papers, B 93, B 100, B 101, B 102, B 103, B 104 contain some 535 pages of notes.

Marx, Karl, IISH, Marx-Engels Papers, B 108, B 109, B 113 and B 114.

2. Writings by Other Authors

Ahmad, Aijaz (1992), In Th eory: Classes, Nations, Literatures. London : Verso.

Althusser, Louis (1969), For Marx. Harmondsworth : Penguin.

Althusser, Louis and Étienne Balibar (1979), Reading Capital. London : Verso.

Anderson, Kevin (2010), Marx at the Margins. Chicago : Th e University of Chicago Press.

Andréas, Bert (1963), Le Manifeste Communiste de Marx et Engels. Milan : Feltrinelli.

Andréas, Bert (1978), Marx' Verhaft ung und Ausweisung Brüssel Februar/März 1848. Trier : Schrift en aus dem Karl-Marx-Haus.

Andréas, Bert and Miklós Molnár (eds) (1971), La première Internationale, vol. III. Les confl its a seine de l'Internationale, 1872–1873. Geneva : Institut Universitaire de Hautes Études Internationales.

Ansart, Pierre (1967), La sociologie de Proudhon. Paris : PUF.

Ansart, Pierre (1984), Proudhon. Paris : PGF – Livre de poche.

Archer, Julian P. W. (1997), Th e First International in France, 1864–1872. Lanham : University Press of America.

Attali, Jacques (2005), Karl Marx, ou l'Esprit du monde. Paris : Librairie ArthèmeFayard.

Backhaus, Wilhelm (1974), Marx, Engels und die Sklaverei. Dusseldorf : Schwann.

Bakunin, Mikhail (1950), Marxism, Freedom and the State. London : Freedom Press.

Bakunin, Mikhail (1965), 'Aux compagnons de la Fédération des sections internationales du Jura', in Arthur Lehning, A. J. C. Rüter and P. Scheibert (eds),

Bakunin – Archiv, vol. II : Michel Bakounine et les Confl its dans l'Internationale. Leiden : Brill, pp. 1–85. Bakunin, Mikhail (1971), 'Th e International and Karl Marx', in Sam Dolgoff (ed.), Bakunin on Anarchy. New York : Alfred A. Knopf, pp. 286–320.

Bakunin, Mikhail (1973), 'Programme and Purpose of the Revolutionary Organization of International Brothers', in Arthur Lehning (ed.), Michael Bakunin: Selected Writings. London : Jonathan Cape, pp. 100–65.

Bakunin, Mikhail (1973), 'Four Anarchist Programmes', in Arthur Lehning (ed.), Michael Bakunin: Selected Writings. London : Jonathan Cape, pp. 166–77.

Bakunin, Mikhail (1973), 'A Letter to the Editorial Board of La Liberté', in Arthur Lehning (ed.), Michael Bakunin: Selected Writings. London : Jonathan Cape, pp. 235–70.

Bakunin, Mikhail (1982), Ein Briefwechsel von 1843, in MEGA 2, vol. I/2: Werke, Artikel, Entwürfe, März 1843 bis August 1844, pp. 480–2.

Bakunin, Mikhail, and James Guillaume (2014), 'Th e Destruction of Political Power', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, p. 294.

Balzac, Honoré de (1972), Th e History of the Th irteen. Ferragus. Harmondsworth : Penguin.

Barry, Maltman (1958), 'Report of the Fift h Annual General Congress of the International Working Men's Association, Held at Th e Hague, Holland, September 2–9, 1872', in Hans Gerth (ed.), Th e First International: Minutes of Th e Hague Congress of 1872. Madison : University of Wisconsin Press, pp. 257–94.

Bastiat, Frédéric (1964), Economic Harmonies. Princeton : D. van Nostrand Co. Inc.

Bauer, Bruno (ed.) (1844), Allgemeine Literatur-Zeitung, vol. 6. Charlottenburg : Verlag von Egbert Bauer.

Berlin, Isaiah (1963), Karl Marx : His Life and Environment. London : Oxford University Press.

Bloch, Ernst (1971), On Karl Marx. New York : Herder & Herder. Blumenberg, Werner (1956), 'Ein unbekanntes Kapitel aus Marx' Leben: Briefe an die holländischen Verwandten', International Review of Social History, vol. 1, n. 1, pp. 54–111.

Bologna, Sergio (1974), 'Moneta e crisi: Marx corrispondente della "New York Daily Tribune," 1856–57', in Sergio Bologna, Paolo Carpignano and Antonio Negri (eds), Crisi e organizzazione operaia. Milan : Feltrinelli, pp. 9–72.

Bottigelli, Emile (1961), 'La rupture Marx-Hyndman', Annali dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli. Milan : Feltrinelli, pp. 621–9.

Braunthal, Julius (1966), History of the International. New York : Nelson.

Bravo, Gian Mario (1979), Marx e La Prima Internazionale. Rome/Bari : Laterza.

Briggs, Asa, and John Callow (2008), Marx in London. London : Lawrence and Wishart.

Brunkhorst, Hauke (2007), 'Kommentar', in Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Frankfurt : Suhrkamp, pp. 133–322.

Burgelin, Henri, Knut Langfeldt and Miklós Molnár (eds) (1962), La première Internationale, vol. I (1866–1868). Geneva : Droz.

Burgelin, Henri, Knut Langfeldt and Miklós Molnár (eds) (1962), La première Internationale, vol. II (1869 – 1872). Geneva : Droz.

Cafi ero, Carl (1879), Il Capitale di Carlo Marx brevemente compendiato da Carlo Cafi ero. Libro Primo: Sviluppo della Produzione Capitalistica. Milan : E. Bignami e C. Editori.

Calomiris, Charles W., and Larry Schweikart (1991), 'Th e Panic of 1857: Origins, Transmission, and Containment', Journal of Economic History, vol. 51, n. 4, pp. 807–34.

Carr, Edward Hallett (1961), Michael Bakunin. New York : Vintage.

Carver, Terrell (1975), Karl Marx: Texts on Method. Oxford

: Blackwell.

Carver, Terrell (2012), 'Marx and the Politics of Sarcasm', in Marcello Musto (ed.), Marx for Today. London/New York : Routledge, pp. 117–33.

Chattopadhay, Paresh (2016), Marx's Associated Mode of Production: A Critique of Marxism. New York : Palgrave.

Cingoli, Mario (2001), Il primo Marx (1835–1841). Milan : Unicopli.

Collins, Henry and Chimen Abramsky (1965), Karl Marx and the British Labour Movement: Years of the First International. London : Macmillan.

Colp Jr., Ralph (1982), 'Th e myth of the Darwin-Marx letter', History of Political Economy, vol. 14, n. 4, pp. 461–82.

Cornu, Auguste (1955), Karl Marx et Friedrich Engels, vol. I. Paris : Presses Universitaires de France. D'Abbiero, Marcella (1970), Alienazione in Hegel. Usi e signifi cati di Entäusserung, Entfremdung, Veräusserung. Rome : Edizioni dell'Ateneo.

D'Hondt, Jacques (1968), 'Rapport de synthèse', in Colloque International sur La première Internationale (ed.), La Première Internationale: l'institute, l'implantation, le rayonnement. Paris : Éditions du Centre national de la recherche scientifi que, pp. 463–84.

Dal Pra, Mario (1965), La dialettica in Marx. Bari : Laterza. De Maesschalck, Edward (2005), Marx in Brussel (1845–1848).

Leuven : Davidsfonds. De Paepe, César (2014), 'Strike Against War', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 230–1.

Della Volpe, Galvano (1979), Rousseau e Marx. Atlantic Highlands, N.J. : Humanities.

Dlubek, Rolf (2004), 'Auf der Suche nach neuen politischen Wirkungs- möglichkeiten: Marx 1861 in Berlin', Marx-Engels Jahrbuch, 2004, pp. 142–75.

Duichin, Marco (1982), Il primo Marx. Rome : Cadmo. Eaton, Henry (1980), 'Marx and the Russians', Journal of the History of Ideas, vol. 41, n. 1, pp. 89–112

Engels, Frederick, and Paul and Laura Lafargue (1959), Correspondence, vol. 1 (1868 – 1886). Moscow : Foreign Languages Publishing House.

Engels, Frederick (1979), 'Critical Review of Proudhon's Book Idée générale de la Révolution au XIXe siècle', in MECW, vol. 11, London : Lawrence and Wishart, pp. 545–70.

Engels, Frederick (1990), Th e Origin of the Family, Private Property and the State, in MECW, vol. 26 : Engels: 1882–89, pp. 129–276.

Engels, Frederick (1990), 'Preface to the Pamphlet Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy', in MECW, vol. 26, pp. 519–20.

Engels, Frederick (1990), 'Introduction to Karl Marx's Th e Class Struggles in France, 1848 to 1850', in MECW, vol. 27: Engels: 1890–95, pp. 506–24.

Engels, Frederick (1996), 'Preface to the English Edition', in MECW, vol. 35 : Karl Marx, Capital, Vol. I, pp. 30–6.

Engels, Frederick (1996), 'Preface to the First German Edition', in MECW, vol. 36: Karl Marx, Capital, Vol. II, pp. 5–23.

Engels, Frederick (2001), 1890–92, Letters, in MECW, vol. 49.

Engels, Frederick (2014), 'On the Importance of Political Struggle', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 274–5.

Enzensberger, Hans Magnus (ed.) (1973), Gespräche mit Marx und Engels. Frankfurt : Suhrkamp. Evans, D. Morier (1860), Th e History of the Commercial Crisis, 1857–58. New York : Burt Franklin. Fallot, Jean (1966), Marx et le machinisme. Paris : Cujas.

Fay, Margaret A. (1978), 'Did Marx Off er to Dedicate Capital to Darwin? A Reassessment of the Evidence', Journal of the History of Ideas, vol. 39, pp. 133–46.

Fay, Margaret A. (1983), 'Th e Infl uence of Adam Smith on Marx's Th eory of Alienation', Science & Society, vol. 47, n. 2, pp. 129–51.

Feuer, Lewis S. (1975), 'Is the "Darwin-Marx Correspondence" Authentic?', Annals of Science, vol. 32, n. 1, pp. 1–12.

Finelli, Roberto (2004), Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx. Turin : Bollati Boringhieri. Foner, Philip S. (ed.) (1983), Karl Marx Remembered: Comments at the Time of His Death. San Francisco : Synthesis Publications.

Förder, Herwig (1960), Marx und Engels am Vorabend der Revolution. Berlin : Akademie.

Freymond, Jacques (ed.) (1964), Etudes et Documents sur la Première Internationale en Suisse. Geneva : Droz. Freymond Jacques, and Miklós Molnár (1966), 'Th e Rise and Fall of the First International', in Milorad M. Drachkovitch, Th e Revolu-

tionary Internationals, 1864–1943. Stanford : Stanford University Press, 3–35.

Gabriel, Mary (2011), Love and Capital: Karl and Jenny Marx and the Birth of a Revolution. New York/Boston/London : Little, Brown and Company.

Godelier, Maurice (1973), Horizon, trajets marxistes en anthropologie. Paris : Francois Maspero. Goethe, Johann Wolfgang von (1849), Campaign in France in the Year 1792. London : Chapman and Hall.

Grandjonc, Jacques (1974), Marx et les communistes allemands à Paris 1844. Paris : Maspero. Grandjonc, Jacques (1990), Studien zu Marx erstem Paris-Aufenthalt und zur Entstehung der "Deutschen Ideologie". Trier : Schrift en aus dem Karl Marx Haus.

Grandjonc, Jacques, and Hans Pelger (1990), 'Gegen die "Agentur Fazy/Vogt. Karl Marx" "Herr Vogt"', Marx-Engels-Forschungsberichte, vol. 6, pp. 37–86.

Grün, Karl (ed.) (1874), Ludwig Feuerbach, Sein Briefwechsel und Nachlass. Leipzig and Heidelberg : C. F. Winter'sche Verlagshandlung.

Grünberg, Carl (1925), 'Marx als Abiturient', Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung XI : 424–33.

Guillaume, James (1969), L'Internationale, Documents et Souvenirs (1864–1878), 4 vols. New York : Burt Franklin.

Guillaume, James (2014), 'Anarchist politics', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, p. 290.

Gurvitch, Georges (1965), Proudhon, Sa vie, son oeuvre. Paris : PUF. Habib, Irfan (2006), 'Marx's Perception of India', in Iqbal Husain (ed.), Karl Marx, on India. New Delhi : Tulika Books, pp. xix–liv.

Hall, Alfred Rupert (1980), Philosophers at War. Cambridge : Cambridge University Press.

Hall, Stuart (2003), 'Marx's Notes on Method: A "Reading" of the "1857 Introduction"', Cultural Studies, vol. 17, n. 2, p. 133.

Hall, Stuart (2008), 'Marx's Notes on Method: A "Reading" of the "1857 Introduction"', Cultural Studies, vol. 17, n. 2, pp. 113–49.

Happle, Rudolf, and Arne Koenig (2008), 'A lesson to be learned from Karl Marx: smoking triggers hidradenitis suppurativa', British Journal of Dermatology, vol. 159, n. 1, pp. 255–6.

Harnish, Harmuth, and Heinzoeter Th ümmler (1986), 'Einleitung', in Karl Marx, in MEGA 2, vol. IV /8, pp. 13–42.

Harstick, Hans-Peter, Richard Sperl and Hanno Strauß (eds) (1999), 'Einführung', in MEGA 2, vol. IV /32: Die Bibliotheken von Karl Marx und Friedrich Engels, Annotiertes Verzeichnis des ermittelten Bestandes, pp. 23–73.

Haupt, Georges (1978), L'internazionale Socialista dalla Comune a Lenin. Turin : Einaudi.

Haupt, Georges (1986), Aspect of International Socialism 1871–1914. Cambridge : Cambridge University Press.

Heinrich, Michael (2009), 'Reconstruction or Deconstruction? Methodological Controversies about Value and Capital, and New Insights from the Critical Edition', in Riccardo Bellofi

ore and Roberto Fineschi (eds), Re- reading Marx: New Perspectives Aft er the Critical Edition. Basingstoke : Palgrave-Macmillan.

Heinrich, Michael (2011), 'Entstehungs- und Aufl ösungsgeschichte des Marxschen Kapital', in Werner Bonefeld and Michael Heinrich (eds), Kapital & Kritik. Nach der 'neuen' Marx-Lektüre. Hamburg : VSA, pp. 155–93.

Horowitz, H. (1928), 'Die Familie Lwów', Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, vol. 5, pp. 487–99.

Ilyenkov, Evald (1982), Dialectics of the Abstract & the Concrete in Marx's Capital. Moscow : Progress. Institut für Marxismus-Leninismus (ed.) (1964), Mohr und General. Erinnerungen an Marx und Engels. Berlin : Dietz.

Institut für Marxismus-Leninismus (ed.) (1968), Karl Marx. Biographie. Berlin : Dietz. Institut für Marxismus-Leninismus (ed.) (1970), Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien, Band 1, 1836–1849. Berlin : Dietz.

Institut für Marxismus-Leninismus (ed.) (1982), Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien, Band 2, 1849–1851. Berlin : Dietz.

Institut für Marxismus-Leninismus (ed.) (1984), Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien, Band 3, 1851–1852. Berlin : Dietz.

Institut-Marx-Engels-Lenin (1934), Karl Marx. Chronik seines Lebens in Einzeldaten. Moscow : Marx-Engels-Verlag.

Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.) (1957), Reminiscences of Marx and Engels. Moscow : Foreign

Languages Publishing House.

Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.) (1962), Th e General Council of the First International 1864–1866: Minutes. Moscow : Foreign Languages Publishing House.

Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.) (1964), Th e General Council of the First International 1866–1868: Minutes. Moscow : Progress.

Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.) (1966), Th e General Council of the First International 1868–1870: Minutes. Moscow : Progress.

Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.) (1967), Th e General Council of the First International 1870–1871: Minutes. Moscow : Progress.

Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.) (1968), Th e General Council of the First International 1871–1872: Minutes. Moscow : Progress.

Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.) (1976), Th e Hague Congress of the First International, vol. 1: Minutes and Documents. Moscow : Progress.

Institute of Marxism-Leninism of the C.C., C.P.S.U. (ed.) (1978), Th e Hague Congress of the First International, vol. 2: Reports and Letters. Moscow : Progress.

Jaff e, Hosea (1977), Marx e il colonialismo. Milan : Jaca Book.

Jaff e, Hosea (2007), Davanti al colonialismo: Engels, Marx e il marxismo. Milan : Jaca Book.

Jahn, Wolfgang, and Dietrich Noske (eds) (1979), Fragen

der Entwicklung der Forschungsmethode von Karl Marx in den Londoner Exzerptheft en von 1850–1853, in Arbeitsblätter zur Marx-Engelsforschung, no. 7.

Jánoska, Judith, Martin Bondeli, Konrad Kindle and Marc Hofer (1994), Das «Methodenkapitel» von Karl Marx. Basel : Schwabe & Co.

Jansen, Christian (2002), 'Politischer Streit mit harten Bandagen. Zur briefl ichen Kommunikation unter den emigrierten Achtundvierzigern – unter besonderer Berücksichtigung der Controverse zwischen Marx und Vogt', in Jürgen Herres and ManFred Neuhaus (eds), Politische Netzwerke durch Briefk ommunikation. Berlin : Akademie Verlag, pp. 49–100.

Jones, Gareth Stedman (2016), Karl Marx: Greatness and Illusion. London : Allen Lane.

Kautsky, Benedikt (ed.) (1955), Friedrich Engels' Brietwechsel mit Karl Kautsky. Vienna : Danubia Verlag.

Korsch, Karl (1938), Karl Marx. London : Chapman & Hall

Krätke, Michael R. (2008), 'Marx's "Books of Crisis" of 1857–8', in Marcello Musto (ed.), Karl Marx's Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later. London/New York : Routledge, pp. 169–75.

Krätke, Michael R. (2017), Kritik der politischen Ökonomie Heute. Hamburg: VSA.

Labriola, Antonio (1907), Socialism and Philosophy. Chicago : C.H. Kerr & Company.

Lacascade, Jean-Louis (2002), Les métamorphoses de jeune Marx. Paris : Presses Universitaires de France.

Lafargue, Paul (1905), 'Frederick Engels', Th e Social Democrat, vol. 9, n. 8, pp. 483–8.

Lehning, Arthur (1965), 'Introduction', in Arthur Lehning, A. J. C. Rüter and P. Scheibert (eds), Bakunin – Archiv, vol. II: Michel Bakounine et les Confl its dans l'Internationale. Leiden : Brill, pp. ix–lxvi. Lehning, Arthur (ed.) (1973), Michael Bakunin: Selected Writings. London : Jonathan Cape.

Lehning, Arthur (1977), 'Introduction', in Arthur Lehning (ed.), Bakunin – Archiv, vol. VI : Michel Bakounine sur la Guerre Franco-Allemande et la Révolution Sociale en France (1870–1871). Leiden : Brill, pp. xi–cxvii.

Leopold, David (2007), Th e Young Karl Marx. Cambridge : Cambridge University Press.

Liebknecht, Wilhelm (1896), Karl Marx zum Gedächtnis. Nuremberg : Wörlein & Co. Lommels, Georg (1990), 'Die Wahrheit über Genf: Quellen und textgeschichtliche Anmerkungen', in Marx-Engels-Forschungsberichte, vol. 6, pp. 37–68.

Lommels, Georg (1998), 'Les implicationes de l'aff aire Marx–Vogt', in Jean-Claude Pont, Daniele Bui, Françoise Dubosson and Jan Lacki (eds), Carl Vogt (1817– 1895): Science, philosophie et politique. Chêne-Bourg : Georg, pp. 67–92.

Löwy, Michael (2003), Th e Th eory of Revolution in the Young Marx. Boston : Brill.

Luporini, Cesare (1973), 'Il circolo concreto- astratto-concreto', in Franco Cassano (ed.), Marxismo e fi losofi a in Italia (1958–1971). Bari : De Donato, pp. 226–39.

Mandel, Ernest (1971), Th e Formation of the Economic Th

ought of Karl Marx. London : New Left Books. Marx, Eleanor (1883), 'Karl Marx', Die Neue Zeit, vol. 1, n. 10, pp. 439–46. Marx, Eleanor (1898), 'Marx' Briefe an seinen Vater', Die Neue Zeit, vol. 16, n. 1, pp. 4–12.

Marx, Heinrich (1975), 'Father's Letters (November 1835–June 1836)', in MECW, vol. 1, pp. 645–56. Marx, Heinrich (1975), 'Father's Letter's (November 1836–February 1838)', in MECW, vol. 1, pp. 661–94.

McLellan David (1972), Marx before Marxism. Harmondsworth : Penguin.

McLellan David (1973), Karl Marx: His Life and His Th ought. London : Macmillan.

Mehring, Franz (1902), 'Einleitung', in Franz Mehring (ed.), Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle, vol. 1. Stuttgart : Dietz.

Mehring, Franz (1918), Karl Marx. Geschichte seines Lebens. Leipzig : Leipziger Buchdruckerei AG. Mehring, Franz (1962), Karl Marx: Th e Story of His Life. Ann Arbor : University of Michigan Press. Mészáros, István (1978), 'Marx fi losofo', in Eric Hobsbawm (ed.), Storia del marxismo, vol. 1. Turin : Einaudi, pp. 121–53.

Mill, John Stuart (1965), Principles of Political Economy, vol. I. London : Routledge & Kegan Paul.

Mill, John Stuart (1991), Th e Collected Works of John Stuart Mill, vol. XXXII. Toronto : University of Toronto Press.

Miller, Sepp, and Bruno Sawadzki (1956), Karl Marx in Berlin. Berlin : Das Neue Berlin.

Milza, Pierre (2009), L'année terrible. Paris : Perrin.

Molnár, Miklós (1963), Le déclin de la première internationale. Geneva : Droz.

Molnár, Miklós (1963), 'Quelques remarques à propos de la crise de l'Internationale en 1872', in Colloque International sur La première Internationale (ed.), Le déclin de la Première Internationale. Geneva : Droz.

Monz, Heinz (1973), Karl Marx. Grundlagen der Entwicklung zu Leben und Werk. Trier : NCO. Monz, Heinz, Manfred Henke, Rüdiger Th omas and Hans Pelger (1973), Der unbekannte junge Marx: neue Studien zur Entwicklung des Marxschen Denkens, 1835–1847. Mainz : Hase und Koehler.

Most, Johann (1873), Kapital und Arbeit. Ein populärer Auszug aus 'Das Kapital' von Marx 1873, Chemnitz 1873, in MEGA 2, vol. II /8, pp. 735–800.

Müller, Hans-Peter (1992), Karl Marx über Maschinerie, Kapital und industrielle Revolution. Opladen : Westdeutscher.

Mulroy, David (1994), Horace's Odes and Epodes. Ann Arbor : University of Michigan Press.

Musto, Marcello (2007), 'Th e Rediscovery of Karl Marx', International Review of Social History, vol. 52, n. 3, pp. 477–98.

Musto, Marcello (2008), 'History, Production and Method in the "1857 Introduction"', in Marcello Musto (ed.), Karl Marx's Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later. London/New York : Routledge, pp. 3–32.

Musto, Marcello (ed.) (2012), Marx for Today. London : Routledge, Musto, Marcello (2012), 'Revisiting Marx's Concept

of Alienation', in Marcello Musto (ed.), Marx for Today. London : Routledge, pp. 92–116.

Musto, Marcello (ed.) (2014), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury.

Musto, Marcello (2015), 'Th e Myth of the "Young Marx" in the Interpretations of the Economic and Philosophic Manuscripts of 1844', Critique, vol. 43, n. 2, pp. 233–60.

Musto, Marcello (2018), Th e Last Marx (1881–1883): An Intellectual Biography. London : Oxford University Press, forthcoming.

Musto, Marcello (ed.) (2019), Th e Marx Revival. Cambridge : Cambridge University Press, forthcoming. Negri, Antonio (1991), Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. New York : Autonomedia. Nieuwenhuis, Ferdinand Domela (1881), Kapitaal en Arbeid. Th e Hague : s.e.

Nikolaevskii, Boris, and Otto Maenchen-Helfen (1936), Karl Marx: Man and Fighter. Philadelphia/London : J.P. Lippincott Company. Obermann, Karl (1947), Joseph Weydemeyer, Pioneer of American Socialism. New York : International Publishers.

Ollman, Bertell (1971), Alienation. New York : Cambridge University Press.

Ossobowa, Inna (1990), 'Über einige Probleme der ökonomischen Studien von Marx im Jahre 1857 vom Standpunkt des Historikers', Beiträge zur Marx-EngelsForschung, vol. 29, pp. 147–61.

Patnaik, Prabhat (2006), 'Appreciation: Th e Other Marx', in Iqbal Husain (ed.), Karl Marx, on India. New Delhi : Tulika

Books, pp. lv–lxviii.

Prawer, Siebert S. (2011), Karl Marx and World Literature. London : Verso.

Proudhon, Pierre-Joseph (1890), What is Property? New York : Humboldt Publishing Company. Ricardo, David (1973), Th e Principles of Political Economy and Taxation. London : J. M. Dent & Sons. Rojahn, Jürgen (1983), 'Marxismus – Marx – Geschichtswissenschaft. Der Fall der sog. "Ökonomisch- philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844"', International Review of Social History XXVIII (1). Rojahn, Jürgen (2002), 'Th e Emergence of a Th eory: Th e Importance of Marx's Notebooks Exemplifi ed by Th ose from 1844', Rethinking Marxism, vol. 14, n. 4, pp. 29–46.

Rosen, Zvi (1977), Bruno Bauer and Karl Marx. Th e Hague : Martinus Nijhoff.

Rosen, Zvi (1983), Moses Hess und Karl Marx. Hamburg : Christians. Rougerie, Jacques (1971), Paris libre 1871. Paris : Seuil.

Rougerie, Jacques (1972), 'L' A.I.T. et le mouvement ouvrier a Paris pendant les evenements de 1870–1871', International Review of Social History, vol. 17, n. 1, pp. 3–102.

Rubel, Maximilien (1956), Bibliographie des oeuvres de Karl Marx. Paris : Rivière.

Rubel, Maximilien (1957), Karl Marx. Essai de biographie intellectuelle. Paris : Librairie M. Rivière et Cie.

Rubel, Maximilien (1968), 'Introduction', in Karl Marx, Œuvres. Economie II. Paris : Gallimard, pp. IX – CXXXI.

Rubel, Maximilien (1974), Marx critique du marxisme. Paris : Payot.

Rubel, Maximilien (1980), Marx: Life and Works. London : Macmillan.

Rubel, Maximilien (1982), 'Diff érence de la philosophie naturelle chez Démocrite et chez Épicure, avec un appendice. Notice', in Maximilien Rubel (ed.), Karl Marx, Œuvres III. Philosophie. Paris : Gallimard, pp. 5–10.

Rubel, Maximilien (1982), 'Philosophie Épicurienne. Notice', in Maximilien Rubel (ed.), Karl Marx, Œuvres III. Philosophie. Paris : Gallimard, pp. 785–7.

Ruge, Arnold (1975), Zwei Jahre in Paris. Etudien und erinnerungen. Leipzig : Zentralantiquariat der DDR.

Rühle, Otto (1928), Karl Marx. Leben und Werk. Hellerau bei Dresden : Avalun.

Ryazanov, David (1925), 'Zur Geschichte der Ersten Internationale. Die Entstehung der Internationalen Arbeiter-Association', in Marx-Engels Archiv, vol. I, pp. 119–202.

Ryazanov, David (1925), 'Neueste Mitteilungen über den literarischen Nachlaß von Karl Marx und Friedrich Engels', Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, vol. 11, pp. 385–400.

Ryazanov, David (1929), 'Einleitung', in MEGA, vol. I/1.2. Berlin : Marx-Engels-Verlag, pp. IX – XLV. Ryazanov, David (1968), 'Communication sur l'héritage littéraire de Marx et Engels', in L'Homme et la société, vol. 7, pp. 255–68.

Ryazanov, David (ed.) (1971), Karl Marx als Denker. Frank-

furt : Makol.

Sawer, Marian (1977), Marxism and the Question of the Asiatic Mode of Production. Th e Hague : Martinus Nijhoff. Schöncke, Manfred (ed.) (1993), Karl und Heinrich Marx und ihre Geschwister. Bonn : Pahl-Rugenstean Nachfolger.

Schrader, Fred E. (1980), Restauration und Revolution. Hildesheim : Gerstenberg.

Silva, Ludovico (1973), Lo stile letterario di Marx. Milan : Bompiani.

Smith, Adam (1961), Th e Wealth of Nations. London : Methuen. s.n. (1818), Trierische Kronik, n.p. Spargo, John (1912), Karl Marx: His Life and Work. New York : B. W. Huebsch.

Stekloff, G. M. (1928), History of the First International. London : Dorrit.

Terence (2002), Andria. Bristol : Bristol Classical Press.

Testut, Oscar (1870), L'Association internationale des travailleurs. Lyon : Aimé Vingtrinier.

Testut, Oscar (1871), Le livre blue de l'Internationale. Paris : Lachaud. Tuchscheerer, Walter (1968), Bevor 'Das Kapital' entstand. Berlin : Dietz.

Various authors (1871), Papiers et correspondance de la famille impériale, Édition collationnées sur le texte de l'imprimerie nationale, vol. II. Paris : Garnier Frères.

Various authors (2014), '[Resolutions of the Brussels Congress (1868)]', in Marcello Musto (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. New York : Bloomsbury, pp. 89–94.

Victor, Walter (1951), Marx und Heine. Berlin : Bruno Henschel und Sohn.

Von Bernhardi, Friedrich (1901), Tägebuchblätter aus dem Jahre 1867 bis 1869, vol. VIII. Liepzig : von Hirzel.

Von Stein, Lorenz (1848), Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte. Leipzig : Otto Wigand.

Vorländer, Karl (1929), Karl Marx. Leipzig : F. Meiner.

Watt, Ian (1951), 'Robinson Crusoe as a Myth', Essays in Criticism, vol. 1, n. 2, pp. 95–119. Wendling, Amy E. (2009), Karl Marx on Technology and Alienation. New York/ Houndmills : Palgrave. Wheen, Francis (2000), Karl Marx: a Life. New York : Norton.

Zasulich, Vera (1983), 'A Letter to Marx', in Teodor Shanin (ed.), Late Marx and the Russian Road. New York : Monthly Review, pp. 98–9.

Zenz, Emil (1979), Geschichte der Stadt Trier im 19 Jahrhundert. Trier : Spee